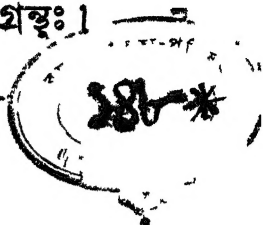
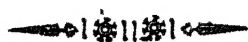


শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ।

শ্রবণ ৭৭ ।

গোবিন্দ-লীলামৃত গ্রন্থঃ ।



অর্থাৎ

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি

কর্তৃক

ASARITTA

মূল গ্রন্থঃ ।

তদন্তর্গত নবাক্ষর ও সারক, লীলা

শ্রীযুত যদুনন্দন দাস কর্তৃক

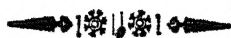
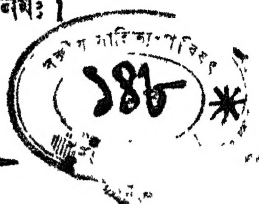
পয়ারাদি ছন্দে বিবচিত হইয়া

কলিকা ৩।

চৈতন্যচন্দ্রোদয় বস্ত্রে বস্তুিত হইল ।

শকাব্দ ১৭৭৪ ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ।



শ্রীগোবিন্দং ব্রজানন্দং সন্দোহানন্দমন্দিরং ।
বন্দে বৃন্দাবনাধীশং শ্রীরাধাসঙ্গনন্দিতং ॥

১৮৬

যোহজ্ঞানমত্তং ভুবনং কপালু রুমাঘরপ্য করোৎ প্রমত্তং ।
স্বপ্রেমসম্পৎ সুপয়চ্ছতেহং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মনুং প্রপদ্যে ॥
শ্রীরাধাপ্রাণবুক্কোশচরণ কমলয়োঃ কেশ শেখাভগম্যা যা সাখ্যা
প্রেমসেবা ব্রজচরিত্তপটৈর্গাঢ়লোল্যাক লভ্যা ।
সাম্যং প্রাপ্তায়িতাতং প্রথয়িতুমধুনা মানসীযস্যা সেবাং
ভাব্যাং রাগাধিপাষ্ট্রৈব্রজমনুচরিতং নৈদ্বিকং তস্য নৌনি ॥
কুঞ্জালোকোষ্টং নিশাশ্বে অবিশত্তিকুরুতে দোহনামাশনাচ্চাং
প্রোতঃ সায়ম্ফলীলাং বিহরতি সগিভিঃ সঙ্গবেচারমন্ গাঃ ।
মধ্যাহ্নে চাপ নক্তং বিলসতি বিপিনে রাধয়াধাপরাহ্নে
গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রনয়তি সুহৃদো যঃ স কক্ষোহবতারঃ ॥

এই সব শ্লোকের অর্থ সংক্ষেপে করিয়া লিখি মাত্র আপ
নার মন বুঝাইয়া ॥

যথা রাগঃ । শ্রীগোবিন্দ ব্রজানন্দ, আনন্দ মন্দির কন্দ,
শ্রীরাধিকা সঙ্গানন্দময় । বন্দো বৃন্দাবনাধীশ, বাঞ্ছা সম্পত্তক
দুঃখ, সর্বানন্দ যাহার আশ্রয় ॥ অজ্ঞান মত্ততা ক্রিতি, দেখি
পারিল কৈল অতি, নিজ প্রেম সুখ অদভুত । দিয়া মাতাইল যেই,

॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, সেই, তাঁর পদে প্রণতি বহুত ॥ শ্রীরাধিকা
 প্রাণবন্ধু, পাঁচপদ নখইন্দু, ব্রজা শিব শেষ অগোচর । প্রেম
 সেবা সাধ্য যেই, গাঢ় লোভে মিলে সেই, ব্রজবাসি চরিত
 তৎপর ॥ রাগপথে পথি হৈয়া, ব্রজভাবে প্রবেশিয়া, যে লভি
 ল নৈমিত্তিক সেবন । মানসের সেবা সেই, বিস্তার করিয়ে এই,
 প্রণমিঞা তাঁহার চরণ ॥ নিশা অন্তে কুঞ্জ হৈতে, প্রবেশয়ে
 গোষ্ঠেনিতে, গোদোহন ভোজনাদি লীলা । প্রাতঃকালে সাম্রং
 কালে, খেলে সব সখা মিলে, গোচারণ সঙ্কষের বেলা ॥ মধ্যা
 হ্নে রজনী কালে, রাধা সঙ্গে সুবিহারে, হৃন্দাবনে সেই মহানন্দে
 অপরাহ্নে গোষ্ঠে যান, প্রদোষে সুহৃদ স্থান, সেই কৃষ্ণ রাখু
 রসকন্দে ॥ আমি যে অপটু অতি, তটস্থ বুদ্ধের গতি, অতি
 অপাত্র আঙা হাঁড়ি যেন । কৃষ্ণলীলা রস সার, তাহে চাহি
 রাখিবার, বৈষ্ণবের হাস্য সুবর্জন ॥ কৃষ্ণ লীলামৃতার্ণবে,
 বিহরে বৈষ্ণব সবে, নিরবধি হিত দাতাগণ । অদোষ দরশি
 চিত, সদা করে পরহিত, শুনি ইহা হরষিত মন ॥ শ্রীকৃপ
 সম্ভটরাজ, কৈল যে নাটক কায, কৃষ্ণ লীলামৃত রসময় । ব্রজে
 র বৈষ্ণবগণ, তাহে আছে নিমগন, সবে হয় রনের আলয় ॥
 তাঁর আগে মোর বাণী, হাস্য প্রকাশন মানি, তপ্ত প্রায় বচন
 আমার । যদি মন্দ বাক্য অতি, তথাপি বৈষ্ণব তথি, হইবেন
 হরিষ বিস্তার ॥ ভাগবতাদি শাস্ত্রে কহে, কৃষ্ণ কথা উক্তি যাহে,
 তাতে সর্ব পাপ বিনাশয় । বর্ণনে গোবিন্দ লীলা, মন্দ বাক্য
 আখ্যা শিলা, সাধুগণ সদা আদরয় ॥ মোর মুখ মরুস্থল, বাণী
 খিন্নকৃপ চর, গোকুল উন্মুখী বাক্যগণ । বৈষ্ণবের কর্ণনদী,

প্রবেশ করয়ে যদি, পুষ্ট স্নিগ্ধ হইবে তখন ॥ না জানি শ্লোকার্থ
গণ, যৈছে তৈছে সংঘটন, করি গুরু বৈষ্ণব বন্দনা । গোবিন্দ
লীলামৃত সারি, নিগট্যর্থগণ, তার, পাণ্ডিত্যহো না বুঝয়ে
ইহা ॥ আমি অতি তুচ্ছমতি; না জানিয়ে স্থান স্থিতি, ভাল
মন্দ বিচার উদ্দেশে । শুনি কৃষ্ণ গুণ তথি, বিহ্বল হইল মতি,
গায় যদুনন্দন হরিষে ॥

এবে কহি গুরুবর্গ বৈষ্ণব বন্দনা । যাতে সর্ব সুখোদয়
মঙ্গল ঘটনা ॥ বন্দনা করিব মাত্র এই মোর সাধ । ক্রম বিপর্যয়
না লইবে অপরাধ ॥

যথা রাগঃ । বন্দো গুরু পদতল, চিন্তামণিময় স্থল, সর্ব
গুণ খনি দয়ানিধি । আচার্য্য প্রভুর সুতা, নাম শ্রীল হেমলতা
তঁহার অরণে সর্বসিদ্ধি ॥ অগেয়ান অঙ্ককারে, পতন দেখি-
য়া মোরে, জ্ঞানাজ্ঞান দিলা দয়াকরি । তঁহার করুণা হৈতে,
নেত্র হৈল প্রকাশিত, দূরে গেল অন্ধকারাবলি ॥ বন্দো শ্রী আ-
চার্য্য প্রভু, আমার প্রভুর প্রভু, তাঁর পদে কোটি পরণাম ।
বন্দো গোপাল ভট্ট নাম, রাধাকৃষ্ণ প্রেমধাম, পরাপর গুরু
রূপাধাম ॥ বন্দো প্রভু গৌরচন্দ্র, সকল আনন্দ কন্দ, পরমোষি
গুরু তিঁহ হয় । যেনো কৃষ্ণ প্রেমবন্যা, দিয়া কৈল ক্ষিতি ধন্যা,
অনন্ত প্রগতি তাঁর পায় ॥ বন্দো তার ভক্তগণ, তাঁর গুণ অনু-
ক্ষণ, রোদন মিশালে যেই গায় । না জানয়ে নিশি দিশি, গৌর
প্রেমরসে ভাসি, কম্পতরু সম রূপাময় ॥ বন্দো নিত্যানন্দ
রায়, গৌর প্রেম যার গায়, অমেক প্রণাম করি তাঁরে । বন্দো
তাঁর ভক্ত ততি, সদয় হৃদয় অতি, প্রেমের সাগরে ব্রোহো

ভারে ॥ আচার্য্য অদ্বৈত পায়, প্রণাম করিয়ে তার, গৌরচন্দ্র
 বিনু স্মৃতি নাই । বন্দো তাঁর ভক্ত যত, যে লয় আচার্য্য মত,
 যাতে হৈতে গৌরচন্দ্র পাই ॥ বন্দো রূপ সনাতন, সর্বদা বিহ্বল
 মন, রাধাকৃষ্ণ লীলা রস রঞ্জে । বহু শাস্ত্রগণ আনি, প্রকাশিল
 সার জানি, রাধাকৃষ্ণ প্রেমের তরঞ্জে ॥ বন্দ ভট্ট রঘুনাথ, বন্দ
 দাস রঘুনাথ, বন্দ আর শ্রীজীব গোসাঞি । বন্দ রায় রামানন্দ,
 গদাধর প্রেমকন্দ, বন্দ আর স্বরূপ গোসাঞি ॥ বন্দ শ্রীমুকুন্দ
 দাস, বন্দ নরহরি দাস, বন্দ আর শ্রীরঘুনন্দন । শ্রীখণ্ডেতে
 যার বাস, গৌর প্রেম সুখোজাস, যার শীল ভুবন বন্দন ॥
 ঠাকুর পণ্ডিত পায়, বন্দনা করহোঁ তাঁর, সদা রহে প্রেমানন্দ
 পুর । গৌরাক্ষ জীবন যার, কে কহিবে গুণ তাঁর, যার নামে
 পাপ যায় দূর ॥ বর্ণিতে বিলম্ব হয়, গ্রন্থ বাঢ়ে অতিশয়, না
 জানিয়ে বন্দনার ক্রম । আপন শবিত্র কায়ে, নাম গাই গ্রন্থ
 মাঝে, নাশাইতে মনের বিভ্রম ॥ সকল বৈষ্ণবগণ, দৃশ্যাদৃশ্য
 যত জন, সবার চরণ ধূলী যত । আপন মস্তকে করি, হরষিত
 হৈয়া ধরি, প্রত্যেকে বন্দিব আর কত ॥ আচার্য্য প্রভুরগণ,
 পরিবার যত জন, প্রণমহ সবার চরণে । আমি অতি সুপা
 মর, মোরে রূপা দৃষ্টি কর, দহে তৃণ করোঁ নিবেদনে ॥ পতিত
 তারণ ফায়ে, সবে আইলা ক্ষতি মাঝে, সবে হয় দয়ার সাগর
 সংসার সাগরানলে, পড়িয়া কাকুতি করে, এযছনন্দনে
 পার কর ॥

শ্রীগুরু শ্রীপদ ছন্দ করিয়া বন্দন । সংক্ষেপে কহিব কিছু
 কৃষ্ণ লীলাক্রম ॥ বুদ্ধিহীন মূর্খ শাস্ত্র জ্ঞানশূন্য বড় । ভাল মন্দ

বিচারের না জানিয়ে দড় ॥ তথাপিহ চিত্ত মোর করে ধক্ধকী ।
 মনের প্রবোধ লাগি যত্ন মতে লিখি ॥ বৈষ্ণবগোসাঞি পায়
 কোটি নমস্কার । অদোষ দরশী চিত্ত সদাই যাঁহর ॥ যদি মুঞি
 অতিশয় জড় অতিহার । না জানিয়ে শুদ্ধ সত্ত্ব নত্বের বিচার ॥
 তথাপিহ অন্য নহে লিখি কৃষ্ণগুণ । আত্মদানে বাঢ়ে সুখ
 পাপ হয় হীন ॥ নিজ দোষ কত মুঞি লিখিব বিস্তার । চলিতে
 না পারোঁ এত পাতকের ভার ॥ কৃষ্ণলীলা এজন লিখিতে
 সাধ করে । বিচার করিতে পড়েঁ লজ্জার সাগরে ॥ অনন্ত
 সহস্র মুখে বর্ণিতে না পারে । ব্রহ্মা শিব সনকাদি চিত্তয়ে অ
 ন্তরে ॥ নারদ প্রহ্লাদ আদি অনন্ত ভকত । ব্যাস উদ্ধব আদি
 আর কত শত ॥ ইহার না পায় অন্ত হেন লীলা যাঁর । মুঞি
 ক্ষুদ্র কীট হৈয়া কি পাইব পার ॥ শুকদেব ঠাকুর যেই লীলা
 রসময় । কিছু প্রকাশিল তিহোঁ ভাগবতে কর ॥ সর্কেশ্বরেশ্বর
 কৃষ্ণ এই সবার জ্ঞান । ব্রজবাসী জনের প্রেমভক্তি অনুপাম ॥
 কে কহিতে পারে তাহা বিনা ব্রজবাসী । অহর্নিশি রহে যেই
 কৃষ্ণপ্রেমে ভাসি ॥ সর্ব সুখস্থল কৃষ্ণের রূপাবন ধাম । সুখময়
 সঙ্গ সব তাঁহারি সনান ॥ ইচ্ছা লীলা করে কৃষ্ণ মায়াগন্ধ
 হীন । পিতা মাতা দাস সখা ভাবেতে প্রবীণ ॥ প্রেমসী সহিতে
 সুখ বিলাস অপার । গোবিন্দ লীলামৃতে এই লীলার বিস্তার ॥
 উপপতি ভাবকৃষ্ণের রাধিকাদি গণে । পরপত্নী ভাব ইহা
 সবাজন জানে ॥ পরকীয়া বিলাস কৃষ্ণের রাধিকাদি লৈয়া ।
 রসিক শেখর খেলে রসলোভি হৈয়া ॥ কৃষ্ণের প্রেমসী সবে
 কেহ নহে পর । রসের কারণে হয় লীলা স্বতন্তর ॥ সাধন

জানিতে ইহা জানিবে সৰ্ব্বথা। কিন্তু ব্রজবাসী জনে পরকীয়া
তথা ॥ এইমত নিত্যলীলা যার নাহি নাশ। রসিক ভকত
যাহা পাইতে করে আশ ॥ কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি ইহার নি
ত্যতা। অন্তত ইহাতে নাহি দুর্ভাবনা ব্যথা ॥ কৃষ্ণদাস কবি
রাজের কৃষ্ণ সঙ্গে স্থিতি। অতএব ব্যক্ত কৈল সে সব চরিত ॥
তাহার চরণে করি কোটি নমস্কার। প্রকাশিল যেহেঁ। কৃষ্ণ
লীলার ভাণ্ডার ॥ প্রাকৃতে লিখিয়া বুঝি এই মোর সাধ।
এসব সংপূর্ণ হয় বৈষ্ণব প্রসাদ ॥ উজ্জ্বল কৃষ্ণভক্তি যেহেঁ।
তাঁর প্রাণ ধন। প্রেমময় লীলা এই সৰ্বোত্তমোত্তম ॥ অত্যন্ত
নিগূঢ় কথা প্রকাশ করিতে। আনন্দ-বিষাদ ভয় পূর্ণ হৈল
চিত্তে ॥ অথবা কৃষ্ণের লীলা অনন্ত অপার। কে আছে এমন
যেই করে অন্ত তার ॥ এক দিনের লীলাক্রম সংক্ষেপ ক
রিয়া। লিখি মন বুঝাইব এই মোর হিয়া ॥ কিন্তু এই পরিবার
সঙ্গে অনুক্ষণ। একটাপ্রকট লীলা নাহি বিশ্রম ॥ প্রকটেও
পরকীয়া অপ্রকটেও সেই। পরিবার ভিন্ন নহে নিত্যরূপ
যেই ॥ গুহ্যতীত্বে এই পরকীয়া রস। সদা কৃষ্ণ আনন্দয়
হৈরা বার বার ॥

তথাহি।

মধুরাশ্রয়্য মাধুর্য্য মানন্দামৃত সাগরং ।

পরকীয়া মহাভাবা নমস্যা মরুসিকৃতা ॥

পাষণ্ড লাগিয়া দদা ভয় লাগে চিত্তে। পাষণ্ড না রহে যথা
গোবিন্দ চরিতে ॥ তবে যদি তর্কে কেহ করে উপহাস। সৰ্ব্ব
থায় গলে সে বান্ধিল যন্ত্রপাশ ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তগণের যে করয়ে

দেব । নিন্দা কৈলে পিতৃ সঙ্গে পায় ঘোর ক্লেশ ॥ বহু জন্ম নয়
ক ভোগয়ে সেই পাপী । এছে কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত পরম প্রতাপী ॥
এই কথা শাস্ত্রে শুনি বাঢ়িল আত্মদাদ । আরম্ভ করিলু গ্রন্থ ভাঙ্গি
ল বিবাদ ॥ দোষ না লইহ প্রভু বৈষ্ণব গোসাঞি । তোমা
সবা বিলু মোর অন্য গতি নাই ॥ শ্রীগুরু শ্রীপাদপদ এই মাত্র
জানি । যেই উঠে মনে সেই সত্য করি মানি ॥ তাঁর পদে । ব
শ্বাস লব নাহিক আমার । তথাপিহ লোভ বাঢ়ে চরিত তাঁহার
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ করিয়া বন্দন । সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু
কৃষ্ণলীলা ক্রম ॥ কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অভিমান । ইহা
তে জড়িত চিত্ত নাহি সমাধান ॥ ইহা সমাধান বিলু নহে
কৃষ্ণভক্তি । ভক্তিহীন জনের লীলা বর্ণনে কি শক্তি ॥ চিত্ত
প্রবোধ মাত্র যে তে মতে করি । যাতে সুখী হয় মন সেই অনু
সারি ॥ যেই লীলা ব্রহ্মা শিব শেষ অগোচর । ব্রজবাসী জনে
মাত্র সম্বন্ধ গোচর ॥ বিধি ভুক্ত্য না মিলয়ে এই কৃষ্ণলীলা ।
রাগান্নিকা জনে মাত্র করে নানা খেলা ॥ কৃষ্ণকে ঈশ্বর জ্ঞান
কভু নাহি করে । দেখিলে সে জীয়ে সব না দেখিলে মরে ॥
আত্মসুখ দুঃখে কার নাহিক বিচার । কৃষ্ণ সুখ লাগি সবে
করয়ে আচার ॥ আশ্চর্য্য প্রেমের কথা কহিলে কি হয় । যার
মনে উপজায় সেই সে বুঝয় ॥ বড় রসময় কথা লোক অগো
চর । ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ধর্গ পর ॥ পরম লালসা মূল্যে
সেই প্রেম মিলে । বেদ অগোচর কথা মহাজনে বলে ॥ দন্তে
তৃণ ধরি নুওঁ কহোঁ বারবার । যত্নকরি এই গ্রন্থ করিবে বি
চার ॥ পয়ার বলিয়া মনে না করিবে হেলা । শ্লোক প্রবন্ধে

কহে এইমত খেলা ॥ শ্লোকের অর্থের কথা কিছুই না
জানো। যেই উঠে মনে সেই সত্য করি মানো ॥ অত্যন্ত
নিগূঢ় কথা কহিষ্মুখ স্থানে। যত্ন করি রাখিবে ইহা করিয়া
গোপনে ॥ আপন সংপ্রদা কিনে অন্য না কহিবে। এই মোর
নিবেদন বিচার করিবে ॥ বৈষ্ণব চরণে মোঙ্গ একান্ত শরণ।
এইসে ভরসা সবে সংসার তারণ ॥ আমি লিখি কহি মাত্র
অভিমান করি। যেই কহান কৃষ্ণ তাহা উঠয়ে উচ্চারি। রাধা
কৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে। এষদ্বন্দন কহে গোবিন্দ
বিলানে ॥

তথাহি।

বাত্ম্যন্তে ব্রহ্ম বৃন্দেনিত বহুবিরৈ বোধিতৌ কীর শারী পঠৈ
জটৌদকটৌ বতিসুখময়নাদখিতৌতোসখীভিঃ। দৃষ্টৌহৃষ্টৌ
তদাত্মোদিতনি ললিতৌ ককথটীগীঃ সশাস্তৌ রাধাকৃষ্ণৌ
স তৃষ্ণাবপি নিজ নিজ ধাম্যাপ্ত তপ্পৌ স্মরানি ॥

অস্যার্থঃ।। রাত্রি শেষে শুক শারী আদি পক্ষগণ। বৃন্দার
নিদেশে শব্দ করে বিলক্ষণ ॥ রাধাকৃষ্ণ জাগিলেন সে ধ্বনি
শুনিঞ। রসের আবেশে তবু রহিলা সূতিয়া ॥ নানা পদ্য
হৃদয় আর অহৃদয় বচন। কহি শুক শারী জাগাইল দুই জন ॥
শয্যায় বসিলা উঠি কিশোর ফিশৌরী। আনন্দে মগন দোঁহে
দোঁহা মুখ হোরি ॥ এক কালে সখীগণ করিলা প্রবেশ। দরশনে
বাট গেল আনন্দ বিশেষ ॥ নানা পরিহাস কথা নানান
চাতুরি। নিমগন হৈলা দেখিসে রস মাধুরি ॥ ককথটা কহিলা
তবে জটিল আইলা। তার বাক্যে রাধাকৃষ্ণ সখী চমকিলা
তবে দোঁহে গেল নিজ নিজ ঘূহ মাঝে। তুষিত অন্তরে দোঁহে

সুতে নিজ সেজে ॥ রসের অলসে ছুছ সুখে নিদ্রা যায়। হেম মণি
 বরকত জনু এক ঠায় ॥ সেবা পরা যেই সেই সময় জানিঞা ।
 যার যেই সেবা হয় করে হর্ষ হৈয়া ॥ নিশা অবসানে পক্ষ জা
 গিল সকলে । মুক হৈয়া আছে সবে নিজ স্থলে ॥ রাধাকৃষ্ণ
 জাগাইতে উৎকণ্ঠা অন্তরে । বৃন্দা আজ্ঞা বিনে শব্দ করিতে
 না পারে ॥ তবে বৃন্দাদেবী যবে আজ্ঞা দিল তারে । ক্রীড়ার
 নিকুঞ্জ বেড়ি সবে শব্দ করে ॥ ডাক্তা বৃক্ষে শারী আর দাড়িম্ব
 বৃক্ষে কীর । কোকিলা কোকিলী ডাকে আম্রবৃক্ষে স্থির ॥
 পিলু বৃক্ষে কপোত আশ্র প্রিয়কে মমুর । লতাতে ভ্রমরি গুঞ্জে
 ভুবি তাত্ৰচূড় ॥ ভ্রমরার শব্দ যেন মদনের শঙ্খ । ভ্রমর বক্ষ তি
 রতি বাল্লরী প্রবন্ধ ॥ কুমুদিত কুঞ্জে শয্যা কুমুদ রচিত । মক
 রন্দ লুন্ধ অলি ফিরে চারি ভিতে ॥ শিকশ্রেণী গান যেন মন
 থের বীণা । তার স্বরে শব্দ মধুরস পরবীণা ॥ কোকিলীর গান
 যেন বিপাখির ধ্বনি । কোকিলার কাছে গায় মন মোহে শুনি ॥
 আম্রের মুকুল খাঞা কণ্ঠ পুষ্ট হৈয়া । গান করে রাধাকৃষ্ণ
 প্রবোধ লাগিয়া ॥ কন্দর্প ব্যাঘ্ররাজ কপোত কুৎকার । নান
 মৃগী লাজ বুকু ভাঙ্গে গোপীকার ॥ গোপীগণ ধৈর্য্য ধর্ম্মচর্যা
 দূর করে । এছন মধুর ধ্বনি কপোত আচরে ॥ ময়ূর ময়ূরী
 কথা কহে রসময় । রাধা ধৈর্য্য ধরাধর কে আছে চালয় ॥
 কৃষ্ণ বিনে অন্য কেহো নারে চালিবারে । কৃষ্ণ মত্ত হস্তি বশ
 করে প্রেমডোরে ॥ রাধা বিনু কৃষ্ণ আর কারো বশ নয় । কেহা
 শব্দে তারা এই কথা কয় ॥ দ্রুত দীর্ঘ প্লুত উচ্চারে বেদধ্বনি
 পারা । কুঃকুঃ শব্দ ছলে কহে তাম্ৰচূড়া ॥ এইমত পক্ষগণের

কোলাহল হৈতে । জাগিলেন রাধাকৃষ্ণ দুহু অবিদ্ধিতে ॥ দৃঢ়
 আলিঙ্গন ভঞ্জে কাতর হইয়া । কপট নিদ্রার ছলে রহিল। সুত
 রা ॥ সুবর্ণ পিঞ্জীবে আছে গৃহের শারিকা । অতি সুপণ্ডিতা সেই
 দয়িত রাধিকা । নিশাকেলি সাংকী সেই সব লীলা জানে ।
 কহিতে লাগিল কিছু মধুর বচনে ॥ জয়ং কৃষ্ণচন্দ্র গোবিন্দুলের
 বন্ধু । জয় বৃন্দাবননাথ জয় রসসিদ্ধ ॥ রসভরে শান্ত কান্ত
 জাগিয়া জাগাও । শশিকম্প শয্যা ছাড়ি নিজ গৃহে যাও ॥ উদ
 য় হইল পূর্বে তৎকাল অরুণ । তরুণি নিচয়ে যেই বড় অকরুণ ॥
 অতএব যমুনার তটশয্যা হৈতে । নিভূতে উচিত হয় নিজ গৃহে
 যাইতে ॥ কমল বদনী তুয়া কিছু দোষ নাই । নিশান্তে শয়ন
 অঙ্গ অলস ঘুচে নাই ॥ তোমার সুখের বৈরি অরুণ উদয় । চন্দ্র
 বলী সখী প্রায় মোর মনে লয় ॥ রজনী গমন কৈল প্রভাত হইল
 সূর্য্যের মণ্ডল শীঘ্র উদয় করিল ॥ শীতল পল্লব শয্যা শয়ন ছা
 ডিয়া । স্বগৃহে শয়ন কর তৎকাল যাইয়া ॥ তবে কীররাজ কহে
 কৃষ্ণ জাগাইতে । প্রগাঢ় গরিমা প্রেম লাগিল। কহিতে ॥ বিচ
 ক্রণ নাম তার। বাক্য পটু বড় । দীপ্ত প্রসন্ন কথা পদ্য কথা
 দড় ॥ কৃষ্ণ প্রবোধন দক্ষ উদ্ভট বচনে । অতি হৃষ্ট হয় কৃষ্ণ সে
 কথা শ্রবণে ॥ জয়ং গোবিন্দ অঙ্গল সর্ব্ব মূল । জয় ব্রজ রমণীর
 প্রাণ সমতুল ॥ জয় ব্রজাঙ্গনা অলি কমল বিরাজ । জয়ং অচ্যু
 তানন্দ জয় ব্রজরাজ ॥ জয়ং লতাগণ সকল আনন্দ । জয় বৃন্দা
 বনচন্দ্র সর্ব্ব রসকন্দ ॥ প্রাতঃকাল হৈল জানি সব ব্রজবাসি ।
 তুষিত নয়নে তোমা দেখিবারে আসি ॥ সকল গোষ্ঠের তুমি
 জীবনের জীবন । তোমা না দেখিলে প্রাণ না যায় ধরণ ॥

দেখ পূৰ্বদিগে কৃষ্ণ নায়িকা সমানে । সূর্য্যের মণ্ডল যেন নায়ক
গমনে ॥ দেখিয়া পাইল লজ্জা, আপন অন্তর । তৎকাল উত্থান
কৈল অরুণ অম্বর ॥ অতএব কুঞ্জশয্যা নিদ্রা তেয়াগিয়া । গৃহে
তে গমন কর প্রিয়ারে লইয়া ॥ সূর্য্যের উদয় মনে চমৎকার
পাঞা । চন্দ্রের মণ্ডপ গেল বনিতা লইয়া ॥ রজনী চলিয়া
গেল আগন আলয় । বিহঙ্গ বনিতা সঙ্গ নদীতটায় ॥
চক্রবাকী এক নেত্র চক্রবাকে ধরে । আর এক নেত্র ধরে
অরুণ পটলে ॥ সূর্য্যের কিরণে পেচা তরুর কোটরে । প্রবিষ্ট
হইব করি অনুবন্ধ করে ॥ অতএব কৃষ্ণ কুঞ্জে নিদ্রা তেয়াগিয়া ।
ঘরেতে গমন কর কান্তারে লইয়া ॥ বৃন্দা পড়াঞাছে, শারী
পদ্য কথা সার । রাধিকাতে স্নেহ বড় কহে বারং ॥ কলবাক
সুস্বামীমান প্রেমোৎফুল্ল তনু । পটুবাক্য কহে অতি বেদধুনি
জন ॥ জিহ্বা রঙ্গভূমে বাণী নৃত্য করাইতে । স্নেহ মধুমত্ত
হৈয়া লাগিলা কহিতে ॥ নিজঃ ঘরে দৌঁহে করহ গমন । এই
মনে করি কহে মধুর বচন ॥ ব্রজপথে ব্রজবাসী যাবৎ না যায় ।
তাবৎ রাধিকা শীঘ্র যাহ নিজালয় ॥ সুন্দর বদনী তেজ ত্বর
তেশয়ন । তৎকাল গমন কর আপন ভবন ॥ উদয় পৰ্ব্বতে
সূর্য্য গমন করিল । ত্বরিতে কিরণ তার উদয় হইল ॥ অলস
নিকুঞ্জ ছাড়ি নিজ গৃহে যাহ । প্রাতঃকালোচিত কৃত্য করি
বারে চাহ ॥ কৃষ্ণকে জাগাই রতি অলসল অঙ্গ । অতি শীঘ্র তেজ
ধনী নিদ্রা সুখ রঙ্গ ॥ রাধাকৃষ্ণ জাগিয়াছেন দুহেঁ । অগোচর ।
দুহু দুহু ত্যাগ ইচ্ছা না হয় অন্তর ॥ কৃষ্ণ জাহ্নুপরি রাই নিতম্ব
আলম্ব । বক্ষস্থলে কুচযুগ মুখে মুখালম্ব ॥ কণ্ঠে ধরি ভুজবতা

কৃষ্ণ ভুজে ধীর। রহিয়াছে যেন মেঘে বিছাল্লতা ধীর॥
 গোষ্ঠ গন্তমনা কৃষ্ণ উৎকর্ষা অন্তরে। রাই অঙ্গ সঙ্গ গাঢ় আলি
 জন করে॥ সঙ্গ ভঙ্গ কাতর কৃষ্ণ বিশৃঙ্খল মন। কপট নিদ্রার
 ছলে করেন শয়ন॥ দক্ষ নামে কীর কৃষ্ণ লীলা যে রচয়। লক্ষ
 লক্ষ শ্লোক পড়ে পণ্ডিত সে হয়॥ প্রফুল্লিত পাখা কৃষ্ণ প্রেমের
 আনন্দে। কহিতে নাগিলা তিহেঁ। নানা পদ্য ছন্দে॥ যাবৎ
 জননী তোমার গৃহেতে বাইয়া। এই সব কর্ম করে সচকিত
 হৈয়া॥ তোমার নিদ্রা ভঙ্গ ভয় দধির মন্ডনে। দাসীকে নিষেধ
 করে করিয়া যতনে॥ তাবৎ নিভূতে তুমি যাহ নিজ ঘরে।
 সেখানে শয়ন কর আনন্দ অন্তরে॥ কালিন্দী আদি করি
 যত গাবীগণ। সবেই করিছে তব পথ নিরীক্ষণ॥ স্তন
 কণ উদ্ধৃমুখে স্তন দুগ্ধভরে। পীড়া পায় তবু বৎস আ-
 হ্বান না করে॥ তুমি গেলে তা সবার দুঃখ যায় দূর। ত্যর্থ
 বাছুরে পীয়ে তবে দুগ্ধপূর॥ প্রাতঃকৃত্য করি পৌর্ণমাসী ঠাকু
 রাণী। যাবৎ মিলিতে না যায় তোমার জননী॥ তোমাকে দে
 খিতে যাবৎ তোমার মন্দিরে। প্রবিষ্ট না হয় তাবৎ যাহ নিজ
 ঘরে॥ কীর বাক্য শুনি গোষ্ঠ গমনে সত্ত্বর। টুঠিলেন শয্যা
 হৈতে শ্রামল সুন্দর॥ অঙ্গের প্রিয় অঙ্গ হৈতে অঙ্গ লৈয়া।
 প্রিয়া অঙ্গ শোভা দেখে শয্যাতে বসিয়া॥ পূর্বেই জাগিয়া
 ছেন সব সখীগণ। বৃন্দা সঙ্গে দেখে কুঞ্জ ছিদ্রেতে আনন॥ প্রা-
 তঃকাল হৈল দেখি সশঙ্ক হইয়া। দেখয়ে দোহার শোভা নয়ন
 ভরিয়া॥ রাধিকার রতিভরে উদ্ধত কলাপিনী। সুন্দরী নাম
 তার ময়ূর রমণী॥ ময়ূরের সঙ্গ ছাড়ি শীঘ্র তাহা আইলা।

রতি মন্দিরাজনে সে আসিয়া রহিল ॥ কদম্বের বৃক্ষ হৈতে
 নয়র নাছিল । তাণ্ডবিক নাম তার নাচিতে লাগিল ॥ কৃষ্ণ
 তে তাহার প্রেম कहনে না যায় । কৃষ্ণবর্ণ দেখি নাচে আনন্দ
 হিয়ায় ॥ রঞ্জিণী হরিণী নাম রাখার সহচরী । কুঞ্জদ্বারে আই
 লা নিজ পতি পরিহরি ॥ চঞ্চল নয়নে দেখে দুহুঁ মুখ শোভা ।
 মাধুর্য্য দেখিয়া বাচে হৃদয়ের লোভা ॥ সুরঙ্গ হরিণী আইলা
 কৃষ্ণপ্রাণ যার । কুঞ্জদ্বারে দেখে কৃষ্ণ মাধুর্য্যের সার ॥ তবে সখি
 গণে দেখি দুহুঁ কা সুসমা । অন্যান্যো কহে কথা মাধুরী ঘটনা ॥

যথা রাগ ।

দ্বিপদী । তবে কৃষ্ণ উঠি বৈসে, মৃদু মন্দ হাসে, করি নিজ
 বাহু প্রসারণে । রাইরে আনিয়া কোলে, আঁখিভরে হর্ষজলে,
 মাধুর্য্য দেখয়ে দুনয়নে ॥ সখিহে দেখ রাধা মাধব পিরিতি ।
 সব রাত্রি বিহরিলা, তথাপি তুষিত ভেলা, প্রতিক্ষণ নবীন
 আরতি ॥ ধ্রু ॥ ছলে রাই নিদ্রা যায়, চক্ষু নাই প্রকাশয়,
 জাগিয়া আছেয়ে অনুমানি । কৃষ্ণ নিরীক্ষয়ে শোভা, মদন নয়ন
 লোভা, ধনী চক্ষু প্রকাশে তথনি ॥ প্রভাত কমল পারা,
 মুখপদ্ম মনোহরা, তাতে চক্ষু খঞ্জন যুগল । তাহাতে যুগায়
 মান, রসের অঙ্গস কাম, অলিঁকে অলকা ভঙ্গল ॥ কৃষ্ণ
 চন্দ্র তাহা দেখি, দিয়া আপনার আঁখি, ভ্রমর যুগল মত্তরাজ
 পান করে মুখ শোভা, মকরন্দ মনোলোভা, অতিশয় সতৃষ্ণার
 কাষ ॥ তবে রাই উঠি বৈসে, বাহু দুই পরকাশে, অঙ্গুলী
 মোড়িয়া অঙ্গ মোড়ে । বদনে উঠয়ে হাই, দর্শন কিরণ ছাই,
 দেখি কৃষ্ণ হরিষ বিস্তলে ॥ তবে পুনঃ কৃষ্ণচন্দ্র, হাসে মৃদু

মন্দং, রাই লঞা আপনার কোলে । উত্তান শয়নে রাখি,
 দেখে শোভা দিয়া আঁখি, নিমগন আনন্দ হিলোলে ॥
 রাই মিথ্যা করি কান্দে, হাসে নৃহ মন্দ ছান্দে, কেশ অঙ্ক
 খসে অগ্রভাগে । বিমর্দিত পুষ্পমালা, চন্দন কুঙ্কম-ধূলা,
 মনিহার ছিপি রহে অঙ্গে ॥ অলসে ঘূর্ণন আঁখি, মিলি
 ক্ষণে নৃহ দেখি, 'এইমত বদন সুসমা । একে কেলি শ্রান্ত
 অঙ্গ, তাহাতে লাবণি ভঙ্গ, দেখি কৃষ্ণ আঁখি নাহি ক্ষমা ॥
 স্বর্ণপদ্ম জিনি অঙ্গ, আছে কৃষ্ণ অঙ্গ সঙ্গ, মুরত অলস
 ভেল তায় । নবীন তমাল জিনি, কৃষ্ণ অঙ্গ সুসাজনি, তাহে
 রাই স্বর্ণবস্ত্র প্রার ॥ দামিনী জলদে যদি, স্থির রহে
 নিরবধি, তবে রাধাকৃষ্ণের সুসমা । বেকত করিয়া কহি,
 দিতে আর স্থান নাহি, তবে সেকহিয়ে সেই সমা ॥ মকর
 কুণ্ডল দোলে, কৃষ্ণের শ্রবণ মূলে, চর চর নগের লাবণি ।
 মুখে নৃহ মন্দ হাসি, উগরে অমিয়া রাশি, মদ্যলসে নয়ন
 'সোহনি ॥ ললাটে অলকা পলল, যেন ভূঙ্গ পাঁতি ভোল,
 মুখপদ্ম গোষ্ঠা মধুপানে । মুখ দশমোতে ক্ষত, অঞ্জনে মলিন
 মত, ওষ্ঠাধর তৈগেল রঞ্জে ॥ এইরূপে কৃষ্ণের মুখ,
 দেখি ধনী পাইল লুখ, পুনঃ উনমনা বিলসিতে । নয়নে ছুছ,
 অকলোক ললু ললু, লজ্জা পাঞা করিল কুক্ষিতে ॥ তাহা
 তে জীবৎ হাসি, দেখি রাই মুখশশী, গোবিন্দের অতি তৃষ্ণা
 হৈল । পুনঃ বিলাসের লাগি, মনে মনমথ জাগি, তাহে তাহা
 আরম্ভ করিল ॥ নিজ বামহস্ত তলে, ধরে রাই বেণী
 নূলে, চিবুকধরয়ে অন্ত করে । রাই হাস্যগুণ শোভা, দেখি
 কৃষ্ণ হঞা লোভা, হাসি চুম্বন কপোলে ॥ কৃষ্ণাধরন

পরশ, কেবল অনিয়া রস, পাইয়া আনন্দ সিক্ত মাঝে । মগন
হইল ধনী, ঢুলায় সঘন পাণি, অলস কুঞ্চিত চক্কুলাজে ॥
নহিৎ কহে ধনী, আনন্দে গঙ্গাদ্বা বাণী, মুচক্টিং হাসে তার ।
দেখিয়া সখির আঁখি, হইল পরম সুখী, এষদ্বন্দন দাসে
গায় ॥

পরার । প্রাতঃকাল হৈল দেখি শঙ্কা সখীগণে । প্রাবল্য
হইলা কুঞ্জে সঙ্গস্য বচনে ॥ কেহং আগে চলে কেহং মাঝে ।
এইকপে হরিষে সখী হাসাবার কায়ে ॥ একত্র আহয়ে দৌঁহে
নিগূঢ় বিলাসে । হেনই সময়ে তাহাঁসবেই প্রবেশে ॥ সখিগ
ণের হাস্য দেখি রাধা সুবদনী । চঞ্চল নয়ন ভেল কৃষ্ণ ইহা
জানি ॥ দ্বিগুণ করিল তারে ভুজলতা দিয়া । কৃষ্ণ বক্ষস্থলে রাই
রহিল লাগিয়া ॥ ভ্রূতে উঠিল ধনী পীতবস্ত্র লয়া । আচ্ছাদন
কৈল বপু সেই বস্ত্র দিয়া ॥ কৃষ্ণ বামপাশে রাই রহে লজ্জা
পায় । সখী মুখ নিরীক্ষয় চঞ্চল হইয়া ॥ তবে সব সখী দেখি
ছুছক সুসমা । সে সব শোভার মাত্র তাঁরাই উপমা ॥ ছুছক
অধরে শোভে দশনের চিহ্ন । বিলাসে অলস দৃষ্টি ছুছ পর
বীণ ॥ নখাক্ষুণ্ণ শোভে ভাল ছুছ কলেবর । পত্রাবলি বিগ
লিত কৈল শ্রমজল ॥ স্নেহবস্ত্র কুন্তল টুটল ছুছ হার । পুষ্প
মালা ছিড়িয়াছে যত রত্নমালা ॥ এই শোভা দেখি সবে হরিষ
পাইল । সেই সেই সুখের সাক্ষী, যে তাহা দেখিল ॥ তবেত
শব্যার শোভা দেখি সখীগণ । বিপরীত কৈল কথা কহিল
তখন ॥ অধ্য কৃষ্ণ অঙ্গ তাতে কুঙ্কম লাগয় । ছুইপাশে রাধা
পদ যাবক শোভয় ॥ সিন্দুরে চন্দনকণ্ঠ কাজরের বিন্দু । নানা
চিত্র কৈল যেন তাম্র পূর্ণ ইন্দু ॥ পুষ্প সব ম্লান আর তাহ

লের রাগ । অঞ্জন শোভয়ে আর কুক্কুমের দাগ ॥ শ্রীরাধিকার
 অঙ্গে যেন কৃষ্ণ অঙ্গ চিহ্ন । এইমত পুষ্প শয্যা বিলাসের সীম
 অম্পাকরে সখী কাহে কহয়ে গোবিন্দ । শুনিলে মগন ধনী
 লজ্জার আনন্দ ॥ আপনার বক্ষ কৃষ্ণ ইঙ্গিতে দেখায় । রাইভাব
 সাবল্যতা দেখিবারে চায় ॥ অন্য উপদেশে কহে চাতুরী-বচন
 দেখে সখীগণে আর বিলক্ষণ ॥ চন্দ্র যদি দিবা ছাড়ি করিল
 গমনে । ভয়ে শত চন্দ্র রেখা লেখয়ে গগনে ॥ সখী আগে
 কৃষ্ণ কথা শুনি বিনোদিনী । কুণ্ঠিত চঞ্চল চক্ষু হর্ষিত বয়ানী ॥
 বিকসিত গণ্ডস্থল ভ্রু ভঙ্গি করিয়া । হানিল কটাক্ষবাণ কৃষ্ণে নির
 ক্ষিয়া ॥ হইলা উল্লাস আর বাষ্প মুকুলিত । স্বেদ আদ্র অরু
 গান্ত লজ্জায় পূরিত ॥ শঙ্কা চাপল্য আর চকিত ভঙ্গুর । ঈর্ষা
 স্নেহ আদি সব ভাবের অঙ্কুর ॥ এইমত রাধা দৃষ্টি ক্ষণেকে
 হইল । দেখিয়া গোবিন্দ মনে আনন্দ বাঢ়িল ॥ প্রাতঃকালে এছে
 ভ্রূহ অঙ্গের মাধুরী । নানারঙ্গ ভঙ্গি কত বচন চাতুরী ॥ সখী
 গণ সঙ্গে মগ্ন সুখাক্তি তরঙ্গে । বিম্বত হইল গোষ্ঠ গমন প্রস
 ঙ্গে ॥ তবে বৃন্দাদেবী চিতে সঙ্কোচ পাইল । শুভাখ্যা শারি
 কে দৃষ্টে ইঙ্গিত করিল ॥ ইঙ্গিতজ্ঞা বড় সেই শারী রূপ
 গুণিত ॥ কহে গুরু পতি হাস্য নিবারণ কথা ॥ গোষ্ঠ হৈতে তুষা
 পতি ক্ষীর ভাণ্ড লৈয়া । আইলেন উঠ রাধে বাস্তু পূজ গিয়া ॥
 এই কথা বাবৎ তোমার পতির জননী । নাহি কহে তাবৎ হও
 স্মরিত গমনী ॥ কুঞ্জশয্যা ছাড়ি যাও আপন আলয় । কালো
 চিত কর্ম কর যেই বাহা হয় ॥ তারা নিজপতি লঞা রজনী
 বিলাসাকরি লুকাইল গেঞা সংপ্রতি আকাশ ॥ চন্দ্রপথ অরুণ
 কৈল রবির কিরণে । 'রাজপথে হৈল এবে জনের গমনে ॥

কুঞ্জপথ ছাড়ি এবে শুনহ শরল । ঘরপথে যাইতে দেখি
 এই ভাল বেলা ॥ শুনহ অহে কৃষ্ণ কি তুয়া চরিত । লোক
 লজ্জা ধর্মকর্ম নাহি মান তীত ॥ পতি কটুমতি অশি শাস্ত্রী
 দুর্জনা । শঙ্কাপক্ষে থাকে ধনী সঘন মগনা ॥ ননদী কটকী
 আর দুর্জনের বাণী । প্রাতে নাহি ছাড় রাধা কি বিচার
 জানি ॥ শারিকা বচন শুনি রাধা বিনোদিনী । নক্সোচ হইল
 মনে প্রাতঃকাল জানি ॥ মন্দর পর্ষত ক্ষীর সমুদ্র পতনে । কুরু
 হয় তাতে এছে মহা মীনগণে ॥ এছন রাধিকা মন নয়ন মুরয়
 বিচ্ছেদে দুঃখিতা শয্যা হইতে উঠয় ॥ চঞ্চল নয়নযুগ দে
 খিয়া রাধার । তৎকাল উঠিলা কৃষ্ণ জানিয়া বিচার ॥ অতি
 সূক্ষ্ম নীলবস্ত্র অঙ্কিতে ধরিয়া । চলিলেন নিজ গৃহে বিমনা
 হইয়া ॥ দুহু বস্ত্র পরিবস্ত্র দোহার হইলা । হস্ত অবলম্বি কুঞ্জ
 বাহিরে আইলা ॥ বামহস্ত পায়ে রাধার হস্ত পদ ধরি । দক্ষিণ
 হস্তেতে বেণু ধরয়ে মুরারি ॥ এইমত চলে দুহু উপমা কি হয়
 বিদ্যাংমালা সঙ্গে যেন মেঘের উদয় ॥ সুবর্ণ ভঙ্গার কেহ হাতে
 তে ধরিল । স্বর্ণদণ্ড বিজন অন্য কোন সখী নিল ॥ দর্পণ লইল
 কেহ মলয়জ পাত্র । কুকুমের পাত্র কেহ তাম্বুলের পাত্র ॥ পিঞ্জ
 রস্থ শারিকা লইল কোন সখী । হরষিত হঞা সবে চলে গৃহে
 মুখি ॥ সিন্দূরের পাত্র তবে লয় অন্য জন । অমৃত গঠন তার
 শুনবিবরণ ॥ কাঞ্চনের তলা তার ঢাকনি নীলমণি । কুচ
 যুগ শোভে যেন প্রথম গুর্জিনী ॥ আলিঙ্গনে ছিন্ন যেই মুকু
 তার হার । কুড়ায়ে অঞ্চলে বাক্কে কোন সখী আর ॥ বিহারে
 খসিয়াছে তাড়ক শয্যায় । লঞা রাই কর্ণে রতি মঞ্জরী পরায়
 শয্যা মধ্যে কঞ্চুলিকা লইয়া ভ্রমিত । প্রিয় নন্দ সখীগণে করি

য়া গোপিত ॥ শ্রীকৃপা মঞ্জরী দিল রাধিকার করে । তাহা
 পাঞ রাই সুখি তার মুখ হেরে ॥ চর্কিত তাম্বুল ছিল শয্যা
 র সমীপে । গুণ মঞ্জরীকা সখি লইল নিভূতে ॥ ভঞ্জন করিলা
 সবে আনন্দিত হঞা । এইরূপে স্নুখে মগ্ন হৈল তার হিয়া ॥
 কুরুম চন্দন পঙ্ক আর পুষ্পমালা । শয্যাতে পড়িল যেই
 লইল মঞ্জলা ॥ তাহা আনি দিল সেই প্রতি সখি অঙ্গে । এই
 মত কুঞ্জ দ্বারে সবে আইলা রঞ্জে ॥ মেঘাম্বর দেখি সবে কৃষ্ণের
 শরীরে । পীতাম্বর দেখে রাধা বিনোদিনী ধরে ॥ অন্যান্যে
 হাসে হস্তে আচ্ছাদিয়া মুখ । চঞ্চল চক্ষের ভঙ্গী কথা রস সুখ
 সখী পরিহাস ভঙ্গী দেখি রাধাকৃষ্ণ ॥ অন্যান্য প্রফুল্ল মুখ
 দেখি নেত্র তৃষ্ণ ॥ উছলিল প্রেম সুখ সমুদ্র তরঙ্গ ॥ নমগন
 ভেল দুহু হব স্তব্ধ অঙ্গ ॥ ঘনশ্যামবর্ণ কৃষ্ণের সূক্ষ্ম নীলবাস ।
 লেখা নাহি যায় অঙ্গ বস্ত্র এক ভাষ ॥ গৌর অঙ্গ রাধিকার পীত
 বস্ত্র চীর । পরিচয় নহে অঙ্গ বস্ত্র ভেল মিল ॥ শঙ্খ মধ্যে দুষ্ক
 য়েছে নহে ভিন্ন স্ত্রান । এছন দুহুক অঙ্গে বস্ত্র সন্নিধান ॥ রাধা
 কৃষ্ণ লীলামৃত আবাদ করিতে । বিস্ম কৈল প্রাতঃকাল অরুণ
 উদিতে ॥ জানিয়া ললিতা সখী নিন্দয়ে অরুণা । না জানয়ে
 রস কথা না জানে করুণা ॥ পুতি-সঙ্গে প্রাতে লীলা করে শ্রেষ্ঠ
 নারী । ভঙ্গ পাপে হৈল পাদ গলিত তাহারি ॥ তথাপিও প্রতি
 দিন করে রসভঙ্গ । জানিল দুস্ত্যজ্য নিজ স্বভাব তরঙ্গ ॥ শুনি
 য়া ললিতা দেবীর উপহাস বাণী । কহিতে লাগিল তবে রাধা
 বিনোদিনী ॥ অরুণে অরুণ দৃষ্টি আকাশে করিয়া । মৃদু মন্দ
 বাক্য কহে জীবৎ হাসিয়া ॥ পদ হীন তথাপিহ আকাশ
 লংঘিয়া । উদয় করয়ে অতি প্রভাতে আসিয়া ॥ দুই উরু অরু

গের থাকিত বা যবে । রজনী বলিয়া নাম না থাকিত তবে ॥
 মনোরম প্রাতঃকালের শোভা দেখি হরি । পান কৈল রাখি
 কার বচন মাধুরী ॥ হর্ষ উন্মাদে গোষ্ঠ গমন পাসরি । কহিতে
 লাগিলা কৃষ্ণ রাখা মুখ হেনি ॥ দেখ রাধে প্রাতঃকালে পূর্ব
 দিগ রাগ । অন্য কান্তা সঙ্গে কান্ত কান্তা অনুরাগ ॥ দেখিয়া
 যেমন হয় অরুণ বয়ান । এইমত পূর্বদিগ অরুণ সন্ধান । অন্য
 দিগ সঙ্গ করি সূর্য্য আইলা প্রাতে । দেখিয়া কষায় ঈর্ষ্য পূর্ব
 দিগ তাতে ॥ নলিনীর উপহাসে লাজে কুমদিনী । সঙ্কোচ
 হইল পত্র মূল অনুমানি ॥ কহয়ে নলিনী শুন অহে কুমদিনী ।
 চন্দ্র তুয়া কান্ত এবে খাইল বারুণি ॥ পড়িয়া রহিল গিয়া সেই
 অন্তাচলে । তনোহন্তা শ্রান্ত হৈয়া কাহে এছে করে ॥ তনো
 ক্ষয় চন্দ্র দেখি কোকিল চকিত । পুনঃ দেখে পূর্বদিগে অরুণ
 উদিত ॥ কুহ শব্দে অমাবস্যা ফুরয়ে নীত । নিজ বণ অন্ধ
 কার কুহ এক মিত ॥ রাহু সঙ্গে চন্দ্র সূর্য্য প্রাসের কারণে ।
 ডাকে পিকু কুহু২ তেঞি সেকারণে ॥ আর দেখ রুক্ষ লতা
 প্রফুল্লিত হৈল । ইহার কারণ শুন মনে যে লইল ॥ নিজ কান্ত
 বসন্ত কাল সঙ্গ হৈল যবে । আনন্দ পাইল সব তরু লতা তবে
 কপোত ফুৎকার সহ বনের শীৎকার । কহিতে বাঢ়য়ে সুখ
 কৃষ্ণের অপার ॥ কুমদিনী সঙ্গে অলি রজনী বঞ্চিয়া । প্রভাতে
 বিলাস চিত্র অঙ্গেতে করিয়া ॥ আসিয়া করয়ে নতি নলিনীর
 কোষে । অন্য কান্তা ভুক্ত কান্ত যেন কৈল দোষে ॥ অরুণের
 ছটা লাগে অরুণ কমলে । দ্বিগুণ অরুণ ভেল দেখ মনোহরে ॥
 দেখ চক্রবাকী মনে আনন্দ পাইয়া । চঞ্চুতে চুষয়ে চক্রবাক
 অনুমিয়া ॥ কলয়ন নাম হংস নিজ হংসী তেজি শব্দ করি

যায় নদী তটে বাই ভজি ॥ তুণ্ডিকেরি নাম হংসী স্বামী ভুক্ত
 শেষ । মৃগাল ভক্ষয়ে শব্দ করয়ে বিশেষ ॥ তুয়া মুখপদ্মে
 দৃষ্টি করিয়া একান্ত । বাইতে উৎকণ্ঠা করে যথা নিজ কান্ত ॥
 মলয় পবন বহে পদ্ম গন্ধ লঞা । লতিকা কুমারি নৃত্য শিকার
 গুরু হঞা ॥ শীতল জলের সঙ্গে করয়ে বিহার । রমণীর মন
 স্বেদ আয়াস বিদার ॥ এইমত রাধাকৃষ্ণ বাক্যের বিলাস । সহ
 চরী সঙ্গে মগ্ন বিচুরল বাস ॥ বনেশ্বরী চিত্তে প্রাতে হৈল
 চমৎকার । কক্খটীকে কহে দৃষ্টি ইঙ্গিত আকার ॥ বন্দার
 ইঙ্গিত কথা কক্খটী ভাল জানে । কক্খটী বানরী কহে সুপদ্য
 বন্ধানে ॥ রক্তবস্ত্র ধরি এই জটিল। আইলা । প্রাতঃসন্ধ্যা তপ
 স্বিনী সত্যবন্ধ্য। হৈলা । উদ্ধ্ব প্রসর্পণে যেন সূর্য্যের কিরণ ।
 এইমত ক্রোধকপে ছুরিত গমন ॥ জটিল। কুটিল। দুহু নাম
 শুনাইতে । পাড়িলেন রাধাকৃষ্ণ শঙ্কার পঙ্কেতে ॥ বস্ত্র লুপ্ত
 কেশ লুপ্ত মালা ছিন্ন গলে । ভয় পাঞা সখীগণ ইতস্তত চলে
 বামে চন্দ্রাবলীগণে করে এক দৃষ্টি । ডাহিনে সভয় কাস্তা
 নিরীক্ষয়ে ইচ্ছা ॥ সম্মুখে রক্তগণ আর পশ্চাতে জটিল। । সশঙ্ক
 হইয়া কৃষ্ণ এমত চলিলা ॥ রাই মনে জটিলার হৈল আগমন ।
 দ্রুতগতি ইচ্ছা হয় সঙ্কোচিত মন ॥ উন্নত নিতম্ব আর পীন
 স্তনভার । হৃদয় সঙ্কোচ তাহে স্তম্ভের সঞ্চার ॥ তৎকাল চলি
 তে নারে আকুল বিথারে । কেশ বস্ত্র লুপ্ত তাহা ধরে নিজ
 করে ॥ ভয়ে অনুরাগে ধূম চঞ্চল লোচনে । আগে কপ মঞ্জরী
 চলে লোক নিবারণে ॥ তাঁর আগে যায় রতিমঞ্জরী সহায় ।
 ভয়ে দৃষ্ট চঞ্চল চক্ষু সৈন্য আগে যায় ॥ ইতস্তত ক্ষেপে নেত্র
 সেনাপতি রাজ । এইরূপে গেলা নিজ নিকেতন মাঝ ॥ নিজ

নিজাক্ষনে সবে চকিত হইয়া । পাদ বিক্ষেপণ করে মন্তর
করিয়া ॥ গুরুজন গৃহ দ্বারে সভয় চঞ্চল । নয়নে নিরখে আর
গমন মন্তর ॥ এইরূপে গেলা সবে না জানিল পরে । নির্ভয়ে
প্রবেশ কৈল নিজ নিজ ঘরে ॥ নিজঃ শয্যাতে রাধা কৃষ্ণের
শয়ন । অন্যান্য তৃষ্ণা পুনঃ মিলনের মন ॥ সখীগণ শয়ন কৈল
নিজঃ ঘরে । অলসে আকুল হঞা সতৃষ্ণ অন্তরে ॥ প্রতিক্ষেপে
যেন হরি করেন শয়ন । সেখানে শয়ন করে যেন বেদগণ ॥
গোবিন্দ চরিতামৃত কথা অনুপাম । অপূৰ্ণ রহস্য শুনি জুড়ায়
মন কান ॥ বিশ্বাস করিয়া যেই করয়ে শ্রবণ । ইহাতেই মিলে
রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥ নিকুঞ্জে নিশান্তে কেলি মধুর বিলাস । সং-
ক্ষেপে कहয়ে কিছু যদুনাথ দাস ॥

ইতি গোবিন্দ লীলামৃতে প্রথম সর্গঃ ।

রাধাং স্নাত বিভূষিতাং ব্রজপয়াহতাং সখিভিঃ প্রাগে
তদোহে বিহিতান্ন পাক রচনাং কৃষ্ণাবশেষাশনাং ।
কৃষ্ণং বুদ্ধমবাগ্ন ধেনু সদনং নিবৃহ গোদোহনং
সুস্নাতং কৃত ভোজনং সহচরৈস্তাশাখতক্ষাশ্রয়ে ॥

জয়ঃ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কৃপাময় । পতিত পাবন প্রভু সদয়
হৃদয় ॥ জয়ঃ ব্রজবাসি কৃষ্ণ ভক্ত বৃন্দ । জয়ঃ রাধাকৃষ্ণ, নিত্য
সুখানন্দ ॥ শুন, সব লোক এই অদভুত কথা । রাধা কৃষ্ণ বিলা
সের সুধাময়ী গাঁথা ॥

যথা রাগঃ । রাধান্নাত বিভূষণ, নানা চিত্র বিলেপন, ব্রজে
শ্রীরী আচ্ছাদ পালন । সঙ্গে করি সখীগণ, গেলা তাহার ভবন,
প্রাতে কৈল কৃষ্ণের রন্ধন ॥ কৃষ্ণচন্দ্র দ্বাগি তথা, গেলা 'ধেনু
শালা যথা, কৈলা তাহা গো দোহন কায়ে ।' সব সখীগণ মেলা,

নানান্ কৌতুক কলা, পুনঃ আইলা স্নানবেদী মাঝে ॥ তাহা
কৈলা স্নান কাম, সঙ্গে নন্দ সখা যান, ভোজন করয়ে রসময় ।
শয়ন হইল তবৈ, দাসগণ পদ সেবে, নানান কৌতুক ভাব
হয় ॥ রাই নিজ সখী সনে, কৃষ্ণের শোষান্নাশনে, ভোজন ক
রিল বহু রঙ্গে । তাহাতে বিশেষ যত, বিস্তারি কহিব কত,
শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত ছন্দে ॥

পর্যায় । প্রাতঃকালে নিত্যকৃত্য করি পৌর্ণমাসী । অচ্যুত
জননী স্থানে মিলিলেন আসি ॥ আসি দেখে নন্দালয় অতি
মনোহর । প্রেমচন্দ্রে পূর্ণ পৌর্ণমাসী কলেবর ॥ গোবৎস পূরি
ত স্থল নানা রত্নময় । গব্যের মন্ডন বিম্ব লাগিয়াছে গায় ॥
দুগ্ধ ফেন সম শয্যা কোমল নির্মল । তাতে সুইয়াছেন কৃষ্ণ
শ্যামল সুন্দর ॥ শ্বেতদ্বীপ প্রায় সেই আলয় দেখিয়া । রহি
য়াছেন পৌর্ণমাসী হরষিত হঞা ॥ ব্রজেশ্বরী দেখি পৌর্ণমাসী
আগমন । অভ্যুত্থান করি তথা করিল গমন ॥ ব্রজেশ্বরী যায়ে
তারে প্রণতি করিল । কৃষ্ণের মাতাকে তোহঁা অলিঙ্গন কৈল
আশীর্বাদ করি "তারে পৌর্ণমাসী বলে । পতি পুত্র ধেনুগঞ্জর
পুছয়ে কুশলে ॥ তেহো কহেন কুশল সব তোমার প্রসাদে ।
চল পুত্র দেখি ভাঙ্কি মনের বিবাদে ॥ এত বলি দোহে অতি উৎ
কর্ষিত হয়ে । কৃষ্ণ শয্যালয় গেলা দর্শন লাগিয়ে ॥ হেনই সম
য়ে সব কৃষ্ণ সখাগণে । আসিয়া ডাকয়ে কৃষ্ণে রহিয়া অঙ্গনে
গোভদ্র ভদ্রসেন সুবল স্তোককৃষ্ণ । অর্জুন ক্রীদাম আর উজ্জ
ল সতৃষ্ণ ॥ দাম কিঙ্কিনী আর সুদামাদি সখা । সবই আইল
তারি কে করিবে লেখা ॥ বলরাম অঙ্গনে তোমার এখন শয়ন ।
প্রভাত হইল তবু না হয় চেতন ॥ সখাগণ বাক্যে কৃষ্ণের নিদ্রা

ভঙ্গ হৈল । জানিলেন সব সখা অঙ্গনে আইল ॥ হিহিং শব্দে
 নধুমঙ্গল উঠিল । গমন স্থলনে কৃষ্ণ নিকটে আইল ॥ নিকটে
 যাইয়া বট উচ্চ করি ডাকে । উঠ উঠ উঠ কৃষ্ণ চলি গোষ্ঠকে ॥
 তার বাক্যে গতনিদ্রা কৃষ্ণের হইল । ঘূর্ণ পূর্ণ চক্ষুে ভরু উঠি
 তে নারিল ॥ ক্ষীরোদকঁশায়ী যেন রতন মন্দিরে । অনন্ত রতন
 শয্যায় যোগনিদ্রা ছলে ॥ প্রলয়কাল অবস্থানে বেদমতা যারে
 চেতন করায় তারে স্তবন করিয়ে ॥ এইমত ইহা এই ব্রজেশ্বরী
 মাতা । জাগায়েন কৃষ্ণচন্দ্রে সুস্নেহ মমতা ॥ পর্য্যাক উপরে
 দিল নিজ বামকর । অক্ষতার দিল সেই হস্তের উপর ॥ অন্য
 হস্ত পদ্যনালে কৃষ্ণ প্রতি অঙ্গ । ও মুখ দর্শনে বাঢ়ে প্রেমের
 তরঙ্গ ॥ নয়নে আনন্দ জল বহে অবিরাম । স্তনদুগ্ধ ধারায়
 সেই শয্যা কৈল স্নান ॥ বাৎসল্যে ব্যাকুলা হয়ে গদগদ বাণী ।
 উঠ পুত্র মুখপদ্ম দেখুক জননী ॥ তোমার নিদ্রার ভঙ্গ ভয়ে
 তুরা পিতা । আপনেই গোষ্ঠে গেল গাবী বৎস যথা ॥ উঠ
 পুত্র কর নিজ মুখ প্রক্ষালন । সখা সঙ্গে যায়ে কর গাবীর
 দোহন ॥ বলরানের নীলবস্ত্র কেনে তোমার অঙ্গে । এতবলি
 সেই বস্ত্র নিরঞ্জে রঙ্গে ॥ অঙ্গে হৈতে নীলবস্ত্র ধনিষ্ঠাকে দিল
 নখক্ষত অঙ্গ দেখি কহিতে লাগিল ॥ দেখ পৌনঃসরী অঙ্গ
 অতি সুকোমল । তুলনা না করি নীল নলিনীর দল ॥ ঝামুর
 হয়েছে অঙ্গ কণ্টকের চিহ্ন । চঞ্চল বালক সনে খেলে রাত্রি
 দিন ॥ নানা ধাতু রাগ চিহ্ন অঙ্গে লাগিয়াছে হাহা কি করিব
 ইহার উপায় কি আছে ॥ সেইভরে জননীর চিত্রপদ বাণীলজ্জা
 সচকিত তবে কৃষ্ণ তাহা শুনি ॥ কৃষ্ণের সঙ্কোচ দেখি ক্রীমধু
 মঙ্গল । কহিতে লাগিল কিছু মাতার গোচর ॥ সত্য মাতা কত

কেলি চঞ্চলা হইয়া ॥ বনে২ ভ্রমণ কৃষ্ণ ফুল উঠাইয়া ॥ কুঞ্জের
 ভিতরে কত করে নানা খেলা । আমার নিবেধ কথায় হাসে
 করি হেলা ॥ এমনত বচন কৃষ্ণ শুনিয়া সকল । মাতার আগে
 করে বাল্য প্রকাশের ছল ॥ জঁষৎ হাসিয়া যত্রে চক্ষু প্রকাশয় ।
 পুনঃ চক্ষু মেলে পুনঃ নিদ্রালস হয় ॥ তবে পৌর্ণমাসী শুনি
 ব্রজেশ্বরী বাণী । দেখি কৃষ্ণে বাল্য চেষ্টা মনে অনুমানি ॥ ব্রজে
 শ্রীর ভাবান্তরাচ্ছাদন করিতে । হাসি পৌর্ণমাসী কিছু লাগিল
 কহিতে ॥ নিরন্তর সখা সঙ্গে বিহার করিতে । শ্রান্ত হয়ে সুয়ে
 আছে এইত প্রভাতে ॥ তাহাতে তোমারে তার কিবা দিব
 দোষ । কিন্তু তোমার দরশনে সবার সন্তোষ ॥ ধেনুগণ ছুজ
 ভরে শুনে পায় পীড়া । তৃষিত আছয়ে বৎস ত্যজি নিজ ক্রীড়া
 সঙ্কর্ষণ অঙ্গনেতে সখাগণ লঞা । আছয়ে তোমার সবে মুখ
 নিরখিয়া ॥ অতএব উঠ কৃষ্ণ গোদোহন কাল । জাগিয়া করহ
 যত প্রাতঃ কৃত্য আর ॥ এইমত কত কব প্রণয় বচনে । জাগা
 ইলা কৃষ্ণচন্দ্রে উঠিলা তখনে ॥ ছুই হস্তে মৃষ্টি বান্ধি অঙ্গ
 বিমোড়ন । রসালস অঙ্গ করে জুড়া বিসর্পণ ॥ দশনাংগু যেন
 চন্দ্র চন্দ্রিকামোহন । নূতন তমাল তনু মদন মোহন ॥ পাল
 ক্ষের এক দিগে বসিলেন আসি । পদাঙ্ক যুগল তনু পৃথিবী পর
 শি ॥ জুড়া বিসর্পণ করে গদগদ বচন । যোড় হস্তে কৈল পৌর্ণ
 মাসীকে বন্দন ॥ এলাইল কেশ মঞ্জু অঞ্জনের পুঞ্জ । খসিল
 কুসুমাবলি সব মনরঞ্জ ॥ স্নেহভরে ব্রজেশ্বরী সেইত কুন্তল ।
 সম্বরণ করি বাক্যে ষটুটি মনোহর ॥ নিকটে স্বর্ণের কারি জল
 সুশীতল । মুখ প্রক্ষালন কৈল আনন্দ অন্তর ॥ মাতা নিজ পাটা
 ধলে বদন মুছিল । অলসে ঘূর্ণিত চক্ষু দেখি সুখ পাইল ॥

মধুমঙ্গলের কর ধরি বাম করে । ডাহিনে ধরিল বংশী অতি
মনোহরে ॥ মাতা পৌর্ণমাসী সঙ্গে শয়্যালয় হৈতে । অঙ্গনে
আইল কৃষ্ণ অতি হরষিতে ॥ দেখি সখাগণ সব আইল ধাইয়া
কৃষ্ণাঙ্গ পরশ কৈল হরষিত হঞা ॥ কহে আসি কর স্পর্শে
কেহত পটান্ত । কেহ অঙ্গ স্পর্শে কেহ দর্শনে সুশান্ত ॥
শ্রোমোৎসাহ সবাকার প্রফুল্ল বয়ান । এই মত বেটিল সখা
কমল নয়ান ॥ ব্রজেশ্বরী কহে কৃষ্ণ গোষ্ঠকে যাইঞা । তৎ
কাল আইস ঘরে গাবী দোহাইঞা ॥ কৃষ্ণ কহে নীঘ মাতা
আসিতেছি ঘরে । এত কহি সখা সঙ্গে নানা লীলা করে ॥
এত বলি ব্রজেশ্বরী গেলা নিজ ঘর । পৌর্ণমাসী কৃষ্ণ লঞা
গেলা নিজ স্থল ॥ তবে কৃষ্ণ সখা সঙ্গে গাবী দোহাইতে । গোষ্ঠ
কে চলিলা কৃষ্ণ অত্যন্ত ত্বরিতে ॥ কহিতে লাগিল কিছু মধু
মঙ্গল সে বটু । পরিহাস করে সেই বাক্য অতি পটু ॥ গগনে
ঘটনা কৈল নয়ন যুগল । কহে কৃষ্ণ দেখ আর অন্তত সকল ॥
আকাশ দীঘিতে সব তারা মৎস্যগণ । আদিত্য কৈবর্ত তার
করিতে বন্ধন ॥ কিরণের জাল যবে প্রসারণ কৈল । সঙ্কোচ
পাইয়া তারা মৎস্য লুকাইল ॥ আর দেখ সূর্য ব্যাধ মৃগের
কারণে । জাল পেলাইল সেই আপন কিরণে ॥ তাহা দেখি
চন্দ্র নিজ মৃগ তারা হৈতে । প্রবিষ্ট হইল গিয়া পর্বত গুহাতে
আর এক আশ্চর্য্য দেখি চমৎকার হৈল । আকাশ রমণী গন্ত্রে
চন্দ্র নিকসিল ॥ অঙ্গের ভূষণ তারা তেজিল এখন । কপোত
ফুৎকুতি ছলে করয়ে ক্রন্দন ॥ শুন চন্দ্র মুখ তোমার চন্দ্র মুখ
হেরি । আকাশ তেজিয়া চন্দ্র গেলা গিরোদরি ॥ চন্দ্র তুচ্ছ

কৈল এই তোমার বদন । দেখিয়া হাসয়ে সব নলিনীর গণ ॥
 যদ্যপিও চন্দ্র পদ্ম অহিতের স্থল । তথাপিও মুখ চন্দ্র পদ্মা
 হিত স্থল ॥ গোপাল পাল যে পশু পালের বালক । গোশাল
 মানাতে তারা ঠেল প্রবেশক ॥ এই যত মধুমঙ্গল করে পরি-
 হাস । হাসে কৃষ্ণ সব সখা পরম উল্লাস ॥ রাম মধুমঙ্গল আর
 সকল গোপাল । মধ্য করি যায় কৃষ্ণ আনন্দ বিশাল ॥ কৈলা
 শ গুপ্ত শৈল যেন মণ্ডলীর মাঝে । মহা ঐরাবত যেন কৃষ্ণচন্দ্র
 সাজে ॥ ধবল ধবলী মধ্যে কৃষ্ণ প্রবেশিল । তাহাতে সুন্দর
 শোভা অতিশয় হৈল ॥ শ্বেত পদ্ম বনে যেন যত ভৃঙ্গ ঘুরে ।
 হিহি গভীর শব্দে প্রিয় গোপ ফুকারে ॥ গঙ্গা গোদাবরী নাম
 ধবলি সাঙলি । কালিন্দী ধূমাতুঙ্গী যমুনা কৰ্মলী ॥ হংসী ভ্রম-
 রী নাম হরিণী করিণী । রম্ভা চম্পা করি কৃষ্ণ করে হিহি ধ্বনি ॥
 ছুই জানু মধ্যে কৃষ্ণ ধরয়ে দোহনি । পাদপদ্ম অগ্রেভর করিয়া
 আপনি ॥ দোহয়ে গাভির ছুঙ্ক দোহার সখারে । বাছুরে পিয়ায়
 স্তন হরিয় অন্তরে ॥ লালন করয়ে যত ধেনু বৎস গণে । অঙ্গ
 মুছে করে কৃষ্ণ অঙ্গ কণ্ঠমুনে ॥ এই রূপে করে কৃষ্ণ গোদোহন
 লীলা । বৎস চারণ আর সখা সঙ্গে খেল ॥ তবে ওথা শ্রীরাধি-
 কা করিয়া শয়ন । রুমাল সে নিদ্রা আর কৃষ্ণ পথশ্রম ॥ মুখরা
 জাগিঞা যায় নাত্নী জাগাইতে । জটীলা আইসে তথা দেখা
 হইল পথে ॥ স্বভাব কুটীলা অতিমন্যের জননী । পুঞ্জের সম্প-
 ত্তি বাঞ্ছে দিবস রজনী ॥ মুখরাকে কহে যত পৌর্ণমাসী আত্মা
 নীতকর্মে পৌর্ণমাসী অতি বড় বিজ্ঞা ॥ ব্রজেশ্বরীর আত্মা
 তুমি সদাই পালিবে । অগ্রে বধু প্রাতঃকালে স্নান করাইবে ॥
 বস্ত্র অভরণ তার অঙ্গে পরাইবে । গোকোটী বৃদ্ধের লাগি সূর্য

পূজাইবে ॥ এই সব আজ্ঞা তার তোমার নাতিনী । শয়নেই
রহিয়াছে প্রভাত রজনী ॥ অতএব যাঞা তারে জাগাও আপ
নি । করাও মঙ্গল যাতে পুত্র হয় ধনি ॥ তাহা হক কহিয়া তবে
বধু প্রতি কহে । উঠ বাছা স্নান কর যেন ম্লিন নহে ॥ বাস্ত
পূজা কর সূর্য্যপূজা উপহার । করিয়া তৎকাল যাও পূজা
করিবার ॥ এত কহি গেলা তেহো আপন নিলয় । মুখরা আই
লা নাত্নী শয়ন আলয় ॥ আসি কহে উঠ পুত্রী প্রভাত হইল
দেখ তোমার গুরু কুল সবাই জাগিল ॥ মুখরার দৃষ্টে রাধা
অমৃত প্রদীপ । অতি স্নেহ মানে কোটি আপনার জীব ॥ অমৃত
আম্বাদি কথা কহে ধীরে ধীরে । উঠ পুত্রী পাসরিলে আজি
রবিবারে ॥ স্নানমঙ্গল করি পূজার দ্রব্য লঞা । পূজ গিয়া
সূর্য্য নিজ অভীষ্ট লাগিয়া ॥

যথারাগঃ ॥ রতন মন্দিরে, রসাল সভরে, শয়নে আছেয়ে রাই ।
মুখরাবচনে, জাগিয়া বিশাখা, জাগায়ে তাহারে যাই ॥ অতি
দ্বরা ডাকি, কহে উঠ সখী, ঘুচাহ অলস কায । তার বাণী শুনি
মুগধি সুধনী, জাগে ঘুম্নে দ্বিষ্টিরাজ ॥ রাজহংসী যেন,
নদীতে শয়ন, তরঙ্গে চালয়ে ঘন । রতন পালকে, রাই এই রঙ্গে
হিলোল এতুই নয়ান ॥ হেন কালে রতি, মঞ্জরী সুমতি,
জানে অবসর কাল । বৃন্দাবনেশ্বরী, পদযুগ ধরি, সেবন করয়ে
ভাল ॥ কতক প্রকার, করি বারেবার, জাগায় সকল সখী
উঠি দ্বরাকরি, বসিলা সুন্দরী, ক্ষিতিতলে পদ রাখি ॥
হেনই সময়ে, মুখরা দেখয়ে, উড়নি পিয়ল বাস । বিশাখাকে
কহে, কিবা দেখিওহে, দেখিয়া লাগয়ে আস ॥ হাহা পর,
বাদ, করিয়া বিবাদ, একি পরবাদ হয় । দেখি হেনকান্তি, বস

নের ভাতি, তোমার সখির গায় ॥ সন্ধ্যাকালে কালি, উরে
 বনমালী, দেখি আছে পীতবাস । সতী কুল হঞা, সে কপে
 ভুলিঞা, ধরম করিল নাশ ॥ মুখরা বচন, করিয়া শ্রবণ,
 বিশাখা চকিত হঞা । দেখি পীতবাস, আছে রাই পাশ, একি
 কহে ধীর হঞা ॥ মুখরাকে তবে, কহে শুন এবে, স্বভাব
 অক্ষতা তুয়া । একে আর দেখ, আনে আন লেখ, নাহি কহ বিচা
 রিয়া ॥ রাইর বরণ, দ্রব হেম সম, পিন্দন এনীল বাস । তাহা-
 তে বিহানে, রবির কিরণে, সে যেন পিয়ল বাস ॥ গবাক্ষ
 জালেত, দেখহ বিদিত, রাবির কিরণ লাগে । ইহার কার-
 ণে, তোমার মরমে, শঙ্কা উঠি কেনে জাগে ॥ শুদ্ধমতি
 জনে, হেন কহ কেনে, অবোধ জরতি মতি । এমছু নন্দন, কহয়ে
 বিভ্রম, বড়ই প্রমাদ অতি ॥

শুনিঞা বিশাখা বাক্য মুখরা লজ্জিতা । নিজালয়ে গেলা
 গৃহ বন্দ্য আকুলিতা ॥ ললিতা প্রভূতি আর যত সখীচয় ।
 রাধিকা নিকটে আইলা হৈতে নিজালয় ॥ স্নানবেদি কাছে
 আইলা যত সঙ্গীগণ । স্নান দ্রব্য লঞা করে পথ নিরীক্ষণ ॥
 রতন আসন আগে ধরিয়াছে যথা । উঠিয়া রাধিকা আসি
 বসিলেন তথা ॥ খুসাইল অঙ্গভূষণা লজিতা আসিঞা । হরিষ
 পাইল অঙ্গ সুসমা দেখিঞা ॥ সুবর্ণ লতার পুষ্প পল্লব তোটন
 প্রণয়ে করয়ে তেন রাধাঙ্গ ভূষণ ॥ মঞ্জিষ্ঠা রঙ্গবতী নাম রজ-
 কের বন্যা । বস্ত্র লঞা রাধা আগে ধরে অতি ধন্যা ॥ তবে
 মুখ প্রক্ষালন কৈল সুবদনী । দন্ত ধাবন কৈল আত্র পথ আনি
 গন্ধ চর্ণে পরিপূর্ণে মাজিল দশন । পদ্মরাগ স্ফাটিক মণি,
 নিন্দা মনোরম ॥ স্বর্ণ জিহ্বা শোধানি নিজ করে ধারি । শোধান

করিল জিহ্বা কৃষ্ণ সুখকারি ॥ সুবর্ণ ভূঙ্গার জল দাসীগণে
 দিল । গণ্ডুষে গণ্ডুষে মুখ প্রক্ষালন কৈল ॥ সূক্ষ্ম জলবাসে মুখ
 বাজ্জ্বল করিল । স্নান যোগ্য বস্ত্র তবে পরিধান কৈল ॥ স্বর্ণ
 কুম্ভ পূর্ণ জল সুগন্ধি শীতল । স্নানবেদী বেড়ি তাহা আছে বহু
 তর ॥ অনিবেদী উপরে মৃদু কাঞ্চন আসন । তাহার উপরে
 সূক্ষ্ম মঞ্জুল বনন ॥ তাহাতে বসিল গিয়া বাধা সুনয়নী । স্নান
 যোগ্য দ্রব্য ধরে পরিজনে আনি ॥ সুগন্ধা নলিনী নাম নাপি-
 তের কন্যা । মর্দন উদ্বর্তন কেশ সংস্কারে ধন্যা ॥ নারায়ণ
 তৈল অঙ্গে মর্দন করিল । অতি স্নিগ্ধ উজ্জ্বল উদ্বর্তন দিল ॥
 আমলকী সুগন্ধে কৈল কেশের সংস্কার । ক্ষালন করিতে পুনঃ
 দিল জলধার ॥ সূক্ষ্ম বস্ত্র দিএ জল ঘুচাইল তার । এই কপে
 উজ্জ্বল কৈল কেশের সংস্কার ॥ মন্দ গন্ধ সুবাসিত জলকুম্ভ
 শ্রেণী । জল পূর্ণ স্বর্ণঘটি সখীগণে আনি ॥ সেই জল লএ
 সবে স্নান করাইল । প্রত্যঙ্গ গামছা দিএ অঙ্গ মোছাইল ॥
 অতি সূক্ষ্ম জলবাসে কেশ সম্মার্জিল । সূক্ষ্ম শুষ্ক বস্ত্র তবে পরি-
 ধান কৈল ॥ ভূষণ বেদীরোপারি আদিয়া বসিল । প্রভাত
 কালের যোগ্য ভূষা সখী কৈল ॥ তরুণ বয়েস অঙ্গ অনঙ্গ
 মোহন । ভাব হাব অলঙ্কারে শ্রীঅঙ্গ শোভন ॥ স্বস্তিদাক্ষ নাম
 রত্ন কাকই লইএ । ললিতা করয়ে বেশ কেশ বিনাইয়া ॥
 ধূপ ধূম দিএ সেই কেশ শুকাইল । স্নিগ্ধ সুকুঞ্চিত কেশ সুগ-
 ন্ধিত কৈল ॥ সহজে সুগন্ধি কেশ অগুপ্তের গন্ধ । তাহাতে
 দিলেন আর অনেক সুগন্ধ ॥ বেণী বনাইএ দিল শঙ্খচূড়
 মণি । কালসর্প ফণে যেন শোভে দিব্য মণি ॥ বকুলের দিব্য
 মালা মুকুতার মালা । তাতে দিল যেন তেল ত্রিবেণীর মেলা ॥

সমষ্টি করিয়া পুনঃ স্বর্ণসূত্র দিওণ । মূলেতে বাঙ্কিল পটু জাদ-
 তেতে দিয়া ॥ সঙ্ক রক্তবস্ত্র ধনী ভিতরে পরিণ । তাহার
 উপরে নীল বর্গন ধরিল ॥ ভ্রমরের বর্ণ বস্ত্র অতি সুস্বতর ।
 মেঘাস্থর নাম তার অতি মনোহর ॥ আশ্চর্য্য কোচার শোভা
 নাহিক উপমা । যে শোভা দেখিতে লাজ পায় ব্রজরামা ॥ সম্মু-
 ষ্টি করিয়া মধ্যে স্বর্ণসূত্র দিওণ । রক্তপটু জাদ দিল সুহৃন্দ
 করিয়া ॥ স্বর্ণসূত্রে করি মণি কিঙ্কণীর জাল । রক্ত বস্ত্র জাল
 তাতে শোভয়ে বিশাল ॥ নিত্যদেহেতে তার করিল যোজনা
 যে শোভা হইল তার নাহিক উপমা ॥ চন্দন কপূর আর
 অগুরু কাশ্মীর । পঙ্ক করি লয়া আইলা বিশাখা সুধীর ॥
 পৃষ্ঠে বক্ষে বাহু আর কুচযুগ দেশে । লেপন করিল সেই পরম
 হরিষে ॥ উরজের দুই পাশে মৃগ মদ চিত্র । লিখিয়া দেখেন
 শোভা পরম বিচিত্র ॥ কস্তুরীর পত্রাবলি লিখন কপোলে । সুন্দ-
 র সিন্দূর বিন্দুরচিলেক ভালে ॥ তার তলে চন্দনের বিন্দু যে
 রচিল । তার মধ্যে পুনঃ কস্তুরীর বিন্দু দিল ॥ কামযন্ত্র নাম
 সেই ললাটে তিলক । তাহা দেখি কৃষ্ণ হয় সর্বাঙ্গে পুলক ॥
 শিথির উপরে দিল সিন্দূরের রেখা । মদন কাঁপনি কিবা নব-
 ঘন লেখা ॥ তবে চিত্রা ঠাকুরাণী রাই বক্ষস্থলে । লিখিল
 আশ্চর্য্য চিত্র বক্ষের উপরে ॥ পুষ্পগুচ্ছ ইন্দুরেখা নবীন
 পল্লব । লিখিল আশ্চর্য্য চিত্র পদ্ম আদি সব ॥ নীন পুষ্প
 পল্লব আর নবচন্দ্র রেখা । কন্দর্পের বাণ গুণ ধনুকের দেখা ॥
 রাধিকার ক্রুধনু ভঙ্গির তরাসে । কাম নিজ বাণ থুইল ধনী
 কুচ কোষে ॥ রক্ত বস্ত্রে মুক্তা রচিত অনেক রতন । দিব্য
 চণি দিল কুচে করিয়া যতন ॥ ইন্দ্র ধনু প্রায় সেই সুবর্ণ

পর্ষতে । রক্তসন্ধ্যা আসি যেন করিল উদিতে ॥ সুবর্ণের তাল
 পত্র বলয় করিঞা । কর্ণে দিল নীলমণি পুষ্প তাতে দিঞা ॥
 আশ্চর্য্য তাড়ক তার কি কহিব শোভা । স্বর্ণপদ্ম কলিতে যেন
 মধুকর লোভা ॥ সুবর্ণের চক্রি উদ্ধৃ শ্রবণেত দিল । প্রভাতের
 সূর্য্য যেন উদয় করিল ॥ চতুর্দিগে মুক্তা তার মধ্যে নীলমণি ।
 রত্ন মণি উপরে শোভে হীরার সাজনি ॥ আশ্চর্য্য শলাকা
 শোভে কহিল না হয় । যাহা দরশনে কৃষ্ণের মনো উল্লাসয় ॥
 তবেত বিশাখা আনি মৃগ মদ বিন্দু । চিবুকেতে দিঞা হেরে
 রাই মুখইন্দু ॥ কি কহিব সেই শোভা অতি মনোহর । স্বর্ণ
 পদ্ম দল আগে যৈছে মধুকর ॥ সুবর্ণ বেসরে শোভে মকুতার
 ফল । নাসা অঙ্কভাগে সেই করে বলমল ॥ বোট সঙ্গে শুক
 মুখে নেয়ালের ফল । এছন যেমন তেন নাসার উপর ॥ সুদীর্ঘ
 নয়নে দিল দলিত অঙ্গন । কি কহিব সেই শোভা অতি
 মনোরম ॥ কৃষ্ণ মুখচন্দ্র শুধা পানের লালসা । চকোরী রহিল
 যেন করি বহু আশা ॥ নির্মল স্বর্ণের পাঁতি বিশাখা আনিয়া ।
 রাধিকার কণ্ঠে দিল শ্রীকণ্ঠ ঢাকিয়া ॥ হরি করে আছে শঙ্খ
 চিহ্ন মনোহর । আচ্ছাদিল কনু কণ্ঠ পাঞা কৃষ্ণ ডর ॥ স্বর্ণ
 হংস দিল রাধা কণ্ঠের উপরে । যে শোভা হইল তাহা কে কহি
 তে পারে ॥ মধ্যে স্তূল সঙ্ঘ আগে নীলরত্ন মণি । স্বর্ণ সূত্র
 দিল তাহে হীরার খেচনি ॥ অতি সঙ্ঘ মুক্তাফলে গুচ্ছ নির
 মিয়া । হিরার উপরে দিল হরষিত হঞা ॥ দুই গুচ্ছের মধ্যে
 দিল স্বর্ণ কাঁটি । স্বর্ণ কাঁটির দুই পার্শ্বে দিল মণি কাঁটি ॥ তবে
 রত্নমালা দিল হিরার উপরে । গোলকাঁটি সব সেই অতি মনো
 হরে ॥ ইন্দু নীলমণি আর পদ্মরাগ মণি । হেম মণি স্তূল মুক্তা

প্রবাল গাথনি ॥ তবেত হৃদয়ে দিল মুক্তাগুচ্ছ মাল । মধ্যে
 স্বর্ণ কাঠি পাশ্বে যুগল প্রবাল ॥ রাসে নৃত্য গান কৈল রাধা
 বিনোদিনী । সুখি হঞা কৃষ্ণ দিল গুঞ্জামালা আনি ॥ গুঞ্জা
 মালা নহে সেই হৃদয়ের রাগে । সমর্পণ কৈল কৃষ্ণ অতি অনু-
 রাগে ॥ সেই মালা আনি ধনী ধরিল হিয়ায় । তাহার পরশে
 কৃষ্ণ পরশ জাগায় ॥ তবে একাবলি হার নায়ক সহিতে । স্থূল
 তারাবলি যেন অম্বর উদ্দিতে ॥ চতুষ্কি আনিঞা তার হৃদয়েতে
 দিল । সুবর্ণ শিকলি দিঞা চতুষ্কি গাঁথিল ॥ ইন্দ্র নীল রত্নে সেই
 চতুষ্কি রচিল । পদ্মরাগ হীরা মণি কনকে খচিত ॥ পটুথোপ
 পৃষ্ঠদেশে ক্রমে নাহিয়াছে । আকণ্ঠ হইতে শোভে নিত্যের
 কাছে ॥ নিত্য পর্ষত হৈতে বেণী ভুজঙ্গিনী । মস্তকে উঠিতে
 কৈল সোপান সাজনি ॥ স্বর্ণাঙ্গদ ভুজে দিল বিশাখা আনিঞা
 কাল পটুডোরি রত্ন মালাতে রচিয়া ॥ তাহা দেখি কৃষ্ণচন্দ্র
 মহাসুখ পায় । হেন সে অঙ্গদ শোভা कहেন না যায় ॥ নীল
 রত্ন বলয়া তবে দিল ছুই করে । যে শোভা হইল তাহা কে কহি-
 তে পারে ॥ রক্তপদ্ম মণালে যেন মধু বিগলিত । তাহাতে রহিল
 যেন ভ্রমর বেষ্টিত ॥ সুবর্ণ কঙ্কণ দিল তাহার উপরে । মুক্তাবলি
 শোভে তাহে অতি মনোহরে ॥ সূর্য্যের মণ্ডলে যেন চন্দ্র বিম্ব
 গণ । উদয় সময়ে যেন শোভা এই মন ॥ সুবর্ণ মাছুলি অতি
 শোভিয়াছে করে । পটুথোপ নাহিয়াছে তাহার অন্তরে ॥
 অনেক রতনে কৈল থোপের সাজনি । এই রূপ হস্তে মণি
 বজ্রের বন্ধনি ॥ অদ্ভুত রত্ন সুদ্রিকা অঙ্গুলিতে দিল । বিপক্ষ
 মর্দন নাম তাহাতে রাখিল ॥ আশ্চর্য্য কটক ছিল চরণ যুগলে
 নানা রত্ন অঙ্গ তাহাতে ধরে বন্ধমলে ॥ তার শ্রীনি যেন মত্ত হংস

ধ্বনি করে । শুনি কৃষ্ণ হংস মতি ক্ষতি ধৃতি হরে ॥ বৃদ্ধ পাদ
পায়ে দিল রতন মঞ্জীর । কালিন্দীর হংস পাঠে যার ধ্বনি ধীর
পায়ের অঙ্গুলে রত্ন উজ্জ্বলিকা দিল । তাহা দেখি বিশাখার বি
স্ময় জন্মিল ॥ নন্দদা মালির কন্যা দিল নীলাপদ্ম । কৃষ্ণ মনো
হরে যাহা হেরি শোভা সখ ॥ সেই পদ্ম হস্তে দিল বিশাখা । আ
নিঞা । পদ্মদৃশা পদ্মহস্তে সঁপিলা আসিয়া ॥ নন্দদা মালির
কন্যা দিল পুষ্পমালা । হাসিয়া বিশাখা তাহা ধনী গলে দিল
নাপিতের কন্যা সে সুগন্ধা নাম তার । মণি দরপণ দিল আগেত
তাহার ॥ দর্পণে আপন অঙ্গ দেখি বিনোদিনী । কৃষ্ণ সুখ যোগ্য
বেশ মনে অনুমানি ॥ কৃষ্ণের মিলন লাগি হইলা চঞ্চল । নারী
বেশ কান্ত প্রাপ্তি এই তার ফল ॥ সংক্ষেপে कहিল এই রন্ধি-
কার বেশ । অনন্ত कहিতে নারে ইহার বিশেষ ॥ গোবিন্দ চরি-
তামৃত সুধু সুধাময় । শুনিতে মধুর ধারা তাপ বিনাশয় ॥ শুদ্ধ
প্রেমভক্তি গণ করয়ে উদয় । রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা সে মিলয়
পাষণ্ড না শুনে যেন করিবে সে কায । এই ভিক্ষা মাগো মুঞি
বৈষ্ণব সমাজ ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষ । গোবিন্দ
চরিত কহে যদুনাথ দাস ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে স্নান ভূষাদি বিলা-

স দ্বিতীয়ঃ স্বর্গঃ ।

তাবকোচ্চৈশ্বরী গোষ্ঠে গতে গোকুলনন্দনে ।

সর্বান্ গৃহজনানাহ তন্তুকোপাদিনাকুলা ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোসাঞি । তোমার চরণ বিহ্ন
আর গতি নাই ॥ অতঃপর कहি কিছু রন্ধনের কথা । অত্যন্ত

আশ্চর্য্য এই রসময় গাঁথা ॥ ওথা ব্রজেশ্বরী কৃষ্ণ ভোজন
 লাগিয়া । করেন সামগ্রী চেষ্টা উৎকৃষ্টতাইয়া ॥ যদ্যপিহ
 নিজঃ কার্য্যে দাস দাসী । ব্যগ্র আছে তথাপিহ ব্রজেশ্বরী
 আসি ॥ কহিতে লাগিল দাসী আস্থান করিয়া । কৃষ্ণ স্নেহ
 পরিপাকে ম্পিতা হইয়া ॥ রন্ধন সামগ্রী কর শীঘ্র হয় যাতে
 এখনি আসিবে কৃষ্ণ গোঠেত হইতে ॥ প্রাতঃকালে দেখি-
 য়াছি বড় কৃষ্ণ অঙ্গ । অতএব শীঘ্র কর রন্ধন প্রবন্ধ ॥ শাক
 মূল ফুল কল আত্রকাদি করি । আত্রচূর্ণ ছাকাশুণী হরিদ্রাদি
 করি ॥ মরিচ কপূর চিনি জিরা ক্ষীর সার ॥ তিস্তিডি হিঙ্গু ত্রি-
 জাত সুমথিত আর ॥ সৈন্ধব বটিকা আর নারিকেল শস্য ।
 তৈল গোধূম চূর্ণ লইবে অবশ্য ॥ ঘৃত দধি আর তুলসী ধা-
 ন্যের তণ্ডুল । সকল লইয়া যাহ রন্ধনের পুর ॥ বকনা গাবীর
 দুগ্ধ আছয়ে প্রচুর । ব্রজেন্দ্র পাঠান যাহা পায়সানুকূল ॥ এই
 সব দ্রব্য লইয়া যাও পাকস্থলে । সেইঃ কার্য্য তারা যত্ন করি
 করে ॥ বাৎসল্যে প্রেমিত চিত্ত সদা নেত্র করে । রোহিণীকে
 ডাকি তবে ব্রজেশ্বরী বলে ॥ রান্নাকৃষ্ণ পৃষ্ঠে যাই লাগিল উদর
 দেখিয়াছোঁ প্রাতঃকালে বড়ই দুর্বল ॥ বলিষ্ঠ বালক সঙ্গে
 বাছয়ুদ্ধ খেলা । নানা পরিশ্রমে ক্ষুধা তৃষ্ণা হইয়া গেলা ॥
 তাতে কালি রাত্রোঁ কিছু না কৈল ভোজন । দুর্বল ভ্রমে লয়ে
 সব সখাগণ ॥ ক্ষীণমূর্ত্তি দেখি মনে লাগিয়াছে ডর । ভালমতে
 কর পাক যাতে নিষ্ঠুর ॥ অতিশীঘ্র গিয়া তুমি করহ রন্ধন ।
 অপূর্ণ পিষ্টক আদি উত্তম ব্যঞ্জন ॥ হেন সে করিবে পাক যেন
 রান্নাকৃষ্ণ । পরম রুচিতে ভুঞ্জে হইয়া সতৃষ্ণ ॥ এত কহি দাসী
 গণ দিল তার সঙ্গে । রন্ধন সামগ্রী লৈয়া গেলা তেহোঁ সঙ্গে ॥

কৃষ্ণ কুচিভ্রব্য লাগি ব্যগ্র ব্রজেশ্বরী । মিষ্টান্ন করিতে আন
রাধিকা সুন্দরী ॥ উপনন্দের পুত্র হয় সুভদ্র আখ্যান । তার
পত্নী কুন্দলতা আইলা তাঁর স্থান ॥ ব্রজেশ্বরী পাঁচপায়ে করেন
প্রণাম । তিহেঁ কহে আইস বাঁহী বাটুক কল্যাণ ॥ তারে
কহে ব্রজেশ্বরী আইস কুন্দলতা । তুমি যাঞা আন গিয়া রূষ
ভানু সুতা ॥ অমৃত মধুর তার হস্তের রন্ধন । কুচি জন্মাইয়া
কৃষ্ণ করিবে ভোজন ॥ দুর্কাসা যুনির বর পূর্বে আছে তারে ।
সুধা সম হয় সেই যেই পাককরে ॥ যে তাহা ভুঞ্জয়ে তার আয়ু
বৃদ্ধি হয়ে । এত সব লাভ আর কার পাকে নহে ॥ শাশুড়ীকে
বলো তার আমার সম্বাদ । আনহ ত্বরিতে রাই ঘুচুক বিবাদ
এইমত প্রতি দিন কুন্দলতা দ্বারে । আনয়ে রাধিকা তেহেঁ
রন্ধনের তরে ॥ ব্রজেশ্বরীর বাক্যে আনন্দিত কুন্দলতা । পরম
আনন্দে ভেল তনু প্রফুল্লতা ॥ রাধিকা ভ্রমরী মধুসুদনের
সঙ্গ । করিতে বাটিল তার উৎকণ্ঠা তরঙ্গ ॥ তৎকাল আইলা
তেহেঁ জটিলার স্থানে । যশোদা সন্দেশ কথা কহিলা যতনে
ব্রজেশ্বরী আজ্ঞা শুনি জটিল চিন্তিত । কৃষ্ণকে বধুর শঙ্কা
করে বিপরীত ॥ কহিতে লাগিল তিহেঁ কুন্দলতা প্রতি ছিদ্রা
দেখি লোক দেখি শঙ্কা পাই অতি ॥ বধু মৌর সাধীগুণ গরিমা
প্রচুরা । সৌন্দর্য্য নবীন বয়া মাধুর্য্য মধুরা ॥ বড়ই চঞ্চল সেই
ব্রজেন্দ্র নন্দন । লংঘিতে না পারি ব্রজেশ্বরীর বচন ॥ এইত
কারণে চিন্তনা চলে আমার । নিশ্চয় করিতে নারি হৃদয় বি
চার ॥ এত শুনি কহে কুন্দলতা তারে বাণী । যে কহিলে সেই
সত্য শুনহ জন্মনী ॥ ব্রজেন্দ্র নন্দন ধর্ম্ম স্বরূপ সর্ব্বথা । খল
লোকে তোমারেত কহে এই কথা ॥ সূর্য্যের উদয় যেন কৃষ্ণের

চরিত । ধর্ম পদ্মগণ সদা করে প্রফুল্লিত ॥ অধর্ম তিমিরগণ
সব নাশ করে । খললোক যুক যায় ক্রোধের কোটরে ॥ ব্রজ
বাসি চক্রবাকী আনন্দ বাটায় ॥ এইমত কৃষ্ণ অঙ্গ হয় মাধুর্য্য
ময় ॥ কিন্তু কৃষ্ণ অঙ্গ হয় মাধুর্য্য আলয় । জগত যুবতী চিত্ত
সদা আকর্ষয় ॥ তোমার নবীন বধু পালন উচিত । কৃষ্ণ প্রতি
তুমি কিছু না করিহ ভীত ॥ রাধিকার ছায়া কৃষ্ণ না দেখে যেম
নে । এইমত লৈয়া যাব ব্রজেশ্বরী স্থানে ॥ পুনর্বার আমি তো
মায় করি সমর্পণ । তবে নিজ গৃহে আমি করিব গমন ॥ এত
শুনি সুখী হঞা জটিল। কহয় । সাধী প্রগল্ভা তুমি সবে ইহা
কয় ॥ অবলা আমার বধু সমর্পিত তোর । চঞ্চল কৃষ্ণের নেত্র
যেন নাহি পড়ে ॥ এত কহি বধু প্রতি কহিতে লাগিল । যাও
ব্রজেশ্বরী স্থানে তোমা বোলাইল । ॥ তৎকাল আসিহ পুনঃ
কুন্দলতা সঙ্গে । সূর্য্য পূজিবারে যাবে যে আছে নির্বন্ধে ॥ শুনি
য়া রাধিকা মনে উল্লাস হইল । অনিচ্ছার প্রায় হৈয়া কহিতে
লাগিল । ॥ যাইতে নারিব গৃহে আছে প্রয়োজন । ঘরে ঘরে
ফিরে কেবা কুলাঙ্গনাগণ ॥ জটিল। পুনঃ কহে আগ্রহ করিয়া
যাও বাছা ব্রজেশ্বরীর আক্কা পালগিয়া ॥ তবে কুন্দলতা তারে
আগ্রহ করিয়া । কহিতে লাগিল । রাই হস্ত আকর্ষিয়া ॥ আমি
তুরা সঙ্গে যাব কেন কর ডর । চল লঞা যাব ব্রজেশ্বরীর গো
চর ॥ শুনিয়া উঠিল রাই আনন্দ অন্তরে । প্রফুল্ল হইল তনু
অতি মনোহর ॥ কৃষ্ণের ভঞ্জন দ্রব্য লড্ডুকাদি গণ । লইল
ললিতা দেবী করিয়া যতন ॥ আউলায়ে রাধা অঙ্গ আনন্দ
আবেশে । মত্তর গমনে চলে অত্যন্ত হরিষে ॥ অজনি বিলাস
চিহ্ন অঙ্গের দেখিয়া । উপহাস করে কুন্দলতা যে হাসিয়া ॥

যথারাগঃ । দেখিয়া রাধিকা বুক, কুন্দলতা পায় সুখ, পরি-
 হাস করিতে লাগিল । চিরদিন তুয়া প্রতি, গোষ্ঠেতে গমন
 সতী, নখচিহ্ন কেবা বুকে দিলা ॥ তুহু ধনি সতী কুলনারী । অ-
 ন্তর সহিতে হাস, সদা গদগদ ভাষ, সব তনু ভোগচিহ্ন ধারি ॥
 ধ্রু ॥ অধরই এখানে ক্ষত, সাধী হয় এ চরিত, দেখি মনে লাগ-
 য়ে তরাস । শুনি কুন্দলতা বাণী, হরষিত 'ইইলা ধনী, কুক্ষিত
 নয়ন মৃদু হাস ॥ ললিতা কহয়ে শুন, কারণ আছয়ে পুনঃ,
 কাহে কহ সন্দেহ বিচারি । করক ফলের ভ্রমে, রাধিকা যুগল
 স্তনে, বৈসে কীর মখাঙ্ক তাহারি ॥ অধর বাকুলী শোভা,
 দেখি কীর হৈল লোভা, বিশ্বভ্রমে দশনে দংশিল । তাহার আ-
 ছয়ে চিহ্ন, সন্দেহ না কর ভিন্ন, সেই সে কারণে ক্ষত হৈল ।
 শুনিয়া রাধা তুহু বাণী, কৃষ্ণ লীলা মনে আনি, কম্প হৈল সুখ
 নয় অঙ্গে । পুনঃ কুন্দলতা হাসে, রসময় পরকাশে, কহে বাক্য
 আনন্দ তরঙ্গে ॥ কুন্দলতার দেষর, মধুসূদন নাম ধর, শুন
 পদমিনী মধু পিল । পুনঃ আসিবেন এথা, শুনহ আমার কথা,
 রথা কম্প তোহে কেন ভেল ॥ পদ্মা কহে পদ্মছলে, এমতি রাই-
 রে বোলে, শুন চিত্তে আনন্দ বাড়য় । কহয়ে ললিতা তবে, শুন
 কুন্দলতা এবে, এলাগি পদমিনী কম্প নয় ॥ সং পদমিনী মৃদু
 অতি, ভ্রমরা উন্নত মতি, চঞ্চল দেখিয়া তনু কাঁপে । মিত্রে
 অনুরাগ সদগ, জানিয়া তাহাতে রাধা, এষদুন্দন মনে জপে ॥

এই মত নন্দ ভঞ্জন করি চলি যায় । চলিতে না পারে রাই
 উলাসল গায় ॥ ভাবের উদ্ভাবে ভেল বিভাবিত চিত । গাঢ়
 অনুরাগ ভেল হৃদয়ে উদিত ॥ কৃষ্ণ দরশনে ভেল লালসা অনুর
 তরলিত চিত্তে আইল ব্রজেশ্বরীর ঘর ॥ আসিয়া স্বর্গের ব্রজে

স্বরীকে প্রণতি । উঠাইএণ কোলে কৈল মাতা শুদ্ধমতি ॥
 মন্তকে আশ্রয় লএণ চুয় দেই মুখে । মাতাধিক দ্বিগু স্নেহ অশ্রু
 বহে মুখে ॥ চিবুক ধরিয়া মুখ দেখে পুনঃ ২ । মুখশোভা দেখি
 আশ্রি বাঢ়িল দ্বিগুণ ॥ নয়ন পুতলি মাঝে রাখে হেন সাধ ।
 নয়নের জলে করে দরশন বাদ ॥ এই মত রাধা সঙ্গে যত সখী
 গণ । কুশল সুধাএণ সব কৈল আলিঙ্গন ॥ কৃষ্ণের ভোজন
 কার্যে সদা ব্যগ্রমাতা । কহিতে লাগিল পুনঃ স্নেহ মনভা ॥
 সবাই কহেন রাধে তুরা মিষ্টপাকে । আশ্চর্য্য করিয়া কর
 কৃষ্ণ স্পৃহা যাকে ॥ লবণ সংযোগ যেই তাহা যাএণ কর । ঘৃত
 পাক যেন হর তাহা ভিন্ন ধর ॥ শর্করা মিশ্রিত যেন তাহা
 কর আর । সকল রন্ধন কার্য্য যে জান অকার ॥ রোহিণী দেবী-
 কে লএণ পাক কর তুমি । আপনে যে কর আর যে করিয়ে আমি
 অমৃতকৈলি কপূর বটক চিকণ । নির্মাণ করহ স্বাদু নাহি যার
 সম ॥ পীযুষ গ্রন্থি কপূর এলাচি মিশ্রিত । অপূর্ব করিয়া
 পান্য কর মনোনিত ॥ এই সব তোমা বিনু কেহ বেত্তা নয় ।
 অতএব সজ্জ কর যাতে ভাল হয় ॥ ললিতা রসাল তুমি করহ
 যতনে । শিখরিণী কর বিশাখিকা নিরমাণে ॥ শশীধেখা
 বাছা আর চম্পকলতিকা । ছেনা কর যাতে যোগ পাকের
 অধিকা ॥ তুঙ্গবিদ্যা চিত্রা কর দোঁহে মিশ্রিপান্য । রঙ্গদেবী
 বাছা কর খণ্ডের মণ্ডনা ॥ ক্ষীরসা করহ তুমি সুদেবী জননী ।
 বাসন্তী করহ শুভ্র অতি মৃদুফেণী ॥ মঙ্গলা করহ তুমি জিলেবি
 বিধান । কাদম্বরী কর চন্দ্রকান্তি নিরমাণ ॥ নাসিকা করহ
 পিঠা চালু চূর্ণকরি । কৌণুদিনী কর তুমি সুমিষ্ট সঙ্কুলি ॥
 চন্দ্রমুখী কর বহু প্রকার বটক । ইন্দুলেখা মদালসা করহ
 পিষ্টক ॥ দধিবড়া বহু কর মাধুর্য্যের সার । সুমুখী রচনা

কর শকরা পাটি আর ॥ গিফটপুয়া সজ্জ কর আর গণি মতি ।
 কাঞ্চন লতিকা বুরি কর মিষ্ট অতি ॥ মনোরমা কর তুমি
 লাড্ডু মনোহরা । মৌক্তিকাখ্য লাড্ডু কর বাঁচা রত্নমালা ॥
 মাধবী তিলের লাড্ডু সজ্জ কর তুমি । তিলখণ্ড পাটি কর
 অমৃতের খনি ॥ তিলের কদম্ব লাডু কর ভাল মতে । চিকণ
 করিবা কৃষ্ণ রুচি হয় যাতে ॥ যতে ভাজা চিড়া আর
 যতভ্রম যব । চিনিপাকে রুন্দা কর মোদকানুভব ॥ রস্তা
 মনোজ্ঞ দোঁহে দধি ছাত্ত লঞা । সুবর্ণ কুণ্ডিতে তাহা একত্র
 করিঞা ॥ অনুপাম কদলক আর আম্ররস । সিতা ঘনদুগ্ধ
 দিয়া করহ মুরস ॥ সুগন্ধা গাবির দুগ্ধে দধি উত্থাপিত ।
 অগ্নি মথিয়াছি প্রাতে সেই নবনীত ॥ কিলিঙ্গা যাইয়া তুমি
 ঘৃত কর তার । পরম সুগন্ধি বহে তেমন প্রকার ॥ অম্বিকা
 করহ তুমি দুগ্ধ আবর্তন । ধবলীর দুগ্ধ সেই অতি মিষ্টতম ॥
 দুগ্ধশালা যাও যাহাঁ চুলার সমাজ । হাতা কড়া বহু আছে
 যার যেই কাষ ॥ নৃত্তিকার কুম্ব কুণ্ডী অনেক আছে । সবে
 যাঞা কর কার্য যার যেই হয় ॥ আমাতক অম্ম আর জাম্বির
 আচার । আমলকী টেঠী আর বিবিধ প্রকার ॥ রুচকাদি ফল
 তৈল লবণ সহিতে । আদ্রকাদি আছে কৃষ্ণ রুচির নিমিত্তে ॥
 ধনিষ্ঠা আনিয়া দেহ তুলসীর স্থানে । রঙ্গন মালিকা সহ পাত্রে
 করি আনে ॥ আনিং দাসী করে কর সমর্পণে । এসব আচার
 কৃষ্ণ রুচির কারণে ॥ তেস্তড়িকা রসমিশ্রি সহিতে আছে ।
 রসাল বদরী ধাত্রী পূর্ণকন্ড হয় ॥ ইন্দুলেখা কর তাহা কাঞ্চন
 ভাজনে । আনিং দিবৈ কৃষ্ণ বসিলে ভোজনে ॥ সন্দেশ ভি়ান
 লাগি শুভামিষ্ট হস্তা । অতি শীঘ্র যাও তুমি দুগ্ধশালা যথা ॥
 ভারিগণে দুগ্ধ আনি ধরিয়াছে তাতে । দুগ্ধ আবর্তন কর ভাল

হয় যাতে ॥ ওথা জীরাধিকা যাঞা রক্তন মন্দিরে । প্রবিষ্ট হই
 তে পাদ প্রক্ষালন করে ॥ হেমঝারি জল ভরি ধনিষ্ঠা আনিলা
 রক্তন করিতে গৃহে প্রবেশ করিলা ॥ রোহিণীর পদে যাই
 কৈলা নমস্কারে । তেঁহো অববধু প্রায় আলিঙ্গন করে ॥ রক্তনে
 প্রবেশ তবে কৈলা সুবদনী । অধিষ্ঠাত্রী রহে মাত্র রামের জননী
 তবে ব্রজেশ্বরী কৈলা সব নিয়োজনে । যার যেই কার্য্য সেই
 করয়ে যতনে ॥ তবে দাসগণে কহে কৃষ্ণের জননী । সন্ধ্যা-
 কালে কালি যেই জল ভার আনি ॥ ভারিগণ রাখিয়াছে চন্দ্রের
 কিরণে । শীতল হঞাছে জল সুগন্ধ পাবনে ॥ পয়োদ বাইয়া
 তাহা সংস্কার কর । কপূর কুঙ্কমাগুরু চন্দন তাতে ধর ॥
 চন্দ্রকান্ত শিলামণি বেদীর উপরে । আনিয়া তাহা রাখ থরে
 থরে ॥ বারিদ করহ তুমি জল সুবাসিত । কৃষ্ণ পানকরে তাহা
 যাতে করে হিত ॥ ঘটগণে অগুরু ধূম বাসিত করিঞা । মল্লি
 কা কপূর লজ্জ রাখ তাতে দিঞা ॥ নারায়ণ তৈল কৈল কল্যা
 নদ বৈদ্য । অশেষ দোষ নাশে বপু পুষ্টি হয়ে সদ্য ॥ সুবন্ধ
 নাপিতপুত্র তৈল আন এথা । মদর্দন করাবে কৃষ্ণে সুখ হয় যথা
 সুবন্ধ কপূর দুই নাপিত তনয় । আমলকী কল্কে কেশ উদ্বর্তন
 হয় ॥ তৎকাল আনহ দোঁহে কৃষ্ণ অঙ্গবেশ । সংস্কার কহিতে চাহ
 করিয়া বিশেষ ॥ শারঙ্গ রাখহ তুমি বস্ত্র কোচাইঞা । সূক্ষ্ম
 গুরুবাস স্নান করিবে পরিঞা ॥ হেমকান্তি কোষে হয় যুগ্ম
 পটবাস । স্নানোত্তর পরি করে ভোজন বিলাস ॥ পাগ জামা
 নিয়া আর নবীন পটকা । রক্ত হেমাক্ষর চিত্রবর্ণে যে অধিকা ॥
 চারি রূপ বস্ত্র এই ব্রজযোগ্য হয় । তৎকাল কোচাহ তাহা
 যাতে শোভায় ॥ নটবর বেশ বস্ত্র খণ্ড বিখণ্ডিত । অত্যন্ত সু-
 সূক্ষ্ম বস্ত্র ভুবন মোহিত ॥ শিয়া বস্ত্র সজ্জকর রৌচিক সৌচিক

যার শোভা বলমল করে অলৌকিক ॥ সেই বস্ত্র সুকুঞ্চিত করহ
বকুল । কৃষ্ণ বেশ করিবারে যেহোঁ অনুকূল ॥ কুকুম চন্দন
আর অগুরু কস্তুরী । কপূরের সঙ্গে তাহা রাখ এককরি ॥
সুবাস বিলাস দোঁহে করহ যতনা স্নান কৈলে কৃষ্ণ অঙ্গে করিবে
লেপন ॥ চতুঃসঙ্গ নাম এই বড়ই সুগন্ধ । সর্বাঙ্গ শীতল হয়ে
যার অনুবন্ধ ॥ পুষ্পহাস সহ মন মধুকন্দ রাছা । পুষ্পমালা
কর কৃষ্ণে সদা যাতে ইচ্ছা ॥ চাম্পয় মাধবীলতা কাঞ্চন
যুথিকা । কালাগুরু তবে কর বাসিত অধিকা ॥ রত্নাবলি খচিত
হেমভূষা সব আন । যত্নে গঢ়াইলা যাহা রঞ্জন টঙ্কণ ॥
সৌরিন্দ্র মালিন আর মকরন্দ ভঙ্গ । কোষালয় হৈতে আন
অভরণ বন্দ ॥ পুষ্যা নক্ষত্র আজি শুভ করিবারে । ভাল দিন
আজি কৃষ্ণ ভূষা করিবারে ॥ শানীক আনহ তুমি নীলকণ্ঠ
পাখী । গুঞ্জাহার আন মণি সি তারণ গাঁথা ॥ তায়ুল রচহ তুমি
হেমবর্ণ পাণ । সূক্ষ্মবস্ত্রে মাজি রাখ মিষ্ট অনুপাম ॥ কাতারি
তে ত্যাগ কর ত্যজ্য ভাগ যত । সুবর্ণ সম্পুটে তাহা কর শুদ্ধ
মত ॥ বহুক্ষণ দুঃখে ভিজা আছরে খপূর । জ্ঞানি দিয়া কাট
তাহা ধাত্রীপত্র তুল ॥ কপূর বাসিত করি রাখহ ত্বরিত ।
সুবিলাস এই কার্য করহ ললিত ॥ রসাল বিলাস করি বিরাট
প্রবন্ধ । বস্ত্রে ছানা চূণ তাতে খদির লবঙ্গ ॥ এই সব কার্যে
মাতা সভা নিষোজিয়া । কৃষ্ণ আগমন পথে রহে দৃষ্টি দিয়া
এই কালে ভারি আইলা দুখ ভার লঞা । তারে পুছে কৃষ্ণ
কোথা যতন করিঞা ॥ কেহ কহে বুয়ে যদু করাইলা । কেহ
কহে সখা সঙ্গে করে নানা খেলা ॥ ইহা শুনি ব্রজেশ্বরী
নিজ দাসে বলে । রক্তক তৎকাল যাঞা আনহ কৃষ্ণেরে ॥
তারে পাঠাইঞা মাতা পাকশালা গেল । যতেক ব্যঞ্জন

তাহা দেখিতে লাগিল। ॥ রোহিণীকে কহে কহ কোন
কোন ব্যঞ্জন । উত্তম করিয়া কৈল দেখাহ এখন ॥ শুনিয়া
রোহিণী কহে রাধা প্রশংসিয়া । অপূৰ্ণ ব্যঞ্জন সব দেখহ
আসিয়া ॥ চিক্ৰণ পায়স দেখ বেদীর উপরি । কলসিতে ভরা
এই দেখ সারি ॥ রাধিকা হস্তের পাক যধু মিষ্ট গুণ । অত্যন্ত
সুগন্ধি রস পুষ্টির কারণ ॥ রম্যাপিঠা ক্ষীরপিঠা বিবিধ
প্রকার । সঙ্কুলিকা আদি করিষ ত দেখ আর ॥ পীযুষ গ্রহি
কৈল অমৃতকৈল আর । রাধিকা করিল সজ্জ অদৃশ্য আমার
মাষবড়া দুগ্ধবড়া এতই প্রকার । সিতালবণ যোগে চারি পর-
কার ॥ চক্রান্ত আমাতক তিস্তিড়ি যোগ করি । হইলা অনেক
অম্ল দেখ ত্রৈলোক্য ॥ জীবদাম্ন মুরাদাম্ন বড়াম্ন আর । দ্বাদশ
প্রকার হৈল অম্লরস ভাল ॥ বাবা কলার খোড় নবীন মুকুল ।
মানকচু আলু আদি নাহি যার তুল ॥ জালিকুয়াণ্ডের চাকি
ছোলা পক দিয়া । ঘূতে ভাজা ধরা আছে পৃথক করিয়া ॥
বটিকা সংযোগ আর ফল মূল দিয়া । ত্রিজাত মরিচ তাতে
সুপক করিয়া ॥ অলারু কাঁকড়ি আর ফলাদি যতেক । রাই
দধিযোগে হৈল সংস্কার কতেক ॥ পুষ্পের কলিকা গণ আনি
কত কত । ঘূতে ভাজা দধিক্রিয়া কৃষ্ণ অভিন্নত ॥ ফুলবড়ি
ঘূতে ভাজা দধির সংযোগে । দ্বিবিধ হইলা এই কৃষ্ণযোগ্য
ভোগে ॥ পটোলের ফল কত ঘূতে ভাজা গেল । পৃথক তাহা
পাত্রে রাখিল ॥ মান আলু কচু আর কুয়াণ্ড বটিকা । তাহাতে
সুকতা চূর্ণ আছে অধিক ॥ অপূৰ্ণ সুত্তানি দেখ সুধা বিনি-
ন্দিতা । তাতে হস্ত পরশিলা বৃষভানু সুতা ॥ দুগ্ধতৃষ্ণি হৈল
সিতা মরিচাদি দিয়া । এই যোগে কুয়াণ্ড দুগ্ধ দেখহ আসিয়া
দধি ওল ধাত্রি ওল অপূৰ্ণ করিল । ঘূতে ভাজা দধিযোগে

দ্বিবিধ হইল ॥ মূছুরন্তা গর্ভখণ্ড কুয়াণ্ডের খণ্ড । সিঁতাধি
 যোগে অন্ন মাধুর্য্যের খণ্ড ॥ লালিতা সুলুপা আর মেথি সুম-
 হরি । পটোল বাস্তক শাক প্রকারাণ্য করি ॥ নটিয়া সুসনি
 শাক যোগ ভেদ দিয়া । পালক পিড়িক শাক পৃথক করিয়া ॥
 কাঁচা আম তিস্তিড়ি দিয়া কলম্বি লালিতা । যোগ ভেদ স্বাচ্ছ
 ভেদ অমৃত বঞ্চিতা ॥ মোট মদা মাষ সুপ বিবিধ প্রকার । অমৃত
 কুপ নিন্দে সে মিষ্টি ত ইহার ॥ গোধূমের রুটি হৈল পূর্ণ চন্দ্রা-
 কার । অতি মৃদু অতি শুভ্র মাধুর্য্যের সার ॥ সুস্ব শাল্য সুতপুল
 সুস্ববাসে করি । জালে জাল দিতে আছে কৃষ্ণ মুখ হেরি ॥
 শ্রী অন্ন ব্যঞ্জন সব প্রস্তুত হইল । যেনা নাই হয় সেই জানিবে
 হইল ॥ একপে রোহিণী ক্রমে সব দেখাইল । দেখি শুনি ব্রজে-
 শ্বরী বহু সুখ পাইল ॥ সৌরভ্য সঙ্গ দেখি ব্রজেশ্বরী মাতা ।
 জিজ্ঞাসে কেমনে হৈল হইয়া বিস্মিতা ॥ কহেন রোহিণী দেবী
 সবিস্ময় চিত । কি কহিব রাধিকার কৌশল রচিত ॥ সেই সব
 সামগ্রী মাত্র অন্য কিছু নয় । গান্ধার্য্য পরশে সব সুধাময় হয় ॥
 তবে ব্রজেশ্বরী স্নেহে রাধিকা দেখিল । গায়ে, ঘন্য শ্রান্ত দেখি
 ব্যথা বড় পাইল ॥ দাসীগণে কহে শীঘ্র ব্যঞ্জন করিতে । অব-
 নত মুখি রাই হৈল লজ্জাতে ॥ তবে ব্রজেশ্বরী মাতা গেলা দুগ্ধ
 ঘরে । তাহা দেখি আইল মাতা লঘু বহির্দ্বারে ॥ ব্যগ্র হঞা
 ফিরে মাতা কৃষ্ণ স্নেহভরে । এমত স্নেহের কথা কে কহিতে
 পারে ॥ এইত কহিল কৃষ্ণ রক্তনের কন্ম । যাহা শুনি তৃপ্ত হয়
 শ্রবণের মন্ম ॥ সংক্ষেপে লিখিল ইহা কে করে বিস্তার । গোবিন্দ
 লীলামৃতে আছে এসব প্রচার ॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজের ব্রজেন্দ্রে,
 বসতি । সাক্ষাতে দেখিয়া তেঁহো বিস্তারিল অতি ॥ তাঁহার
 চরণে করি প্রণতি অপার । যাহা হৈতে হৈল গোবিন্দ লীলার

প্রচার ॥ তাহার শ্লোকের অর্থ কিছু নাহি জানো । যেই উঠে
 মনে তাহা সত্য করি মানো ॥ অপটু তটস্থ বুদ্ধি অঙ্ক হৃদয় ।
 হেন জনারে-কিবা করিবেক উদয় ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত
 কথা সুধাময় । ভাগ্যবান জন যেই সেই আশ্বাদয় ॥ রাধা-
 কৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে । এ যত্ননন্দন কহে রক্তন
 বিলাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে রক্তন বিলাস নাম
 তৃতীয়ঃ স্বর্গঃ ।

অথ ব্রজেন্দ্রেন কৃতাগ্রহোৎকরৈঃ কৃষ্ণঃ সগোষ্ঠাৎ
 প্রহিতাৎ নিজোন্মখীং । স্তম্ভাশ্চ বিক্লিন্ণ পয়োবরাহা
 রামঃ মিলন্তীং পুরতো দদর্শঃ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গৌররায় । কৃপাকরি প্রেমভক্তি
 দেহ নিজ পায় ॥ কৰ্মদোষে পড়িয়াছই এতব সংসারে ।
 তোমা বিনু মোরে কেহ উদ্ধারিতে নারে ॥ অধমের ধম মুক্তি
 তোমা জ্ঞানবলে । তোমা পাসরিয়া মরো সংসার অনলে ॥
 হাহা কৃপাময় প্রভু কৃপাকর মোরে । যেখানে সেখানে রহে
 না পাসরি তোরে ॥ স্নেহে অশ্রু পড়ে মাতার স্তনে দুগ্ধ বারে ।
 বসন ভিজিল তাতে কৃষ্ণ স্নেহভরে ॥ বিলম্ব দেখিয়া তথা
 ব্রজেন্দ্র ঠাকুর । পাঠাইলা আনিতে কৃষ্ণ আগ্রহ প্রচুর ॥ মাতা
 আগে কৃষ্ণ যবে দিল দরশন । দুঃখ গেল মাতা হৈলা আন-
 ন্দিত মন ॥ আইসৎ বাছা ব্যাজ কেন এত । শীতল হইল
 অন্ন ব্যঞ্জনাদি যত ॥ ক্ষুধা তৃষ্ণা পীড়া পাও আইস সকাল ।
 মোরে দুঃখ দিতে কর এই ব্যবহার ॥ এত কহি কৃষ্ণ অঙ্গ করে ॥

সম্মার্জন্য । বাৎসল্যে ব্যাকুলা হঞা অনেক লালয় ॥ তবে সব
 সখাগণে কহে ব্রজেশ্বরী । এখাই ভোজন আজি আইস স্নান
 করি ॥ তোমা সবাবিনু কৃষ্ণ না করে ভোজন । বড়ই চঞ্চল
 সদা খেলাইতে মন ॥ এই লাগি কহ শীঘ্র আইস এই ঘরে ।
 কহিয়া বিদায় দিলা বলাই বটরে ॥ তারা সব নিজ নিজ গৃহে
 সবে গেলা । গোবিন্দ লইয়া মাতা নিজ গৃহে আইলা ॥ বল্লভী
 গণের নেত্র তৃষিত চাতকী । কৃষ্ণাঙ্গ মাধুরী ধারে কৈলা তারে
 মুখী ॥ গোবিন্দ নয়ন যেন তৃষিত চকোর । বল্লভী মুখেন্দু সুধা
 পানে হৈলা ভোর ॥ ইহা আচরিয়া কৃষ্ণ আইলা নিজ ঘর । আ
 সিয়া বসিলা স্নানবেদীর উপর ॥ ভূত্যগণ আসি অঙ্গ ভূষণ
 খসায় । শারঙ্গ আসিয়া স্নান বসন যোগায় ॥ সে বাস পরিয়া
 কৃষ্ণ বসিলা আসনে । পাত্রী আসি কৈল পাদপদ্ম প্রক্ষালনে ॥
 পত্রক আনিয়া দেন ভঙ্গারের পানী । পাখাগে বাসিত জলে
 কৃষ্ণপদ পাণি ॥ সূক্ষ্ম জলবাসে কৈল পাদ সম্মার্জন । সুগন্ধ
 নাপিতপুত্র আইলা তখন ॥ নারায়ণ তৈল অঙ্গে করায় মর্দন ।
 নানান প্রবন্ধ করি অতি বিলক্ষণ ॥ সুগন্ধ আসিয়া দিলা
 অঙ্গে উদ্বর্তন । শীতল নির্মল তনু হৈলা মনোরম ॥ সহজে
 শীতল অতি নিরমল তনু । নবনীত এক কৈল কেহু জন্ম ॥ ধাত্রী
 ফল কল্কে কৈলা কেশের সংস্কার । কম্পূর সেবক তাহা রচি
 রাছে ভাল ॥ শীতল সুগন্ধি জলে পুনঃ পাখালিলা । পয়োদ সে
 বক সূক্ষ্ম বসনে শাজিলা ॥ সুবাসিত জল স্বর্ণ ঘটিতে ঢালিয়া ।
 স্নান করাইলা কৃষ্ণে আনন্দ পাইয়া ॥ মৃদু জলবাসে অঙ্গ
 কেশ সম্মার্জিলা । কাঞ্চনের দ্যুতি লুকবস্ত্র পরাইলা ॥ দাস
 গণ এই সেবা করে এইখানে । তবে আসি বৈসে কৃষ্ণ রতন
 আসনে ॥ অগুরুর ধূমে তবে কেশ শুকাইলা । ককতি শোধি-

রা. কেশ জুট বনাইলা ॥ কুমদ আনিয়া বাক্সে দিয়া চিত্রদাম ।
 রোচনা তিলক ভালে দিলা অনুপাম ॥ কঙ্কণ টঙ্কণ নাম দিলা
 ছুই ভুজে । সুবর্ণ অঙ্গদ সেই অঁদভুত মাজে ॥ কর্ণে দিলা ছুই
 স্বর্ণ মকর কুণ্ডল । চরণে মঞ্জীর দিল অতি মনোহর ॥ সুবর্ণ
 নুপুর সেই হংসধ্বনি করে । তারা মণিহার দিলা হিয়ার উপ-
 রে ॥ প্রেমকন্দ ভূত্য এই ভূষণ পরায় । স্নেহেতে দ্যাকুলা
 মাতা তাহা নিরীক্ষয় ॥ অতিশীঘ্র করি মাতা কহে দাসগণে ।
 বটু সখা সঙ্গে রাম আইলা সেইক্ষণে ॥ স্নান লেপন তারা
 করিয়া আইলা । সখা সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র ভোজনে বসিলা ॥
 কাঞ্চনের বেদী সেই সৌরভ্য পুরিতে । কাঞ্চন আসন পাতি
 আছয়ে তাহাতে ॥ তাহার নিকটে হেম ভূজারের জল । ভিজা
 শুক্লবাসে তাহা বান্ধিলা সকল ॥ আসন উপরে কৃষ্ণ বসি-
 লেন রঙ্গে । ভোজন করেন তথা সখাগণ সঙ্গে ॥ শ্রীদাম সুবর্ণ
 দোহে বৈসে কৃষ্ণ বামে । শ্রীমধুসূদন রাম বসিলা দক্ষিণে
 এই কপে কৃষ্ণ বেড়ি বৈসে সখাগণ । অনেক বসিলা তার কে
 করে গণন ॥ সূৰ্ণপাত্রে পান্য আনি ব্রজেশ্বরী মাতা । পরি-
 বেশন করেন কৃষ্ণে অধিক মনতা ॥ কৃষ্ণ সঙ্গে বসিয়াছে যত
 সখাগণ । তারে মাতা আনে পদ্মাদিগণ । ব্রজেশ্বরী লঞা
 তাহা ক্রমে পরিবেশে । ভোজন করেন কৃষ্ণ পরম হরিষে ॥
 খণ্ডোদ্ভবালাড আর গঙ্গাজল নাম । রাধিকা আনিলা সজ্জ
 করিয়া বিহান ॥ রাধিকা ঈজিতে রঙ্গদেবী তাহা আনে । যত্ন
 করি দিলা লয়ে ব্রজেশ্বরী হানে ॥ বড় স্বর্ণপাত্রে তাহা ব্রজ-
 েশ্বরী লঞা । সবাকৈ দিলেন তাহা বণ্টন করিয়া ॥ তাহা আশ্বা-
 দেন কৃষ্ণ পরম হরিষে । কত ব্যাখ্যাকরে তার হাস পরিহাসে
 নয়ন অঞ্চলে কৃষ্ণ দেখে রাইমুখ । তাহা দেখি সখীগণ পায়

বহু সুখ ॥ তর্জনী অঙ্গুলি দিয়া ব্রজেশ্বরী মাতা । দেখাঞ
 দেখাঞ ভুঞ্জান অধিক মনস্তা ॥ এই দ্রব্য ভাল ইহা কর
 আশ্বাদন । এই দ্রব্যখানি দেখবড় বিলক্ষণ ॥ এই দ্রব্যখানি
 হয়ে অতি সুশীতল । এই দ্রব্যে আছে দেখ যিফটা বিস্তর ॥
 এইখানি সকল খাও অতি মনোরম । এই রূপে প্রতি দ্রব্য
 করান ভক্ষণ ॥ যে সখার যে যে দ্রব্যে বড় রুচি জানে । কৃষ্ণ
 তাহা তারে দেন নিজ পাত্র হনে ॥ কৃষ্ণ মন্দরুচি দেখি যত্ন
 করে মাতা । তাহা দেখি বটু কহে পরিহাস কথা ॥ বিস্তর না
 দিহ কৃষ্ণে শুদ্ধ জননী । আমাকে সকল দেও ভুঞ্জি সব
 আমি ॥ ভক্ষণ করিয়া কৃষ্ণে করিব আভিজন । সর্বাঙ্গ পুষি তা
 কৃষ্ণের হইবে তখন ॥ মন্দরুচি হয় কৃষ্ণের পক্কান ভোজনে ।
 লঘুপাক অন্ন তারে করাহ ভোজনে ॥ শুনি হাসি কৃষ্ণ নিজ
 পাত্রে ত হইতে । বটুর পাত্রে পক্কান দিলা অঞ্জলি সহিতে ॥
 পূর্ণপাত্র দেখি বটু আনন্দ পাইলা । আপনার বামকক্ষ বহু
 বাজাইলা ॥ সকলি খাবার তবে অনুবন্ধ কৈলা । এত কহি
 গ্রাস দুই ব্রহ্ম খাইলা ॥ মাতাকে কহয়ে নিষ্ঠ দধি দেহ
 মোরে । মাতা, গৃহে গেলা দধি আনিবার তরে ॥ ছলকথা
 উঠাইয়া কহে সখাগণে । দেখ ২ সখাগণ আর বিলক্ষণে ॥ দধি
 চোর বানর আইল পক্কান খাইতে । শুনি সব সখা ফিরি লাগি-
 লা দেখিতে ॥ হেনকালে নিজ পাত্রের পক্কান লইয়া । সখা
 পাত্রে দিলা আমি খাইল কহিঞা ॥ এইকালে মাতা যদি দধি
 লঞা আইলা । তাঁরে বটু কহে মাতা পাত্রশূন্য হৈলা ॥ বিনা
 দধি সব মুঞি করিহু ভক্ষণ । পরমান্ন আনি মাতা দেহ ত এখন
 হেমপাত্রে নব রঙাদলের মাঝতে । শীতল করিলা রাই অতি
 মনোহর ॥ অন্ন পরমান্ন আদি রাধিক লইয়া । রোহিণীর

হাতে দিলা যতন করিয়া ॥ তবেত রোহিণী দেবী পরিবেশে
 কত । শাক আদি অন্ন শেষ করেছিল। যত ॥ গোধূম রোটিকা
 আনি পরিবেশে সকল । রম্য উদর পত্র হৈতেও কোমল ॥
 যত সিন্ধু সুগন্ধিত বড়ই চিকণ । অতি স্বচ্ছ হয়ে কৃষ্ণ করেন
 ভক্ষণ ॥ প্রাতঃকালে রসালাদি ললিতা আনিল । মাতাকে
 আনিয়া তাহা ধনিষ্ঠিকা দিল ॥ মাতা তাহা দিলা ক্রমে সবাকে
 বাঁটিয়া । ভোজন করেন কৃষ্ণ আনন্দ পাইয়া ॥ কৃষ্ণ মুখ মধু
 রিমা দেখি সুবদনী । হরিবে ব্যাকুল চিত্ত কিছুই না জানি ॥
 অমৃত উদ্ভব লাড়ু চারি মত হয় । তুণ্ডে কৃষ্ণ মখা মনে আন-
 ন্দ হৃদয় ॥ চব্য চোব্য লেহু পেয় ভোজন করিলা । কত নরম
 ভক্ষি হাস্য তাহাতে মাখিলা ॥ রাধিকার হস্ত স্পর্শে সর্বান্ন
 ব্যঞ্জনে । ভোজন করেন কৃষ্ণ অমৃতাস্বাদনে ॥ স্বাদু পায়ৈ নিজ
 নেত্র ভ্রু পাঠাইয়া । রাই মুখপদ্ম মধু পিয়ে স্বচ্ছ হৈয়া ॥
 নিগূঢ় করেন কৃষ্ণ মনের সঞ্চার । দেখি ব্রজেশ্বরী মনে আন-
 ন্দ অপার ॥ রাধিকাহ নিজ নেত্র কটাক্ষ প্রণালী । পাঠাইয়া
 পিয়ে কৃষ্ণ লাবণ্য সকলি ॥ লাবণ্য অমৃতে তাহা কৈলা অতি
 পুষ্ট । আস্বাদেন ভাবোন্মাদ হয়ে বড় তুষ্ট ॥ রোহিণী দেবীকে
 ধনি অন্তঃপট করি । নাচান খঞ্জন আঁখি কৃষ্ণমুখ হেরি ॥
 রোহিণীকে সমর্পয়ে বর্মমুখ মধুরানে । দেখি মন্দকুচি ভেল কৃষ্ণে
 র পক্ষ্যানে ॥ অক্ষর ছাড়ি কৃষ্ণ ভোজন করয় । দেখি তার মন্দ
 কুচি মাতা ব্যগ্র হয় ॥ যত্ন করি আনাইল রূষভানু সুতা ।
 ক্রীঅন্ন ব্যঞ্জন হৈলা অমৃত নিন্দিতা ॥ যতনে নির্মাণ কৈলা
 সাধগ্রী সকল । ক্ষুধার্ত না পাও প্রাণ করিছে বিকল ॥ মোর
 দিব্য লাগে বাছা করহ ভোজন । যুচাই জননী দুঃখ আর যত
 জন ॥ কৃষ্ণ কহে যথেষ্ট ভোজন কৈল মাতা । ক্ষুধা গেল এবে

হৈল উদর পূর্ণতা ॥ অনেক শপথ মাতা তবু দেন তাঁরে । শুনি
 পুনঃ মন্দ মন্দ ভোজন আচারে ॥ রসাল পক্কান্ন দ্রব্য আর
 শিখরিণী । দধি ছাতু আর যত সব দ্রব্য আনি ॥ ব্যঞ্জনাদি
 যত আর দধি দুগ্ধ ফল । পুরাবড়া আদি যত দিলেন সকল ॥
 অশ্রুবদ্ধ নেত্র ব্রজেশ্বরী মেহকপা । ভোজন করান কৃষ্ণে
 অমৃত স্বরূপা ॥ ভোজন করিলা কৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে । সুবাসিত
 জলপান কৈলা বহু রঙ্গে ॥ আচমন লাগি স্বর্ণডাবর আনিলা
 সুবাস মৃত্তিকা আর খড়িকাদি দিলা ॥ দাসগণ আসি কৃষ্ণের
 এই সেবা কৈলা । দ্বিব্য সুবাসিত জলে আচমন কৈলা ॥
 সূক্ষ্ম জলবাসে চন্দ্র বদন মাজিলা । বামহস্ত দিয়া কৃষ্ণ উদর
 শোধিলা ॥ এলাচি লবঙ্গ তাতে কপূর মিশ্রিত । খদির
 গোলিকা চূর্ণ খপুর সহিত ॥ চূর্ণ সহিত বীড়া তাম্বুল আনি
 দিলা । সেই স্থানে কৃষ্ণ তাহা মুখবাস কৈলা ॥ অত্যন্ত সুগন্ধ
 পাণ স্বর্ণবর্ণ সম । ভক্ষণ করেন কৃষ্ণ আনন্দিত মন ॥ শত
 পদান্তরে আছে শয়ন আলয় । রতন পালকে কৃষ্ণ বিশ্রাম
 করয় ॥ বীজন করেন তথা দাসগণ আসি । ওষুখ দরশে
 সুখসিন্ধু মাঝে ভাসি ॥ ময়ূর পাখার বায়ু কোন দাসে
 করে । তাম্বুল যোগান কেহ আনন্দ অন্তরে ॥ কেই কেহ
 পাদপদ্ম কুঞ্জে সন্ধান । কেহ সুখে করে কৃষ্ণমুখ নিরী
 ক্ষণ ॥ হৃৎজলে কৈল কেহ সর্বাঙ্গ মগ্ন । কেহ আন
 ন্দিত করে মধুর আলাপন ॥ হেথা শ্রীরাধিকা পাক
 আলয় হইতে । পাদ প্রক্ষালন করি গেলা প্রকৃষ্টেতে ॥
 গবাক্ষ দ্বারেতে কৃষ্ণ করে নিরীক্ষণ । হৃৎ-ধর্ম জলে
 কৈল সর্বাঙ্গ মগ্ন ॥ দাসীগণ করে অতি শীতল বাতাস ।

এইকালে ব্রজেশ্বরী আইলা তাঁর পাশ ॥ ব্রজেশ্বরী মনে
 রাই রঞ্জন করিতে । অমঙ্গলে হঞাছেন সর্বত্র পুরিতে
 রোহিনীকে কহে দেবী ছরিত হইয়া । ভোজন করাই শীঘ্র
 রাখি লইয়া ॥ তবে ধনিষ্ঠিকা দ্বারে রামের জননী । অন্ন
 ব্যঞ্জন পাঠায় করিয়া সাজনি ॥ ধনিষ্ঠা গোপনে আনে কৃষ্ণের
 শেষান্ন ॥ একত্র করিয়া দিল মিষ্টান্ন পকান ॥ লজ্জাতে রাখি
 তাহা না করে ভোজন । পটাক্ষলে বাপি ধনী রহিল বদন ॥
 দেখি স্নেহে ব্যাকুলিতা কৃষ্ণের জননী । অধিক বাৎসল্য কহে
 অতি মিষ্টবাণী ॥ আমাকে এতক লজ্জা কর কেনে তুমি । এমতি
 জানিহ আমি তোমার জননী ॥ কৃষ্ণকে দেখিতে যত সুখ পাই
 আমি । তত সুখ তোমা দেখি জুড়ায়েরাণি ॥ আমার সাক্ষা
 তে আজি করহ ভোজন । দেখিয়া জুড়ায় যেন আমার নয়ন ॥
 নিছনি যাইয়ে তোমার নপ গুণ কাষে । আমার শপথ যদি আর
 কর লাজে ॥ ললিতা বিশাখা বাছা চম্পকলতিকা । তোমা সব
 প্রতি মোর বাৎসল্য অধিক ॥ লজ্জা ছাড়ি সবে মেলি করহ
 ভোজন । তোমরা ভোজন কৈলে স্থির হয়ে মন ॥ এইমত
 বাৎসল্য শত শত দিব্য দিল । সুনিষ্ঠ রচনে মিষ্টান্ন খাওয়া
 ইলা ॥ ভোজন করিয়া তারা আচমন কৈল । তাহুল কপূর
 মালা সবাকারে দিল ॥ কৃষ্ণের বিবাহ দিতে বাঞ্ছা ব্রজেশ্বরী ।
 নব বধু লাগি রত্ন অলঙ্কার করি ॥ রাখিছিল তাহা এবে ব্রজ
 েশ্বরী মাতা । আনায় ধনিষ্ঠা দ্বারে অতি হরষিতা ॥ তাহুল
 চন্দন পাণ নূতন অম্বর । হেমপাত্রে করি দেন রাইর গোচর ॥
 নবীন বধুর প্রায় করেন লালন । ব্রজেশ্বরী স্নেহকথা না
 যায় কখন ॥ তবে রাত্রে পরিবর্ত যে বস্ত্র হইল । নীলবস্ত্র বিশা
 খারে ধনিষ্ঠিকা দিল ॥ বিশাখাত পীতবাস সুবলেরে দিল

এইকপে হাস্যরসে কতক্ষণ গেল ॥ ওখা কৃষ্ণে গন্ধমালা অম্বর
ভূষণ । পরাইল দাসগণ আনন্দিত মন ॥ চন্দন কপূর আদি
অঙ্গিত রচিল । ধাতু চিত্রভূষা বাস সব পরাইল ॥ বরিহা
মুকুট আর মুদ্রিকা কুণ্ডল । গুঞ্জাহার রত্নমালা ধরিল। তরল ॥
কৌন্তুভ ধরিল আর বৈজয়ন্তী মাল । কেরুর কঙ্কণ বক্সবল
য়াদি আর ॥ মূপুর কিকিণী আদি বিবিধ ভূষণ । ভূষিত হই
লা অঙ্গি অতি মনোরম ॥ স্থল মুক্তাহার গলে দিল যত্নকরি ।
রাই অঙ্গি প্রতিবিশ্ব যাতে দেখে হরি ॥ বামোদরে শৃঙ্গ আর
দক্ষিণে মুরগী । নানা রত্নে স্বক্স সেই ছন্দে বন্দে ধরি ॥ পীত
বর্ণ লগুড়িকা বামহস্তে কৈল । দক্ষিণ হস্তেতে নীল কমল
ধরিল ॥ বংশী বিশালে আর দল যষ্টি ধরি । সখার সঙ্গত
আছে নন্দ ভঙ্গিকরি । বনেতে যাইতে ভেল উৎকণ্ঠা অপার ।
ধেনু বৎস ক্ষুধার্ত্ত মহীষাদি আর ॥ এই যে কহিল কৃষ্ণ ভোজ
নবিনাস । বেদগুহ্য কথা এইরসময় ভাষ ॥ মুহূর্ত্ত গোবিন্দ
লীলা সমুদ্র গম্ভীর । কে বুঝিতে পারে তাহা বিনা ভক্ত ধীর ॥
গোবিন্দ চরিতামৃত পরামৃত রসে । সদাই কিহুরে কৃষ্ণ ভকতি
পিয়াসে ॥ বহিমুখগণে যেন ইহা নাহি শুনে । এলাগি বিনয়
করি বৈষ্ণব চরণে ॥ রাখাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে ।
গোবিন্দ চরিত কহে যদুনন্দন দাসে ॥ •

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে ভোজনবিনাস নামক

চতুর্থঃ সর্গঃ ॥ ৪ ॥

পূর্বাঙ্কে ধেনুমিত্রৈবিপিন মনুসূতং গোষ্ঠলোকানু-
জাতাং, কৃষ্ণং রাধাপ্তিলোলং তদভিসৃতিকৃতে প্রাপ্ত
তৎ কুণ্ডতীরং । রাধাঞ্চালোক্য কৃষ্ণংকৃত গৃহগমনা
মার্যয়া ফাচ্চ নারৈ, দৃষ্টাং কৃষ্ণ প্রবৃত্ত্য প্রহিত নিজ
সখীভি বস্নে নেত্রং স্মরামি ॥

জয় জয় রাধাকান্ত ভকত একান্ত । জয় জয় ব্রজবাসি সর্ব
রসপ্রান্ত ॥ জয় জয় 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কৃপানিধি । জয় জয়
গৌরভক্ত সুখের অবধি ॥ সবে কৃপাকর ঘোরে মো বড়
অধম । যে উঠয়ে লিখি মনে নাহিক নিয়ম ॥ গোবিন্দ লীলা
মৃত যে শ্লোকার্থ গণ । পরশিতে না পারিলে তার এক
কণ ॥ শুনহ অপূর্ব কথা কৃষ্ণের বিহার । বনের গমন রঙ্গ
করিয়া বিস্তার ॥ শৃঙ্গ ধ্বনি গণে ঘোষ সন্তোষ করিঞা । ব্রজ
সুন্দরীর প্রেম অন্তরে ভাবিয়া ॥ বাহিরে আইলা কৃষ্ণ সঙ্গে
সব সখা । কতেক হইল তার কে করিবে লেখা ॥ গোময় উপ
লা শৃঙ্গ পর্কত আকার । দেখিতে পর্কত জ্ঞান হয় সবাকার ॥
ঋতুগাবী লাগি বগু বগুতে সংগ্রাম । কোন খানে এই কৃপা
অতি অনুপাম ॥ গোপদাসী শত শত গোময় কুড়ায় । সহস্রা
বদনে সবে কৃষ্ণলীলা গায় ॥ শত শত গোপ করে বৎস
আবরণ । গাবী সনে বনে বৎস যায় তে কারণ ॥ বৃদ্ধ গোপীগণ
করে গোময় উপলা । সবে কৃষ্ণকথা কহে হঞা এক মেলা ॥
ধেনুগণ রহে সেই স্থল মনোরম । চৌদিগে আবৃত অতি সুন্দর
গঠন ॥ অনেক রঞ্জন তলে বৎসের আবাস । ঘসিচূর্ণে মৃদু
স্থান দেখিতে উল্লাস ॥ ব্রজ ধন জন পূর্ণ হৈলা সেই স্থলে ।
দেখি কৃষ্ণচন্দ্র হৈল আনন্দ অন্তরে ॥ গবালয় দেখে যেন দেব
নদী প্রায় । গো দুখে পিছল স্থল সেই যেন পয়ঃ ॥ দুগ্ধভাণ্ড
শ্রেণী যেন কচ্ছপ ভাসয় । গোপী মুখ যেন সব পদ্ম বগুময় ॥

শ্বেতাক্ষ বৎস সব যেন হংস কোক । জলজন্তু প্রায় সব আব
 রণ লোক ॥ ধবলার পাঁতি যেন স্রোত বহি যায় । গোধনের
 পুচ্ছ সব সিরালির প্রায় ॥ এই মত স্থান দেখি কৃষ্ণ সুখি
 হইলা । ব্রজেন্দ্র ঠাকুর কৃষ্ণ অনুভূজি আইলা ॥ কৃষ্ণ সঙ্গে চলে
 সব ব্রজবাসী যত । ধেনুগণ হৈলা কৃষ্ণ সঙ্গ অনুগত ॥ গো রজে
 ভরিল সব এ ভূমি আকাশ । ব্রহ্মা শিব-ইন্দ্র চিত্তে বিশ্বাস
 বিকাশ ॥ মহীষের পাঁতি দেখি কহয়ে যমুনা । ধবলার পংক্তি
 কহে গঙ্গার ঘটনা ॥ গোরজঃ দেখিয়া কহে এই সরস্বতী । সব
 দেবগণ মনে ত্রিবেণীর গতি ॥ যেখানে কৃষ্ণ পাদপদ্ম পড়ে ।
 সেখানে সেখানে ব্রজভূমি সেবাকরে ॥ হৃদয় কমল নিজ করে
 পরকাশে । তাঁতে পদধরি কৃষ্ণ চলেন হরিষে ॥ কৃষ্ণ পাদস্পর্শে
 ভূমি আনন্দ পাইলা । পরম হরিষে অঙ্গে রোমাঞ্চ হইলা ॥
 তৃণ আদি রোম সব নবীন হইলা । খুরে ক্ষত অঙ্গ ভূমি সোঁ
 সর ঠৈগেলা ॥ বৃদ্ধ যুবা বালকাদি যত ব্রজবাসী । ব্রজাচল
 হইতে কৃষ্ণনিকু বধ্য আসি ॥ প্রিতকপ জলে শোভে নেত্র
 পদ্মগণ । পরম সংভ্রম গতি সেই স্রোত সম ॥ তবে ব্রজেশ্বরী
 স্তন নয়নক্রবয় । অম্বা কিলিয়া সঙ্গে খাত্তী যত হয় ॥ রোহিণী
 ঠাকুরাণী আইলা সেই সঙ্গে । সুবার নয়নে বহে অশ্রুর তরঙ্গে
 রাধিকা আইলা নিজ সখীগণ সঙ্গে । কৃষ্ণ রসার্ণবে পৈশে
 নয়ন তরঙ্গে ॥ মঙ্গলা শ্রামলা ভদ্রাপালি চন্দ্রাবলী । নিজ
 সখী সঙ্গে সব আইলা যুগ্মেশ্বরী ॥ ব্রজের বসতি স্থল শূন্য
 হৈল সব । পতি দূরে গেলে যেন নারী অনুভব ॥ ব্রজের বসতি
 স্থল নিঃশব্দ হইলা । ক্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে সব বিহ্বল হইলা ॥
 জন গতি হীন হৈল স্পন্দন আলাপ । গোরজে মলিন অঙ্গ
 বিরহের তাপ ॥ গ্রীবা ফিরি দেখি কৃষ্ণ রহিলেন যবে । সকল

গোধন স্থির হঞা রহে তবে ॥ দেখে কৃষ্ণ মাতা পিতা আইসে
 ধাইয়া । জডাকার তারা পাছে, অভদ্র লাগিয়া ॥ অনন্ত শঙ্কাতে
 ভীত নন্দ যশোমতী । অশ্রুজ্বলে পূৰ্ণ নেত্র চলে শীঘ্রগতি ॥
 দেখি মাতা পিতা কৃষ্ণ মহাছুঃখি হৈলা । তা সবারে দেখি
 কৃষ্ণ চলিতে নারিলা ॥ ব্রজাঙ্গনা নেত্রগণ ভ্রমরীর পাঁতি ।
 কৃষ্ণ মুখপদ্মে আসি পড়ে মধু মাতি ॥ লজ্জা রূপ মহাবায়ু
 লংঘন করিয়া । কৃষ্ণ মুখমধু পিয়ে হরবিত হৈয়া ॥ যৈছন
 ভ্রমরী মধু তৃষার্ত হইয়া । পানকরে পদ্মমধু বাতাস লংঘিয়া ॥
 রাই মুখপদ্মে নাচে নয়ন খঞ্জন । দেখি কৃষ্ণ মনে কহে যাত্রা
 বিলক্ষণ ॥ অতি সুমঙ্গল মানি আনন্দ হইলা । যাহা লাগি
 যাত্রা কৈল সে কল পাইলা ॥ কৃষ্ণের সখার মাতা সবেই
 আইলা । অশ্রুনেত্রে দেখি কৃষ্ণ স্নেহেতে বিহ্বলা ॥ নিজ নিজ
 পুত্র সব কেহ নাহি দেখে । সবে নিমগন হৈলা কৃষ্ণ স্নেহ
 সুখে ॥ এ রূপে বেষ্টিত সব ব্রজবাসীগণ । তবে ব্রজেশ্বরী
 কৃষ্ণে করেন লালন ॥ বিমনা হঞাছে যদি ব্রজেশ্বরী মাতা ।
 তথাপি অন্তরে করে কৃষ্ণ শুভচিন্তা ॥ অত্যন্ত স্নেহেতে যদি
 হস্তাদি অবশে । তথাপিহ হস্তে লালে ক্রীড়ি পরশে ॥ মাতা
 কহে শত শত আছে গোপগণে । বড়ই নিপুণ তারা গোধন
 চারণে ॥ তথাপিহ বাঁছা তুমি আগ্রহ করিয়া । গোধন পালন
 কর বনে প্রবেশিয়া ॥ অতি মৃদু তনু তাতে এ বাল্য বয়েস ।
 নিঃছত্র পাছুকা তাতে হয় মহাক্লেশ ॥ সমস্ত দিবস বনে করহ
 ভ্রমণ । কৈছে রহে তুয়া মাতা পিতার জীবন ॥ এই ছত্র পাছুকা
 পুত্র কর অঙ্গীকার । একপ আগ্রহ মাতা করে বার বার ॥
 শুনি কৃষ্ণ কহে তারে সব নীতকর্ম । সহত্র পাছুকা নহে গোচা-
 রণ ধর্ম ॥ গোগতি যেমন তেন আপনার গতি । গো রক্ষণ

ক্রিয়া এই অতি শুদ্ধমতি ॥ ধর্ম হৈতে আয়ু বৃদ্ধি ধনাদি বাঢ়য়
 ধর্মকে রাখিলে ধর্ম রক্ষাও করয় ॥ তবে যদি বোল বনে
 শঙ্কা বড় দেখি । ধর্মই রাখিবে আশা তারে যদি রাখি ॥ এই
 মত কৃষ্ণ কথা সাদা গুণ শুনিলে । কহে পিতা মাতা মনে হর-
 বিত হঞা ॥ অনিষ্ট আশঙ্কা তবু না যায় দোঁহার । গোপগণে
 কহে মাতা রক্ষা করিবার ॥ সুভদ্র মণ্ডলী ভদ্র বাছারে বলাই ।
 কৃষ্ণ সমর্পিল আমি তোমা সব ঠাঞি ॥ বালক চঞ্চল মতি
 অতি সুকোমল । নিরন্তর নীতিশিক্ষা করাবে সকল ॥ একা যেন
 কোন বনে না করে গমন । স্বতন্ত্র করয়ে মোরে কহিও তখন ॥
 খড়্গ ধনুর্দ্বারি বাছা বিজয়াদিগণ । প্রমত্ত হইবে কৃষ্ণ রক্ষার
 কারণ ॥ তবে মাতা কৃষ্ণ অঙ্গ হস্তে পরশিয়া । ঈশ্বরের নাম
 মন্ত্র পড়ে ক্ষম্য হৈয়া ॥ নৃসিংহ বীজের তবে রক্ষা বন্ধমনি ।
 বাক্সিলা কৃষ্ণের করে অতি যত্নে আনি ॥ তবে কৃষ্ণ পিতা মাতার
 আঞ্জা লাগিয়া । প্রণতি করিলা তাঁর চরণে ধরিয়া ॥ তারা
 দোঁহে উঠাইয়া কৃষ্ণ কৈলা কৈলে । স্নান করাইলা তাঁরে
 নয়নের জলে ॥ স্তনে দুক্ষবরে মাতা বাৎসল্যের ভরে । কত
 চুষ্ম দেন কৃষ্ণ বদন কমলে ॥ শিরে ঘ্রাণ লয়ে মাতা হস্তে মুখ
 মাজে । কাঁপয়ে সর্বজ্ঞ । স্নেহে পরিপূর্ণ কায়ে ॥ পৃথিবী
 আকাশ আর দশ দিগপথে । নরসিংহ রক্ষা তোমা কর ভাল
 মতে ॥ সর্বত্র মঙ্গল হঞা পুনঃ আইস গৃহে । এত কহি হস্ত
 দেন দোঁহে কৃষ্ণ দেহে ॥ ঘেঁষতে বাৎসল্যে স্নেহ কৈল ব্রজে-
 শ্বরী । ব্রজেশ্বর এই মত কৈলা বহু বেরি ॥ অম্বা কিলিয়া উপ
 মাতাও এমতি । বহুত লালন কৈলা রোহিণী সুমতী ॥ গোপ
 গোপী শ্রেণী কৃষ্ণ এমতি লালিলা । যৈছে কৃষ্ণ কৈলা তৈছে
 রানে স্নেহ কৈলা ॥ তবে কৃষ্ণ দেখে সব ব্রজাঙ্গনা যত । ত্বিষ্ট

নয়ন যেন চাতকের মত ॥ কটাক্ষ অমৃত ধারে তাহারে সিঞ্চিল।
 বনে যাইতে নেত্রদ্বারে আদেশ মাগিল ॥ তারাত কাতির
 দৃষ্টি দিল। অনুমতি । এই মতে কৈলা কৃষ্ণ তাঁ সব। পিরিতি ।
 গোপাকনা মনোহুঃখি হরিণী সকল । সঙ্গে নিয়া দিল। নিজ
 রুচি সুপল্লব ॥ কটাক্ষ শৃঙ্খল দিয়া সে সব বাক্সিল। । চারণ
 লাগিয়া কৃষ্ণ নিজ সঙ্গে নিলা ॥ রাধিকার অনুমতি ক্রীকৃষ্ণ
 লইতে । তাঁরে কহে 'আপনার নয়নের পথে ॥ দণ্ড দুই তিন
 নেত্র মুদিত হইয়া । রহিবে সুমুখী চিত্তে চুঃখ তেয়াগিয়া ॥
 আপনার কুণ্ডে তুমি আসিবে সর্বথা । তথাই হইবে দোঁহা
 মিলনের কথা ॥ এমত কাতর কৃষ্ণ কঁরে অনুন্নয় । রাধিকা
 কাতর নেত্রে তাহানুমোদয় ॥ কটাক্ষ বাণেতে কৃষ্ণ বিজ্বিল।
 রাধিকা । রাধিকা কটাক্ষ কৃষ্ণে বিজ্বিল অঙ্গিকা ॥ শূন্যে শূন্যে
 যায় বাণ অতি বিনক্ষণ । অলক্ষিতে যাঞ। বিকে দোঁহার মরম
 আশ্চর্য্য প্রেমের কথা कहেন না যায় । বাণে বাণে ঠেকিলেও
 ছেদন না হয় ॥ রাধা চিত্তমীন কৃষ্ণ নিজ কান্তিজালে । বন্ধ
 করি নিলা সঙ্গে গমনের কালে ॥ কৃষ্ণ চিত্তহংস হঞ। রাধা
 সুবদনী । কটাক্ষ পিঞ্জর মাঝে রাখিলেন আনি ॥ ধেনুগণ
 আগে চলে পাছে ব্রজবাসী । সব মিত্র সঙ্গে কৃষ্ণ বনেতে
 প্রবেশি ॥ পুনর্বার ফিরি কৃষ্ণ সুস্থির হইলা । পিতা মাতা
 ব্রজবাসী প্রবোধ করিলা ॥ অতঃপর স্থির হঞ। সবে যাহ
 ব্রজে । যাইঞ। করহ গৃহে নিজ নিজ কাঁষে ॥ মাতা যাঞ।
 রমালাদি শীঘ্র পাঠাইবে । বনশ্রমে সবাকার ক্ষুধা তৃষ্ণা হবে
 পিতা গৃহে যাইয়া গেড়ুয়া সজ্জ করি । পাঠাইবে মোর ঠাঞ।
 ব্যাজ পরিহরি ॥ গোসকল আছে মোর অপেক্ষা করিয়া । দেখ
 মাতা ক্ষুধা তৃষ্ণা ব্যাকুল হইয়া ॥ তবে মাতা কহে শুন পুত্র

মহামতি । ভক্সজ্ঞ পাঠাব করিহ তাতে প্রীতি ॥ অধ্যাহ্নে
ভক্ষণ করি অপরাহ্ন কালে । আসিহ তৎকাল গৃহে সব সঙ্গী
মিলে ॥ কৃষ্ণ কহে তোমরা স্নান ভোজন করিয়া । সুখে থাক
শুনি যদি ছুঃখ তেয়াগিয়া ॥ তবে সে ভক্ষণ আমি স্বচ্ছন্দে
করিব । তবে সে সকালে আমি গৃহেতে আসিব ॥ ইহা না শুনি-
লে মাতা যে পাঠাবে তুমি । না খাইব না আসিব গৃহে তবে
আমি ॥ কার মনোবাক্যে পিতা মাতা দুই জনে । কৃষ্ণের
কল্যাণ লাগি করেন যতনে ॥ অশ্রুজলে স্তনদুখে করাইলা
স্নান । পুনঃ পুনঃ চুষ্মে মুখ দেখেন বয়ান ॥ বিয়োগ উদয় উষা
রবির প্রতাপে । ব্রজাঙ্গনা ছুঃখ দেখি নিজ দৃষ্টি আপে ॥ কটাক্ষ
শীতল ধারা পান করাইলা । বিমনা হইয়া কৃষ্ণ বনেরে চলিলা
কৃষ্ণ দরশনে যত ব্রজবাসীগণ । সর্বোন্মিয় ইচ্ছা হয়ে হইতে
নয়ন ॥ কৃষ্ণ বনে গেলে এবে সে সব নয়ন । অন্ধ প্রায় হৈলা
সবে মলিন বয়ান ॥ জড় প্রায় হৈলা সবে চলিতে না পারে ।
এসব বিচার সবে করেন অন্তরে ॥ জঙ্গম হইতে বৃক্ষ জন্ম
দেখি ভাল । জঙ্গম ছাড়িয়া কৃষ্ণ বনে প্রবেশিল ॥ এইত
লাগিয়া সবে বৃক্ষের আকার । স্তব্ধ হঞা রহে সবে নাহিক
সঞ্চারণ ॥ আত্মিরিরগণ হৈলা শুকনন্দী প্রায় । কৃষ্ণের বিরহা-
নলে সকল শুকায় ॥ মন মীন কৃষ্ণ ভুরু চিলে লঞা গেলা ।
মুখপদ্ম ম্লান নৈত্র অলি ছুঃখি হৈলা ॥ তনু হংস বিচ্ছেদের
পঙ্কেত পাড়িলা । এই যত ব্রজাঙ্গনা সবেই রহিলা ॥ অভ্যাস
কারণে সবে গৃহেতে আইলা । দেহ মনহীন সবে চেষ্ঠা হীন
হৈলা ॥ মূঢ় প্রায় যুগ্মেশ্বরীগণ সখী সঙ্গে । প্রতিম্বাক্স প্রসি-
দ্ধ চলে হেন গতি রঙ্গে ॥ রাইসখীগণ মনে কুন্দলতা লঞা ।
গৃহেতে আইলা অতি বিমনা হইঞা ॥ না দেখিয়া কৃষ্ণ যদি ব্রজ

বাসীগণ । জ্ঞানশূন্য হঞা আছে নাহিক চেতন ॥ তথাপিহ
 ঘরেআছে যার যে যে কর্ম । জীবমুক্ত ঠৈছে দেহ সংস্কারের
 ধর্ম ॥ ওথা পথে জটিল করে উপলা নির্মাণ । রাধিকার
 পথে রাখি আপন নয়ন ॥ কৃষ্ণ অদর্শনে রাই অচেতন হইয়া ।
 ললিতার অঙ্গে অঙ্গ হিলন করিয়া ॥ চলিয়া আইসে রাই
 দেখি কুন্দলতা । রাইকে চেতন কৈল কহি নানা কথা ॥ হেন
 কালে কুন্দলতা দেখিল জটিল । কুন্দলতা জটিলাকে কহিতে
 লাগিল ॥ তোমার বধুকে লও শুন বৃদ্ধমাতা । তোমার বধুর
 গুণ কি কহিব কথা ॥ রাধিকার ছায়া কৃষ্ণ নয়ন গোচরে ।
 নাহি হয় হেন রূপে সমর্পিল তোরে ॥ সমুদ্রীপ পৃথিবীতে সমু
 সমুদ্রে । ইহার যতক রত্ন মূল্য যদি ধরে ॥ এক অলঙ্কারের
 মূল্য তবু নাহি হয় । এত অলঙ্কার দিলা নাহি সমুদ্রয় ॥
 রক্তনে নিপুণা দেখি বধু যে তোমার । ব্রজেশ্বরী দিলা রত্ন মণি
 অলঙ্কার ॥ ধর্ম অর্থ লাভ পাইলা জটিল আনন্দ । আশীর্বাদ
 করে কুন্দলতাকে স্বচ্ছন্দ ॥ পুত্রবতী হও বাছা সর্বত্র কুশল ।
 নিছনী যাইয়া তোমার সুশীল সকল ॥ সাধু প্রগল্ভা তুমি
 ধর্মাদ্বৈত জান । তোমাকে প্রতীত মোর নিজ মন যেন ॥
 পৌর্ণমাসী কহিয়াছে সর্ব ধর্ম মর্ম । পতির ধন বাঢ়ে যদি পত্নী
 পালে ধর্ম ॥ ধর্ম হৈতে অর্থ হয় মহাজন বোলে । সত্য করি
 আজি তাহা জানিল সকলে ॥ পৌর্ণমাসী আজ্ঞা ধর্ম বধু যে
 পালিলা । তে কারণে এত অর্থ প্রত্যক্ষ পাইলা ॥ অতএব বধু
 কৈল তোহে সমর্পণে । সূর্য্যপূজা করাইয়া আনিবে এখানে ॥
 এক পুত্র হয় মোর অকলঙ্ক কুল । কলঙ্ক না হয় যাতে সেই
 কার্য মূল ॥ তবে কহে শুন রাধে আমার বচন । পূজার সাক্ষী
 গ্ৰী কর করিয়া যতন ॥ অরুণ কপিলা ঘৃত দধি দুগ্ধ আর ।

পঙ্কজ করহ যাঞা বিবিধ প্রকার ॥ অক্ষত কপূর লও সুরভ
চন্দন । পদ্মমালা জবাপুষ্প করহ রচন ॥ সখীগণ সঙ্গে করি
নিজ কুণ্ডলীয়ে । অতি শীঘ্র যাহ সূর্য্য পূজা করিবারে ॥ গর্গ
কন্যা পাও কিবা বিপ্রপূজা বটু । তাঁরে লঞা যাও শীঘ্র যেই
কার্য্যে পটু ॥ এত কহি ললিতাকে কহেন জটীলা । সাধী প্রগ-
ল্ভা তুমি হঞা এক মেলা ॥ কৃষ্ণ অঙ্গগন্ধ তুমি যে দিগে
পাইবা । যত্ন করি সেই দিগে তৃণাঞ্জলি দিবা ॥ বধূর রক্ষার
ভার দিল ছুই জনে । উপলা করিতে এবে করিয়ে গমনে ॥
একরাশি গোময় আছে দ্বিন বহু হৈলা । তাহা শুনি কুললতা
ললিতা কহিলা ॥ গৃহকর্ম্ম কর তুমি আনন্দে যাইয়া । আমরা
আছি যে রাই রক্ষার লাগিয়া ॥ নেত্রভারার রক্ষা পক্ষ্ম যেমন
করে । এমতি আমরা দোহে রাখিব রাধীরে ॥ জটীলার বাক্য
মধু সবে পান করি । আনন্দে আইলা গৃহে মনে ঐশ্বর্য্য ধরি ॥
রাধিকা আসিয়া রত্ন পালক উপরে । বসিলেন দাসীগণ ব্যজ-
নাদি করে ॥ কেহ পাদ প্রক্ষালয় কেহত মার্জ্জয় । বিশ্রাম
শয়নে কেহ পাদ সন্ধ্যায় ॥ তাহ ল যোগ্যর কেহ আনন্দ
অন্তরে । নানা সেবা করি সব শ্রম কৈলা দূরে ॥ নন্দদা মালীর
কন্যা বৃন্দা হস্তে দিয়া । পাঠাইলা বহু পুষ্প রাইর লাগিয়া ॥
মল্লিকা রঙ্গপুষ্প আর কণিকার । জাতি যুথি আর নবমল্লিকা
অপার ॥ বকুল চম্পক আর পুমাগ কেশর । অম্বুজ লবঙ্গ
আদি সৌরভ উৎকর ॥ ভ্রমরের অপরাধ নানা পুষ্পচয় ।
আনিয়া ধরিল। সেই রাধিকা আলয় ॥ আপনার হস্তে তবে
রাধা গুণখনি । বৈজয়ন্তী মালা কৈলা সুগুণ গাথনি ॥ কৃষ্ণ
অঙ্গ কামালয় জয়ের কারণে । নিজ নিপুণতা রাই প্রকা-
শে তখনে ॥ তাহাতে কপূর দিলা অগুরুর মত । বাহার সৌর

ভে কৃষ্ণে করায় উন্নত ॥ স্বর্ণবর্ণ পাকাপাণে বীড়া যে
 বান্ধিল। এলাচি কপূর জাতিফল তাতে দিল ॥ খদির
 গোলিকা চূর্ণ কপূর সহিতে। সুবর্ণ সম্পুট আনি ভরিল।
 তাহাতে ॥ তুলসী কল্লুরী প্রতি কহে তবে ধনী। মালা বীড়া
 লঞা যাহ যথা ব্রজনগি ॥ সুবল বৃন্দার সনে বিচার করিয়া।
 তৎকাল আসিহ স্থল সঙ্কেত জানিয়া ॥ তাহারে বিদায় দিয়া
 তবে সুবদনী। পকান্নাদি সজ্জা করে সুধা নির্ম্মল ॥ কৃষ্ণ
 পঞ্চেন্দ্রিয় তৃপ্ত করে যাহা হৈতে। আশ্চর্য্য পকান্ন করে
 সহচরী সাথে ॥ কপূরকেলী আর অমৃতকেলী নাম। অভূত
 লড্ডুকা কৈলা অমৃত সমান ॥ পাঠাইলা নিজ সখী কৃষ্ণ
 অন্ত্রেষণে। আপনে আছেন কৃষ্ণ কশ্মে নিমগনে ॥ তথাপিহ
 কৃষ্ণচন্দ্র মুখ দরশন। লাগি রাধা চকোরিণী চিত্ত উচাটন ॥
 কৃষ্ণ অদর্শনে ঝগ কোটিযুগ মানে। এসব প্রেমের কথা কে
 কহিতে জানে ॥ এইত কহিল কৃষ্ণের বনেতে গমন। যাহা হৈতে
 পাবে রাধা কৃষ্ণ প্রেমধন ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত কথা মনোরম
 শুনিতে যুড়ার মন কর্ণের মরম ॥ পঞ্চস্বর্গে বৃন্দাবন গমন
 বিহার। এষত্ নন্দন কহে অমৃতের ধার ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে বন গমনং নাম

পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ ৫ ॥

প্রবিশ্যে বনং পশ্চাৎ পশ্চান্ বনিতকন্দরং ।

উজ্জিজ্ঞাস্তে হরিবীক্ষ্য নিবৃত্তান্ ব্রজবাসিনঃ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রসধাম। তোমার চরণার বৃন্দে
 ভক্তি দেহ দান ॥ শুন শুন সাধুলোক গোবিন্দ চরিত। চৈতন্য
 থাকিতে কেনে অরসে বঞ্চিত ॥ এক্ষণে কহি যে কৃষ্ণের বনের

বিহার । অত্যন্ত অপূৰ্ণ কথা লাগে চমৎকার ॥ বনে কৃষ্ণচন্দ্র
 তবে প্রবিষ্ট হইলা । কিরি দেখে ব্রজবাসী সব গৃহে গেলা ॥
 দেখিয়া আনন্দ অতি পাইলেন হরি । আকুপাদ ত্যাগে যেন
 মুখি মত্তকরি ॥ ব্রজবাসী বৃন্দ নেত্র শৃঙ্খল হইতে । মুক্ত হঞা
 গেলা বনে সখার সহিতে ॥ ব্রজবাসী নেত্রে কৃষ্ণ চিত্রপট
 ছিল । সে বন্ধন ছিড়িয়া কৃষ্ণ বনে প্রবেশিলা ॥ অনেক
 প্রকার করে বিহার মাধুরি । সখাগণ সনে কত বচন চাতুরি ॥
 কোন সখা নৃত্যকরে কোন সখা গায় । কেহ হাসে কুদে কেহ
 গড়াগড়ি যায় ॥ কেহ নন্দ্য বিচারয়ে কেহ হর্ষভরে । বন্ধন
 মুচিলে যেন মত্ত করিবরে ॥ মাতার নিকটে কৃষ্ণ রহেন যে
 কপে । কোন সখা রহে সখা কাছে সেই কপে ॥ কেহত হইলা
 যেন অঙ্গনার প্রায় । চঞ্চল নয়ন করি কৃষ্ণমুখ চায় ॥ কার
 বাক্য অন্যথা করয়ে কেহ আর । কেহ লতা আড়ে রহে ব্রজ
 স্ত্রী আকার ॥ বস্ত্রে মুখ আচ্ছাদিয়া কিঞ্চিৎ প্রকাশে । চঞ্চল
 নয়ন করি অঙ্গ অঙ্গ হাসে ॥ কোন সখা হৈলা যেন গোধন
 আকারে । উদ্ধ মুখ উদ্ধ কর্ণ মহী ধরে করে ॥ বিনত হইয়া
 কেহ পড়েন শুথাই । কেহ শব্দ পড়ে কেহ সে সব খণ্ডাই ॥
 দণ্ডে দণ্ডে যুদ্ধকরে কেহ ভুজে ভুজে । লগুড় ফিরাণ কেহ দেখি
 মরোরঞ্জে ॥ কেহ নৃত্যকরে কেহ হাসয়ে অপার । এই কপে
 করে কৃষ্ণ সন্তোষ বিস্তার ॥ বৃন্দাবনে যবে কৃষ্ণ প্রবেশ করিলা
 দেখি বৃন্দাদেবী চিত্তে আনন্দ হইলা ॥ বিস্ময় আছয়ে বন
 কৃষ্ণের বিচ্ছেদে । অচেতন প্রায় সব ক্রীকৃষ্ণের খেদে ॥ স্থাবর
 জঙ্গম সব অচেতন প্রায় । বৃন্দাদেবী সবাকারে চেতন করায় ॥

ওহে বনসখী এবে শুনহ বচন । মাধব আইলা বনে ঘুচাই
 ঘূর্ণন ॥ বড়ই উল্লাস পাঞা নিজ নিজ গুণ । প্রকাশ করহ
 সবে করিয়া দ্বিগুণ ॥ রাধিকার অরণ যাতে কৃষ্ণ চিত্তে হয় ॥
 যেমতে দেখেন কৃষ্ণ সব রাধাময় ॥ যদি রাধাকৃষ্ণ বিলসয়ে এই
 বনে । তবে সে তোমার শোভা সাফল্য কারণে ॥ নিদ্রা ত্যজ
 লতা রুক্ষ বিকসিত হৈও । কুন্দন করহ মৃগী পিক ভৃঙ্গ গাও ॥
 শিখি সব নৃত্যকর শুক পড় পাঠ । স্থিরচরানন্দ কর যার যেই
 ঠাট ॥ তোমা সব সুখ দিতে কৃষ্ণ আইলা এথা । তোমা সব
 প্রিয়কৃষ্ণ জানহ সর্বথা ॥ তবে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে যবে প্রবেশিল ।
 অচেতন রুক্ষলতা বিচ্ছেদ জানিলা ॥ নিজ প্রিয়াটবী নিজ
 বিরহ আগুণি । পোড়া দেখি কৃষ্ণ তবে করে বংশীধ্বনি ॥ সে
 ধ্বনি অমৃত রুচি যবে বনে হৈলা । কৃষ্ণ মেঘ আগমন ধ্বনিত
 কহিলা ॥ বংশীধ্বনি সুধারুচি বায়ু কৃষ্ণ অঙ্গে । পাইয়া চেতন
 হৈল বৃন্দাবন রঙ্গে ॥ প্রাণী মাত্র ধর্ম্য সব হৈলা বিপর্যায় ।
 সাত্ত্বিক বিকার সব স্থিরচয়ে হয় ॥ স্বাবরের অঙ্গে হৈল
 কম্পের উদয় । জঙ্গমে হৈল স্তব্ধ জড় মত হয় ॥ পাবান হৈল
 জল স্বেদের আশ্রয় । সুশ্বেত কুসুম বন বিবর্ণতা হয় ॥ পুষ্পে
 মধুপাড়ে সেই অশ্রু বরিষয় । পশুপক্ষি শব্দ করে স্বর ভঙ্গময়
 লতাতে অঙ্কুর সেই পুলকে পুরিত । এই সব সাত্ত্বিক বনে হৈল
 ব্যাপিত ॥ আনন্দে চেতন হৈল প্রণয়ের কায । সর্বত্র জানি-
 বে ইহা বিস্তারে কি কায ॥ কৃষ্ণ আগমন বন জানিঞা নিশ্চয়
 কৃষ্ণ সুখ লাগি বেশ সর্বাক্ষের চয় ॥ প্রফুল্ল নলিনী আর হাসে
 লতাগণ । নাচে পুনঃ লতা বায়ু শিখায় নর্তন ॥ সৈত্য সৌ-
 গন্ধ বহে ত্রিবিধ বাতাস । সর্বেন্দ্রিয়ান্ধাদকি সর্ব শ্রম নাশ
 ভৃঙ্গ পশু শব্দহলে করে বহু গান । পাকি পাকি পড়ে ফল

রসের নিধান ॥ পুষ্প হাসে ভৃঙ্গ সব করেন গায়ন । পত্র সব
 নাচে মধুপানের কারণ ॥ বৃক্ষ সব ফল দেন কৃষ্ণ ভক্ষণ লাগি ।
 অভ্যাগত কৃষ্ণে মান করে অনুরাগী ॥ লতাগণ কৃষ্ণদাসী
 আপনাকে মানে । কৃষ্ণ দেখি নৃত্য হাস্য করে লজ্জা
 গানে ॥ ভৃঙ্গ সব পুষ্পমুখে করেন চুম্বন । পত্র পটবাস দিয়া
 হাসে লতাগণ ॥ কুরঙ্গিণী রহে নিজ কুরঙ্গ সহিতে ॥ তূণের
 কবল মুখে শুনে বেণুগীতে ॥ চঞ্চল নরনে কৃষ্ণ বয়ান দেখয় ।
 দেখি কৃষ্ণ মনে রাই কটাক্ষ উদয় ॥ রাধার কটাক্ষ স্মৃতি কৃষ্ণে
 হৈল যবে । রাধা ভাবে কৃষ্ণ মন বিকল হৈল তবে ॥ কৃষ্ণ দেখি
 নৃত্য করে ময়ূর ময়ূরী । পিচ্ছ প্রসারিয়া নাচে করিয়া মণ্ডলী
 তাহা দেখি কৃষ্ণ মনে উৎকণ্ঠা বাড়িল । রতি যুক্ত রাই কেশ
 মনে স্মৃতি হৈল ॥ হংস সারস আর চটকের ধ্বনি । শুনি কৃষ্ণ
 সবিস্ময় চিত্তে অনুমানি ॥ রাধিকা বলয় কাঞ্চি নুপুর বাজয় ।
 রাই আগমন ভয়ে চিত্ত চমকয় ॥ নদী মাঝে স্বর্ণপদ্ম অঙ্গ
 বিকসিল । অত্যন্ত সুগন্ধি তাতে ভ্রমর বসিল ॥ দেখি কৃষ্ণ
 রাই মুখপদ্ম স্মৃতি হৈল । সহাস্য কটাক্ষ গীত প্রিয়া ভ্রম
 হৈল ॥ ছোলঙ্গ নারঙ্গ বিলু দাড়িয়া দি যত । সুপকু হইয়া তাহা
 আছে কত কত ॥ দেখি কৃষ্ণ প্রিয়া কুচযুগ স্মৃতি হৈল । বৃন্দা-
 বনময় সব রাধিকা মানিল ॥ যেখানে যেখানে পাড়ে কৃষ্ণের
 লোচন । সেখানে সেখানে দেখে রাধা অঙ্গ সম ॥ একিছু
 আশ্চর্য্য নহে শুনহ কারণ । কৃষ্ণ সুখে রাধালতা হৈল । বৃন্দাবন
 রাধাভাবাবেশে কৃষ্ণ চিত্ত উড়াইল । কাসিমার ফুল যেন
 বাতাসে চালিল ॥ যত তত করেন কৃষ্ণ চিত্ত স্থির নয় ।
 যেখানে সেখানে দেখে সব রাধাময় ॥ তবে কৃষ্ণ দেখে যত
 স্থির চরগণ । বিহ্বল হইঞা মহাপ্রেমে অচেতন ॥ তাহা

সবাকারে কৃষ্ণ কহে মিষ্টকথা । বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ইষ্ট প্রসন্ন
 বার্তা ॥ ওহে বৃক্ষলতাগণ কুশল সবার । মৃগ মৃগী পক্ষিণী পক্ষ
 মঙ্গল তোমার ॥ ভ্রমর ভ্রমরী গণ স্থিরচর যত । সব তে কুশলে
 আছ নিজ অভিমত ॥ এই মত অতিশয় প্রেমের বিহ্বলে ।
 স্থিরচরে পুছে কৃষ্ণ আনন্দ মঙ্গলে ॥ তবে কৃষ্ণ নিজ মন স্থির
 করাইতে । গোবর্দ্ধন তটে গেলা সখার সহিতে ॥ সখাগণ
 অন্যোহন্য মল্লযুদ্ধ করি । গোধন চারণে শ্রম হইয়াছে ভারি ॥
 তাঁর ক্ষুধা তৃষ্ণা দেখি কৃষ্ণচন্দ্র তবে । ভক্ষ লাগি মনে কিছু
 করে অনুভবে ॥ আপন কম্পিত খেলা সখাগণ লঞা । মন
 স্থির লাগি খেলে যতন করিঞা ॥ রাইভাবে কৃষ্ণচন্দ্র অতি
 উচাটন । করিতে নারিল যত্নে ধৈর্য্য একক্ষণ ॥ হেন কালে ধনি
 ঠিকা গোকুল হইতে । আইলেন তেঁহো ব্রজেশ্বরীর প্রেরিতে ॥
 প্রাতঃকালে কৃষ্ণ গৃহে ললিতাদি যাঞা । রসালাদি সম্ভজ কৈল
 যতন করিঞা ॥ সেই সব দ্রব্য লঞা দাসীগণ সঙ্গে । আইলা
 কৃষ্ণের কাছে অতি বড় সঙ্গে ॥ তাঁরে দেখি কৃষ্ণ পুছে হরষিত
 মনে । কহ পিতা মাতা স্নান করিলা ভোজনে ॥ তেঁহো কহে
 তাঁরা তুমি মঙ্গল লাগিয়া । দ্বিজে অর্থ দিল বহু ভোজন করা
 য়া ॥ আপনারা স্নান পান ভোজন করিলা । তোমার কারণে
 এই দ্রব্য পাঠাইলা ॥ শুনি কৃষ্ণ সুখি হঞা মনে বিচারয় ।
 নিজ চিত্তলতা বৃক্ষ রাধিকা অশ্রয় ॥ কহিতে ধনিষ্ঠা হৈলা
 পরম সহায় । ধনিষ্ঠা সর্বত্র গম্য কার ভিন্ন নয় ॥ এত অনু
 মানি কৃষ্ণ রহিলেন চিন্তে । বেণু ধ্বনি কৈলা ধেনু একত্র করিতে
 সখা । ধেনু সনে কৃষ্ণ আইলা মানস গঙ্গাতে । জল পিয়াইয়া
 ধেনু সুখি কৈলা তাতে ॥ সখা লঞা কৃষ্ণ বহু খেলাইলা জলে
 শুকবাস পরে সব আশিয়া উপরে ॥ মিষ্টান্ন পক্কান্ন আর

রসালাদি যত । সখা মনে ভোজন করিলা বহু মত ॥ ভোজন
করিয়া কৃষ্ণ কহে সখাগণে । গোঁধন পালহ যবে অগ্রজের
মনে ॥ সুবলী বটুকে কহে দেখ বনশোভা । বসন্ত সময়ে বন
হয় মনোলোভা ॥ বলরাম সঙ্গে কৃষ্ণ সখাগণ দিলা । বন
বিহরণ লাগি আপনে চলিলা ॥ তবে ধনিষ্ঠিকা দেবী কহে
দাসীগণে । ভোজন লইয়া গৃহে যাহ সর্বজনৈ ॥ নারায়ণ সেবা
লাগি কুসুম লাগিয়া । আসিতেছি পাছে তুমি যাহ শশী হয়্যা ॥
এই কালে বৃন্দা ছুই চম্পক লইয়া । আনি দিলা কৃষ্ণ করে হর-
ষিতা হঞা ॥ চম্পক দেখিয়া কৃষ্ণে রাই আঁতি হৈলা । কাঁপিতে
লাগিলা হস্ত বটু তাহা নিলা ॥ সেই ছুই পুষ্প লঞা কৃষ্ণ কর্ণে
দিলা । মনে কৃষ্ণচন্দ্র তবে বিচার করিলা ॥ বৃন্দা ধনিষ্ঠিকা
মধুমঙ্গল সুবল । সবেই সঙ্গুণ মিত্র জানে বহু হল ॥ রাধিকার
অঙ্গ রাজ্য লভিবার তরে । এসব সহায় ভাল হঞা গেল ঘোরে
এত চিন্তি বটু কর ধরি বামকরে । বৃন্দা ধনিষ্ঠা সুবল সহ কৃষ্ণ
চলে ॥ সুমন সরোবর তটে মিলিলা আসিয়া । রাই আগমন
চর্চা করেন বসিয়া ॥ কুসুমিত তরুলতা ছুই দিগে কুঞ্জ । মধ্য
পথ স্থল জল বিহগালি পুঞ্জ ॥ দেখিয়া কৃষ্ণের চিতে উৎকণ্ঠা
বাঢ়িল । সবার সহিতে যুক্তি করিতে লাগিল ॥ বৃন্দাকে
পাঠাই কিবা সুবলে পাঠাই । রাধিকা নিকটে কিবা বটুকে
পাঠাই ॥ জটিল দেখিয়া শঙ্কা করিবে অত্যন্ত । কলহ করিবে
সেই বড়ই ভরল ॥ অথবা বধূরে নিজ গৃহে রুদ্ধ করে । ইহা
সবা পাঠাইলে এই ফল ধরে ॥ মুরলীর গান করি করি আক-
র্ষণ । সবেই আসিবে সব গোপাঙ্গনা গণ ॥ অন্যোহন্যে জীব
তবে হইবে কন্দল । ইষ্ট সিদ্ধি না হইবে হইবে বিফল ॥ অত
এব ধনিষ্ঠা যাও কন্দলতা ঠাই । আমার বৃত্তান্ত তারে কহ সব

যাই ॥ জটিল বঞ্চনা রীত তেহো ভাল জানে । জটিল প্রতীত
 তাঁরে করে কায়মনে ॥ আমরা দোহাকে তার স্নেহ আচরণ ।
 এই সে বিচার দেখি অতি বিলক্ষণ ॥ শুনি কহে বৃন্দাদেবী
 সত্য এই হয় । আর এক সুবিচার মোর মনে লয় ॥ রাধি
 কার সখী যদি পুষ্প তুলিবারে । কেহ বা আসিয়া থাকে
 বনের ভিতরে ॥ তাহার বিশেষ তজ্জ জানি ভাল মতে । তবে
 সে যাইব কেহ রাই অন্ত্রিষিতে ॥ তুলসী আইলা তথা হেনই
 সময় । স্বপ্নে যে না ছাড়ে রাই সঙ্গ সুখময় ॥ তাঁরে দেখি কৃষ্ণ
 হৈলা অতি হরষিত । রাধিকা আইলা হেন কবে অনুচিত ॥
 রাই লাগি কৃষ্ণ রহে পথে নেত্র দিয়া । দরশন লাগি অতি উৎ
 কণ্ঠিত হিয়া ॥ তুলসী আসিয়া স্বর্ণ সম্পুট খুলিল । বৈজয়ন্তী
 মালা মধুমঙ্গলেরে দিল । তাম্বুলের বীড়া দিল সুবলের
 হাতে । বটু আনি মালা দিল কৃষ্ণের গলাতে ॥ সুবল আনি
 য়া বীড়া দিল কৃষ্ণকরে । পরশিতে ভরে তাঁর পুলক শরীরে
 রাধিকার হস্ত গন্ধ লাগিয়াছে তায় । মালার পরশে রাই পরশ
 জাগায় ॥ কৃষ্ণ মনে জানে রাই আসিয়াছে এথা । পরিহাস
 করি কুঞ্জে আছেন সর্বথা ॥ তাহার দর্শন লাগি উৎকণ্ঠিত
 হঞা । কহেন সংলাপ কথা ক্রীকৃষ্ণ হাসিয়া ॥ তুলসীকে কহে
 তব সখীর কুশল । তেঁহো কহে সখী হয় সকল কুশল ॥ পুনঃ
 কৃষ্ণ কহে তেঁহো আছেন কোথায় । তেঁহো কহে বসিয়াছে
 আপন আলয় ॥ কৃষ্ণচন্দ্র কহে কেন বনে না আইলা । তেঁহো
 কহে গুরু জন স্বকর্ণে রাখিলা ॥ পুনঃ কৃষ্ণ কহে আছে কি কপ
 বেষ্টিত । তেঁহো কহে জল ঘট করেন রাখিত ॥ কৃষ্ণ কহে তার
 পর আর কিবা হৈল । তেঁহো কহে বৃদ্ধা গৃহে ভৎসিয়া রাখিল ॥
 কৃষ্ণ কহে বৃন্দা সনে যুক্তি করি আন । তেঁহো কহে বৃদ্ধা বঞ্চনা

যায় কখন ॥ শুনি কৃষ্ণ কহে শিক বিধির ঘটনা । প্রণয়ি মিলনে
 এত করয়ে বঞ্চনা ॥ এত কহি কৃষ্ণ হৈলা বিরস বয়ান । সদাই
 দুর্লভ্য রাই ক্ষুরে এই জ্ঞান ॥ হাস্যকথা তুলসীর এইত
 কারণে । সেই কথা সত্যকরি কৃষ্ণ মনে জানে ॥ কৃষ্ণকে বিষম
 দেখি তুলসী ব্যাকুল । বৃন্দাধনিষ্ঠিকা নেত্রে ভৎসিতে লাগিল
 তবেত তুলসী কহে শুন ব্রজানন্দ । নিঃশঙ্কন যাও চিত্তে করহ
 আনন্দ ॥ পরিহাস করি কথা কহিল তোমারে । সত্য কথা
 কহি এবে শুন সে বিচারে ॥ রাধিকা আইলা হেন সৰ্ব্বথা
 জানিবে । তাহার কারণে অতি উৎকণ্ঠা নহিবে ॥ কৃষ্ণ যদি
 শুনিলা রাধিকা আগমন । পরম উৎসুক্যে দেখে তুলসী বদন
 চম্পক কুসুম দুই শ্রবণ হইতে । খসাইয়া দিলা কৃষ্ণ তুলসীর
 হাতে ॥ তাহা দিয়া তারে পুছে কোথা শ্রীরাধিকা । আশা
 প্রতি ক্রোধ কিবা ইঞাছে অধিকা ॥ মোর অপরাধ কিছু
 নাই তার স্থানে । কিম্বা লুকাইয়া আছে পরিহাস মনে ॥ দুঃখি
 জনে পরিহাসে কিবা আছে ফল । প্রিয়া আনি ঘুচাহ শীঘ্র
 মনের বিকল ॥ তুলসী চতুরা বড় কৃষ্ণ মন জানে । কহয়ে
 নিশ্চয় কথা রাধা আগমনে ॥ তোমারে দেখিতে রাই উৎ
 কণ্ঠিতা চিত্তে । জটিল পাঠান তাঁরে সূর্য্যপূজাইতে ॥ কুন্দ-
 লতা হাতে তাঁরে সমর্পণ কৈলা । তবে রাই মোরে ডাকি তুরি-
 তে কহিলা ॥ কৃষ্ণ পাশে যাঞা তুমি শঙ্কেত জানিয়া । শীঘ্র
 আসিবে এথা বিলম্ব তেজিয়া ॥ এইত কারণে আমি আসি-
 য়াছি এথা । কহত শঙ্কেত কুঞ্জে রাই আনি তথা ॥ শুনি কৃষ্ণ
 চিত্তে অতি উল্লাস হইলা । গলা হৈতে গুঞ্জামালা তুলসীকে
 দিলা ॥ শঙ্কেত কুঞ্জের লাগি বৃন্দাকে কহিলা । তবে বৃন্দাদেবী
 তাঁরে শঙ্কেত বলিলা ॥ রাই কুঞ্জে যাঞা তুমি আনহ রাধিকা ।

কামকেলী সুখদা কুঞ্জ সেই সর্বাধিকা ॥ চলহ তোমার সঙ্গে
 আমিহ যাইব । সে কুঞ্জে যাইয়া কেলী সামগ্রী করিব ॥ এইত
 সময়ে শৈব্যা তথাই আইলা । চন্দ্রাবলী সঙ্গে পদ্মা শঙ্কত
 রাখিলা ॥ আসিয়া দেখয়ে শৈব্যা শিখি গুঞ্জমালা । তুলসীর
 করে তাঁর সখী দিয়াছিল ॥ বৃন্দার সহিতে আছে তুলসী
 দেখিয়া । অতি চুঃখিত হৈলা মনে রাধিকা মানিয়া ॥ ছলে কিছু
 কহিবারে মনে যুক্তি করে । চন্দ্রাবলী পাঠাইল নিমন্ত্রিতে
 তোরে ॥ ভদ্রকালী ব্রত আজি মহোৎসব তাঁর । কহিতে তুল-
 সী দেখি ফিরায় আকার ॥ ভাল হৈল তুলসী 'যে তোমারে
 দেখিল । গৃহে বনে রাধিকাকে বহু অন্বেষিল ॥ কোথাও না
 পাই তারে কহ সমাচার জানিলা তুলসী কটু শৈব্যা ব্যবহার
 শঠেতে শাঠ্যতা করি এইত নিয়ম । বুঝিয়া তাহারে কহে সহল
 বচন ॥ শ্যামা সখী নিমন্ত্রিলা রাধা সুবদনী । সর্ব ভার দিলা
 তাঁরে সখী সনে আনি ॥ অগ্নিকা পূজা আজি করিবেন শ্যামা
 তে কারণে রাইকে যে নিমন্ত্রিলা রামা ॥ ললিতা পাঠায় মোরে
 বৃন্দার আলয় । পুষ্প ফল লঞা আমি যাই যে নিলয় ॥ এইত
 কথ্যতে শৈব্যা প্রত্যারে তুলসী । বৃন্দা ধনিষ্ঠিকা সঙ্গে চলিলা
 হরষি ॥ কৃষ্ণের নিকটে যেন কেহু আইসে নাই । শীঘ্রগতি চলে
 যেন শৈব্যা জানেনাই ॥ শৈব্যা কিছু কহিবার উদ্যম করিতে ।
 কৃষ্ণ তাঁরে নিবারিলা নয়ন ইঙ্গিতে ॥ আপন ঔদাস্য কৃষ্ণ
 তারে জানাইলা । চন্দ্রাবলী সমাচার পুছিতে লাগিলা ॥ কহ
 শৈব্যা চন্দ্রাবলী কেমন আছয় । কিবা করে কোন খানে করিয়া
 নিশ্চয় ॥ শুনি শৈব্যা হৃষ্ট হঞা কহিতে লাগিলা । তাহার
 শাস্ত্রী তাঁরে ধরিয়া রাখিলা ॥ আমি ছুর্গাব্রত ছদ্ম করি
 তারে লঞা । আইলাও শঙ্কত কুঞ্জে পদ্মাকে রাখিয়া ॥ অতি

শীঘ্র আইনু তোমাংরে অন্তেষিতে । অতএব কি করিব কহত
 ত্বরিতে ॥ শনি কৃষ্ণ মনে চিন্তা বাছে সুখি হঞা । কহিতে লাগি
 লা তাঁরে বঞ্চনা করিঞা ॥ চন্দ্রাবলী লাগি মৌর উৎকণ্ঠিত
 মন । ভাল হৈল আইলা তেঁহে সঙ্কেত কানন ॥ তাঁরে লঞা
 যাহ তুমি গৌরীতীর্থ দেশে । দূর স্থলে যাহ যেন গুরুজন
 না আইসে ॥ গোধন সম্ভাল করি যাবৎ আসি আমি । তাবৎ
 তথাই যাও লঞা তারে তুমি ॥ এই কালে বটু আসি কহেন
 তাহারে । ধনিষ্ঠা কহিলা যাহা করহ সম্বরে ॥ কৃষ্ণ কহে বটু
 ভাল স্মৃতি করাইলে । গোচোর পাঠাবে কংস চুরি করিবারে
 তাহা শনি বসুদেব মথুরা হইতে । কহি পাঠাইলা তাহা মোর
 নিজ তাতে ॥ পিতা কহি পাঠাইলা সে সব আমাতে । ধনিষ্ঠা
 আসিয়া ছিল তাহাই কহিতে ॥ অতএব সেই বিষয়ে ব্যাজ যদি
 হয় । চন্দ্রাবলী তাতে যেন দুঃখ না ভাবয় ॥ এই কাপে শৈব্যা-
 কেত প্রতারণা করি । ত্বরিতে চলিলা সঙ্গে বটু যায় চলি ॥
 শৈব্যাও ত্বরিতে গেলা চন্দ্রাবলী স্থানে । এইত কহিলা কৃষ্ণের
 বনেতে পয়ানে ॥ সহস্র মুখে কহিলেও অন্ত নাই হয় । দিগ
 দরশন কৈল জ্ঞানিতে নির্ণয় ॥ গোবিন্দ লীলামৃতে সব আছে
 সংস্কৃতে । আপনা বুঝাই ইহা লিখিয়া প্রাকৃতে ॥ তাহার
 শ্লোকের অর্থ কিছুই না জানি । লজ্জা খাঞা মূঢ় তাতে করি
 টানাটানি ॥ সকল বৈষ্ণব পদে প্রণাম আনার । রাধাকৃষ্ণ পাদ
 পদ্ম প্রাণধন যার ॥ আমি অতি তুচ্ছবুদ্ধি দোষ না লইবে ।
 নিগূঢ় কথাতে সব বিচার করিবে ॥ আশ্বাদন না করিলে কোন
 সুখ নয় । এই মত কহে সব প্রেমভক্তি ময় ॥ আপন সংপ্রদা
 বিনে অন্যে না কহিবে । বহির্মুখ স্থানে কথা গোপন করিবে
 কথার লালিত্য নাই না জানি ঘটনা । যৈছে তৈছে লিখি যাত্র

অক্ষর ঘোটনা ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত রসের কল্লোলে । বিহরয়ে
ব্রজবাসী ভকত চকোরে ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিনায়ে
গোবিন্দ চরিত কহে যদুনন্দন দাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে বন বিহারণে রাধাকৃষ্ণ
মিলন পরামর্শ নাম ষষ্ঠসর্গঃ ।

কিয়দূরং ততো গঙ্গা নিবর্তোদয়েনা হরিঃ ।

রাধাকুণ্ডং সমাধাতঃ প্রিয়া নন্দোৎসুকঃ প্রিয়ং ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দীনপ্রাণ । তোমার চরণার
বিন্দে ভক্তি দেহ দান ॥ জয় জয় মুক্কেল প্রকাশ শরীর । জয়
জয় চন্দ্রমুখ অন্তরগম্ভীর ॥ জয় রাধা ভাবানন্দময় কলেবর ।
কি লাগি কি কর প্রভু কে জানে অন্তর ॥ আপনাকে যবে তুমি
জানাও আপনি । তবে তোমা জানা যায় যেবা রূপ তুমি ॥
যেন অন্ধ কূপে অতি তৃণাদি দেখিয়া । লোভি পশু তাতে যেন
রহয়ে পড়িয়া ॥ তেমতি গৃহাক্র কূপে বিষয় ভুঞ্জিতে । পড়ি
য়াছে ওহে প্রভু না পার উঠিতে ॥ রূপাডোর অবলম্ব দেহ
দয়াকরি । পতিত পাবন নাম রহু ক্ষতিভরি ॥ এবে কহ
শ্রীরাধিকা কুণ্ডের বর্ণন । যাহা শুনি সুখি হয়ে ব্রজবাসীগণ ॥
এই মতে কৃষ্ণচন্দ্র কত দূর যাঞা । নিবৃত্তি হইয়া শীঘ্র আই
লা ফিরিঞা ॥ রাধিকার সঙ্গ লাগি উৎকণ্ঠিত মন । তার
কুণ্ড তটে কৃষ্ণ কৈলা আগমন ॥ আসি দেখে কুণ্ড শোভা অতি
বিলক্ষণ । দেখিয়া হইলা তার আনন্দিত মন ॥ চারি দিগে
চারি ঘাট মণি রত্ন বান্ধা । সর্ব দিগে রত্নবন্ধ আশ্চর্য্য ঘটনা ॥
প্রতি ঘাটে দিব্য রত্ন মণ্ডপ শোভয় । সব রত্নময় সেই অনঙ্গ
আলয় ॥ ঘাটের দুই পাশে আছে মণির কুটীমা । অতি মনো

হরশোভা নাহিক উপমা ॥ মণ্ডপের পাশ্বে আছে তরু শাখা
 গগনান্না পুষ্পান্না বস্ত্র হিন্দোলা সাজন ॥ দক্ষিণে চাঁপার
 বৃক্ষে রত্ন হিন্দোলিকা । পূর্বেতে কদম্বে দোলা মানা রত্নাধিকা
 পশ্চিমে রসালে রত্ন হিন্দোলার সাজে । উত্তরে বকুলে রত্ন
 হিন্দোলা বিরাজে ॥ পূর্ব অগ্নি দিগে মধ্য শ্রামকুণ্ড সঙ্গে ।
 রত্নস্তম্বে অবলম্বে রত্ন সেতু বন্ধে ॥ রাধাকুণ্ড বেড়ি যত আছে
 বৃক্ষবৃন্দ । প্রতি বৃক্ষমূলে নানা রত্নে কৈল বন্ধ ॥ চারি সব আছে
 সেই বৃক্ষের নিকটে । আশ্চর্য্য তাহার শোভা হয় নীর তটে ॥
 রত্নবেদী আছে রাধাকৃষ্ণ বসিবারে । সখীগণ লঞা সুখে
 যেখানে বিহরে ॥ কুটিমা মণিতে বান্ধা প্রতি বৃক্ষতলে । তাহা
 বসি রাধাকৃষ্ণ চৌদিগে নেহারে ॥ গলাসম উচ্চ কাহোঁ বন্ধ
 সম । কাহোঁ নাভি সম কাহোঁ হয়ে জানু সম ॥ কাহোঁ উরু
 সম বেদী আর যে কুটিমা । চতুর্দিগে আছে রত্ন সোপান
 ঘটনা ॥ সে সব বৃক্ষের তল অতি মনোহর । যেখানে বিহরে
 রাই শ্রামল সুন্দর ॥ শ্বেতরত্ন চারিঘাটে রত্নবেদী আর । বিচিত্র
 কুটিমা শোভা কে কহিবে পার ॥ এইত কহিল কিছু শুন
 এরে আর । যাহা শুনি লাগে চিত্তে অতি চমৎকার ॥ কুণ্ড
 চারি কোণে আছে মাধবীর কুঞ্জ । বাসন্তির চতুঃশালা অতি
 মনোরঞ্জ ॥ সেই চতুঃশালা বেড়ি কুঞ্জ বহুতর । ক্রাধন
 কেশর আর অশোক বিস্তর ॥ তার বাহে কুণ্ড বেড়ি কদলীর
 বৃক্ষ । পক্ব অপক্ব ফল পুষ্প সহ লক্ষ ॥ তাহার বাহিরে পুনঃ
 সেকুণ্ড বেড়িয়া । উপবন পুষ্পবন একত্র মিলিয়া ॥ কুণ্ড মধ্য
 অতি শোভা জলের উপরি । রত্ন মন্দির আছে সেতু বন্ধ করি
 ঋতুঃরাজ আদি করি যত ঋতুগণ । শ্রীকৃণ্ড কাননে সৈবাকরে
 অনুক্ষণ ॥ বৃন্দাদেবী সৈবাকরে শ্রীকৃণ্ড আনয় । সুগন্ধি সজিলে

সাজে অঙ্গনের চয় ॥ হিন্দোলিকা কুঞ্জ পথ মণ্ডপাদি যত ।
 চান্দোয়া পতাকা পুষ্পগুচ্ছ আছে কত ॥ লীলা কুঞ্জে আছে
 শয্যা কমলে রচিত । বোট তাগি নানা পুষ্প অতি সুগন্ধিত ॥
 পুষ্প চন্দ্র উপাধান আছেয়ে কমল । মধু পাত্র তাম্বুল পাত্র
 আছে মনোহর ॥ কুঞ্জদাসী শত শত আছেন তথাই । পুষ্প
 তোলা সেবা যোগ্য সামগ্রী বনাই ॥ কুঞ্জ বেড়ি পুষ্পবাটী
 উপবন মাঝে । সেবার সামগ্রী ঘর অনেক বিরাজে ॥ বৃন্দা
 দেবী সেই থানে নিজগণ লঞা । রাধাকৃষ্ণ সেবা করে আনন্দ
 পাইঞা ॥ কঙ্কার রক্তোৎপল পুঞ্জরীক করি । পক্ষে রুহ
 ইন্দীবর কৈরবাদি ভরি ॥ আছেয়ে কুণ্ডের জল সৌরভ্য করিয়া
 মকরন্দ পরাগচয় আছেয়ে ভরিয়া ॥ কলহংস হংসী চক্রবাকী
 চক্রবাক । সারস সারসী কোক ডাঙ্কী ডাঙ্ক ॥ শ্রবণের
 প্রিয় যাতে সে শব্দ করয় । কত কত আছে তাহা কহিল না হয়
 শুকশারী অন্যোহন্যে আশঙ্ক করিয়া । কৃষ্ণলীলা রস কাব্য
 গায় সুখ পাঞা ॥ নাচে শিখীগণ বাহা দেখে কৃষ্ণকান্তি ।
 কুণ্ডতট অঙ্গনাদি করি কত ভাঁতি ॥ পারাবত হরিতাল
 চাতকাদি যত । কৃষ্ণ দেখি কণামৃত ধ্বনি করে কত ॥ কৃষ্ণ
 মুখ শোভা কোটিচন্দ্র বিনিন্দিত । দেখিয়া চকোরগণ অতি
 হরষিত ॥ অবজ্ঞা করিয়া সব চন্দ্র তেয়াগিয়া । কৃষ্ণ মুখচন্দ্র
 রাশি পিয়ে সুখ পাঞা ॥ লতাবৃক্ষ সব পুষ্প ফলে পূর্ণ হৈলা ।
 পক্বাপক্ব ফল জানি ভরে নর্ম্ম কৈলা ॥ অনেক নদীর তীর
 নীর চারি পাশে । শ্রীকৃষ্ণ বিলাস যোগ্য শোভা কুণ্ডে ভাসে ॥
 নানা পদ্মকান্তিগণে করে বলমল । গুণেত জিনিল ক্ষীর সমুদ্র
 সকল ॥ যেমত কহিল এই রাধিকার কুণ্ড । শ্যামকুণ্ড এই মত
 গুণে অতি চণ্ড ॥ রাধাকুণ্ড পাশে সেই আছেয়ে বিরাজ । তীর

নীর সম সৰ্ব্ব রত্নের সমাজ ॥ কুণ্ড তীরে অষ্ট দিগে অষ্ট কুঞ্জ
 আর । অষ্ট সখী নামে আছে নানান প্রকার ॥ নিজ নিজ হস্তে
 তাহা করেন সংস্কার । যাতে রাধাকৃষ্ণ ক্রীড়া সুখময়াগার ॥
 সেই সেই সীমাতে আছে যত উপবন । তাহার নিকটে আছে
 শিষ্যশালাগণ ॥ সেই সেই সীমাতে বৃক্ষগণ আছে কত । দুই
 দিগে বন মধ্যে আছে রত্নযুত ॥ পরিশর পথগণ মরকতমণি
 ভিতরে রচিলা বহু করিয়া সাজনি ॥ পথের দুই পাশে মণি
 স্ফাটিকের ভিত । উপরে স্ফাটিক মণি তাহাতে রচিত ॥ ছোট
 ছোট তরঙ্গ যেন নদীতে বহয় । এমতি স্ফাটিক মণি চিত্র তাতে
 হয় ॥ অন্য লোক প্রবেশ যদি করয়ে তাহাতে । ভিতে পথ
 জ্ঞান হয় পথ হয় ভিতে ॥ এই মত দ্বারবন্দ উপবন মাঝে ।
 কত কত রত্ন বন্দ করিয়াছে সাজে ॥ কুণ্ডের উত্তর দিগে ললি-
 তার কুঞ্জ । অনঙ্গ অম্বুজ নাম চত্বর সুচ্ছন্দ ॥ অষ্টদলপদ্ম তুল্য
 তাহার ঘটনা । হেমরত্নাবলি তার কেশর সুসমা ॥ অষ্ট দলে
 অষ্ট কুঞ্জ আছে বিলক্ষণ । পশ্চাৎ বিস্তারি তার করিব লক্ষণ
 আগে কহি কর্ণিকার যে কুঞ্জ ঘটনা । আশ্চর্য্য কুটিমা সেই
 সৰ্ব্ব অনোরমা ॥ কর্ণিকাতে সুবর্ণের কুটিমা বিরাজে । সহস্র
 পত্র পদ্ম তুল্য তাহা ভাল সাজে ॥ রাধাকৃষ্ণ যে সময়ে যে লীলা
 করয় । তখনি তেমতি লঘু বিস্তারিত হয় ॥ ললিতাদেবীর শিষ্য
 নাম কলাবতী । সংস্কার করে তেহে । সেই কুঞ্জ নিতি ॥ ছয়
 ঋতু সম্পূর্ণ তাহা সৰ্ব্ব কেলি মূল । রাধাকৃষ্ণ লীলা তাতে সখী
 আনুকল ॥ ললিতা নন্দদা কুঞ্জ রাজপট নাম । যত শোভা
 আছে তার সেই মূল স্থান ॥ সুবর্ণ কর্ণিকা তার মাণিক্য কেশর
 ক্রমে ক্রমে মণ্ডলিকা দ্বিগুণ অন্তর ॥ এক বর্গ রত্নে তার সম

পদ্ম কৈলা । পঞ্চেন্দ্রিয়াহ্লাদ তুল্য পঞ্চ গুণ নৈলা ॥ অতি
 সুশীতল মৃদু সৌরভ্য পূরিত । পরম নিৰ্মল আর মাধুর্য্যতা
 নিত ॥ তাহার বাহিরে বন্ধ সুবর্ণ মণ্ডলী । তাহার বাহিরে
 বাক্সা প্রবাল মণ্ডলী ॥ তাহার বাহিরে শোভে মণি পদ্মরাগ ।
 তাহার বাহিরে মণি স্ফাটিকের ভাগ ॥ তাহার বাহিরে বাক্সা
 ইন্দ্র নীলমণি । পঞ্চ রত্ন মণ্ডলীতে ভিতর সাজনি ॥ তাহার
 ভিতরে নানা রত্নে বিনির্মিত । দেবতা মনুষ্য পক্ষ মৃগাদি চিত্রি
 ত ॥ স্ত্রী পুরুষ বিনির্মিত দোঁহে এক ভাব । রস উদ্দীপনা করে
 যার যেই ভাব ॥ জানুদয় তুল্য সেই কুটিমা ভিতর । সহস্র
 পদ্ম কর্ণিকার রসের আকর ॥ বায়ব্য দিশাতে তার অষ্ট কুঞ্জ
 আর । অষ্ট দল যেন পদ্ম পুষ্পের আকার ॥ অশোক লতার
 পুষ্প আমূল হইতে । শ্বেতাক্ষ হরিত পীত শ্যাম পুষ্প যাতে
 প্রবীণ অশোক বৃক্ষ পুষ্প মনোরম । মধ্যে এক কুঞ্জ হয় কর্ণি-
 কার সম ॥ বসন্ত সুখদা নাম অতি অনুপাম । এইত কহিল নয়
 কুঞ্জের বিধান ॥ ভ্রমর গুঞ্জে তথা কোকিলের ধ্বনি । অতি
 সুখ পান রন্ধাক্ষ যাতা শুনি ॥ ললিতা নন্দদা কুঞ্জের নৈঋত
 কোণেতে । শ্রীপদ্ম মন্দির আছে অপূৰ্ব্ব নিৰ্ম্মিতে ॥ ষোল
 পদ্ম পদ্ম তুল্য তাহার রচনা । কহিতে না জানি শোভা মাধুর্য্য
 ঘটনা ॥ নানা মণি বিরচিত তার চারি ভিত । বিচিত্র রচনা
 চতুর্দ্বারি বিনির্মিত ॥ চারি দ্বার পাশে তার আছে গবাক্ষগণ
 সেই দ্বারে গৃঢ়লীলা দেখে সখীগণ ॥ পূর্ব্ব রাগ চেক্টা হয়ে
 মন্দির ভিতরে । রাস কুঞ্জ বিলাসাদি রিচিত্র প্রকারে ॥ পূত-
 নাদি বৈরিগণ বধ আদি বত । এইমত ভিতরে চিত্রিত আছে
 নানা মত ॥ নানা রত্ন বাছে তার কেশর সমান । মধ্যে যে
 মন্দির সেই কর্ণিকার ভান ॥ ষোল রত্ন কোঠা তাতে শোভে

ঘোল পত্র । এই মত অপূর্ণ শোভা না শুনি অন্যত্র ॥ ছুই ছুই
 কোঠার সেই উপর বিভাগে । ঘোল রত্ন কোঠা আছে দৃষ্টি-
 শর্য্য লাগে ॥ রত্ন অটালিকা আছে অতি উচ্চতর । রত্ন
 স্তম্ভ পাঁতি তাতে ভিত্তহীন ঘর ॥ আটিক মণির স্তম্ভ প্রবালাদি
 করি । চিত্র রত্ন চাল শোভে তাহার উপরি ॥ রত্ন কুস্ত শোভে
 তার শিখর উপরে । তাতে থাকি রাধাকৃষ্ণ দূর বন হেরে ॥
 অতি উচ্চ অটালিকা তিনতলা যার । তিন পার্শ্ব যুক্ত গেহ
 অনেক বিস্তার ॥ তলে উপরে কুটিমাতে চৌদিগ বেষ্টিত ।
 নানা রত্নে ভেল সেই অতি সুচিত্রিত ॥ কণ্ঠ সম উচ্চ সেই কুটি
 মার গণ । চারি দিগে শোভে রত্ন সোপান সুসম ॥ তাহা বেড়ি
 উচ্চ বৃক্ষ অটালিসমান । ফল পুষ্প যুক্ত সেই অতি অনুপাম ॥
 রাধাকৃষ্ণ কেলি করে তাহার উপর । বর্ণন না হয় স্থল অতি
 মনোহর ॥ ললিতা নন্দদা কুঞ্জের অগ্নিকোণ দিগে । হিন্দোলা
 কুটিমা রত্ন আছে সেই ভাগে ॥ বকুলের বৃক্ষ আছে পূর্ব্বোক্তে
 পশ্চিমে । তাহার ঘটনা এবে কহি কিছু ক্রমে ॥ উচ্চ বৃক্ষ
 পুষ্প পূর্ণ বক্রগতি হৈয়া । শাখা শাখা মিলিয়াছে সুসমা
 করিণী ॥ রত্ন যুগপের প্রায় দেখি আচ্ছাদিত । তার মাঝে
 হিন্দোলিকা আছে মনোনীত ॥ শাখা মূল বৃক্ষ পট রজ্জু চারি
 দিয়া । হিন্দোলিকা চারিকোণে আছে বন্ধ হৈয়া ॥ নাতি মাত্র
 উচ্চ স্থল অতি মনোহরে । তাহার বর্ণনা কেবা করিবারে পারে
 পদ্মরাগমণি আট পাটির হিন্দোলা । প্রবাল মণির খুরা আট
 তাতে দিলা ॥ এক হস্ত উচ্চ পাটি পদ্মরাগমণি । কেশর বেষ্টি-
 ত সেই সুন্দর শোভনি ॥ ঘোল পত্র পদ্ম প্রায় রচনা তাহার ।
 রত্নের সমূহ চিত্র কর্ণিকা যাহার ॥ ছুই ছুই খুরার কাছে একে
 ক দল তার । বাহিরে আছে অক্ষ দলের আকার ॥ রত্নপট

কেশর চারি পাশে শোভা করে । অষ্ট দিগে শোভা তার করে
 অষ্ট দ্বারে ॥ দক্ষিণ দলের পাশে আছে দুই দ্বার । আরোহণ
 লাগি দ্বার আতি মনোহর ॥ লম্বু স্তম্ভ আছে দুই পৃষ্ঠবিলম্বন
 মধ্যে পট তুলি তাতে বসিতে আসন ॥ পাশেতে বালিশ
 তাহে আছে বিলম্বন । উর্দ্ধে স্বর্ণ সঙ্কর তাতে চান্দোয়া গঠন ॥
 নানা চিত্র শোভে তাতে চন্দ্রাবলি ছান্দে । মুক্তাদাম গুচ্ছ
 তাতে কতেক প্রবন্ধে ॥ অষ্ট সখী অষ্ট দলে রাধাকৃষ্ণ মাঝে ।
 তলে গায় সখী বৃন্দ দোলাবার কাষে ॥ সেখানে আশ্চর্য্য আর
 এক দল হয় । সবে জানে রাধাকৃষ্ণ সম্মুখে অাছয় ॥ মদনা-
 ন্দোলনা নাম সেইত হিন্দোলা । রাধাকৃষ্ণ ইহাতেই করে
 দোলা লীলা ॥ ললিতা নন্দদা কুঞ্জের ঈশান কোণেতে । মাধ-
 বীর কুঞ্জশালা আছয়ে সুমতে ॥ অষ্ট পত্র পদ্ম প্রায় তাহার
 গঠন । অষ্ট পত্রে অষ্ট কুঞ্জ আছে মনোরম ॥ মধ্যেত কর্ণিকা
 তাতে আর এক কুঞ্জ । নবকুঞ্জ আছে রাধাকৃষ্ণ মনোরঞ্জ ॥
 আমূল হইতে পুষ্প ধরিল তাহার । মাধবা নন্দদা নাম ধরি-
 য়াছে ভাল ॥ এই কুঞ্জে রাধাকৃষ্ণ নানা লীলা করে । সব সখী
 সঙ্গে লীলা অতি মনোহরে ॥ ললিতা নন্দদা কুঞ্জের উত্তর
 দিশাতে । শ্বেত পদ্ম অষ্ট কুঞ্জ আছয়ে তাহাতে ॥ অষ্ট দলে অষ্ট
 কুঞ্জ কর্ণিকার এক । আশ্চর্য্য কুঞ্জের শোভা নয় পরতেক ॥
 কর্ণিকারে কুঞ্জ সেই স্বর্ণ বর্ণ সম । তাহা বেড়ি অষ্ট শ্বেত অতি
 অনুপম ॥ শ্বেতবর্ণ পুষ্পাগ বৃক্ষে শ্বেত মল্লীমতা । শ্বেতবর্ণ যুক্ত
 শাখা হইল পূর্ণিতা ॥ চন্দ্রকান্ত মণি শোভে তাহার ভিতর ।
 কিঞ্জলুক রচিত মণি শোভা মনোহর ॥ ললিত নন্দদা কুঞ্জ
 পূর্ব দিগে আর । নীলপদ্ম অষ্টদলে অপূর্ব প্রকার ॥ অষ্ট
 নীল কুঞ্জ তাতে সুবর্ণ কর্ণিকা । ভিতরেত নীলমণি ঘটনা

অধিকা ॥ তমালের বৃক্ষ বেড়া স্বর্ণলতাগণ । কুসুমিত বৃক্ষলতা
 সুগন্ধি ভবন ॥ অষ্ট উপকুঞ্জ, নীলপদ্মদলাকার । এক কুঞ্জ
 স্বর্ণ বর্ণ সেই কর্ণিকার ॥ এই নবকুণ্ড হয় অতি বিলক্ষণে । এবে
 কহিললিতার কুঞ্জের দক্ষিণে ॥ রক্তবর্ণ পদ্ম স্থল অষ্ট পত্র
 তার । অষ্ট উপকুঞ্জ মাঝে এক কর্ণিকার ॥ পদ্মরাগমণি তার
 ভিতরে বাহিরে । লবঙ্গ লতিকা বেড়া অতি মনোহরে ॥ সুগন্ধি
 কুসুমে পূর্ণ গন্ধে আমোদিত । রাধাকৃষ্ণ লীলা করে সখী সঙ্গে
 নিত ॥ ললিতা নন্দদা কুঞ্জের পশ্চিম দিশাতে । হেমায়ুজ
 নাম কুঞ্জ সদা বিরাজিতে ॥ অষ্ট দল স্বর্ণ পদ্মে অষ্ট উপকুঞ্জ
 মধ্যে আছে, কর্ণিকাতে আর এক কুঞ্জ ॥ চম্পক তরুতে
 শোভে হেম লতাগণ । হেমবর্ণ পুষ্প তাতে অতি বিলক্ষণ ॥
 বাহির অন্তর তার সুবর্ণে রচিত । রাধাকৃষ্ণ লীলা যাতে করে
 হরষিত ॥ এই কহিলাম রাধাকুণ্ডের বর্ণন । ললিতা নন্দদা
 কুঞ্জ অতি বিলক্ষণ ॥ কুণ্ডের ঈশান কোণে বিশাখার কুঞ্জ ।
 অতি মনোহর সেই রাধাকৃষ্ণ রঞ্জ ॥ 'ঘোল পত্র পদ্ম হেন
 তাহার রচনা । চারি কোণে চম্পকের বৃক্ষের ঘটনা ॥ চারি বর্ণ
 পুষ্প তাতে শ্যাম পীত ধরে । অরুণ হরিত বর্ণ অতি মনোহরে
 মাধবী মল্লিকা লতা প্রফুল্ল হইয়া । অষ্ট দিগে বেড়ি আছে
 ভিত মত হইয়া ॥ প্রতি বৃক্ষে সব শাখা একত্র হইয়া । মণ্ডপ
 হইয়া আছে উপরে মিলিয়া ॥ শুক পিক ভ্রমরাদি তাতে শব্দ
 করে । আশ্চর্য্য মধুর ধ্বনি যাতে কর্ণ হরে ॥ তাহার ভিতরে
 দিব্য শয্যার ঘটনা । স্থলপুষ্পে জলপুষ্পে করিয়া যোজনা ॥
 নানা বর্ণে চিত্র সেই চান্দোয়া উপরে । 'শ্বেতারুণ শ্যাম পীত
 পদ্মের আকারে ॥ চারি দ্বারে সেই কুঞ্জে কপটি সহিতে ।
 পুষ্প পত্র শলাকা সব চিত্রিত তাহাতে ॥ চম্পক ভ্রমরাগণ সেনা :

পতি সঙ্গে । সে ছার পালন করে ছারি হঞা রঙ্গে ॥ চারিদিকে
ভিত তার মণির সাজনি । চারিপিড়া আছে বৃক্ষ শাখা আচ্ছা
দনি ॥ বিশাখার শিখা মঞ্জুমুখী তার নাম । সংস্কার করে
তেহেঁ । সেই কুঞ্জধাম ॥ রাধাকৃষ্ণ কেলিরস বন্যায়ে প্লাবিত ।
মদন সুখদা নাম নয়ন রঞ্জিত ॥ বিশাখা নন্দদা নাম কুঞ্জ বিল-
ক্ষণ । রাধাকৃষ্ণ লীলা ইহঁ । হয়ে সর্বক্ষণ ॥ কুণ্ড পুষ্ক চিত্রা
দেবীর মনোহর কুঞ্জ । কি কহিব সেই শোভা সর্ব চিত্ত রঞ্জ ॥
চিত্র বৃক্ষ চিত্রলতা চিত্র পুষ্পগণ । অন্তর বাহিরে তার বিচিত্র
রতন ॥ চিত্র বর্ণ পক্ষি ভৃঙ্গ কুটিমা অঙ্গন । বিচিত্র মণ্ডপ চিত্র
হিন্দোলিকাগণ ॥ কুণ্ড অগ্নিকোণে আছে ইন্দুলেখার কুঞ্জ ।
অপূর্ব তাহার শোভা সর্ব শুভপুঞ্জ ॥ চন্দ্রকান্তিমণি আর
স্ফটিকাদি মণি । কুটিমা চত্বের স্থল বিচিত্র সাজনি ॥ শ্বেত
পদ্ম মল্লিকাদি কৈরবাদি কত । শ্বেত বৃক্ষ শ্বেতলতা পুষ্প পত্র
যত ॥ শুক পিক ভ্রমরাদি শ্বেতবর্ণ সব । যে যে পক্ষি জানা
যার শব্দ অনুভব ॥ পৌর্ণমাসী রাত্রে রাধাকৃষ্ণ সখী সনে ।
শুভবেশ করি করে নানা লীলাগণে ॥ ক্রীড়া কালে কেহ যদি
যায় সেই স্থানে । চিনিতে না পারে সেই অত্যন্ত মতনে ॥ শুভ
কেলি শয্যা তাতে অতি মনোহর । স্বর্ণচন্দ্র কুঞ্জ নাম ইন্দু
লেখা ঘর ॥ চম্পকলতার কুঞ্জ কুণ্ডের দক্ষিণে । হেমবর্ণময়
সেই অতি মনোরমে ॥ হেম বৃক্ষ হেমলতা পুষ্প হেমবর্ণ । হেম
বর্ণ শুক পিক ভ্রমরাদি পূর্ণ ॥ স্বর্ণের মণ্ডপ আর কুটিমা
প্রাঙ্গন । স্বর্ণ নীল পরিচ্ছিন্ন হিন্দোলাদি গণ ॥ হেমবর্ণ বস্ত্র
আর সুবর্ণ ভূষণ । হেমবর্ণ কুঙ্কুমাди করিয়া লেপন ॥ গৌরাক্ষীর
বেশ কৃষ্ণ করিয়া আপনে । প্রেম আলাপন শুনে সখীগণ সনে
ঈর্ষ্য করি পদ্মা যাঞা জটিল পাঠায় । একাসনে রাধাকৃষ্ণ

দেখিতে না পায় ॥ চম্পকা নন্দদা নাম কুঞ্জ রসময় । চাঁপার
কুঞ্জের মাঝে পাকশালা হয় ॥ ভোজন বেদিকা তাহা আছে
মনোহরে । নিজ সখী সঙ্গে তেঁহঁ পাক কার্য করে ॥ কদা-
চিত কোন দিন কুঞ্জেতে ভোজন । করে রুক্ষ রাধা সহ সঙ্গে
সখীগণ ॥ রঙ্গদেবীর কুঞ্জ আছে কুণ্ডের নৈঋতে । শ্যামবর্ণ
কুঞ্জ রাধারুক্ষ মনোনীতে ॥ তমাল তরুতে শ্রাবলতার সাজনি
কুটিমা চত্বর ভূমি ইন্দ্র নীলমণি ॥ মুখরাদি যান যদি কভু
সেই খানে । চিনিতে না পারে রাধারুক্ষ একাসনে ॥ রঙ্গদেবী
সুখপ্রদ নাম হয় তার । সর্ব শ্রামময় কুঞ্জ নীলাম্বু জাকার ॥
তুঙ্গবিদ্যা কুঞ্জ আছে কুণ্ডের পশ্চিমে । রক্তবর্ণময় সব অতি
মনোরমে ॥ রক্তরুক্ষ রক্তলতা পুষ্পাদিক যত । মণ্ডপ কুটিমা
রক্ত হিন্দোলাদি কত ॥ বাহিরে ভিতরে যত অঙ্গিনাদি করি
রক্ত মণি রত্নে সব স্থল আছে ভরি ॥ তুঙ্গবিদ্যা নন্দদাখ্যা
কুঞ্জ বিলক্ষণ । রাধারুক্ষ লীলাবেশ অরুণ বরণ ॥ সুদেবীর
কুঞ্জ হয় বায়ব্য দিগেত । হরিদ্বর্ণ সর্ব কুঞ্জ অতি সুশোভিত ॥
হরিদ্বর্ণী রুক্ষগণ পুষ্পপত্র যত । হরিদ্বর্ণ পাক্ষি আর ভ্রমরাদি
কত ॥ হরিণুলি ভূমি বাহ্য অন্তর চত্বর । রাধারুক্ষ পাশা
খেলা সে কুঞ্জ ভিতর ॥ সুদেবী সুখদা নাম কুঞ্জ মনোহর ।
সব হয় হরিদ্বর্ণ পরম সুন্দর ॥ ফুণ্ড মধ্যে পুষ্প রাগ চন্দ্রকান্তি
মণি । আশ্চর্য্য মন্দির আছে ঘোহন গঠনি ॥ নীলবর্ণ সে মন্দির
উর্দ্ধে চিত্র সঙ্গী । তাহা দেখি মনে হয় নদীর তরঙ্গ ॥ মন্দির
ভিতর সব মরকতময় । মণি হংস পদ্ম চিত্র উপরে আছয় ॥
ঘোল পত্র পদ্ম প্রায় সেইত আলয় । রাধারুক্ষ ক্রীড়া করি
তাতে সুখি হয় ॥ উত্তর দিশাতে তার সেতু বন্ধ হয় । তাহা
জল স্তম্ভন হয় এঁছে স্বচ্ছ নয় ॥ যৈছে হয় রাধারুক্ষের পরম প্রেম

সী। ঐতছন মানেন কৃষ্ণ তাহার সরসি ॥রাত্রি দিনে প্রেমে কৃষ্ণ
 তাতে ক্রীড়া করে । এ কুণ্ড মহিমা কেবা বর্ণিবারে পারে ॥সে
 কুণ্ডে সক্রত স্নান করে যেই জঁন । তার কৃষ্ণ প্রেম হয়ে রাধি-
 কার সম ॥অতএব কহিবারে কে পারে মহিমা । সহস্র যুগেতে
 যার দিতে নারে সীমা ॥ কবে সুপ্রভাত হবে পোহাইবে রাতি ।
 নয়নে দেখিব কুণ্ড শোভা এই ভাঁতি ॥ এই ন্যপে রাধাকুণ্ড
 দেখিয়া গোবিন্দ । বহু উদ্দীপনা তৃষ্ণা বাঢ়য়ে আনন্দ ॥রাধি-
 কার প্রাপ্তি লাগি উৎকণ্ঠা বাঢ়িল । ভ্রমেত উৎপ্রেক্ষা বহু
 দেখিতে লাগিল ॥ চক্রবাক চক্রবাকী মধ্য কুণ্ডে খেলে । রাই
 কুচযুগ স্মৃতি তাতে করাইলে ॥ কুণ্ড মধ্য ফেণ মানে রাই
 মুক্তাহার । তরঙ্গ দেখেন যেন রসের বিস্তার ॥ প্রিয়া বক্ষ সম
 কুণ্ড হৈলা কৃষ্ণ স্তন । পদ দেখি রাধিকার মুখপদ্য ভান ॥
 ভৃঙ্গ দেখি মনে করে অলকার পঁাতি । খঞ্জর দেখিতে নেত্র
 খঞ্জনের ভাঁতি ॥ হংস শব্দ মানে প্রিয়া নৃপরের ধ্বনি । প্রিয়া
 কুণ্ড দেখি কৃষ্ণপ্রিয়া অনুমানি ॥ শ্যামকুণ্ড কৃষ্ণ প্রেষ্ঠসে কুণ্ডের
 কাছে । রক্তপদ্মগণ তাতে বহু ফুটিয়াছে ॥ যেন কৃষ্ণ বাহু
 মেলি প্রিয়া আলিঙ্গিতে । হস্তপদ্য তোলে রাই নিবেধ করিতে
 হেমপদ্মগণ যেইসমীরে চালায় । নীলপদ্ম তাহা সনে আনিয়া
 মিশায় ॥ হেমপদ্ম উলটিতে পড়ে অলি ষোড় । তাহা দেখি
 কৃষ্ণ মনে হইল বিভোর ॥ যেন কৃষ্ণ রাই মুখে বলৈ চুষ্ম দিতে ।
 কটাক্ষ বক্রতা মুখ তেন কৃষ্ণ চিতে ॥ ভৃঙ্গীর বন্ধার যেন রাধি-
 কা শীৎকার । গদাদিকা কুটুমিত যতেক প্রকার ॥ এসব দেখি-
 য়া কৃষ্ণের উৎকণ্ঠা বাঢ়য় । মনে বিচারয়ে রাই সঙ্গ কৈছে হয় ॥
 ছুই কুণ্ড দেখি কৃষ্ণ মনে বিচারয় । কুণ্ড নহে গোবর্দ্ধনের ছুই
 নেত্র হয় ॥ নীলপদ্ম গণ সদা পবনে ঘুরায় । নেত্রতারাগণ সদা

যেন উলটায় ॥ আমাকে দেখিয়া গিরির প্রেম উথলিল । কুণ্ড
 জল ছলে এই অশ্রুপাত হৈল ॥ সর্বাঙ্গ প্রণতি কিবা করিয়াছে
 মোরে । উদ্ঘূর্ণা বৈবশ্য চেটো দেখিয়ে ইহারে ॥ এই সব অনু-
 মান করে কুণ্ড দেখি । রাধিকা প্রত্যক্ষ বিনু নাই দেখে অশি
 তবে কৃষ্ণ এই কণ দেখে নিজ কুণ্ড । তাহাতে যে আছে এছে
 নর্ম্য সখা কুণ্ড ॥ সুবল মধুমঙ্গল উজ্জল অঙ্গুন । গন্ধর্ব্ব কোকিল
 আর বিদম্বাদিগণ ॥ দক্ষ সনন্দন আদি যত সখাচর । নিজ
 নিজ নাম নর্ম্য সখা কুণ্ড হয় ॥ রাধিকা ললিতা আদি যত সখী
 গণে । সব কুণ্ড দিরাছেন করিয়া বন্টনে ॥ শ্যামকুণ্ডের বায়ু
 কোণে সুবলের কুণ্ড । মানসপাবন নাম ঘাট মনোরঞ্জ ॥ সে
 কুণ্ড লইলা বাঁটি রাধা-সুবদনী । প্রত্যহ আগ্রহে স্নান করেন
 আপনি ॥ কৃষ্ণ পদে জন্ম কুণ্ডের সেই তুল্য মাধুরী । কৃষ্ণ স্পর্শ
 সুখ পায় তাতে স্নান করি ॥ মধুমঙ্গলের কুণ্ড কুণ্ডের উত্তরে ।
 পরম সুন্দর কুণ্ড ললিতাস্বী করে ॥ উজ্জল নন্দদা কুণ্ড কুণ্ডের
 ঈশানে । বিশাখাস্বী কৃত কৈলা সে কুণ্ড আপনে ॥ এই ক্রমে
 কুণ্ডের যত সখা কুণ্ডগণ । সব সখী নৈলা তাহা বিভাগ কারণ
 শ্যামকুণ্ড পূর্ব্ব রাধাকুণ্ডের পশ্চিমে । দুই ঘাটে নর পশু করে
 স্নান পানে ॥ লীলা অনুকূল জন সাধকান্দি গণে । যেকপ
 কহিল এছে পায় দরশনে ॥ অন্য লোকে ক্ষুরে এই সাধকের
 সম । এইত কহিল দুই কুণ্ডের বর্ণন ॥ অতঃপর বৃন্দাদেবী দেখি
 কৃষ্ণচন্দ্র । দুই পুষ্প আনি দিলা পাইএক আনন্দ ॥ তবে বৃন্দা
 দেবী নিজ কৌশলাদি যত । কৃষ্ণকে দেখায় কুণ্ড সামগ্র্যাদি
 কত ॥ সামগ্রী দেখিয়া রাই স্মৃতি করাইল । কুণ্ডের ঈশান
 কুণ্ডে কৃষ্ণ লঞা গেল ॥ মদনানন্দদা নাম বিশাখার কুণ্ড ।
 পুষ্পময় সব স্থল ভ্রমরাদি গুণ্ড ॥ কৃষ্ণ গানে হৃষ্ট হৈলা সে

কুঞ্জ দেখিয়া । রহিল কৰ্ত্তব্য লীলা সঙ্কল্প করিয়া ॥ বিশাখার
 শিষ্যা যজ্ঞমুখী বৃন্দা সনে । করিয়াছে বহু বিধি সামগ্রী
 সাধনে ॥ তাহা দেখি কৃষ্ণচন্দ্র উৎকণ্ঠিত হৈলা । বৃন্দাদেবী প্রতি
 কিছু কহিতে লাগিল ॥ ভাগ্যে যদি প্রিয়া এথা আইসে বিশ্ব
 বিনে । তবে সে সাক্ষ্য কুঞ্জ সামগ্র্যাদি গণে ॥ তুলসী দেখিয়া
 গেল শৈব্যা মোর কাছে । শুনিয়া রাধিকা এথা না আইসে
 পাছে ॥ অতএব কেহ যাঞ কহয়ে তাঁহারে । শৈব্যা এথা নাই
 আমি আছি একেশ্বরে ॥ ধনিষ্ঠা তৎকাল তুমি করহ গমনে ।
 আমার অবস্থা এই কহ তার স্থানে ॥ যাতে হৈতে কন্দর্পের
 উদ্দীপন হয় । যাতে হৈতে মনে অতি লালসা বাঢ়য় ॥ প্রণয়ে
 ব্যাকুল করি তুষা বাড়াইয়া । শীঘ্র এথা আন রাই বিলম্ব
 তেজিয়া ॥ বৃন্দা তুমি এক সখী রাখ গোষ্ঠপথে । কোন সখা
 আইসে পাছে মোরে অন্ত্রিষিতে ॥ তবে তাঁরে প্রতারণা করি-
 য়া ফিরায় । এই কার্য কর তুমি বড়ই ত্বরায় ॥ গৌরী কুণ্ড
 পথে রাখ সখী এক আর । শৈব্যা আদি আইলে করে বঞ্চনা
 প্রকার ॥ পক রস্তা ফলে মধুমঙ্গলের আঁখি । বৃন্দাকে কহেন
 কৃষ্ণ তার লোভ দেখি ॥ বটুর উদর ভর পক রস্তা ফলে । এত
 শুনি বটু কিছু হাসি কৃষ্ণে বোলে ॥ বৃন্দার কি দায় তোমার
 আত্মা প্রমাণ । এত কহি খায় রস্তা যত মনোমান ॥ যথা যথা
 কহে কৃষ্ণ সখি নিরোজিতে । তথা তথা বৃন্দাদেবী লাগে পাঠা-
 ইতে ॥ তা সবা পাঠাঞ কৃষ্ণ রহে উৎকণ্ঠাতে । নেত্র আরো-
 পিয়া রহে রাধিকার পথে ॥ হাস্য সহ মুখপদ্ম দেখিতে তাহার
 কৃষ্ণ চিত্ত উৎকণ্ঠাতে ভরিল অপার ॥ শতেক জলধি প্রায়
 গভীরতা যার । সে কৃষ্ণ অধৈর্য্য ক্রমে লক্ষ যুগাকার ॥ এহোত
 বিচিত্র নহে প্রণয় স্বভাব । সহজেই এই মত অন্যান্যতে ভাব ॥

এইত কহিল রাধাকৃষ্ণের বর্ণন । সংক্ষেপ করিয়া কৈল দ্বিগ
দরশন ॥ গোবিন্দ লীলামৃতে আছে এসব বর্ণন । প্রাকৃত বুঝি-
তে কিছু কহিল কখন ॥ এই কথা যেই শুনে সেই তাহা পায় ।
চিতে বৈসে রাধাকৃষ্ণ পাবার উপায় ॥ এইত পূর্কার লীলা
কৃষ্ণের কহিল । মহাজন মুখে কথা যেমত শুনিল ॥ গোবিন্দ
চরিতামৃত সদা যেই শুনে । তাহার চরণ ধূলা মুই কর পানে ॥
রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে । এ যদুনন্দন কহে
পূর্কার বিলাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ বর্ণনো নাম
সপ্তমঃ সর্গঃ ॥ ৭ ॥

মধ্যাহ্নেহন্যোন্মাদিত্ত বিবিধ বিকারাদি ভূষা
প্রমুখৌ, বাম্যোৎকণ্ঠাতি লোলোন্মদমথ ললিতা-
দ্যালি নর্ম্মাপ্ত সাতৌ । দোলারণ্যাসু বংশী হৃতি রতি
মধুপানার্ক পূজাদি লীলৌ, রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণৌ
পরিজন ঘটয় সেব্যমানৌ স্মরামি ॥

জয় শ্রীচৈতন্য প্রভু করুণা সাগর । জয় রূপ সনাতন এ দীন
বৎসল ॥ জয় রঘুনাথ তট রঘুনাথ দাস ॥ জয় শ্রীগোপাল
তট কৃষ্ণ প্রেমোজ্জ্বল ॥ জয় জয় শ্রীজীব গোদামি দয়াল । জয়
ব্রজবাসী ভকত রসাল ॥ এবে কহি কৃষ্ণের মধ্যাহ্ন লীলাগণ ।
যাহা শুনি সুখি হয়ে প্রেমী ভক্তগণ ॥ মধ্যাহ্ন লীলার কথা
বাহুল্য বিস্তার । সংক্ষেপে কহিয়া বুঝি আপন অন্তর ॥ তথা
শ্রীরাধিকা চিত্ত কৃষ্ণের বিচ্ছেদে । উৎকণ্ঠাতে সর্বোদ্রিয় করে
বহু খেদ ॥ বিশাখাকে কহে ধনী সেই সব কথা । প্রথম ইন্দ্রি-
য় চেষ্টা হরণ আছে যথা ॥ যথারাগ ॥

সৌন্দর্য্য অমৃত সিদ্ধ, তাহার তরঙ্গ বিন্দু, তরুণীর
 চিত্তাদ্রি ডুবায়ে । কৃষ্ণ রম্য নর্য্য কথা, সুধু সুধাময় গাথা,
 তরুণীর কর্ণানন্দ ময় ॥ সখী হৈ কহে এবে কি করি উপায় ।
 কৃষ্ণাঙ্গ মাধুরী ছান্দে, মর্কেন্দ্রিয়গণ বাঞ্ছে, বলে পঞ্চেন্দ্রিয়
 আকর্ষয় ॥ ৩৮ ॥ কোটি চন্দ্র সুশীতল, অঙ্গ ক্ষিতি তাপ হর,
 গন্ধ সুধা জগৎ প্লাবিত । অধর অমৃত সার, কি কহিব সখী
 আর, বিচারিতে সব বিপরীত ॥ নবীন জলদ ছাতি, বসন
 বিজুরি ভাঁতি, ত্রিভঙ্গিম বন্যাবেশ তায় । মুখপদ্ম জিনি চান্দ,
 নয়ন কমল ছান্দ, মোর নেত্র সেই আকর্ষয় ॥ ঘেঘ জিনি কণ্ঠ
 ধ্বনি, নুপুর কিকিণী মণি, মুরলী মধুর ধ্বনি তায় । সনর্ম্ম বচন
 ভাঁতি, রত্নাদির মোহে মতি, কর্ণ স্পৃহা তাহাতে বাঢ়ায় ॥
 কৃষ্ণের অঙ্গের গন্ধ, মৃগমদ করে অন্ধ, কুকুম চন্দন দিল তায় ।
 অগুরু কপূর তাতে, যাহাতে বুবতী মাতে, মোর নাসা সেই
 আকর্ষয় ॥ বক্ষস্থল পরিশর, ইন্দ্র নীলমণি বর, কপাট জিনি-
 য়া তার শোভা । সুবাহু অর্গল ছন্দ, কোটিন্দু শীতল অঙ্গ,
 আকর্ষয়ে সেই বক্ষ লোভা ॥ কৃষ্ণাধরামৃতময়, যার হয়
 ভাগ্যোদয়, তার লব সেই জন পায় । কৃষ্ণ চব্য পান শেষ,
 জিনিয়া অমৃত দেশ, জিহ্বা মোর সেই আকর্ষয় ॥ রাখার উৎ
 কণ্ঠা বাণী, বিশার্থিকা তাহা শুনি, কৃষ্ণ সঙ্গ উপায় চিন্তিতে ।
 হেন কালে শুন কথা, তুলসী আইলা তথা, গন্ধ পুষ্প গুঞ্জার
 সহিতে ॥ কৃষ্ণ মালা পুষ্প লঞা, তুলসী আনন্দ পাঞা, আই-
 ল। অতি দ্বারিত গমনে । তারে প্রফুল্লিত দেখি, রাই মনে
 হৈল। সখি, কহে দাস এষদ্বন্দনে ॥

তুলসী আসিয়া কহে সব বিবরণ । শুনিতেই রাই হৈলা
 মহাহর্ষ মন ॥ ললিতার হাতে দিলা পুষ্প গুঞ্জাহার । তাহা

পায়ে তেহঁ। হৈলা প্রফুল্ল অপার ॥ ধনী কণ্ঠে শুভ্রাশালা
 সমর্পি ললিতা ॥ ৫ ॥ স্পক যুগল দুই কর্ণাবতংসিতা ॥ কৃষ্ণাক্ষ
 সৌরভ্য গণ লাগিয়াছে ভাতে । তার স্পর্শে রাধিকাক ভেল
 পুলকিতে ॥ প্রফুল্ল সরোজ নেত্র সরস হইলা । যেন কৃষ্ণ সর্ব
 অঙ্গ পরশ পাইলা ॥ সর্কাক কাঁপয়ে ধনী আনন্দ হিলোনে ।
 গন্ত কামা হয়ে রাই রহে নিজ স্থলে ॥ ধীরতা বাসতা সখী
 সূক্ষ্মবুদ্ধি দিল। । তেই সে কারণে ধৈর্য্য হইয়া রহিল। ॥ তবে
 ততুলসী আসি কহে ভক্তি কথা । শৈব্যা বাক্যজালে বদ্ধ
 কৃষ্ণসার তথা ॥ চন্দ্রাবলী সখী অন্ধ বদ্ধ কৃষ্ণ করি । উদ্ধার
 করিতে যুক্ত ব্যাক্ত পরিহরি ॥ তথাপি হঠাৎ কর্ম কভু না ক-
 রিবে । তবে যদি কর তবে অনর্থ হইবে ॥ পণ্ডিত যে হয় কর্মে
 বিচার করয় । তবে সে সে সব কর্মে ভাল ফল হয় ॥ ললিতা
 কহেন ভাল কাঁহলা তুলসী । কৃষ্ণের নিকটে যবে শৈবা থাকে
 আসি ॥ সঙ্কেত ভবনে কৃষ্ণ না থাকয়ে যবে । আবার ঘরের
 মান্য হানি হবে তবে ॥ ইহা শুনি নিতম্বিনী উৎকণ্ঠিতা মূর্তি
 অন্তরে হইলা কৃষ্ণ ছল্লভতা ক্ষুণ্ণ ॥ শান্ততী ননদী আদি
 সমা দ্বেষ করে । পতি কটুবানী কহে অত্যন্ত প্রথরে ॥ পদ্মা
 আদি বৈরিগণ অতি বলবান । গোধন সখ্যতে ব্যাপ্ত সব বৃন্দা
 বন ॥ বহু বিদ্রে কৈছে কৃষ্ণ মিলন দিবসে । এত অনুমানি
 ধনী ছাডেন নিশ্বাসে ॥ হুহা দুই বিধি আর কি বলিব
 তোরে । ছল্লভ করিলে কৃষ্ণ দুঃখ দিতে আরো ॥ একপরাধি-
 কা চেটো ব্যাকুল মানসে । এইকালে সুকুশল দেখিলা হরিবে
 বাহিরে দৈবজ্ঞ কহে বৃষ আজি সুলভ । কেহ প্রতি কহে রাই
 সখ অন্তর ॥ বাম শুক উরু বাহু নয়ন নাচয় । দেখি সুখা

মুখী মনে আনন্দ বাড়য় ॥ যদ্যপি আপন অঙ্গে মঙ্গল দেখি
 ল। বাহিরে মঙ্গল কথা সকল শুনিল ॥ তথাপিও নহে কৃষ্ণ
 প্রাপ্তির প্রতীতে। প্রণয়ে অনিষ্ট চিন্তা হইয়াছে চিত্তে ॥ কৃষ্ণ
 বার্তা প্রাপ্তি তক্ষণ যবে হৈল তারে। ধনিষ্ঠিকা সেইস্থানে আই
 লা। সেকালে ॥ কৃষ্ণের প্রেমিতা ইহা জানিল রাধিকা।
 হর্ষ আদি ভাবে অঙ্গ ভরিল অধিকা ॥ কৃষ্ণ বার্তা শুনিবারে
 ব্যাকুল আছয়। ছল করি পুছে তারে হর্ষানন্দময় ॥ রাধিকা
 পুছেন সখী আইলা কোথা হৈতে। ধনিষ্ঠিকা কহেন শ্রীহৃন্দাবন
 হইতে ॥ সুধামুখী কহে কিয়ৈ মাধব সুসমা। কেমন দেখিলা
 তার কহত মহিমা ॥ গোত্রশ্রেষ্ঠ ধরাধর কেমন দেখিলা।
 বাহা হৈতে ব্রজজন ধন রক্ষা পাইলা ॥ ছুই প্রপন্ন কৈলা যবে
 রাধা সুবদনী। ধনিষ্ঠিকা কহে তারে তৈছে ছল বাণী ॥ বন
 মালাগঞ্জে সব অলিরন্দ ধায়। তিলক কপালে শোভা মনো
 হয় তায় ॥ যুবতী জনের মনে কাম বৃদ্ধি করে। এইমত পূর্ণ
 উৎকণ্ঠিকাতেই ভরে ॥ মাধবিয় শোভাগণ এইমত হয়।
 বর্ণনা করয়ে তাহা হেন কে আছয় ॥ ধরাধর ধাতুচয় রচি
 রাছে ভাল। চিত্ত আকর্ষয় বেণু ধুনি সুবিশাল ॥ মেঘ হৈতে
 ধেনু ভয় সব দূর কৈল। সখা ধেনু শৃঙ্গ সঙ্গ একত্র মিলিল ॥
 এইমত গোবন্ধন ধরের সুসমা। কে কহিতে পারে যেই তাহা
 র উপমা ॥ ধনিষ্ঠার বাক্য ভঙ্গি মধুপান হৈতে। রাধিকার
 চিত্ত বিত্ত হৈল উনমত্তে ॥ ব্যক্ত কথা শুনিবারে উৎকণ্ঠা বাঢ়ি
 ল। তবে ক্রমে ব্যক্ত কথা পুছিতে লাগিল ॥ সুধামুখী কহে
 কোথা করিবে গমন। ধনিষ্ঠা কহয়ে প্রায় এথা আগমন ॥ রাই
 কহে কি কারণে কহ সুনিশ্চয়। তেহেঁ কহে সমাচার কোন
 এক হয় ॥ রাই কহে সমাচার কহবা কাহার। তেহেঁ কহে

কহিয়াছে ব্রজেন্দ্র কুমার ॥ রাই কহে কি কহিল। কহত নিশ্চয়
 তেহে। কহে কামবৈরি বাণ বরিষর ॥ কৃষ্ণের সহায় হীন সঙ্গে
 মাত্র ছায়। ॥ ধনুর্বাণ নাই তাতে মুক্ত সব কার্য। ॥ তাহার সহি
 তে বহু-সামন্ত আইল। কুলধনু নিজ করে আপনে ধরিল। ॥
 কৃষ্ণ কপ মদনের কৈল পরাজয়। তে কারণে, ক্রোধ তার হৈল
 অতিশয় ॥ সঙ্গে ভূঙ্গ পিক আর বসন্ত বাতাস। তোমার কুণ্ডের
 বন বেটিল চৌপাশ ॥ এই সব সেনা লয়ে কৃষ্ণ বিদ্রু করে।
 তাহা লাগি তুয়া সঙ্গ সদা বাঞ্ছা ধরে ॥ তোমা সব। রক্ষা
 তেহে। অনেক করিল। ॥ দৈব বলে এইবার শঙ্কটে পড়িল। ॥
 তোমার সঙ্গতি মাত্র তারণ তাহার। অতএব তারণ কর তাহার
 তৎকাল ॥ না করিলে কৃতঘ্নতা তোমার হইবে। পুনর্বার সে শ
 ঙ্কটে আপনে পড়িবে ॥ মদনমোহন করি যদি বল তাঁরো তোমা
 বিদ্রু মদনেরে জিনিবারে নারে ॥ কৃষ্ণ কাপে জগম্বন মোহন
 করয়। আপনে মদন স্থানে বিমোহন হয় ॥ তোমার সহিতে
 যবে সঙ্গ হয়ে তার। তবে সে মদনে মুচ্ছা পারে করিবার ॥
 প্রফুল্ল কুসুম কুঞ্জে বসিয়া আছয়ে। ভূঙ্গ পিক সর্ব তারা সুধুনি
 করয়ে ॥ হৃদয়ে সঙ্কল্প মাত্র নানা লীলা করে। বসিয়াছে পদ্ম
 তম্প সুগন্ধি উপরে ॥ কহয়ে তোমার কথা কৃষ্ণ বলবান। ক-
 ন্দর্পকদনে তাঁর ধৈর্য কৈল আন ॥ নবীন জলদ ছাতি কনক
 বসন। মকর কুণ্ডল কানে কমল বরান ॥ চন্দন চর্চিত অঙ্গ
 শ্রীপদ্ম নয়ন। স্বর্ণ যুগ্মি মালা গলে ত্রিভঙ্গিমঠাম ॥ চুড়ার
 উপরে শিখীপিচ্ছ ভাল সাজে। এইরূপে বসিয়াছে কৃষ্ণ কুঞ্জ
 মাঝে ॥ শ্রীঅঙ্গ তারুণ্য লক্ষ্মী অমৃত সাগর। সে অঙ্গ সৌন্দর্য্য
 জল অতি মনোহর ॥ অঙ্গের লাবণ্য যেন সমুদ্র তরঙ্গ। কন্দর্প
 ভাবের ভূমি আছে কত ভঙ্গ ॥ বংশীধ্বনি বায়ু তাতে অত্যন্ত

প্রবল । যুবতীর চিত্ত বিত্ত করয়ে তরল ॥ তরুণীর চিত্ত নেত্র
 তনু ডুবাইল । ডুবিয়া রহিল তাতে উঠিতে নারিল ॥ হেন
 কৃষ্ণ মনমথ বাণে বিদ্ধ করে । তুয়া পথ নিরীথয়ে কাতর অন্ত
 রে ॥ বিদগ্ধ শেখর কৃষ্ণ তুমি বৈদগ্ধবী । কৃষ্ণ নবযুবা . তুমি
 তরুণ অবধি ॥ তোমার লাগিয়া কৃষ্ণ তুষিত অন্তরে । কৃষ্ণ
 লাগি তুয়া তৃষ্ণা বুঝি যে বিচারে ॥ কৃষ্ণের সুবেশ অঙ্গ নাধু-
 র্যের সীমা । তুমিহ সুবেশ ভঙ্গী রূপ অনুপমা ॥ অতএব
 তার স্থানে তৎকাল চলহ । তারে সমর্পিয়া বেশ সাফল্য করহ
 প্রেমোদ্ভাস্ত কৃষ্ণচন্দ্র অরাকান্ত মন । মূচ্ছান্তি করিল চিত্ত
 তোহে সমর্পণ ॥ নিজ চিত্ত রাখে তেহে । তোমার আশ্রয়ে ।
 নিবেদিল এই তার যত দশা হয়ে ॥ ধনিষ্ঠা বচনামৃত রাই
 কৈলা পান । তৎসুখ্য জড়তা ভেল চিত্তের পয়ান ॥ সর্ব
 ভাব প্রকট হইল প্রতি অঙ্গে । ভাব স্বকপিণী ধনী বিভাব
 তরঙ্গে ॥ গমন ত্বরিতা । ভেল যবে নিতম্বিনী ॥ কুন্দলতা আসি
 তাঁরে কহে মধুবানী । সূর্য্যপূজা ছলে বহু ত্বরী প্রকাশিয়া ।
 উঠাইলা রাই করে যতনে ধরিয়া ॥ কুন্দলতা হস্ত রাই
 বাহু হস্তে ধরে । দক্ষিণ হস্তেতে নিলা কমল যে করে ॥
 তুলসী ধনিষ্ঠা অঙ্গে বিশাখিকা পাশে । ললিতান্য পাশে
 আর সখী চারিপাশে ॥ চলিলা সুন্দরী কৃষ্ণ দরশন আশে
 নিজ সম সখী সঙ্গে গমন হরিষে ॥ রাধা কৃষ্ণ পাদপদ্ম সেব
 ন কারণে । দাসীগণ লয়ে বহু সেবোপকরণে ॥ শ্রীকৃষ্ণ গুণ
 সঙ্গে বহু দাসীগণ । তা সবার হাতে সূর্য্য পূজোপকরণ ॥ ত্র
 জের বাহির হৈতে অঙ্গল দেখিলা । কৃষ্ণ পাব করি মনে আন
 ন্দ বাঢ়িলা ॥ দক্ষি পাত্র লয়ে এক সুন্দরী যুবতী । ধেনু বৎস
 এক ঠাঞি দেখে শুদ্ধমতি ॥ চাবপক্ষী দ্বিজ আর নকুলাদি

গগ। মৃগাবলি রূষ দেখি আনন্দিত মন ॥ নদী মধ্যে পদ্ম তাতে
 ভ্রমরার পাঁতি । খঞ্জন যুগল নাচে তাতে মদে মাতি ॥ দেখি
 তে কৃষ্ণের মুখপদ্ম অতি হৈল । মুখ নেক অলকা দি করিয়া
 মানিল ॥ মঞ্জল শকুন গণ এমতি দেখিয়া । বিবিধ কুটিল
 হাস্য উল্লাসিত হরা ॥ সহচরী সঙ্গে চলে গজেন্দ্র গমনী ॥
 কানন নিকটে গেলা সুচন্দ্র বদনী ॥ সখীগণ কহে দেখ বনে
 র মাধুরী । মাধবীয় শোভা আছে পরবেশ করি ॥ বৃক্ষ লতা
 প্রফুল্লিত সৌরভ পূরিত । চটকের ধ্বনি অলি পিক গায় গীত
 শ্রামলতোজ্জ্বল আর তিলক বিকাশ । বিশান অজ্জুন হলি
 প্রিয় পরকাশ ॥ শিখীদল শ্রেণীভূষা চম্পক কেশর । কাঞ্চন
 বিক্রম মালা অতি মনোহর ॥ তমালের কান্তিগণ দেখিতে
 সুন্দর । গুঞ্জাপুষ্প বিরাজিত ছায়া শ্রমহর ॥ বেগু ধ্বনি মনো
 হর চন্দনা দি গণ । মন্থথ শঙ্কুল নব বয়স লক্ষণ ॥ দেখ সখী
 বন নহে কৃষ্ণ তনু সম । অতএব কহিনহে অতি অনুপম ॥ যে
 খানে যেখানে দেখে সুচন্দ্র বদনী । সেখানে সেখানে সব কৃষ্ণ
 তনু মানি ॥ সেখানে হৃদি বিক্রে মনোরথে । সেবাণে বিহ্বল
 হয়ে চলে সেই পথে ॥ রাই সখীগণ সহ এছন বেষ্টিত । তৈছ
 ন দেখিয়ে বন শোভায় রচিত ॥ প্রফুল্ল সহচরী সহ অলি
 বনমালা । বিশাখাদি করে ছায়া মদন আকুল ॥ প্রফুল্ল মঞ্জল
 সব স্বরূপ শোভিতা । সুশীতল কুঞ্জ কৃষ্ণ ইন্দ্রিয় তর্পিতা ॥ সুবয়
 সুসমা পূর্ণ বৈকল্য বাসকা । সব বন শোভা যেন সসখী রাধি
 কা ॥ বন দেখি রাই মনে সন্দেহ জন্মিল । বিচার করিতে অতি
 চিন্তিত হইল ॥ যুথেশ্বরী বৃন্দ সখী সঙ্গে করিয়া । কৃষ্ণের
 উদ্দেশ করে বনে প্রবেশিয়া ॥ সবই নিপুণ কেন কৃষ্ণ না
 পাইবে । রসলোভি কৃষ্ণ পাইলে কেন বা ছাড়িবে ॥ এইকালে

পাথে দেখে মৃগ আর শিখী । কৃষ্ণমৃগী শিখী বুদ্ধি হৈলা তাহা
 দেখি ॥ তমাল বৃক্ষের নূলে সুবর্ণের চারা । হেমবাথি লতা
 তাহা বেড়িয়া উঠিল ॥ শাখা অগ্রভাগে নাচে বহু শিখীগণ ।
 দেখি বিচিকীর্ষা হৈলা রাধিকার মন ॥ প্রেম ঈর্ষা সর্পে আসি
 করিল দংশন । নষ্ট হৈল যত বুদ্ধি বিচক্ষণ ॥ ভ্রু ভঙ্জ করিয়া
 দেখে অতি রোম চিত্তে ! ধনিষ্ঠাকে নিতম্বিনী লাগিয়া কহিতে
 কি ক্ষেথিয়ে ধনিষ্ঠিকা সম্মুখে আমার । তেহো কহে কোথা
 কিবা দেখ তুমি আর ॥ রাই কহে দেখ আগে কি কহিব
 আমি । তেহো কহে বন মাত্র এই সত্য জানি ॥ রাই কহে
 তবে এই সম্মুখে কি হয়ে । তেহো কহে বন বিহু অন্য
 কিছু নহে ॥ রাই কহে ধূর্তে নেত্র মিলিয়া না চাও । অপূ
 র্ব শঠেন্দ্র নৃত্য দেখিতে না পাও ॥ ললিতা প্রভুতিগণে
 কহে তবে রাখা । বিরস বদনে কহে পাঞা যেন বাধা ॥ কৃষ্ণ
 নটনটী সঙ্গে দেখ সখীগণ । ধনিষ্ঠা আনিলা যাহা দর্শন
 কারণ ॥ রতি চোর কৃষ্ণ তার দৃতি ধনিষ্ঠিকা । এই সব দেখা
 ইরা সুখী কৈলাধিকা ॥ কৃষ্ণের সুরঙ্গ দেখ রঙ্গিনী ছাড়িয়া ।
 বিলাস করিছে অন্য হরিণী লইয়া ॥ আমারে দেখিয়া তারে
 ত্যাগ নাহি করে । শঠ সঙ্গে সঙ্গী হঞা শঠতা আচরে ॥
 কৃষ্ণের ময়ূর দেখ তাণ্ডবী ধূর্ততা । আমার সঙ্গিনী সুখী ত্য
 জিয়া সৰ্বথা ॥ অন্য ময়ূরীর সনে বিলাস করয়ে । আমারে
 দেখিছে তবু তারে না ছাড়য়ে ॥ এই সব কথা শুনি হাসে ধনি
 ঠিকা । কহয়ে তোমার নাট দেখিল অধিকা ॥ যে সব শুনিল
 এই তুয়া নাট কথা । শুনি সব সুখী সুখ পাইলা সৰ্বথা ॥
 কৃষ্ণের নিকটে সব কহিব যাইয়া । অতি সুখি হবে তেহো
 এ নাট শুনিয়া ॥ গুণজ্ঞ নিকটে যদি গুণ কথা হয় । শুনিতেই

তার চিত্তে সুখ উপজয় ॥ যেখানে অত্যন্ত রাগ তার এই
 রীতি। সুলভ হইলে কৃষ্ণ চুল্ল ভঁতা ক্ষুৰ্ভি ॥ কৃষ্ণপ্রাপ্তি সদা রাই
 চুল্ল ভঁমানয়ে। মানাবিধ বিঘ্ন শঙ্কা মনে উপজয়ে ॥ সখীরূপ
 মুখের হাস্য দেখি সুবদনী। সবিস্ময় হঞা মনে তবে অনুমানি ॥
 পুনর্বার দেখে ধনী তরু সঙ্গে লতা। তাহাতে হইলা রাই
 অতি সলজ্জিতা ॥ এইরূপে কৃষ্ণ সঙ্গে রঙ্গ লাগি ধনী। প্রেমের
 উন্নত। মনে নানা ভ্রম মানি ॥ বৃন্দাবন দেখি কৃষ্ণ মাধুর্য্য
 লালসা। উদ্দীপনাগণ বহু বাড়াইল আশা ॥ এইরূপে গেলা
 রাই সূর্য্যের ভবন। কামরূপ বাটী নাম কুঞ্জ বিলক্ষণ ॥ পুষ্প
 ময় কুঞ্জ তাতে আছে সূর্য্যমূর্ত্তি। তথা যাই কৈলা ধনী তা-
 হাকে প্রণতি ॥ বন্ধাঞ্জলি হঞা বর মাগেন তাহারে। নিৰ্ব্বিলম্বে
 কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গে হউক মোরে ॥ প্রতিমা দেখিল অতি প্রফুল্ল
 বদন। তাহা দেখি হৈলা রাই প্রফুল্লিত মন ॥ পুনঃ তারে প্রণাম
 করিয়া চলে ধনী। পূজার সামগ্রী সঙ্গে রাখে কথোজনি ॥
 ললিতার আক্ৰা পাঞা দাসিরা রহিলা। তবে সব সখী সঙ্গে
 কুঞ্জে প্রবেশিলা ॥ কৃষ্ণাক্ষ সৌরভে পূর্ণ হৈল সেইস্থল। মৃগ
 মদ সহ যৈছে নীল উৎপল ॥ সে গন্ধ পাইয়া রাই আপনা পা-
 সরে। উনমত্ত ভঙ্গ প্রায় ইতস্তত চলে ॥ ওথা কৃষ্ণ রাধিকাক্ষ
 সৌরভ্য পাইলা। কাশ্মীর অম্ল জলিগু সুগন্ধি ভরিলা ॥ সর্ব্ব
 বনময় গন্ধে ব্যাপ্ত হঞা রহে। গোবিন্দ নামার ঘূর্ণ তাতে
 শীঘ্র হয়ে ॥ পুলকে ভরিলা অঙ্গ জড়তা হইলা। রাই আগমন
 জানি বৃন্দা পাঠাইলা ॥ বৃন্দাদেবী আইলা যদি রাইর নিকটে
 নরাখ্যায়। কুঞ্জ রাজধাম নবতটে ॥ বৃন্দাকে দেখিয়া রাই
 মহোৎসুকা হৈলা। স্ব অভীষ্ট সিদ্ধি। মূর্ত্তি তাহারে দেখিলা ॥
 কৃষ্ণোত্তম ইন্দীবর যুগল আনিয়া। রাই হস্তে দিলা বৃন্দা

আনন্দ পাইয়া ॥ কৃষ্ণ অঙ্গ সঙ্গ গঙ্গ তাহাতে লাগিলা । তাহা
 র পরশে কৃষ্ণ পরশ জাগিলা ॥ তাহাতে উদ্ভব হৈল যত ভাব
 গগন । যত করি রাই তাহা কৈলা আবরণ ॥ বৃন্দাদেবী দেখি
 পুছে তবে সুনয়নী । সংলাপ আখ্যান এই শাস্ত্রেত বাখানি ॥
 রাই কহে বৃন্দা তুমি আইলা কোথা হৈতে । বৃন্দা কহে কৃষ্ণ
 পাদ নিকট হইতে ॥ সুধামুখী কহে তেহেঁ । আছে কোনস্থানে ।
 তেহেঁ কহে বসিয়াছে তুমি কুণ্ডবনে ॥ নিতম্বিনী কহে তাহাঁ
 কি কৰ্ম করয় । তেহেঁ কহে নৃত্য শিক্ষা আবেশে রহয় ॥ রাই
 কহে গুরু কেবা করাইছে শিক্ষা । তেহেঁ কহে দংশদিগে তুমি
 মূর্ত্তি দীক্ষা ॥ তরুলতা আগে আগে নটী হঞা নাচে । কৃষ্ণচন্দ্র
 নাচি ফিরে তার পাছে পাছে ॥ রাই কহে বৃন্দা তুমি না জান
 বিশেষ । চন্দ্রাবলী লাগি তাঁর এতক আবেশ ॥ শৈব্যা বায়ু
 পদ্মা সখী গঙ্গা আনি দিল । সেই গঙ্গে কৃষ্ণ ভঙ্গ উন্নত হইল ॥
 বৃন্দা কহে সত্য রাধে যে কহিলা তুমি । তাহার বিশেষ শুন যে
 কহিয়ে আমি ॥ কৃষ্ণ বানী বধনা বারু শৈব্যা উড়াইলা । চন্দ্রা
 বলী সহ গৌরীতীর্থে লঞা গেল ॥ তবে সুধামুখী কহে কি
 কাষ সে কথা । মানার্থ যাইব শ্যামকুণ্ড আছে যথা ॥ পাতাল
 গঙ্গার জলে স্নানাদি করিয়া । বৃন্দা আজ্ঞা মিত্রপূজা করিব
 যাইয়া ॥ পূজা করি শীঘ্র নিজ গৃহে যাইতে চাই । তবে বৃন্দা
 দেবী প্রতি পুনঃ পুছে রাই ॥ বৃন্দা তুমি কোথা যাবে বল সুনি
 শ্চয় । বৃন্দা কহে তুমি পাদপদ্ম সে আশ্রয় ॥ নিতম্বিনী কহে
 কিরা আছে প্রয়োজন । বৃন্দা কহে কহি তুমি রাজ্য বিবরণ ॥
 রাই কহে কহ শুনি কেমন বৃত্তান্ত । বৃন্দা কহে শ্রীমাধব শোভা
 তে নিতান্ত ॥ বৃন্দাবন বাঞ্ছে তুমি রূপাবলোকন । এই সব
 সমাচার কৈলু নিবেদন ॥ শুনি কহে কুন্দলতা প্রগল্ভ চরিতা ॥

নিজকূটদূত্য বৃন্দা ঘুচাই সর্বথা ॥ জটিনা আমাকে রাই কৈলা
 সমপন । সূর্য্য পূজিবারে যাব সূর্য্যের ভবন ॥ পাতাল গঙ্গার
 জলে স্নান করাইয়া । সূর্য্যবেদী যাব ইহা নিভূতে লইয়া ॥
 কৃষ্ণ গন্ধ ঘাই । আছে তাহাঁনা যাইব । জটিলার আজ্ঞা আমি
 যতনে পালিব ॥ মানস গঙ্গাতে আজি না যাব সর্বথা ।
 সখা সঙ্গে খেলু লয়ে কৃষ্ণ আছে তথা ॥ বৃন্দা কহে শুন কুন্দ
 লতানাই ভয় । কৃষ্ণ চিত্ত গঙ্গায় কভু নহেত নিশ্চয় ॥ উপায়
 সুন্দর কহি শুন মন দিয়া । কৃষ্ণ নাই দেখে আর স্নান কর
 গিয়া ॥ রাই কুণ্ডে আছে কৃষ্ণ মদন কদনে । বসিয়া রহিয়াছেন
 সমাধি নয়নে ॥ বাসন্তির বন পথে তোমরা যাইয়া । পরম প
 বিত্র তীর্থে স্নান কর গিয়া ॥ সর্বথায় তথা কৃষ্ণ দেখিতে না
 পাবে । স্নান করি সবে সূর্য্য বেদিকে আসিবে ॥ শুনিয়া ললি
 তা কহে শুন কুন্দলতা । তোমার দেবর কৃষ্ণ কর কেন চিন্তা
 প্রগল্ভা হইয়া তুমি অপ্রগল্ভা প্রায় প্রোচা হয়ে কেনে কর মুখ
 ব্যবসায় ॥ আপনার কুণ্ডে যায়ে স্নানাদি করিব । মাধবীর
 বন শোভা সমস্ত দেখিব ॥ কি করিতে পারে কৃষ্ণ আমা সবা-
 কারে । পূজা আদি করি যাব আপনার ঘরে ॥ নারী ক্রীড়া
 স্থান পুরুষ দেখিতে না পায় । সেখানে যে তাঁর স্থিতি অযো
 গ্যের প্রায় ॥ বৃন্দা তুমি আগে যাঞা তাঁরে নিষেধহ । সেখা
 ন হইতে শীঘ্র বাহির করহ ॥ গোপ তেহো গোপ সনে করুন
 বগতি । তৎকাল যাইয়া তুমি কহিবে এমতি ॥ বৃন্দা কহে
 আমি মৃত কৃষ্ণ মহাচণ্ড । আমি কি করিতে পারি দুর্জনের দণ্ড
 তুমি অতি চণ্ডী তুমি যাহ তার পাশ । যাইয়া শিশুপ্রতি
 কহ যেই ভাষ ॥ কুন্দলতা কহে বৃন্দা ভ্রান্ত হৈলা তুমি । বিচা
 রিয়া মনে বুঝ যে কহিয়ে আমি ॥ চণ্ডিকা ছাড়য়ে কভু শঙ্ক-

রের সঙ্গ। ব্যাপ্ত হইলে আছে তার অঙ্গ অঙ্গ সঙ্গ ॥ এইরূপে
 সখীগণ হাস্যমুখ দেখি । সুধানুখী উৎকর্ষিতা অবনত মুখি ।
 ভাবের গাভীয়া ধৈর্য্য করি নিজ অঙ্গে । কৃষ্ণ তৃষ্ণা নিবেদন
 করে বাক্যভঙ্গে ॥ রাই কহে ললিতাদি শুন সব সখী । এক
 প্রম্ম কথ্য মোর কহসবে দেখি ॥ চতুর্দিকে নবানুদ বৃন্দের
 উদয় । তৃষ্ণা চাতকেশ্বর তথাই কিরয় ॥ প্রতিপক্ষ বায়ু
 যদি তারে দূর করে । তবে সে চাতকেশ্বর কৈছন আচরে ॥
 বৃন্দা কহে শুন কহি ইহার বিশেষ । যাহাতে চাতকেশ্বর নাহি
 পায় ক্লেশ ॥ রাত্রি দিন রহে মেঘ সঙ্গিগণ লয়ে । নব নব রস
 বৃষ্টি সেচন করিয়ে ॥ অপেক্ষা না করে কার শঙ্কা নাহি মনে
 চাতকেশ্বরের তৃপ্তি করে অনুরূপে ॥ এক নিষ্ঠা দেখি হৃৎপায়
 মেঘগণ । পূর্ণ বৃষ্টি দিয়া তৃপ্তি করে তার মন ॥ অত্যন্ত নিরস
 মেঘগণ যবে আইসে । দেখিয়া চাতকেশ্বর সুখ নাহি বাসে ॥
 অতএব শ্রামকুণ্ডে সবে স্নান কর । সখী লয়ে মিত্রপূজা স্বচ-
 ন্দ আচর ॥ এথাই রহিব আমি আছে প্রয়োজন । এইরূপে
 তারা সব করিলা গমন ॥ এথা বৃন্দাদেবী শারী পাঠায় জ্বরাতে
 জটীলাদি বৃদ্ধাগণ আইসে যে পথে ॥ কীর পাঠাইলা যথা
 চন্দ্রাবলীগণ । গৌরীতীর্থ পথে কীর করিলা গমন ॥ তবে
 বৃন্দাদেবী সব সামগ্রী দেখিতে । সে গৃহে সামগ্রী দেখি হৈলা
 হরমিতে ॥ মধুকেলী সামগ্র্যাঙ্গি অনেক দেখিলা । হিন্দোলার
 সাজ যত প্রত্যঙ্গে দেখিলা ॥ মধুপান বনলীলা রতিলীলা
 করি । জললীলা ছুট বেশ সামগ্র্যাঙ্গি ধরি ॥ সুন্দর আসন
 শয্যা শুক পাঠ লীলা । পাশাখেলা আদি যত সামগ্রী দেখিলা
 সেই সেই স্থানে সব সামগ্রী পাঠায় । রাধাকৃষ্ণ আগমন সব
 রে জানায় ॥ লীলা পরিকর আর স্থাবর জঙ্গমে । হিরানন্দ

কৈলা কহি দোঁহা আগমনে ॥ তবে বৃন্দাদেবী কুঞ্জে লুকা-
ইয়া রহে । রাধাকৃষ্ণ স্মিলন আনন্দে দেখয়ে ॥ নান্দীমুখী
তাঁহা আসি হৈলা উপনীত । লুকায়ে রহিল বৃন্দাদেবীর স-
হিত ॥ দোঁহা দরশনে মুখ সমুদ্র উথলে । ভাবচন্দ্র দেখি বহে
প্রেমের কলোলে ॥ তাহা দেখিবারে বৃন্দা আর নান্দীমুখী ।
লুকাইয়া রহে কুঞ্জে হয়ে মহাসুখি ॥ ছুইপার্শ্বে বকুলের বন
পথ মাঝে । তার অন্তে সখী সঙ্গে রাধিকা বিরাজে ॥ তাঁরে
দেখি কৃষ্ণ চিত্তে মদন বিকার । উদয় হইলা নহে নিশ্চয় বিচার
কৃষ্ণ মনে কহে রাই ক্ষুণ্ণি বহুবীর । হইয়া বঞ্চনা বহু হঞা
ছে আমার ॥ রাধিকাহো কৃষ্ণ দেখা পাইলা আচম্বিতে । ক্ষুণ্ণি
ভয়ে তেহোঁ নারে নির্ণয় করিতে ॥ তমাল দেখিয়া পূর্বে কৃষ্ণ
জ্ঞান হৈল । সখীগণে হাস্য তাতে লজ্জা বহু পাইল ॥ এই
মত ছুইপাশ্বে ছুই আক্রমিল । দর্শন আনন্দে ছুই বিতর্ক
করিল ॥

যথা রাগঃ । কৃষ্ণ কহে রাই দেখি, হইয়া বিস্ময় আঁখি
কি কান্তি কুলের দেবী আইলা । তারুণ্য লখিমী কিবা, মাধুরি
মুরতি কিবা, লাবণ্যের বন্যা কি হইলা ॥ প্রাণ আনন্দে ভরল
মোর আঁখি । হেন বুঝি এই ধনী, রসময় স্বরূপিণী, মোর মন
করে যাতে সুখী ॥ আনন্দাক্তি নদী কিবা, অমৃত বাহিনী
কিবা, কিবা আইলা রাধা চন্দ্রামুখী । আমার ইন্দ্রিয় গণ,
করিবারে আত্মদান, সঙ্গে লয়ে আইলা সব সখী ॥ চকোর
আমার আঁখি, যার সুধাপানে সুখী, আইলা সেই সুচন্দ্রবদ
নী । মোর নাসা ভঙ্গরাজ, মধু পিয়ে যে সমাজ, সে পদ্মিনী
আইলা প্রাণধনী ॥ মোর ডিহা সুকাকিলা, রসাল পল্লব
ধারা, করহরে যার ভ্র্যা ধ্বনি । অনঙ্গ দাঁহন তনু, দেখি কর-

ণার জানু, সুধানদী আইলা আপনি ॥ ভাগ্য কম্পরূপ মোর
সকল নয়ন জোর, রাই আইলা নিকটে আবার । এবে সে
সাকল্য হৈল, মনে যত বিচারিল, এ যত্ননন্দন কহে ভাল ॥

পুনর্যথা রাগ । রাই কহে শুন সখী, সাক্ষাতে কি রূপ দেখি,
সত্যকৃষ্ণ কহ সব মোর । নবীন তমাল কিবা, নবীন জলদ
কিবা, কিবা ইন্দ্র নীলমণিবর ॥ ১৮ ॥ সখীহে দরশনে জুড়া
য় নয়ন । রূপ নহে রসসিক্ত, ইহার তরঙ্গ বিস্ত, ডুবায়ে ভুব
ন নারী প্রাণ ॥ অঞ্জন শিখর কিবা, মত্ত ভৃঙ্গপুঞ্জ কিবা, য
মুনা হইলা মূর্তি বতী । ইন্দীবর পুঞ্জ কিবা, ব্রজ স্ত্রী অপাঙ্গ
কিবা, কিবা দেখি মোর প্রাণপতি ॥ কিবা এ মন্থরাজ,
তাহার অতনু সাজ, কিবা এই রসরাজ রাজ । সেহো হয় তনু
হীন, এহো রহে পরবীণ, বুঝিতে না পারি কোন কায ॥
কিবা রস সুধানিধি, সব রস সুখাবধি, তার হয়ে বিথার অপা
রে । কিবা প্রেমামর তরু, প্রতি অঙ্গে প্রেমবরু, সেহোথির
চলিবারে নারে ॥ মোর নেত্র ভৃঙ্গ পদ্ম, কি কান্তি আনন্দ সদ্ব,
কিবা ক্ষুণ্ণ কহত নিশ্চয় । পুছিতে গদগদ বাণী, পুলকিতা
অঙ্গ ধনী, এযত্ননন্দন দাস গায় ॥

এই কথা শুনি তবে কহে সখীগণ । নিশ্চয় জানিহ এই
কমল নয়ন ॥ ললাটে কস্তুরী লিখে কুচে চিত্রকরে । নয়নে
অঞ্জন দেন শ্রুতি ইন্দীবরে ॥ মৃগমদ বিন্দু দেন চিবুক উপরে
পুষ্প অবতংসে যেহৌ, তোমার কুন্তলে ॥ তুরা প্রাণকান্ত
কৃষ্ণ দেখ পরতেক । ভাগ্য রাশি পূর্ণ তুরা ফলিল এতেক ॥
এই কাপে রাধাকৃষ্ণ প্রেমের স্বভাবে । স্বর্ষভাব বৃন্দে চিত্ত কৈলা
অতি ক্ষোভে ॥ অন্যান্য স্তম্ভ প্রায় ক্রণেক রহিল । কর্তব্য
যজনে দুহু প্রস্তুত হইলা ॥ এইত কহিল রাধা কৃষ্ণ দরশন ।

সংক্ষেপে কহিল করি দিগ দুরশন ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত
নবীন সর্বদা । সর্ব রসময় কথা সর্ব অভিষ্টদা ॥ রাধা-
কৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে । এ যত্ননন্দন কহে মধ্যাহ্ন
বিলাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে রাধাকৃষ্ণ মিলনং

নাম অষ্টমঃ স্বর্গঃ ॥ ৮ ॥

অথানয়োনাম নর্তকৌর্তো, প্রেমাস্বশিষ্যো তনু
নর্তকীভ্যাং । শিক্ষাগুরু নর্তক্যন্তং প্রবৃন্তো, বৃন্দাসখী
বৃন্দ সভাসদগ্ৰে ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় রূপাধাম । জয় জয় শ্রীকপ সনা-
তন নাম ॥ জয় রঘুনাথ ভট্ট দাস রঘুনাথ । জয় শ্রীগোপাল
ভট্ট জীব জীবনাথ ॥ রাধাকৃষ্ণ লীলা এই অমৃতের গাঁথা ।
মন দিয়া শুন এই রসময় কথা । এবে কহ রাধাকৃষ্ণ লীলা রস
ময় । মধ্যাহ্ন সময়ে মহা মহাসুখ হয় ॥ এইমতে রাধাকৃষ্ণ
দরশন হৈলা । দুহুঁ দোহুঁ । দরশনে আনন্দ, বাচিলা ॥ দুহুঁ
দাঁহা প্রেমগুরু শিষ্য তনু মন । শিষ্যে অপূর্ব নৃত্য অতি
মনোরম ॥ চাপল্য ত্রুৎসুক্য হর্ষ ভাব অলঙ্কারে । দুহুঁ মন
শিষ্য এই সব ভূষা পরে ॥ উদ্ভাস্বর জুতা আর সুদীপ্ত সাত্ত্বিক
এই সব ভাব ভূষা রাইর অধিক ॥ অযত্নজ শোভা আদি সপ্ত
অলঙ্কার । স্বভাবজ বিলাসাদি একাদশ প্রকার ॥ ভাবাদি অঙ্গ
তিন মৌখ্যার চকিত । দ্বাবিংশতি অলঙ্কারে রাধাকৃষ্ণ ভূষিত
ভাব হাব শোভা আর অযত্নাদি যত । স্বভাবজ আর সপ্ত সাত্ত্বিক

ক সুদীপ্ত ॥ উদ্ভাস্বর জুতা আদি আর কত কত । কৃষ্ণ তনু
 হৈলা এই ভাব বিভূষিত ॥ গোবিন্দের অঙ্গ নট এই অলঙ্কার ।
 পরি নৃত্য করে দেখে সখী পরিবার ॥ দুজনার অঙ্গ লক্ষীরঙ্গ
 স্থলে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হৈলা হর্ষ সখী চিত্ত ॥ ক্রমে দুহুঁ কলা
 নাট্য কৌশল করিয়া । তপ্ত দর্পে নিজ নিজ জয়াকাজ্ঞী হৈয়া ॥
 পরম বিস্তার নৃত্য যবে দুহুঁ কৈলা । তনুমন রত্ন সব সখী হর্ষে
 দিল ॥ নিতম্বিনী অঙ্গ নট রঙ্গস্থলে হেরি । নিজাক্ষি নর্তক
 দুই পাঠায়ে মুরারি ॥ তাঁর নৃত্য দেখি রাই মান্য বহু কৈলা
 কটাক্ষাবলোকণ ল দুই তারে দিল ॥ সখীগণ হর্ষ পায়ে
 নেত্রোৎপল দিল । এইরূপে মহা মহা আনন্দ বাটিল ॥
 আগে কৃষ্ণ দেখি রাই অতি সুখী হয়ে । হইল গমন হীন কুটিল
 হইয়ে ॥ বস্ত্রে মুখ আচ্ছাদেন বক্রতা করিয়া । আধেক বাঁপি
 লামুখ ঈষৎ হাসিয়া ॥ চঞ্চল নয়ন তারা কিছু বক্রগতি ।
 বিলাসাখ্য অলঙ্কার পরিলা এমতি ॥ একপ রাধিকা দেখি
 কৃষ্ণ পাইলা সুখ । পুনঃ টানে আগে পাছে লজ্জার উৎসুক ॥
 কৃষ্ণের পরশ লাগি আগে উৎসাহৈলা । সখী আগে আছে
 করি পাছে লজ্জা হৈলা ॥ প্রণয় বাসতা আসি প্রার্থ্য দেখায়
 বাসদিকে নিজ গৃহপথ নিরীক্ষয় ॥ ডাহিনে কুসুম বনে সঙ্কো
 পন আশে । এই ভাব কৃষ্ণ সুখ লাগি পরকাশে ॥ শ্রাম আগে
 গৌরাজীর ভাব বলবান । মনো রুতি সখী স্থিতি গতি নাহি আন
 কৃষ্ণ প্রমোদ্যাসে রাই উল্লাস পাইয়া । শ্রাম আগে রহে রাই
 প্রীতি ফিরাইয়া ॥ ত্রিভঙ্গ্য ভঙ্গী কটি চরণ মাধুরী । কামধনু
 জিনি ভুরু নর্তক চাতুরি ॥ ললিতা লালিত তনু মাধুরী রাধার
 তাক্ষাতে পুরিত হৈলা ললিতার্ষকার ॥ দেখিয়া কৃষ্ণের বাড়ে
 আনন্দ অন্তরে । সে আনন্দ হৈল যার নাহি পারাবারে ॥ কৃষ্ণ

চিত্ত নটরাজ শ্রেষ্ঠাদি চঞ্চলে । রাই তনু নট তোষে আলিঙ্গন
করে ॥ কৃষ্ণ কহে প্রিয়ে শীঘ্র আগমন হৈতে । বেশ বিপর্যয়
সব হয়েছে তনুতে ॥ তোমার চাঁঞ্চল্য বেশ দেখি মোর মন ।
পুনঃ বেশ করিবারে করয়ে যতন ॥ আগে আইস অঙ্গ বেশ
ভালমতে করি । পরশ ইচ্ছায় যবে এহে কহে হরি ॥ সমুদ্র
হইলা রাই চঞ্চল নয়নে । দেখি সুখি হৈলা কৃষ্ণ বক্সিম বয়ানে
লজ্জা শঙ্কা বাম্য রাই কৈল আকর্ষণ । লুকাইয়া বাম্য চলে
কুসুম ব্রোটন ॥ দেখি কৃষ্ণ শীঘ্র আসি পথ রুদ্ধ কৈলা । জঁর্বা
ক্রোধ আসি রাই মনে উপজিল ॥ অধরে চাপল্য মের ভ্রু ভ
ঙ্গী করয় । কিলকিঞ্চিতাদি ভাব করিলা উদয় ॥ এইকপ রাই
নেত্র বদন দেখিলা । সঙ্গ হৈতে কোটি সুখ কৃষ্ণ যে পাইলা ॥
কেশর কুসুম বৃক্ষ নিকটে আছিল ৷ সমুদ্রে তাহার ডাল রা
ধিকা ধরিলা ॥ কুসুম ব্রোটন ছলে ভাবের বিকারে । অবশ
হইল তনু আচ্ছাদন করে ॥ প্রফুল্ল হইল বৃক্ষ কৃষ্ণ প্রফুল্লিত ।
বৃক্ষ স্পর্শে হৈল কৃষ্ণ সুবাহু বিদিত ॥ তরুণ বয়েস কাম গুরু
পড়াইল । সতীর্থে বিবাদ এবে করিতে লাগিল ॥ হাতে নাহি
ক দোষ শুনহ বিশেষে । নৈয়ামিক গুরু সঙ্গে ন্যায় উপদেশে
কৃষ্ণ কহে মোর পুষ্প তোলে কোন জন । কেহ নহে কহে রাই
আমি সে কারণ ॥ কৃষ্ণ কহে তুমি কেবা কহ সবিশেষ । রাধি
কা কহেন আমি না জানি উদ্দেশ ॥ কৃষ্ণ কহে আমি নাহি জা
নিয়ে তোমায় । রাই কহে তবে শুভ কর সর্বথায় ॥ কৃষ্ণ কহে
ভঙ্গ আমি যাব কোন স্থানে । রাধিকা কহেন যথা ভ্রমরিকা
গণে ॥ কৃষ্ণ কহে তুমি সেই পুষ্প লোভি দেখি । এত কহি
ক্রাছে আসি কহে হয়ে সুখী ॥ মুগধি সৎকুল বধু পুষ্প চুরি
কর । সাধী হয়ে পুরুষেত লজ্জা নাই ধর ॥ আশ্চর্য্য দেখিল

আজি কিম্বা দোষ নাই । স্বাতন্ত্র্য সে জন বলে লজ্জা । কোন
 ঠাঞি ॥ রাই কহে সাধারণ বনে কিবা কাষ । মিত্রপূজা ফুল
 নিব মালতী সঙ্গাজ ॥ বিকচ পুন্নাগ এই মালতী দেখিয়া । সঙ্গ
 নাই কৈল সেই-রহে একা হৈয়া ॥ কৃষ্ণ কহে মুগ্ধা তুমি কিছুই
 না জান । আমি যে কহিয়ে তাহা অবধানে শুন ॥ মালতী বে-
 ক্ষিত এই পুন্নাগ উত্তম । করিতে উচিত হয়ে ইহার সঙ্গম ॥
 প্রতিকূল বায়ু যদি করে আগমন । অন্যত্র লইয়া যাবে হবে
 ব্যতিক্রম ॥ এইমত হলে কথা অন্যান্যোতে কহে । মালতী যুব
 তী বৃক্ষ পুরুষ যোজয়ে ॥ কৃষ্ণ কহে এই বন অনঙ্গ রাজার ।
 আমাকে রাখিতে বন আচ্ছা হৈল তার ॥ গর্জ করি মোর
 আগে পুষ্প লুটকর । তারুণ্য রত্ন কুণ্ড নিলে কি করিতে পার
 তবে যদি বল তোমা প্রার্থনা করিয়া । পুষ্প তুলি তাহা এবে
 শুন মনদিয়া ॥ যুবতী না দেখি আমি আলাপে কাষ কিবা ।
 যদি বল নারী দেখি ধৈর্য্য রাখে কেবা ॥ হেন কেনে বল
 সখা সঙ্গে মোর স্থিতি । সেখানে কেমনে দেখাইবে যুবতী
 একাননে নিতি আসি আপন সমান । লক্ষ চোর সঙ্গে করি
 কর চৌর্য্যকাম ॥ অতএব রাজদণ্ডী আজি হৈল । তুমি সব
 দ্রব্য লয়ে তথা লয়ে যাব আমি ॥ নিতম্বিনী বলে নিত্য এই
 বন মাঝে । পুষ্প তুলি সখী সনে মিত্রপূজা কাষে ॥ কত
 তোমা না দেখিয়ে রক্ষক বিধান । স্বপ্নে নাহি শুনি কাম চক্র
 বর্ত্তী নাম ॥ অসভ্য প্রলাপ তুমি কর কেনে এথা । তবে কৃষ্ণ
 কহে তারে শুনি তার কথা ॥ গোপনে আছিলাম আজি তোমা
 ধরিবারে । ভাগ্যে সে পাইল লাগি সব পরিবারে ॥ সবাকে
 লইয়া যাব রাজ বিদ্যমান । দণ্ড করি দেখাইব রাজঘর নাম ॥
 তবে যদি বল এই সামান্য কানন । রক্ষক আছে এথা না

জানি কারণ ॥ পুষ্প তুলিরাছি তুমি ক্ষম একবার । করুণা
 সাগর তুমি বিদিত সংসার ॥ ইহাতে নারিল আমি শুনহ বি-
 শেষ । রাজ প্রজাগণ বনে আছয়ে অশেষ ॥ স্থিরচর আদি
 যদি কহে রাজস্থানে । তোমা ছাড়ি দিলে রাজা রুম্বট হবে মনে
 তোমা লাগনা পাইয়া দণ্ডিবে আমারে । অতএব ছাড়িবারে
 নারিল তোমারে ॥ এত শুনি নিতম্বিনী কহে মধুবাণী । ষোল
 ক্রোশ বৃন্দাবন শাস্ত্রে ইহা শুনি ॥ এই রাজ্য বিত্ত তাতে সবে
 তৃণগণ । প্রজা বা কেমন তার কহ বিবরণ ॥ ইহা শুনি ব্রজমণি
 হাসি কহে ভাব । প্রজা যত আছে তার শুনহ বিখ্যাস ॥ কিশলয়
 দল আদি মত্ত হংস করি । করত কনক রত্না আছে বন ভরি ॥
 মকর সন্দেশী সিংহ সুধার হৃদিনী । তাহাতে আছয়ে কত কাল
 ভুজঙ্গিনী । কমল মুকুল তাল বিলু কুন্ত করি । মৃগাল মদন
 পাশ অশোক বল্লরী ॥ চম্পক বিজুরি অলি মুক্তা হেম যত ।
 শুক পিক শিখী ভৃঙ্গী আদি করি কত ॥ সফরী চকোরী মৃগী
 খঞ্জনেন্দীবর । জবা বন্ধু জীব আর রক্ত উৎপল ॥ শিখর চাঁ
 মর সূক্ষ্ম যমুনা লহরী । কন্দর্পের শর ধনু আছে বন ভরি ॥
 আর কত কত আছে গণনা কে করে । তোমার তনুতে এই
 সব ধন হরে ॥ নিদ্রান হইলা সব ব্যাকুল হইলা । তোমা অন্তে-
 যিরা তারা ফিরয়ে আকুল ॥ এই নন্দ ভঙ্গী শুনি রাই সুনয়নী
 অঙ্গের বিকার যত্নে করে আবরণি ॥ কহে কানী মিছা কথা
 স্বকর্ণে কে ধরে । ছোট কহি নিতম্বিনী দ্রুতগতি চলে ॥ অবজ্ঞা
 গমন নেত্র দেখিরা মুরারি । কহে কথা যাবে তুমি আমা অনা-
 দরি ॥ মুখা বিকোক দিক্ষা ধনী অঙ্গে হৈলা । এইকালে নাগ
 রেস্ত্র বসনে ধরিল ॥ গোবিন্দ পরশে অঙ্গে আনন্দে উছলে ।
 নানা ভাবে পূর্ণ হঞা তেরহে নেহালে ॥ কৃষ্ণ হাস্যমুখ পদ্ম

দেখি নিতম্বিনী । পদ্মমধু পানে যেন তৃষিত অলিনী ॥ নয়নে
 চঞ্চল নেত্র অবস্কার প্রায় । অস্ত্রে সুকোটিল্য বাস্প পূর্ণ হৈল
 তায় ॥ অরুণিমা দৃষ্ট হৈল দেখিয়া রাধার । আনন্দ সমুদ্রে কৃষ্ণ
 করেন বিহার ॥ তবেত সুমুখী তাঁর করেছে হইতে । বসন অঞ্চ
 ল কাটি নিলা নিজ হাতে ॥ সচঞ্চল বস্ত্র নেত্র পুষ্পবাণ কৈলা
 তাতে বিদ্ধ হয়ে কৃষ্ণ বহু সুখ পাইলা ॥ তবে হাসি কহে কিছু
 সুপদ্ম বদনী । পরদ্রব্য লয়ে সাধু আপনাকে মানি ॥ যতেক
 মাধুরী আর রম্য বস্তু যত । প্রাকৃতাপ্রাকৃতে তাহা কে গণি-
 বে কত ॥ যার যত শোভা আছে সব চুরি করি । অন্য চোর
 পরিবাদে দেও মিহা বলি ॥ সাধুত্ব ধার্মিকত্বাদি যতেক তো
 মার । নগ্ন কুমারিকা সব সাক্ষী আছে তার ॥ চুরি করি নিলা
 যার বসন ভূষণ । মন্তুকে অঞ্জলি যারা করিলা স্তবন ॥
 অভিনব যুবা তুমি সর্ব গুণবানে । কতেক যুবতী আছে
 বরজ ভুবনে ॥ তাঁর পিতাগণে কন্যা না দেন তোমারে ।
 এই সব গুণশুনি সবে ভয় করে ॥ সেই তাপে হেন বুঝি ব্রজ
 চারী হৈলা । তুরঙ্গম ব্রজচর্যা এবে আরম্ভিলা ॥ মিথ্যা বটু
 আপনাকে যদি জানাইলে । বটু হয়্যা পরপত্নী লোভ কেনে
 কৈলে ॥ বংশী ধারে চুরি করি হর পরনারী । একাধ্য বটুর
 নয় বুঝিতে না পারি ॥ হেন বুঝি বটু ছলে বসিয়াছ এখা ।
 সতী কন্যাগণ ধর্ম ধ্বংসনে সর্বথা ॥ বৃন্দাবনে বৃদ্ধাকুর কছু
 রোপ নাই । বনাধীপ আনি, কহি করহ বড়াই ॥ গোচারণে
 সব তরু মূল কৈল নাশ । মোর বলি ধার্ট্যকর্ম করহ প্রকাশ ॥
 বৃন্দাবন নিজ সখী বৃন্দার বর্জিত । অভিষেক করি মোরে
 কৈলা নিবেদিত ॥ অনঙ্গ এবনের রাজা মিথ্যা তুমি কহ । এ
 কথা কহিতে চিন্তে লজ্জা না করহ ॥ নিজ কুণ্ডারণ্য এই কেবল

আমার । সুখদায়ি সিংহাসন সব কুঞ্জাগার ॥ পুরুষের গম্য
বার্তা এই কুণ্ডে নাই । সখী সঙ্কে রহি এথা । স্নানন্দাবগাই ॥
কুসুম তুলিব হেথা মিত্র পূজিবারে । নিবেধ করয়ে হেন গর্জ
কেবা ধরে ॥ পর রাজ্যে আসি নিজ রাজ্য করি বল । লজ্জা
ভগবতী বুঝি তোমারে তেজিল ॥ বটু হঞা এহেকর্ম না হয়
উচিত । অবলার পুষ্প বনে স্বচ্ছন্দা চরিত ॥ পশুপাল সঙ্কে
ভূমিপশুর চারণে । পশুপাল সঙ্কে করি যাও অন্য বনে ॥
রাই মুখশশি হাস্য সুধা সুশীতল । চঞ্চল কুরঙ্গ আঁখি স্রবে হর্ম
জল ॥ নর্ম সুধাপান কৈল শ্রীকৃষ্ণ চকোর । সখী দৃষ্টে চকো-
রিণী অভূষ্টি বিভোর ॥ কৃষ্ণ স্পর্শে তর পাঞা রাধা কমলিনী
কটাক্ষ উৎপল মালা কৃষ্ণে দিল আনি ॥ অব্যক্ত ভৎসন উক্তি
করিয়া করিয়া । দুই তিন পদ চলে অবজ্ঞা করিয়া ॥ তবে কৃষ্ণ
শ্রীরাধার অঙ্গের নর্তন । দেখিবারে করে বাঞ্ছা কঞ্চুকাকর্ষণ ॥
তাহা দেখি শ্রীরাধিকার জু কামধনু । সোন চক্ষুকোণ বাণে
বিক্ষেপ কৃষ্ণ তনু ॥ কৃষ্ণ হস্ত দূরে করি কঞ্চুকা লইল । নীল পদ্ম
দিয়া ধনী শ্রীকৃষ্ণে তাড়িল ॥ সে তাড়ন পাঞা কৃষ্ণ আনন্দিত
ভেল ॥ স্বেদ বাষ্প পুলকারি কৃষ্ণ দেহে হৈলা ॥ শ্রীরাধিকা
কৃষ্ণ হস্ত নিরস পাইয়া । প্রফুল্ল হইল তনু দ্বিগুণিত হঞা ॥
কঞ্চুকা আপনি পড়ে বজ্রন ছিড়িয়া । নীবি শ্লথ বস্ত্র রহে নিত-
শ্বে লাগিয়া ॥ অতি সুস্বর রক্তবাস অস্তপীন স্তনে । লাগিয়া রহিল
অঙ্গে স্বেদের কারণে ॥ কৃষ্ণ হস্ত ধরে ধনী এক হস্ত দিয়া ।
আর হস্তে নীবিবন্ধ রাখেন ধরিয়া ॥ সখীগণ লোল চক্ষু
হাস্যানন দেখি । নীবিবন্ধে দৃষ্টি হস্ত বিহস্তে নাসকি ॥ আনন্দ
আবেশে বড়ে বাজে নীবিবন্ধ । কৃষ্ণ এই অবসরে লুটে কুচ
কুস্ত ॥ শ্রীরাধিকা নীবিবন্ধ কিছু বন্ধ করে । অন্য হস্তে কৃষ্ণ

হস্ত পদ্য ধনীবারে ॥ এক চক্ষু সখী মুখ ধনী নিরীক্ষয় । আর
 চক্ষুরূপাধলে কৃষ্ণ মুখ চায় ॥ রোদনের সঙ্গে হাস্য গদগদ
 বাণী । তর্জ্জন করয়ে কৃষ্ণে ভৎসে চর্ব মানি ॥ প্রণয়ের সুখ
 হৈতে বাম্য উপজিল । কৃষ্ণ করে নিজ কর তাড়ন করিল ॥ দুই
 হস্ত পদ্যে শব্দ করয়ে ককণ । অনিলে চক্ষু পদ্য শব্দ অলি
 যেন ॥ ললিতা আসিয়া মধ্যে কৃষ্ণ নিবারণিল । পঞ্চদেব পূজা
 কৃষ্ণে কুন্দলতা বৈলা ॥ কৃষ্ণ কহে কন্দর্পের যজ্ঞ আচরণে । কুন্দ
 লতা হও তুমি পূজা অধিষ্ঠানে ॥ কুন্দলতা কহে আমি পূজা
 নাহি জানি । নান্দীমুখী মুখে পূর্ণ শুনিয়াছি আমি ॥ অত্যন্ত
 গোপন কথা শুন দিয়া মন । আমার দেবর তুমি কহি তেকা-
 রণ ॥ রাই বাম কুচকুন্তে হস্তপদ্য দিয়া । মন্ত্রপাঠ কর নমঃ গণে
 শাস্ত্র বলিয়া ॥ অন্য কুচ তবে নিজ হস্ত পদ্য ধর । নমঃ শিবায়
 বলি মন্ত্র উচ্চারণ কর ॥ কোটিল্যত শিব তার পূজা কর দঢ় ।
 চণ্ডিকারৈ নমঃ এই মন্ত্র পাঠ কর ॥ এক করে বেণী মূলে চিবু
 কে অন্য কর । ধনী মুখপদ্যে নিজ মুখপদ্য ধর ॥ নমো
 বিষ্ণবে বলি মন্ত্র উচ্চারণ । অরুণ অধর তবে অর্চন করহ ॥
 অধর বাঙ্কুলি নিজ দন্ত কুন্দ দিয়া । মন্ত্র পঢ় নমঃ সাবিদ্রায় যে
 বলিয়া ॥ তবে কৃষ্ণ পূজা বিধি আরম্ভ করিতে । শ্রীরাধিকা
 লাগে কুন্দলতাকে ভৎসিতে ॥ কর্ণের উৎপল দিয়া তাড়ে
 কুন্দলতা । তাহা দেখি সখীগণে কহে কৃষ্ণে কথা ॥ কন্দর্পের
 যজ্ঞারম্ভে বিশ্ব শাস্তাইতে । পঞ্চদেব পূজা আমি লাগিল করি
 তে ॥ দেখ তোমার সখী অতি ক্রোধাবিষ্ট ইয়া । ভৎসন ক-
 রয়ে কারে না জানিল ইহা ॥ সখী সব হাস্যাননে মিথ্যাটোপ
 কথা । কুন্দলতা প্রতি কহে হঞা দুঃগেজিতা ॥ পতি পত্নী
 বন্ধাঞ্চল যজ্ঞের বিধান । তাহা বিদ্যু যজ্ঞারম্ভে নহে ভাল কাম ॥

ধর্মনিষ্ঠা সখী মোর এইত কারণে । কহয়ে আবিষ্কৃত হয়ে সক্রোধ
 ধ বচনে ॥ শুনি বিশাখার বাক্য রাধা সুনয়নী । ভ্রু ভঙ্গি করিয়া
 হেরে সক্রোধ বয়নি ॥ এথা কুন্দলতা ছুই বস্ত্রাঞ্চল লয়া ॥
 বন্ধন করিল অতি হরষিতা হয়্যা ॥ অনঙ্কিতে কুন্দলতা সম্মু
 খে আসিয়া । কহয়ে প্রার্থ্য্য কথা বড় হৃদয় হয়্যা ॥ সুমঙ্গল
 যজ্ঞে অন্য চর্চা কিবা কায । নবগ্রহ পূজা কর হইয়া
 অব্যাজ ॥ কৃষ্ণ কহে পূজা বিধি কৈছে কহ মোরে । তেঁহ
 রাই অঙ্গে দেখায় দৃগেঙ্গিত দ্বারে ॥ রাধিকা অধর আর
 নয়ন যুগলে । ছুই গণ্ডু কুচযুগ মুখচন্দ্র ভালে ॥ নয় স্থান
 নবগ্রহ পূজন করহ । অবর বাধুলি নিজ সর্বত্র ধরহ
 ত্রীরাধিকা কহে তুমি আচার্য্য ইহার । নিজ অঙ্গ গ্রহপূজা
 করাহ সবার ॥ এত কহি ত্রীরাধিকা ত্রীকৃষ্ণের ভয়ে । পলা
 ইতে গ্রন্থি বন্ধ রোদন করয়ে ॥ গ্রীবা ফিরি দেখে ছুই অঞ্চ
 লে বন্ধন । অন্তর্দ্বাণী পূর্ণ ফুল হইলা আনন ॥ কৃষ্ণ আর
 সখীগণ কুন্দলতা প্রতি । জঁবা করি কহে গ্রন্থি খোল শীঘ্র
 গতি । কৃষ্ণ ধ্যৈ নট ধ্যৈ নট বিশাখিকা । কুন্দলতা ললিতা
 দ্বিসব বিদূষিকা ॥ পত্নীর দরিদ্র অন্য পত্নীর অঞ্চলে । অঞ্চল
 বান্ধিয়া বাঁধা করিল সফলে ॥ নিলজ্জ হইলা বহু লাভের
 কারণে । বহু লাভ লজ্জা মূল কৈল অন্তর্দ্বানে ॥ এত কহি বস্ত্রা
 ঞ্চল অগ্রেতে খসায় । ত্রীকৃষ্ণ বারণ করি মুখে চুষ খায় ॥
 এইকপে হস্তে হস্ত রোধন করিতে । ব্যস্ত প্রায় হৈলা ধনী নারে
 খসাইতে ॥ এইকালে ত্রীললিতা মিথ্যা জঁবা করি । খস
 ইলা বন্ধন চিত্তানন্দ ভরি ॥ কহে যদি অঞ্চল বান্ধিতে সাধ
 যায় । ত্রজ্ঞেত ছল্লভা কন্যা বিভা নাহি হয় ॥ ভ্রাতৃজায়া কুন্দ
 লতা আছে বিদ্যমান । তাহারি অঞ্চলে বান্ধ অঞ্চল বিধান ॥

ত্রিরাধিকা মুক্ত হৈলা পটু হৈতে । চঞ্চল ভুরুর ভঙ্গী মহাস্য
 মুখেতে ॥ কুন্দলতা প্রতি দৃষ্টে ইঙ্গিত করিয়া । কহিতে লাগি
 লা ধনী জীবৎ জাসিয়া ॥ উপদ্রুত । অজ্ঞ আর অজ্ঞ কর্মকর্তা ।
 ছাড়িয়া দিকপাল গ্রহ পূজার ব্যবস্থা ॥ এইত কারণে যজ্ঞ
 কর্ষে ছিদ্র হৈল । এতক শুনিয়া তারে কুন্দলতা বৈল ॥
 আমি ভ্রান্তা নহি তুমি অজ্ঞা না জানহ । কামযজ্ঞে আগে গ্রহ
 পূজা যে জানিহ ॥ পশ্চাৎ করিবে দিকপালের পূজন । এত
 শুনি তারে পুছে ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥ কোন স্থান দিকপালের
 কোন নাম । বিশেষ করিয়া তার কহত বিধান ॥ তবে কুন্দ
 লতা হাসি কহয়ে তাঁহারে । বিদ্যমান সব তোমার পূজা লই
 বারে ॥ পূজার আরম্ভ দেখি সবেই আইলা । অতীত সিদ্ধার্থ
 লাগি উন্মুখ হইলা ॥ পূর্বেত ললিতা বিণাথিকা যে দিশানে ।
 সুদেব্যাগ্নিকোণে তুঙ্গবিদ্যা যে দক্ষিণে ॥ নৈঋতে আছেয়ে
 চিত্রা পশ্চিমে রক্তদেবী । ইন্দুলেখা আছে এই বায়ুকোণ
 সেবি ॥ চম্পকলতিকা এই উত্তরেতে হয় । ত্রীকপমঞ্জরী উর্দ্ধ
 আছেয়ে নিশ্চয় ॥ অনঙ্গমঞ্জরী এই পাতাল নিবাসী । রসের
 উল্লাসময়ী যাতে রসরাশি ॥ এই সব দিকপাল দশদিগে
 রহে । পূজা পাইলে তুরাভীষ্ট সিদ্ধি যে করয়ে ॥ শুনি সব
 সখী এই কুন্দলতা বাণী । ক্রোধ করি ভৎসে তবে সুস্মের বদনী
 ধৃষ্টা পামরি তুমি আপনা পূজাও । পূজা লয়ে দেবরের অভীষ্ট
 পূরাও ॥ এত কহি কৃষ্ণপ্রতি সশক্তি তা হঞা । আত্ম রক্ষা লাগি
 রহে সাবধানে যাঞা ॥ দুইই সখিতে রহে একজ হইয়া । কৃষ্ণের
 চাঞ্চল্য কর্ম বারণ লাগিয়া ॥ যে যেদিগে চায় কৃষ্ণ চঞ্চল নয়নে
 তাঁহা হৈতে ধার্যা ধায় অন্য সখী স্থানে ॥ কারো অঙ্গ পূজা
 করে কাহাকে পরশে । এইরূপে কৃষ্ণচন্দ্র ফিরয়ে হরিষে ॥

কোন সখী বিনয় করে কেহত তজ্জনে। কার বস্ত্র ধরি কৃষ্ণ
করে আকর্ষণে ॥ এইরূপে হৃদয়যুগ্মে রোদন মিশাল। নয়ন
উৎফুল্ল ভুগ্ন অরুণ চঞ্চল ॥ এইমত সখীগণের বদন নয়ন।
দেখিঞা পাইল সুখ ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥ আশ্চর্য্য যজ্ঞের কথা
কহনে না যায়। বিস্ম হৈল যদি কর্ম্মে তত্ব ফল পায় ॥ সখী
পলাইয়া কৈল রাধিকা আশ্রয়। দুর্গ স্থলে যায়্যা সবে হই
লা নির্ভয় ॥ সেখানে থাকিয়া নিজ নয়ন চকোরী। পাঠাইয়া
পিয়ে কৃষ্ণচন্দ্রের মাধুরী ॥ রূপভানুজাকে সবে আশ্রয় করি
ল। মুখপদ্ম প্রফুল্লিত সবার হইল ॥ দেখিয়া তবার্ত্ত হৈল
ক্রিয়ধূসূদন। রাই দুর্গ লংঘি যাইতে কৈল তবে মন ॥ তাহা
দেখি ক্রীরাধিকা হৃদয় করয়ে। ভীত প্রায় হয়ে কৃষ্ণ স্তব
হয়্যা রয়ে ॥ কুন্দলতা মুখ কৃষ্ণ স্তব্ব হয়্যা হেরে। যে আনন্দ
হৈল তাহা কে কহিতে পারে ॥ এইরূপে রাধাকৃষ্ণ সখীগণ
সঙ্গে। নানান বিলাস করে নানা রসসঙ্গে ॥ গুহ্যতিগুহ্য কথা
প্রেম সুখাময়। ইহা যেই শুনে তারে এপ্রেম মিলয় ॥ অধ্যাহ
কালের লীলার সময় কথা। কর্ণ মন তৃপ্তি হয়ে শুনি এই
গাঁথা ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত সদা কর পান। যাহা হৈতে
পাবে সব বাঞ্ছিত বিধান ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভি
লাষ। গোবিন্দ চরিত কহে যদুনন্দন দাস ॥

ইতি শ্রী গোবিন্দ লীলামৃতে অধ্যাহকালে রাধাকৃষ্ণ
বনকৌতুকাদি নাম নবমঃ স্কন্ধঃ ॥ ৯ ॥

অধেদ্রিতজা কিলকুন্দবল্লী, সর্কেষ্টদানন্দ যথাক্রি-
য়ায়াং । বিদ্যাদ্বীদন্ত মিকাভূপেজ, জয়ং বিধম্বেব
তদাহ কৃষ্ণং ॥

জয়ং গৌরচন্দ্র সর্ব রসধাম । জয়ং দীনবন্ধু গদাধর প্রাণ
জয় রূপ সনাতন এদীন বৎসল । তোমা দোহা নামে প্রেম
উপজে অন্তর ॥ জয় জয় 'রঘুনাথ' ত্রীভট গোপাল । ত্রীজীব
গোসাঞি জয় এদীন দয়াল ॥ জয় রঘুনাথ দাস জয় ব্রজবাসী
জয় গৌর ভক্তবৃন্দ সর্ব গুণ রাশি ॥ জয়ং রাধাকৃষ্ণ ভকত
একান্ত । সবে পদরজ দেহ মোর শিরোপান্ত ॥ কহিব অপূর্ব
কথা কৃষ্ণের বিহারে । শ্রবণ পরশ মাঝে সর্বচিত্ত হরে ॥ কুন্দ
লতা জানে সব কৃষ্ণের ইঙ্গিত । কৃষ্ণকে বিবর্ণ দেখি হইলা বি-
স্মিত ॥ আপনে বিবর্ণ প্রায় হইয়া চিন্তয় । সর্কেষ্টদা যজ্ঞে
কেন বিঘ্ন উপজয় ॥ কৃষ্ণকে কহয়ে তুমি হও পশুপতি । লী-
লায় কন্দর্প নাশ হৈল যজ্ঞ অতি ॥ দেবতার কর্ম নাশে ফল
লভ্য নয় । অতএব অন্য ধর্ম ত্যজহ নিশ্চয় ॥ প্রণয়েতে পর
বশ যে ধর্ম তোমার । সেই ধর্মে মন দেহ এই সে বিচার ॥
কৃষ্ণ কহে ভাল কুন্দলতা যে কহিলে । প্রাচীন লোকেত শিব
করি মোরে বলে ॥ আপন পত্নীকে তেহ নিজ অঙ্গ দিল । সেই
ধর্ম এবে আমি অঙ্গীকার কৈল ॥ কিছু তিহো দিল তারে অ-
ঙ্কে ক শরীর । সর্ব অঙ্গ দিব আমি মন করি স্থির ॥ দাতা প্রেম
বশ আর বৈদক্ষী আমার । এই সব কীর্তি যেন ঘোষয়ে সংসা-
র ॥ ইহা শুনি সাবধান ত্রীরাধিকা হৈলা । রাই আলিঙ্গিতে
কৃষ্ণ অলঙ্কিতে আইলা ॥ আইসং গৌরী লও আমার শরীর
ত্রীচন্দ্রশেখর আমি অত্যন্ত সুধীর ॥ শুনি রাই পলায়ন উদ্যম
করিতে । হঠাৎ আসিয়া কৃষ্ণ ধরিল হস্তেতে ॥ গদ্যদ বচনে

ভৎসে সুমুখী তাহারে । অঙ্গ হাস্য করে ধনী রোদন বিশালে
 এইকপে জঁয়া করি কৃষ্ণেত হইতে । বিশেষ হইয়া রহে কৃষ্ণের
 অগ্রেতে ॥ রাধিকার মুখপদ্ম পরিমলে মাতি । বাক্তি শব্দে
 আনি পড়ে ভূজ ভৃতি ॥ চকিত ভাবের তবে উদয় হইল । ধৈর্য্য
 ছাড়ি ত্রাসে কৃষ্ণে আলিঙ্গন কৈল ॥ কৃষ্ণ তাঁরে পায়ে করে
 দৃঢ় আলিঙ্গন । সখীগণ হৈলা সবে সহাস্য বদন ॥ তবেত
 পাইলা লজ্জা রাধা সুবদনী । পলাইতে চাহে কৃষ্ণ ধরিল। আ
 পনি ॥ জঁব। লজ্জা হর্ষ আর বামতা দি গুণ । কার মনোবাক্যে
 ধনী হৈলা উপসন্ন ॥ কতু দিব্য দেই কৃষ্ণে কতু করে নিন্দা ।
 তর্জন আক্ষেপ কত কতু করে বন্দা ॥ সহাস্য রোদনে কহে
 এই সব কথা । ভূজবন্ধ ছাড়াইতে করে বহু চিন্তা ॥ রাধিকার
 চেষ্ঠা দেখি কৃষ্ণ সুখী হৈলা । সখীগণ তাহা দেখি মহোৎসব
 পাইলা ॥ কৃষ্ণ যবে রাধিকাকে আলিঙ্গন কৈল । সখীগণ
 অঙ্গে তবে কম্পাদি হইল ॥ তাহা দেখি বৃন্দা পুছে নান্দ
 মুখী স্থানে । অপরশে সখী অঙ্গে স্পর্শভাব কেনে ॥ বড়ই
 আশ্চর্য্য কৃষ্ণ রাধা আলিঙ্গন । বিনা স্পর্শে মহা সুখ পাইলা
 সখীগণ ॥ না দেখিলে দরশনে উৎকণ্ঠা বাঢ়য় । দরশনে স্পর্শ
 লাগি লালসাদি হয় ॥ কৃষ্ণ যবে স্পর্শে তথৈ জঁবা বাম্য হয় ।
 বিচিত্র চেষ্ঠার কিছু কহত নিশ্চয় ॥ তাহা শুনি নান্দিমুখী কহ
 যে তাহারে । ব্রজঙ্গনা গণ রীতি কে বুঝিতে পারে ॥ লোকো
 ত্তর চেষ্ঠা সব কৃষ্ণের সুখার্থ । কায়মনোবাক্যে করে হয়ে মহা
 আর্জ ॥ কৃষ্ণ আহ্লাদিনী শক্তি রাধা ঠাকুরাণী । সার অংশ
 প্রেমলতা তাহারে বাখানি ॥ সখীগণ হয় তার পুষ্পপত্র সম ।
 কি কহিব এই কথা অতি অনুপম ॥ কৃষ্ণ লীলামৃতে যদি

লতাকে সিঞ্চয় । নিজ সুক হৈতে পল্লবাদ্যে কোটি সুখ হয় ॥
 এইত কারণে সখী বহু সুখ পায় । ইহাতে অধিক কিছু বিচিত্র
 না হয় ॥ রাধাকৃষ্ণ ব্যাপক রতি সুখের স্বরূপ । প্রতিফল নানা
 রস প্রকাশ অনূপ ॥ তথাপিহ সখী বিনু সুখ নাহি হয় । হেন
 সখী পদ কেবানা করে আশ্রয় ॥ কৃষ্ণ রসে রসজ্ঞ যে সেই
 সে করয় । অরসজ্ঞ জন ইহার অন্ত না জানয় ॥ প্রলয় কালেতে
 যেন সর্বনাশ হয় । অনেক বাসনা তাতে জঁখর করয় ॥ এই
 মত রাধাকৃষ্ণ সখী ভিন্ন নয় । রস আশ্বাদন লাগি ভিন্ন হয়
 কৃষ্ণ উৎকল তমাল মনোরম । রাধা ফুল হেমলতা হইল মিল
 ন ॥ সচেতন লোকগণ যতেক আছেয় । দোহাঁর দর্শনে চিতে
 কার সুখ নয় ॥ রাধাকৃষ্ণ সুখ লাগি সখীর তাৎপর্য । কি ক
 হিব এই কথা অত্যন্ত আশ্চর্য ॥ ইহার বাম্যতা দেখি কৃষ্ণ
 সুখ পায় । অতএব কৃষ্ণ সঙ্গে বাম্য উপজায় ॥ এথা ক্রীরাধিকা
 কৃষ্ণ ভুজে বদ্ধ হয় । বন্ধস্থল স্পর্শে বহু আনন্দ বাচয় ॥ অ-
 ত্যন্ত আনন্দে হৈল বাম্যের উদয় । ললিতাকে ভৎসে ধনী বৈ
 মতা বিষয় ॥ ধৃষ্ট কন্দলতা কৃষ্ণ দৃষ্টীর সহিতে । মিলিয়াছ
 কপটিনী বুঝিয়া ললিতে ॥ নানা ছল করি আশা এখানে অ
 নিল ॥ শঠকুল গুরু হাতে আনিয়া ডারিলা ॥ খল ভর্তার ধার্য
 নৃত্য তটস্থ হইয়া । দেখিতে আছে নেত্র ভঙ্গিমা করিয়া ॥
 কৃষ্ণ আলিঙ্গনে তুর্য প্রার্থ্য নহিল । আত্ম মূঢ়গুণ সব তোমা
 কেত দিল ॥ ইহাতে নাহিক দোষ জানিল এখনে । নিজগুণ
 পরিবর্ত কৈলা ছুই জনে ॥ শুনিয়া ললিতাদেবী অঙ্গ হাস্য
 করি । কক প্রায় তুচ্ছ গর্ভ তজ্জন আচরি ॥ কহে কৃষ্ণ সতীত্বত
 ধুংস ধৃষ্টরাজ । কি আরম্ভ কৈলা এই সতীর সমাজ ॥ কৃষ্ণ
 কহে পুছ তুমি তোমার সখীরে বলে কেনে আসি এহ ধরিল

আমারে ॥ তবেত ললিতা কহে পুন্নাগ তরুতে । মাধবী লতি
কা বেড়ে এইত উচিত ॥ বৃক্ষে বল্লী বেটে ইহা কভু নাহি শুনি
সখী তোমা বেড়িতে পারে বেট কেনে তুমি ॥ কৃষ্ণ কহে নিজ
অঙ্গ দিল প্রিয়া ঠাঞি । প্রিয়া আত্মসাত কৈল মহাহব' পাই
আত্ম অঙ্গ দিয়া পুনঃ কেমনে লইব । যত বল দিয়া পুনঃ লই
তে নারিব ॥ ললিতা কহয়ে শঠ ছাড়হ শঠতা । ললিতা শৌর্য
ক্রোড়্য জানহ সর্বথা ॥ নিজাভীষ্ট সিদ্ধি যদি বাসনা আছয় ।
কুন্দলতা সনে কর যৈছে ইচ্ছা হয় ॥ ললিতার আগে বায়ু না
পরশে রাখা । অতএব ছাড় বজ্র ছাড়হ ছঃসাধা ॥ এত কহি
রোষ করি সুখীগণ লঞা । চলিল কৃষ্ণের কাছে সংগ্রামে
সাজিয়া ॥ সে শোভা দেখিতে কৃষ্ণের আনন্দ হইল । পুল
কাক্ষ কল্প ভাবে বিবশ হইল ॥ এইত সময়ে ধনী হস্তলত
পাঞা বাহির হইল রাই মুরলী লইয়া ॥ পরম আনন্দে
কৃষ্ণ অবশ হইল । সবে জানে ললিতার ভয়েত ছাড়িল ॥
হস্তাবশ হৈল তাতে মুরলী খসিল । পটাক্ষলে ধনী তাহা
গোপন করিল ॥ হেনকালে বিশাখিকা আবেত আসিয়া ।
কহয়ে কৃষ্ণের আগে পরানন্দ পাঞা ॥ রাজ বিধুসুদ তুমি
চন্দ্রাবলীমানি । ভ্রান্ত হঞা গ্রাসে রাখা অবিচার জানি ॥
রাধাক্ষ নক্ষত্র আর তাঁর সখী যত । তারাকে গরাসে রাজ এ
নহে উচিত ॥ রাধার অদ্বৈত আমি বিশাখা নক্ষত্র । অনুরাধা
নামে এই দেখহ প্রত্যক্ষ ॥ জ্যেষ্ঠা নামে এই দেখ ধনিক্তিকা
আর । অপরা তারকা দেখ চিত্রা নাম যার ॥ তিহোঁত ভরণী
অন্য কত সখী । ইন্দুলেখা আছে সেহো পূর্ণ নাহি লিখি ॥
অতএব গ্রহণের যোগ্য সেহো নয় । তৎকাল চলহ যাঁহা চন্দ্রা
বলী হয় ॥ কৃষ্ণ কহে বিশাখিকা সকল সুখক্ষ । সত্য শিবমূর্তি

তুমি সর্ব অতীতদা ॥ ললিতা হয়েন সত্য ইন্দ্রের মুরতি ।
 বাক্যরূপ বজ্রাঘাতে ভয়ানক অতি ॥ চন্দ্রাবলী তেজিয়াছি বহু
 ভোগ করি। ভানবীর ভোগ বাঞ্ছা রহে চিত্ত ভরি ॥ প্রতি
 তারা ভোগ রাজ ক্রমেত করয়। ইন্দুলেখা ভোগে এবে
 কোতুক জন্ময় ॥ এত কহি কৃষ্ণ ইন্দুলেখা আলিঙ্গিতে ।
 নিকটেত গেলা তার অত্যন্ত দুরিতে ॥ জীবৎ হাসিয়া ভুরু
 চাঞ্চল্য করিয়া । ইন্দুলেখা কহে কৃষ্ণে গর্ষ আচরিয়া ॥ ধৃষ্ট
 রাজ ইন্দুলেখা ভোগযোগ্য নয় । চন্দ্রাবলী পাশে যাও সেই
 যোগ্য হয় ॥ কিম্বা তারা ভোগ কর ক্রম্যে করিয়া । হরষিত
 হৈল কৃষ্ণ একথা শুনিয়া ॥ অলঙ্কিতে ললিতাকে আসিয়া
 ধরিল। তবেত ললিতা তারে কহিতে লাগিল। ॥ বিশাখা
 অন্তর ভোগ অনুরাধা হ ॥ এত শুনি কৃষ্ণ বিশাখিকা পরশয়
 বিশাখা কহয়ে ধৃষ্টরাধা ভোগ কৈল। তবে কেন বিশাখাকে
 পুনঃ পরশিল। ॥ ক্রমভোগে জ্যেষ্ঠা ভোগ হয়ত উচিত । শুনি
 কৃষ্ণ জ্যেষ্ঠা স্পর্শ করিল। দুরিত ॥ তেহঁ। রোষ করি কহে
 চিত্রা ভোগ বিনা। ব্যতিক্রম করি কেন পরশিল। আমা ॥ তবে
 কৃষ্ণ আসি চিত্রা পরশ করিল। তবে চিত্রা বিধুমুখী কহিতে
 লাগিল। ॥ গ্রহের উৎক্রম গতি তারা প্রতি নয় । এত শুনি
 তুঙ্গবিদ্যা হাসিয়া কহয় ॥ বক্র অতিচার গতি কভু গ্রহ হয় ।
 শুনি চিত্রাদেবী তুঙ্গবিদ্যারে কহয় ॥ তুলারশি ছাড়ি কেন
 চিত্রা পীড়া করে। শুনিতেই কৃষ্ণ তুঙ্গবিদ্যা আসি ধরে ।
 তুঙ্গবিদ্যা কহে রঙ্গদেবীকে ছাড়িয়া । আমা পরশিলে ধৃষ্ট
 কি কার্য লাগিয়া ॥ তবে কৃষ্ণ রঙ্গদেবী অঙ্গ পরশিল। তেহঁ।
 কহে কন্যা রাশি ভোগ যে করিল। ॥ তাহাতে বসিয়া মীন
 রাশি ভোগকর । চম্পকলতিকা তাহা পূর্ণ দৃষ্টি ধর ॥ তবে চম্প

বল্লী কৃষ্ণ পরশ করিতে । তেহো কহে কুন্তরাশি সুদেবী
 পীড়িতে ॥ সুদেবী পরশ কৃষ্ণ আসি যবে কৈল । কাঞ্চন
 লতাকে তবে তেহোঁ দেখাইল ॥ তাঁরে পরশিতে তেহোঁ
 কহেন বচনে । তুমি ত চকোর যাও চন্দ্রমুখী স্থানে ॥ চন্দ্রমুখী
 চন্দ্রমুখ চুম্বন করিতে । চন্দ্রমুখী তবে তারে লাগিলা কহিতে ॥
 শুন কৃষ্ণ পরশীর মুখেতে চুম্বন । কেন কর হঞা বড় হরষিত
 মন ॥ বংশী যে তোমার নিল চুম্ব দেহ তারে । ধৃষ্টতা করিয়া
 ছঃখদেও কেন আরে ॥ তবে কৃষ্ণে স্মৃতি হৈল বংশীকা করিয়া ।
 কোথা গেল কহি যহে, বিস্মিত হইয়া ॥ বহুক্ষণ বংশী নিজ
 হস্তে চ্যুত হৈল ॥ কন্দলতা মুখে দৃষ্টি দিয়াত রহিল ॥ কন্দ
 লতা চক্ষুদ্বারে কঁহে রাই স্থানে । তবে শ্রীরাধিকা তাহা কৈলা
 অবধানে ॥ সঙ্কোপনে থুইলাম বংশী তুলসীর স্থানে । তুলসী
 লইয়া তাঁহা রাখয়ে গোপনে ॥ ললিতা বিশাখা পাছেসে বংশী
 লইয়া । রহিল তুলসী মনে শঙ্কিত হইয়া ॥ তাব কৃষ্ণ রাই
 আকর্ষণ মনে করি । কহিতে লাগিলা জঁধা ভঙ্গী যে আচরি ॥
 অদৃশ চঞ্চল মন বিগুপ্ত আমার । কটাক্ষ কন্দর্প বাণে বিকস্বে
 তোমার ॥ দৃশ্য বংশী হরিবে যে অন্তুত সে নর । চৌর্য্যবৃত্তে
 পাটচরি মোর মনে লয় ॥ বাহু পাশে বন্ধ করি এবাস ভূষণ ।
 কাটি লয়ে যাব কার শ্রীকৃষ্ণ ভবন ॥ কন্দর্প রাজার স্থানে
 করিব সমর্পণ । কৃষ্ণ কারাগারে লয়া থুইব এখন ॥ শুনি রাই
 কৃষ্ণবাণী সর্বভাবোদয় । অবজ্ঞাতে কৃষ্ণ হেরি ত্বরিতে চলয় ॥
 কৃষ্ণ তাহা দেখি নিজ বংশীর লাগিয়া । ছল করি ধনী ধরি না
 দেন ছাড়িয়া ॥ কৃষ্ণ কহে বৃথা কেন ভঙ্গী কর তুমি । বংশী না
 পাইলে তোমা না ছাড়িব আমি ॥ শুনিয়া ললিতা মিথ্যা
 ক্রোধে কহিয়া । চঞ্চল নয়ন স্মিত গর্কিত হইঞা ॥ কৃষ্ণের

নিকটে তেঁহ তৎকাল আইলা । সাটোপ তর্জ্জন করি কহিতে
 লাগিলা ॥ পরস্ত্রী সঙ্গমে রতমূর্তি যে তোমার । সতীব্রত
 ধ্বংস কার্য্য কর সর্বকাল ॥ এথা হৈতে যাও তুমি এথা নাহি
 কাষ । ধৃষ্টতা ছাড়হ এই সতীর সমাজ ॥ স্নান করিয়াছে ধনী
 মিত্র পূজিবারে । অপবিত্র নাহি কর পরশিয়া ছলে ॥ সুমানস
 সরোবর তটে শৈব্যা যে আসিয়া নিজাধরামৃত পানে তোমা
 উন্মাদিয়া ॥ বংশী হরি লইল সেই অবকাশ পাঞা । তুলসী
 আছয়ে সাক্ষী পুছহ ডাকিয়া ॥ খল লোক করে চুরি ফলে
 সাধু জনে । শৈব্যা চুরি করে বংশী দোষ দেও আনে ॥ এত
 কহি দুগেজিতে তুলসী দেখায় । রাইকে ছাড়িয়া কৃষ্ণ তুলসী
 কে চায় ॥ শ্রীরাধিকা স্নান পাঞা হইলা বাহিরে । জলদে
 বাহির যেন হৈলা সুধাকরে ॥ তবে তুলসী দেবী আনিয়া গো
 পনে । কৃপামঞ্জরীকে বংশী কৈল সমর্পণে ॥ তুলসীকে কৃষ্ণ
 তবে আসিয়া ধরিল । সঙ্কল্প পুলক তার শরীরে ভরিল ॥
 হস্তাঞ্জলি করি নিজ বদনে ধরিয়া । কহয়ে তুলসী তবে অতি
 দীনা হঞা ॥ হাহা কৃপাময় তুয়া নিছনি যাইয়ে । আমি
 তুয়া দাসী স্পর্শে অযোগ্যা হইয়া ॥ এতেক আগ্রহ কর যা-
 হার লাগিয়া । বংশী নাহি মোর স্থানে কহিনু ডাকিয়া ॥ শৈব্যা
 করে সে বংশীকা দেখিয়াছি আমি । অতএব ছাড় কৃষ্ণ আমা
 রেত তুমি ॥ এক কহি চক্ষুদ্বারে ইঙ্গিত করিল । শ্রীকৃপামঞ্জরী
 স্থানে বংশী জানাইল ॥ ইঙ্গিত পাণ্ডিত্য তবে শ্রীকৃপামঞ্জরী ।
 ললিতা হস্তেতে বংশী সমর্পণ করি ॥ অলঙ্কিতে কৃষ্ণ আসি
 ধরিল তাহারে । নিজ বাহু পাশে তারে দৃঢ় বদ্ধকরে ॥ বংশী
 বিচারয়ে কুচপটির অন্তরে । না পাইয়া কহে কোথা থুইলা
 বংশীরে ॥ কহিতে লাগিলা তবে শ্রীকৃপামঞ্জরী । মানা না শুনি

য়া ততো আইলা দ্বরা করি ॥ মনোরথ পূর্ণ হৈল ভাগ্যে যে
 তোমার । বংশী লয়্যা কর ঝায়া ধ্বনি পরচার ॥ গোপনারী
 গণ সব আস্থান করহ । আনিয়া তা সব সঙ্গ সুখে বিলসহ
 নিজ হর্ষে পরাকুলা সতীভ্রত যত । ধ্বংসন করিতে ছল কর
 কত ॥ সংগোপনে নিজ বংশী আপনে থুইয়া । এই ছলে
 ফির নারীগণে পরশিয়া ॥ এত কহি চক্ষুদ্বারে ইঙ্গিত করি
 য়া । ললিতার স্থানে বংশী দিলেন কহিয়া ॥ ললিতা
 আনিয়া তাহা অত্যন্ত দ্বরাতে । থুইলেন বংশী কুন্দল
 তার হস্তেতে ॥ কৃষ্ণ দ্বারে ছাড়ি আইসে ললিতার ঠাঞি ।
 ছহকার শব্দ করে ললিতা তথাই ॥ ক্রোধ করি কহে
 এথা কেন আগমন । চাতুরি করিয়া আশা করিতে স্প-
 র্শন ॥ যদি বংশী না থাকয়ে আমার স্থানেতে । তবে ধৃষ্ট
 তার কল পাবে ভাল মতে ॥ আমার সকল সহচরী রাধিকার
 পাদস্পর্শ নাহি করি চিন্তামণি ভার ॥ শুকান বাঁসের কাঠি
 হরিব বা কেন । কি কার্য আছয়ে এক হস্ত কাঠি খান ॥ ছিদ্র
 পূর্ণ রসহীন কঠোর অন্তর । বাহার ধ্বনিতে ব্যস্ত, হয় চরাচর ॥
 হেন বংশী যদি তোমার হস্ত হৈতে গেল । অত্যন্ত মঙ্গল তবে
 সবার হইল ॥ স্বচ্ছন্দে অবলা করু গৃহ ধর্মগুণ । স্বস্থানে থাকু
 ক নীবি কুন্তল বন্ধন ॥ কুরঙ্গ কুরঙ্গী সঙ্গে তৃণ খাউসুখে ।
 নদীতেব ছক শ্রোত না হউক বিমুখে ॥ জলে মগ্ন কন্যাগণ
 শীতে ছুঃখ দিলা । বাস ভূষা যা সবার করিয়া লইলা ॥ সেই
 অপরাধে বাঁশী গেল হারাইয়া । পরে ছুঃখ দিলে ছুঃখ লভয়ে
 আসিয়া ॥ শুকান বাঁসের কাঠি হস্তেক প্রমাণ । অন্তরে বাহি
 রে ছিদ্র কি তার বাখান ॥ গোকুলাধিকারী কৃষ্ণ সর্বস্ব মানিয়া
 হাহাকার করি চিন্ত ইহারি লাগিয়া ॥ কহ এই ধন কেবা গোপ

নে রাগিল । কখন কহয়ে কেবা চুরি করি নিল ॥ ললিতার
 ভঞ্জন কথা শুনি কুন্দলতা । রাধিকার হাতে বংশী রাখে সঙ্গে
 পিতা ॥ কৃষ্ণ বিবলতা আর ললিতাদি হাসে । দেখি কুন্দলতা
 কহে বচন সরোষে ॥ সছিদ্র জর্জরা ক্ষুদ্র বাঁসের পার্শ্বিকা ।
 যার মূল্য না করিয়ে অর্দ্ধ বরাটিকা ॥ তুয়া হাত হৈতে গেল
 ভাল সে হইল । বিয়া দ করিছ কেন কিবা হানি হৈল ॥ গোপে
 শ্রী নন্দন তুমি তোমার এ কায । দেখিয়া হাসয়ে সব সখীর
 সমাজ ॥ হাসে সব সখীগণ এসব শুনিয়া । স্তব্ধ হইয়াছি আমি
 মৃত প্রায় হঞা ॥ কৃষ্ণ কহে কুন্দলতা বংশীর যে গুণ । না জা-
 নিয়া বল তাতে নহত নিপুণ ॥ ইহা সবা প্রতি যৈছে গুণ প্র-
 কাশিলা । বিচিত্র না হয় তৈছে তোমাকে না টেকনা ॥ আমার
 অন্তরে যবে যাহা ইচ্ছা হয় । আমার অসাধ্য কায হেলাতে
 করয় ॥ নারায়ণের চিহ্নিত্তি স্বরূপ বংশীকা । সর্ব শক্তি স্বরূপ
 পিণী গুণেত অধিকা ॥ আমার সর্বার্থ সিদ্ধি করয়ে বংশীকা
 অলৌকিকী শক্তি তার জানয়ে রাধিকা ॥ ললিতা কহয়ে কেন
 না জানিব তারে । সিদ্ধগের বল্লভা তোমার দৌত্যকর্ম
 করে ॥ সুধাভাগু নারি চিত্ত করিব বন্ধনে । সেই বংশীধ্বনি
 অন্ধ তারা ইহা জানে ॥ জগতে যুবতী যত স্মৃতিনী গণ ।
 সবাকার সতীধর্ম করে বিড়ম্বন ॥ লক্ষ্মী গোঁরী আদি করি
 যতেক যুবতী । চুরি করি আনে যত আছে ত্রিজগতি ॥ সর্বত্র
 প্রসিদ্ধা সিদ্ধ বংশীকা তোমার । অদভুত গুণে পূর্ণা নাহি
 অন্ত তার ॥ শুনি কৃষ্ণ কহে এই ললিতার বাণী । কুটিস কটক
 দুর্ধ দূর অনুমানি ॥ শঠ চণ্ডী হরি নিল বংশীকা আমার ।
 পুনঃ পরিবাদ কথা উঠয়ে তাহার ॥ এত কহি নাগরেন্দ্র ললি-
 তা অঞ্চলে ধরি আকর্ষয়ে আর বংশী দেহ বোলে ॥ কাড়িয়া

লইয়া বাস ভ্রুভঙ্গি করিয়া। সেই যে ললিতা আমি কহয়ে
 হাসিয়া ॥ বহু বেরি জান তুমি আমার চরিত। সখী লৈয়া
 যাব শাঠ্য না হৈল ফলিত ॥ এত কহি গমনের উদ্যম করি
 লা। পরম সংভ্রমে কৃষ্ণ বসনে ধরিলা ॥ ধরিয়া কহয়ে বংশী
 না দিয়া গমন। সুলভ নহিল এই কহিল নিয়ম ॥ তুমি বংশী
 চুরি কৈলা বুঝি অনুমানে। নহে ভীত হৈয়া। কেন কর পলা
 যনে ॥ নিজাক্ষ শোধন কর আশা দেখাইয়া। থাক বা গমন
 কর যথেষ্ট করিয়া ॥ শুনিয়া ললিতা লয়ে বস্ত্র আকর্ষিয়া।
 বস্ত্র নেত্র করি কহে জীবৎ হাসিয়া ॥ কামে উনমত্ত যদি হৈয়া
 আছ এত। ভ্রাতৃপত্নী অঙ্গ এবে দেখে অভিমত ॥ নাহি দেখি
 বাঁশী তোমার নাহি লই কভু। পরম আগ্রহ যদি না ছাড়হ
 তত্ত্ব ॥ তবে মূল্য দিব যে কহিল কুন্দলতা। নহে তার সম
 কাঠি আনি দিব এথা ॥ নল্লী ভৃঙ্গী নামে আছে পুলিন্দীর
 সুতা। শৈলেন্দ্র আলয়ে রহে সখী অনুরক্তা ॥ আমার বচনে
 দিবে বংশ পর্ব আনি ॥ জজ্জ্বরা সহিধা। যৈছে লৈয়াছিল
 তুমি ॥ তবে কৃষ্ণ কহে সেই পুলিন্দীর সুতা। আশীর্ষ তাহার
 রতি সর্বত্র বিদিতা ॥ আমা না দেখিয় অতি ব্যাধি হৈল
 তার। হেন দুঃখ হৈল যার নাহি পারাবার ॥ তূণেতে লাগিল
 মোর চরণ কুক্কুম। তাহা বক্ষে লেপি তারা তাপ কৈল উন।
 গিরি ধাতু গুঞ্জা আনি আমারে যোগায়। সে কেন তোমার
 দাসী মোর দাসী প্রায় ॥ বংশীহর আর মোরে কর অপমান।
 - বাহু পাশে বান্ধি দণ্ড করিতে বিধান ॥ কে তোমারে রক্ষা
 করে করু এবে দেখি। কহিয়া সাটোপ কৃষ্ণ পসারয়ে আঁখি ॥
 নাগরেন্দ্র বাণী শুনি বিস্ময়া হাসিয়া। ললিতাকে পাছে
 রাখি কহে সাম্য হৈয়া ॥ শুন যুবরাজ অর্থ যদি চুরি যায়।

নক্টোদেশী বিনে তার প্রাপ্তি নাহি হয় ॥ অতি উগ্রতাতে ধন
 শীঘ্র নাহি মিলে । সুযুক্তি করিলে তাতে ধরয়ে সুফলে ॥
 শুনিল। চম্পকলতা কহে বিশাখারে । অর্থ লোভী নক্টোদেশী
 বুঝিয়ে প্রকারে ॥ বহু ধন ব্যয় কৃষ্ণ বংশী পক্ষ বাদে । কেন
 না করিবে ক্ষুদ্র দ্রব্যখানি সাথে ॥ শুনি তুলসীদাস কহে শুন
 মোর বাণী । বংশীকা সর্বত্র কৃষ্ণের আমি ইহা জানি ॥ যে তার
 উদ্দেশ্য কহে আগে মিত্র হয়ে । আত্মীয়তা বাঢ়ে পাছে বহু
 ধন পায় ॥ যে লইল সেই জন বহু দণ্ড পায় ॥ এই সব নীতি
 কার্য্য বুঝি সর্ব্বথায় ॥ শুনিল। বিশাখা কহে শুন কৃষ্ণ তবে ।
 তারে কিবা দিবে যে উদ্দেশ্য করি দিবে ॥ চুরি যে করিল দণ্ড
 কি করিবে তারে । জানি হিত উপদেশ কহি যে তোমারে ॥
 তাহা শুনি কৃষ্ণ কহে শুন মন দিয়া । যে আমার বংশী দিবে
 উদ্দেশ্য করিল। ॥ তারে দিব এই নিজ হৃদি মণিমালা । চুম্বক
 রতন দিব করমর্দ ফলা ॥ যে জনা হরিল তার ভূষণ লইব ।
 অম্বর তারুণ্য রত্ন ঘটা দি লুটিব ॥ বাহুপাশে বান্ধি তারে দণ্ড
 করিবারে । প্রবেশ করাব কাম কুঞ্জকারাগারে ॥ এত শুনি
 বিশাখিকা হাসি পুনঃ কহে । ব্রজরাজ পুত্র তুমি অযোগ্য
 কি হয়ে ॥ রূপলতা ইথে যদি না করহ তুমি । তুমি করে আ
 ইল বংশী কহিলাম আমি ॥ আমার উদ্দেশ্যে বংশী প্রাপ্তি
 নাহি হয়ে । কুন্দলতা উপদেশে তৎকাল মিলয়ে ॥ তবে কুন্দ
 লতা প্রতি কহে বিশাখিকা । লাভ ভাগ্য তোমার আজি
 দেখিয়ে অধিকা ॥ নিজ দেবরের বংশী দেহ উদ্দেশিয়া । জুল
 ভ ঐকোচ লহ মহা মুখি হৈয়া ॥ তবে কুন্দলতা কোন কথা
 ছল ধরি । রাধা বিশাখিকা সনে যুক্তি যেন করি ॥ এইরূপে
 রাখে বাঁশী তুলসীর করে । অতি সংগোপনে রাখে কৃষ্ণ নাহি

হেরে ॥ পরম আকুতে কুন্দলতার বয়ান । দেখে কৃষ্ণ বংশী
তত্ব জানে হেন জ্ঞান ॥ তবে কুন্দলতা হাসি বিশাখাকে
কহে । আমি না জানি যে চোর তুমি দিব্য মোহে ॥ জানিতাম
আমি যদি বংশীর উদ্দেশ । বিনোৎকোচে কহিতাও তাহার
বিশেষ ॥ দেবরের ধন হৈলে নিজ ধন যানি । তোমা সব
যেন তেন পর নহি আমি ॥ তোমরা জানহ যদি বংশীর
বিশেষ । আগে ক্ষতি লৈয়া তার কহত উদ্দেশ । তোমরা অনু
কূল হৈলে সেইত বংশীকা । আপনার প্রতি করে রহে সুখা
ধিকা ॥ উৎকোচ বংশীকা মাঝে আমি সন্নিধ্য । কেহ নাহি
দিলে আমি দিব তাহা তায় ॥ কহি গোবিন্দেরে নেত্র ইঙ্গিত
করিল । কৃষ্ণ মংহোৎসুক হৈয়া তথাই আইলা ॥ কটাক্ষ অনঙ্গ
বাণে প্রিয়া বিদ্ধ করি । অতি উৎসাহ বাঢ়ি গেল বংশী পাব
বলি ॥ তবে গোবিন্দেরে হাসি কহে কুন্দলতা । বংশী চুরি
কৈলা রাই জানিহ সন্নিধ্য ॥ বংশী বলি কৈল বিন্দু চিবুকে
লাগিলা । গুপতে লাগিল বিন্দু রাই না জানিলা ॥ শ্যামরস
রাখিলে যে বংশীর আশ্রয় । দেখে সেই বিন্দু বিশ্বরূচি প্রকা
শয় ॥ নিজাধরে আগে বিন্দু গ্রহণ করহ । পাছে ন্যায় জিনি
দগু উৎকোচ বুঝহ ॥ সিদ্ধ হৈল তুমি বংশী রাধিকার স্থানে ।
লও বা না লহ তাতে ক্ষতি নাহি আনে ॥ উৎকোচের মধ্যে
মাত্র হৈয়া আছি আমি । বিশাখাকে প্রতিশ্রুত ধন দেহ তুমি ॥
কৃষ্ণ কহে বংশীকার বিন্দু আগে লই । পাছেত উৎকোচ দিব
বাঁশী যবে পাই ॥ কুঞ্জ কাবাগারে লইয়া দগু করি রাধা ।
পাছে ক্ষতি দিব আছে যার যেই সাধা ॥ এত কহি কৃষ্ণ যান
রাধিকা অন্তিকে । অপর দংশনে হয় উৎসাহ অধিকে ॥ দেখি
য়া ললিতা দেবী মিছা রোষ করি । মধ্যে হৈয়া কহে স্নেহ বচন

চাতুরি ॥ মিত্রপূজা না করিতে কত কেন কর। দেব লোক
 ধর্ম্মে তুমি শঙ্কা কি না ধর ॥ কৃষ্ণ কহে শুন রাধে আমার
 বচন। আমিহ না করি দোষ না করে দশন ॥ তুমি দোষ
 কৈলা বিন্দু চিবুকে ধরিল। এত সব কথা এই কারণে হইলা
 চিবুকে রহিয়া বিন্দু দেখিল আমারে। মিত্র বলি আইসে
 বিন্দু আশ্রয় মিলিবারে ॥ আমার দশনে আইসে তোমা শঙ্কা
 করি। দশন দংশন এই কারণে উচ্চারি ॥ তাহা শুনি কুন্দলতা
 কহে ভাল হৈল। করিণী করীতে দুই জনে মিলন হৈল ॥ বংশী
 বলি দেখি ঈর্ষা করিয়া দশন। বিন্দু আদি ধরে নাম ধরিয়া
 দংশন ॥ গুণি আগে গুণি যদি আগমন করে। মণিমালা
 দিয়া সেই গুণি পূজা করে ॥ এইরূপে কুন্দলতা নানা ভঙ্গি
 করি। কহয়ে কতক কথা বিবিধ চাতুরি ॥ তাহা শুনি কহে
 তাঁরে রাই সুবদনী। দৈবের শিশিরে ফুল কুন্দলতা জানি ॥
 অরুণ অধর তার দশন কুসুমে। পূজা কেন নাহি কর বল কেন
 আনে ॥ শুনি কুন্দলতা কৃষ্ণ কহে ক্রুদ্ধ হৈয়া। এথা হইতে
 যাহ বস্ত্র ভূষণ রাখিয়া ॥ মুখরা মুখরানান্ত ললিতা প্রথরা।
 অনেক প্রগল্ভা সঙ্গে তুমি সে একেলা ॥ মৃদু প্রায় ভীত তুমি
 কি কাষ এখানে। পলাইয়া রহ গিয়া সখার সহিতে ॥ পরের
 পুরুষে চিত্ত লোভিয়া সবার। তেজিয়াছে সব ধর্ম্ম অধর্ম্ম বি
 চার ॥ আমাকেও নিজ সঙ্গি করিবারে চায়। কুতর্থা করিতে
 করে নানান উপায় ॥ ধর্ম্মনিষ্ঠ আমি সাধী বিমল আশয়।
 দেবর সম্ভাব্য বাল্যে হৈতে যোগ্য হয় ॥ হেন আমি আমাকে
 যেহু কৃষ্ণ করিয়া। দুঃখ সব দেন আমি সহি কি লাগিয়া ॥
 বিশাখাতে বদ্ধ আছি উৎকোচ লাগিয়া। বদ্ধ বিমোচন কর
 তারে তাহা দিয়া ॥ শুনি কৃষ্ণ কহে হাসি আইস বিশাখিকা।

গ্রহণ করহ রত্ন উৎকোচ অধিকা ॥ ইহা কহি তাঁরে হাসি
 কৈলা আলিঙ্গন । হাসি সব সখী আসি কৈলা আবরণ ॥
 অন্যান্য কলহ ভেল মল কোলাহল । রাই লুকাইলা গিয়া
 কুঞ্জে এইকালে ॥ নৃপুৰ কিঙ্কিণী আদি যত্নে মক করি । প্রবে
 শ করিলা রাই নিকুঞ্জ ভিত্তরি ॥ তাহা দেখি অতি শঙ্কা পাই
 লা তুলসী । বংশী রাখে বৃন্দা পাশে সঙ্গোপনে আসি ॥
 বংশী পাঞা বৃন্দাদেবী অতি সুখি হৈলা । হৃদয়ে রাখিয়া
 বাঁশী কহিতে লাগিলা ॥ ক্ষুদ্র বংশে জন্ম হৈয়া বংশশ্রেষ্ঠ
 হৈলা । যত্নে বংশ সব সঙ্গ করিলা ॥ তোমার লাগিয়া এত
 কৌতুক হইলা । রাধাকৃষ্ণ সখী সনে মহাসুখ পাইলা ॥ এথা
 নখীগণ হাস্য চঞ্চল নয়নে । আক্ষেপ করেন কৃষ্ণে গদগদ
 বচনে ॥ কৃষ্ণ বাহু বদ্ধ হৈতে বাহিরে আসিয়া । বিশাখা
 কহেন কৃষ্ণে জীবৎ হাসিয়া ॥ বংশীর উদ্দেশ তোমার আমি
 না কহিল । এইত কারণে আমি উৎকোচ না লৈল ॥ কুন্দলতা
 কৈল তোমার বংশীর উদ্দেশ । তাহারে উৎকোচ দেহ যে হয়ে
 বিশেষ ॥ তাঁরে কহি তবে কুন্দলতারে কহয় । প্রগল্ভা হইয়া
 কেন হৈলে মুগ্ধা প্রায় ॥ দেবরের ধন তুয়া অন্য ঠাঞি যায় ।
 জীবী মালিন্য কেন ইহাতে না হয় ॥ তাহা শুনি কুন্দলতা
 হাসিয়া কহয় । নিজ দেবরের ধন অনেক আছয় ॥ ধনের
 বদান্য হয় আমার দেবর । দ্বিজ দান করে পাঞা আনন্দ
 অন্তর ॥ তাহাতে নিবেধ কৈলে অতি পাপ হয় । নিবেধ না
 করি আমি সেই পাপ ভয় ॥ দান দিতে কেহ যদি নিবেধ করয়
 অধমের অধম সেই শাস্ত্রে এই কয় ॥ প্রতিগ্রহ লৈতে কেন
 তবে শঙ্কা কর । দ্বিগুণ করিয়া ধন কৃষ্ণ আগে দয় ॥ ইহা শুনি

কহে কিছু চিত্রা সুনয়নী। কুন্দলতা প্রতি কহে সুমধুর বাণী॥
 আপন বেতন কেন ছাড় কুন্দলতা। পর দ্রব্য বলি কেন শঙ্কা
 কর রুখা॥ বোল যদি ধনী আছে ধনে বা কি কাষ। লঞা
 যাহ দিহ নিজ সখির সমাজ॥ কুন্দলতা হাসি কহে চিত্রাদেবী
 প্রতি। গোবিন্দের ধনে যদি নাহি ক্লারো মতি॥ যার ধন তার
 ঠাঞি আছে সর্বথা। কিবা কল আছে আর অতি চাটু
 কথা॥ তারে কহি ক্লেশে কহে তবে কুন্দলতা। হাসি কহে
 যেন করিয়া আত্মতা॥ আদান প্রদান কাষ তোমার সহিতে।
 অতি ক্ষুদ্রা ইহা সঙ্গে নহে সমুচিত্তে॥ ধনাঢ্য যেমন তুমি
 তেমন রাখিকা। তাঁহা সনে কর আদান প্রদান অধিকা॥ ইহা
 শুনি নাগরেন্দ্র রাই অন্তরে। দেখিবারে চাহে রাই দেখিতে
 না পায়ে॥ ললিতাকে কহে তুমি গোপন করিয়া। কোথা
 রাখিয়াছে তাঁরে আনহ যাইয়া। তুমি চুরি কৈলে বংশী রাই
 লুকাইলে। এই লাগি তুমি দণ্ডী সর্বথা হইলে॥ ললিতা ক
 হেন কারো প্রতিভু নহিয়ে। রাই কোথা গেলা আমি কেমনে
 জানিয়ে॥ রাজ্য কর সব ইহা আমি গৃহে যাই। রাই কোথা
 গেলা। আমি দেখি শুনি নাই॥ কোন সখী কহে রাই গৃহে
 চলি গেলা। কেহ কহে মিত্রপূজা করিতে চলিলা॥ কেহ
 কহে চিত্ত গঙ্গাস্নান কাষে গেলা। গোবিন্দ পরশাশুদ্র শুদ্ধ
 হৈতে গেলা॥ এইরূপে সব কথা শুনিয়া গোবিন্দ। ত্বাৰ্ত্ত
 হইল চিত্ত রাইর নিবন্ধ॥ যে কুঞ্জে আছেন রাই কুন্দলতা
 জানে। জানাইলা। সেই কুঞ্জ নয়নের কোণে॥ সে ইঙ্গিতে
 নাগরেন্দ্র সে কুঞ্জে পশিলা। সখীগণ চতুর্দ্বারে কপাট অর্পি
 ল। লতাপাশ দিয়া সেই কপাট বান্ধিলা। সেই দ্বারে
 দ্বারী হইয়া রহিলা॥ ওথা নাগরেন্দ্র আইলা দেখি নিত

যিনি । পলায়ে গোবিন্দ ভয়ে সুপন্ন বদনী ॥ দ্বারে আসি দেখে
 লাগি রহিল কপাট । ভঙ্গ হৈল বৃহির্দ্বারে গমনের ঠাট ॥ শ্যাম
 গৌরী বলে ধরি মেজে লয়া গেলা । ছুঁছ পরশেতে আনন্দ
 বাড়িল ॥ অনঙ্গ অনলে তাপি শ্যাম মত্তকরি । রাই সুধানদী
 পাণ্ডা আনন্দে বিহরি ॥ নীবি কঞ্চুলিকা বন্ধ সব মুক্ত কৈলা ।
 হস্তাকর্ষে কঙ্কণাদি বাজিতে লাগিলা ॥ ববংবংশী দদদেহ ঘন
 বোলে হরি । পরম উল্লাস কথা গদগদ উচ্চারি ॥ তারুণ্যাদি
 ধন কৃষ্ণ আত্মসাৎ কৈলা । তাহা রক্ষা লাগি ধনী অতি ব্যগ্র
 হৈলা ॥ কৃষ্ণ নিজ ধার্য্য সৈন্য বাহু পরাজয় । দূরে কৈল ধৈর্য্য
 লজ্জা বামতা আঁলয় ॥ প্রগাঢ় আনন্দ যবে হইলা ছুঁহার ।
 নিজ পৌরষতা আরম্ভে অপার ॥ শীৎকার অকুণ্ঠিত কণ্ঠ কুজি
 তাদি যত । পীযুষ উৎকর ধারা বহে কত ॥ অন্যোহন্য
 আগ্রহ নর্ম্ম পূর্ব্বকারি করি । ছুঁছ দোহঁ । বেশ করে চিত্তাভ্যাস
 ভরি ॥ রাধিকা মাধব সঙ্গে নিকুঞ্জ বিলাস । এইমত নানা
 ক্রীড়া রসের উল্লাস ॥ জয় জয় রাধা কৃষ্ণ কেলী স্তম্ভন । শ্রবণ
 নয়ন মন আনন্দে কেবল ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত নিতুই নূতন ।
 বিচারিতে মিলে মহা প্রেমধন ॥ এইত কহিল রাধাকৃষ্ণের
 বিলাস । সখী সঙ্গে কত হাস্য পরিহাস ॥ সদা শুন গোবিন্দ
 চরিতামৃত কথা । রাধাকৃষ্ণ প্রেম ধন মিলিবে সর্ব্বথা ॥ রাধা
 কৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে । এ যত্ননন্দন কহে মধ্যাহ্ন
 বিলাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে দশমঃ সর্গঃ

সমাপ্তঃ ॥ ১০ ॥

নান্দীমুখী মনসূতাধ সভাং সখীনা, মাগত্যতাং
মুরলিকাং হৃদি নিহুবালা । বৃন্দাববীক্সনুগতো
ব্রজকাননেসো, সখ্যো নিবেদমিহ নাবনয়োঃ
পদেহন্তি ॥

জয়ং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়ানিধি । জয় সনাতন প্রিয় রূপ
সুখাবধি ॥ জয় দাঁস গদাধর প্রাণ প্রিয় প্রাণ । জয় স্বরূপের
প্রিয় রঘুনাথ ভ্রাণ ॥ রূপাকর রূপানিধি লইলু শরণ । ছুঁকাসনা
ছাড়ি সেবোঁ তোমার চরণ ॥ স্তব করে চতুর্দুখে শঙ্কর ভাবক
সহস্র মুখে গায় গুণ মহেন্দ্র সেবক ॥ হেন তুমি তোমাকে
জানিতে শক্তি কার । তোমার মনন হেতু করুণা তোমার ॥
গমন ছলিত জল মনুষ্য শরীর । অহঙ্কারে বৃথা গেলা বিধাতা
অধীর ॥ যে জনা সকল ছাড়ে চাহে ভজিবারে । তোমার
স্মরণ মায়া সদা তারে তাড়ে ॥ কে আছে এমন ধীর সে
ভাঙন সাহি । তোমা ভজে আপনার চিত্ত স্থির রহি ॥ অধৈর্য্য
মানস যৌননা মানয়ে বাণী । রূপান্তরে বাকি রাখ স্বচরণে
আনি ॥ এবে কহোঁ গোবিন্দ বিলাস মনোরম । যাহা শুনি
সুখি হয়ে শুদ্ধ ভক্তগণ ॥ নান্দীমুখী সঙ্গে কার বৃন্দা হর্ষ মানি ।
আসিয়া সখির মধ্যে পুছেন কাহিনী ॥ বংশী রাখে নিজ হৃদি
বসনে বাঁপিয়া । রাধাকৃষ্ণ কোথা গেল পুছেন আসিয়া ॥
নিবেদন আছে কিছু দোহার চরণে । এমতি পুহিলা যদি বৃন্দা
সখী স্থানে ॥ সখীগণ কহে তাঁরা কলহ করিয়া । অনঙ্গ রাজার
স্থানে ন্যায় বুঝে গিয়া ॥ বল নিবেদন তোমার কিবা সে আছয়
না কহিবে যদি অতি গোপনীয় হয় ॥ কুঞ্জ পট গৃহে তবে করহ
গমন । তথাই যাঁইয়া তাঁরে কর নিবেদন ॥ এমতি শুনিলা
যদি বৃন্দা সখীমুখে । কহিতে লাগিল তবে পাণ্ডা বহু সুখে ॥

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ তুল্য ভোমরা সবাই । তোমা সব আগোচর
কোন লীলা নাই ॥ তাঁরা দোঁহা সঙ্গে যবে থাকে এক ঠাঞি ।
তখনি কহিব তবে শুনহ সবাই ॥ নিধুবন দরশান্ত বিলাস
লালসে । বেট্রিলা সকল সখী কুঞ্জের চৌপাশে ॥ রতি লীলা
অবসান সময় জানিয়া । সহচরী গণ দেখে ছিড়ে মৃথ দিয়া ॥
ওথা আত্রেড়িত করে কৃষ্ণ নিজ প্রিয়া । বিভ্রমণ করিবারে যত
ন করিয়া ॥ নাহি আইসে ধনী তাহা হেনই সময়ে । আনন্দ
বিভ্রম আসি সব পাসরায়ে ॥ ছুঁ ছুঁ দোঁহা বেশ করে অতি অপ
কপ । যাহা দেখি মুকুহয়ে মনমথ ভূপ ॥ তবে কৃষ্ণ পদ্মপত্রে
কুক্কুমের দ্রবে । পত্রিকা লিখন কৈলা মনোভব সেবে ॥ শিরের
বেষ্টনে রাখে সেই সুপত্রিকা । রাখিয়া কহয়ে চল বাহিরে রাধি
কা ॥ সখী লজ্জা লাগি রাই বাহিরে না আইসে । ন্যায় জিতি
চোর প্রায় কৃষ্ণ আনে পাশে ॥ এইমতে ধনী হস্ত কল ধরিয়া
কুঞ্জাঙ্গনে আইলা কৃষ্ণ হরষিত হৈয়া ॥ কুঞ্চিত নয়না রাই
শ্যাম প্রফুল্লিত । দেখি সুখি হৈয়া সখী বেট্রিলা দুরিত ॥ পরম
সন্তুষ্টে সবে পুছেন রাইরে । আমা সব ছাড়ি তুমি কোথা
গিয়াছিলে ॥ বহু অন্তেষিল তোমা লাগ না পাইল । ধৃষ্ট কৃষ্ণ
সনে তুরা কোথা দেখা হৈল ॥ মো সবার ভাগ্যে শীঘ্র আসি
য়া মিলিলে । ধৃষ্ট তোমা পরাভব ভাগ্যে না করিলে ॥ এইমত
সখী বাক্য পরিহাস শুনে । নিজ অঙ্গে দেখে সব রতিচিহ্ন
গণে ॥ কৃষ্ণ প্রতি লজ্জা জঁর্বা সখী প্রতি হৈয়া । রহে ধনী কণ
এক মৌন আচরিয়া ॥ কৃষ্ণ হাস্য করি তাঁরে ভু ভঙ্গি করিয়া ।
গদগদ কণ্ঠ চলাধর হৈলা ॥ তর্জনি চালন করি কৃষ্ণকে
ভজয়ে । হাসি সখীগণ তারে ভঙ্গিতে কহয়ে ॥ গৃহেতে গমন
যবে করিবে উদ্যম । বস্ত্রে আকর্ষিয়া তবে কর নিবারণ ॥ লু

কাইয়া রহি যদি যার্যা কোন স্থানে । তবে কৃষ্ণে ভাস্ক করি
 দেখাহ সেখানে ॥ সঙ্গে রহি যদি তবে কটু বাণী বৈল । অত
 এব তুয়া সঙ্গ কেমনে হইল ॥ লুকাইয়া ছিল গিয়া কৃষ্ণের
 ভিতরে । দেখাইয়াছিল স্থান মত্ত ভুজঙ্গেরে ॥ মোর অঙ্গ পর
 শিতে চঞ্চল আইসে । কণ্টক লতার মাঝে করি নু প্রবেশে ॥
 তবে আশা রাখি সখী কণ্টক লতিকা । নহিলে কি জানি
 আজি হইত রাধিকা ॥ এই মত মিষ্ট কথা কহে নিতম্বিনী ।
 শুনিকুন্দলতা কহে পরিহাস বাণী ॥ যে কহিলে সত্য রাধে
 অসত্য না হয় । কণ্টকলতিকা রক্ষা তোমারে করয় ॥ কৃষ্ণ
 অঙ্গে তার চিহ্ন দেখি ব্যক্ত রূপ । কণ্টক নখেত ক্ষত সকলি
 অনুপ ॥ তোমা রক্ষা লাগি লতা কৃষ্ণাঙ্গ আঁচটে । অযোগ্য
 না হয়ে সখী রাখয়ে শকটে ॥ তাহার মধ্যেত আর বৈচিত্র
 দেখিল । তোমার তনুতে কেন বহু চিহ্ন দিল ॥ গোপাঙ্গনা
 যুবতী লম্পট কৃষ্ণচন্দ্র । চন্দ্রাবলী উরে ধরে নহে কিছু মন্দ ॥
 তুমি তাহা কেন বা ধরিলে নিজ উরে । এ ছুই বোলের মোরে
 কহত উত্তরে ॥ এইমত কুন্দলতার বচন শুনিয়া । কহয়ে ললি
 তা দেবী শুন মন দিয়া ॥ পুরুষ পরশ ভয়ে ধনী ব্যগ্র হৈয়া ।
 লতা মাঝে প্রবেশয়ে শীঘ্রগতি যাঞা ॥ তাহাতে কণ্টক ক্ষত
 দরিদ্র কি হৈলা । তাহাতে তোমার শঙ্কা কেন উপজিল ॥
 প্রত্যঙ্গ বর্ণন লতার শ্রবণ করিতে । কৃষ্ণ চিত্তে ভাব পুঞ্জ হই
 লা উপস্থিতে ॥ শ্রবণ উৎকর্ষ দেখি সব সখীগণ । করিতে
 আরম্ভ কৈলা রাধাঙ্গ বর্ণন ॥ নিজ কবিতা যের সালা করিতে ।
 রাধাঙ্গ মাধুরি গন্ধ কৈলা সুবাসিতে ॥ যদ্যপিহ নিতম্বিনী
 দৃশে নিবারণ । কৃষ্ণ সুখ লাগি তছু সখ্যাঙ্গ বর্ণয় ॥ গোবিন্দ
 মুখ্যারবিন্দ মৃদুমন্দ হাসি । সেই মকরন্দ পানে সখী সব ভাসি

গোবিন্দ ইচ্ছিত তারা জানে ভালমতে। তার ইচ্ছা লাগি
অঙ্গ লাগিল বনিতে ॥ ভক্তি করি ললিতিকা কুন্দলতা দেখি।
বর্ণনা করয়ে লতা হৈয়া বড় সুখি ॥ কুন্দলতা অঙ্গে তবে
দেখি ভোগ চিহ্ন। সে মধুসূদন কৈলা ভোগ পরবিন ॥
অদ্ভুত কথা এই স্থলে উপজায়। করায় বর্ণন ধনী হরষপা
ইয়া ॥ পৃথিবীতে শিবলিঙ্গ এক চন্দ্র ধরে। তাহাকে জিনিতে
রাই কুচ কুম্বরে ॥ নখাঙ্কের ছলে কিবা ধরে চন্দ্রগণ। উৎ-
পেক্ষা অতিশয় সুন্দর বর্ণন ॥ কৃষ্ণ সুখ লাগি ভাবে বি-
শাখা সুন্দরী। কহে হাসি দন্ত পংক্তি বিকশিত করি ॥ রাধা
কুচ কুম্বরেতে যে সকলক চন্দ্র। দিনে ম্লান সদা কয় অতিশয়
মন্দ ॥ সদা পূর্ণ সুশীতল অত্যন্ত সুগন্ধ। কৃষ্ণ কর নখ বিধু
ধরে অকলঙ্ক ॥ বিশাখার বাক্যে অতি সুতৃপ্ত হইয়া। চন্দ্রক-
লতিকা কহে কৃষ্ণে সুখ দিয়া ॥ কৃষ্ণ পাদপদ্ম নৃত্য চিহ্ন নাগ-
মাথে। দেখি করায়ুজে কৃষ্ণে স্পর্শাইল তাতে ॥ রাধিকার কুচ
পদ্ম নারঙ্গ উপরে। নটন করিতে নখ ক্রত চিহ্ন ধরে ॥ তাহা
শুনি স্ত্রীর শ্রেষ্ঠা চিত্রা সুবদনী। কহিতে লাগিল। কিছু মধুময়
বাণী ॥ আশ্চর্য্য কনকলতা তমাল আশ্রয়। ধরিল শ্রীকল দুই
তাতে পঙ্ক হয় ॥ তমালের শাখা উপশাখার চালনে। কুচ
শ্রীফলে কৈল বিচিত্র লিখনে ॥ তাহা শুনি ভুজবিদ্যা কহে
হর্ষ পায়ে। সবা প্রতি করে আর ধনী লজ্জা দিয়ে ॥ রাধি-
কার তনু বন আশ্চর্য্য শোহন। বাহে কাম গজ করে নিত্য
বিহরন ॥ কৃষ্ণ হস্ত পদ্ম তাতে মাজত আইয়। নখাকুশ কুচ
কুম্বরে সে যে আকর্ষণ ॥ তাহাতে হইল ক্রত দেখ বিদ্যমান।
লেপন হইল স্নেহমদ কুম্ব স্থান ॥ ইন্দুলেখা ইহা শুনি উল্লাস
পাইয়া। কহে দন্ত পংক্তি হাস্য চন্দ্র প্রকাশিয়া ॥ রাইসুর

তরঙ্গে নিসাক্ষ কৃষ্ণ করি । বিহার করয়ে কত নিজ ইচ্ছা ভরি
 হস্ত আক্ষালন তাতে কত কত ঠেকল । কুচ চক্রবাক যুগে লি
 খন রহিল ॥ তাহা শুনি রুদ্ৰদেবী কহিতে লাগিল । রাধা
 সুধামুখী দৃষ্টে নিষেধ করিল ॥ তথাপিহ কহে কৃষ্ণ অবশেষে -
 জানি । কৃষ্ণ কর্ণ পূর্ণ করে সুধাময় বাণী ॥ রাই বক্সহলে
 দুই সুবর্ণ কলসে । তরুণীমণি তাতে ভরিল অশেষে ॥ যত
 নে খুইল বিধি গোপন করিয়া । গুদিত করিল কুন্ত সুরঙ্গাদি
 দিয়া ॥ কৃষ্ণ চোর নিজ নখ খস্ति তাতে দিয়া । খনন করিতে
 চিহ্ন রহিল লাগিয়া ॥ সুদেবী কহয়ে বাণী একথা শুনিয়া ।
 পরিহাস করে গিরিধরেণে তর্পিয়া ॥ সুবর্ণ দাড়িম্ব এই বনপ্রিয়
 অতি । সৎকল ধরিল দুই সুবর্ণের দ্যুতি ॥ প্রীতাংশুক নখে
 তাহা খনন করিল । সেই চিহ্ন কুচযুগ দাড়িম্বে রহিল ॥ চন্দ্র
 মুখী দেবী তার অবসর পায় । সহাস্য বদনে কহে অতি হৃষ্ট
 হয়ে ॥ ভ্রমরার ক্ষত পুষ্প দেখ বিদ্যমান । রাই কুচ ওষ্ঠাধর
 দন্তের বিধান ॥ তাহা শুনি হাসি কহে সুমধুর বাণী । অত্যন্ত
 অমৃত এই রসময় জানি ॥ রাধিকা লোচনাঞ্জনে কৃষ্ণের অধর
 হয়ে আছে যেন পত্র জামের সোসর ॥ রাধিকার দন্ত শুক ক্ষুধা
 র্ত হইয়া । দংশন করিল তার চিহ্ন দেখসিয়া ॥ কৃষ্ণের ইঙ্গি
 তে তবে কাঞ্চনলতিকা । কহয়ে বারয়ে তবে দৃষ্টিত রাধিকা
 রাধিকার নাভিলোম কুচদ্বন্দ্ব মূখ । ভ্রান্ত হয়ে বিধি ইহা
 কহে পায় সুখ ॥ সুধানন্দে শ্রীমদলাল পদ্য সুধাকর । এইসত্য
 কথা আনি জানিয়ে অন্তর ॥ সদা মুখ বিধু কাস্তি লাগে কুচ
 যুগে । তেঁঞি সদা কুচপদ্য কলিকার যোগে ॥ শুনিয়া মাধবী
 কহে হরিষ বয়ান । করায় কৃষ্ণের কর্ণ অমিয়া সেচন ॥ রাধা
 নাভি কুণ্ড মাঝে ত্রিবলী মেখলা । নিতম্ব বেদিকা লোমাবলী

শ্রব হৈলা ॥ কুচ কুম্ভ যুগ ভাল সুপীঠ জঘনি । বসিকাম ঠৈকল
 দুই ঘটের স্থাপনী ॥ কণ্ঠ শঙ্খ প্রায় অঙ্গ যজ্ঞশালা মানি ।
 কামযজ্ঞ করে কৃষ্ণ চিত্ত আকর্ষণী ॥ বাসন্তী কহয়ে তবে
 একথা শুনিয়া । বৃষভানু কন্যা ধন্যা ব্যাখ্যান করিয়া ॥ রাধি
 কার ভুধনু কটাক্ষ যে বাণ । বাহু পাশ কণ্ঠ শঙ্খ অতি অনু-
 পাম ॥ চুই গগুস্থল হেম কনক সমান । নিতম্ব রথাক্ষ নখ অঙ্কু-
 শ প্রমাণ ॥ অতএব রাই অঙ্গ অনঙ্গ রাজার । কেবল সাজন
 হৈলা বহু অস্ত্রশাল ॥ তাহার শুনিয়া বাণী বৃন্দাদেবী কহে ।
 বাহা শুনি কৃষ্ণ চিত্তে অতি সুখ হয়ে ॥ রাধিকার তনু এই সুধা
 সুরধুনী । সুবাহু মৃণাল তাতে স্তন কোক জানি ॥ মুখ নাতি
 হস্ত পদে পদ্মগণময় । বক্রালকা দেখি তাতে ভ্রমর নিচয় ॥
 হাস্য কুম্ভদিনী নেত্র ইন্দীবর সম । রোমাবলি শিরলি তাতে
 দেখি মনোরম ॥ কৃষ্ণ চিত্ত মত্ত হস্তি সদাই বিহরে । তেঞি
 সুধানদী তনু মনে এই ধরে ॥ পুনর্বার নেত্র কৃষ্ণ ইঙ্গিত করি
 ল । প্রত্যঙ্গ বর্ণনা পুনঃ শ্রবণেচ্ছা হৈলা ॥ এঁকে সব সখী
 প্রেমাবিষ্ট হৈরা । বর্ণয়ে রাধিকা অঙ্গ শুন মন দিয়া ॥ শঙ্খ
 অঙ্ক চন্দ্র যব অশ্ব সুকুঞ্জরে । শ্রীরথ অঙ্কু শূল ধ্বজ সুমধুরে ॥
 তোমর দ্ব্যস্তিক ধনু আদি সল্লক্ষণ । পদযুগ তলে সাজে এই
 সৈন্যগণ ॥ সংগ্রাম করিতে লক্ষ কবচ অর্পিলা । এই সব সৈন্য
 সঙ্গ্রে ভুবন জিনিলা ॥ রাই পাদপদ্ম কান্তি নবলেশ পায়ে ।
 কিশলয় পল্ল বাখ্যা শুন মন দিয়া ॥ অলিনী আখ্যান তবে হৈল
 পদ্মাবলি । সে লব সমান নহে মলিন আচরি ॥ শোকে কোকনদ
 হৈল রক্তোৎপল নাম । দিবসে মলিন সেহো না হয় সমান ॥
 অতএব রাধিকার পদ অববিন্দে । উপমা নাহিক এই কহিল
 নির্বন্ধে ॥ অপূর্ণ রাধিকা পদ নথ চন্দ্রাবলি । অকলঙ্ক পূর্ণ

সদা রহে গন্ধাবলি ॥ গোবিন্দ হৃদয়াস্বরে সদাই উদয় । অরুণ
 রুচিতে রহে সদানন্দময় ॥ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়গণ কৈরব প্রকাশে
 হঠে চন্দ্রাবলী স্মৃতি যেইত বিলাসে ॥ রাই পদযুগ গুহফ
 লুকাইলা কেনে । তাহার কারণ শুন হৈয়া একমনে ॥ রাধিকার
 তনু রাজ্য তারুণ্য রাজারে । আগমন হৈল করে অনীত আচা
 রে ॥ বক্ষোজ জঘন দুই দস্যু তার সনে । মধ্যের পুঙ্ক্ততা দোহে
 করে আকর্ষণে ॥ কুৎকার করয়ে মধ্যদেশ তাহা শুনি । বাক্সিলা
 ত্রিবিধি দিয়া বিধাতা আপনি ॥ এসব জানিয়া রাই পদের ঘুঁটি
 কা । শঙ্কা পায় লুকাইলা বুঝিয়ে অধিকা ॥ রাধিকার জংঘা
 ছলে বিধির ঘটনা । হেম রস্তা স্তম্ভ হই করিল যোজনা ॥ অন
 ক্ষে উষ্যতা আত্ম কৃষ্ণ মন্তকরি । শীতল গৃহের স্তম্ভ জংঘা
 মনোহারি ॥ হেন স্তম্ভ দ্বয় বিধি প্রার্থনা করিয়া । কৃষ্ণ চিত্ত
 মন্ত হস্তি বন্ধন লাগিয়া ॥ জংঘার মাধুরি দৃঢ় শৃঙ্খলিকা দিয়া ।
 রাখিয়াছে কৃষ্ণ চিত্ত হস্তিকে বাক্সিয়া ॥ জানু দুই নহে এই
 মনে অনুমানি । কনক সম্পূট কাম রাখিয়াছে আনি ॥ গোবি
 ন্দ নয়নচিত্ত রত্ন চুরি করি । সজোপনে রাখে নিয়া জানু বাটা
 ভরি ॥ রাই উরু যুগ শোভা কি দিব উপমা । যত বিচারিয়া
 কেহ নহে সমা ॥ হস্তির হস্তের তুল্য কহিতেহো ভয় । ককশ
 কঠিন চর্ম সেহো তুল্য নয় ॥ রাম রস্তা কহি যদি লজ্জা লাগে
 তাতে । সার হীন বস্ত্র নহে উপমায়ে জিতে ॥ রাধিকার উরু
 হরি করত বিলাস । করিয়া কহয়ে যাহা মধুর আয়াস ॥ নিত
 স্ব মণ্ডল দেশ রূষতানু সূতা । কহয়ে না হয়ে শোভা অতি অদ
 ভুতা ॥ গোবন্ধন কালিন্দীর তট সম মানি । নিতম্বাবলয়ে কৃষ্ণ
 দুই প্রাপ্তি মানি ॥ রাধিকার শ্রেণীদেশ পুলিন সমান । করি
 সব কহে সত্য মানি সে বিধান ॥ বেণী অবলম্ব সেই যমুনার

ধারা । সহজে নিতম্ব ভেল শুলিনের পারা ॥ কিঙ্কিনী করয়ে
 শব্দ হংস সম মানি । রাসে কৃষ্ণ চিত্ত নৃত্য করে বাহা শুনি ॥
 মত্ত করি হস্ত উরু কুচ কুন্তদেশ । মৈত্রতা করিয়া শাঠ্য তাতে
 পরবেশ ॥ মধ্যের পুষ্টিতা যত ছুহে চুরি করে । কুচ কুন্ত উরু
 নিজ পুষ্টিতা আচারে ॥ ক্ষীণতা হইলা মাঝে ক্রোধ শোক হ
 ইতে । সিংহ সঙ্গে সুমিত্রতা করিল। তুরিতে ॥ রাধিকা নিতম্ব
 স্তন দরিদ্র আছিল। মাঝের পুষ্টিতা ধন হরিয়া লইলা ॥ ক
 লহ করয়ে দোঁহে দেখিয়া বিধাতা । লোভি দেখি সীমা দিলা
 ত্রিবলি ত্রিলতা ॥ মধ্যের লাবণ্যতা মিত্র ছাড়ি যবে গেল।
 তাহার বিরহে কিবা মধ্য ক্ষীণ হৈলা ॥ ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জানি
 বিধি শঙ্কা পায়ে । বান্ধিয়াছে বুঝি ত্রিধা গুণাবলি দিয়া ॥
 সুধার নদীতে কিবা হেমাযুজ দল । ভৃঙ্গমালা বসিয়াছে ফুল্লজ
 উপর ॥ সে নহে রাধিকা নাভি তুন্দ রোমাবলি । নিশ্চয়ান্ত
 সন্দেহ কহে সখীগণ মেলি ॥ অশ্বথের দল কিয়া হেমাযুজ
 দিলা । উদর দেখিয়া কম্প জড়তা পাইলা ॥ লোম শ্রেণী
 তাতে আছে কস্তুরী সমান । রাধিকার উদর শোভা কি দিব
 উপম ॥ রাই করতলে শোভে সৌভাগ্যদি যত । কৃষ্ণ পরিচর্যা
 লাগি ধরিয়াছে কত ॥ ভৃঙ্গার, অস্তোজ মালা ব্যজনাদি করি
 চন্দ্রকলা ছত্র যূপ কুণ্ডলাদি ধরি ॥ শঙ্খ লক্ষ্মী বৃক্ষবেদী আস
 নাদি যত । পুষ্পলতা স্বস্তিক চামর আদি কত ॥ দুই হস্ত তলে
 আছে এসব লক্ষণ । কৃষ্ণ পরিচর্যা কায়ে সদা নিয়োজন ॥
 কামের অঙ্কুশ তীক্ষ্ণ শিখর শোভিত । পূর্ণচন্দ্র সুমানিক্য ক-
 পূর মিশ্রিত ॥ গন্ধ ফণীদল শ্রেণী অগ্রে এত থাকে । পদ্মে
 যদি এই সব থাকে একে ॥ তবে পদ্ম তুল্য কহি রাই হস্ত
 তল । নহে পদ্মোপমা আদি বড়ই বিকল ॥ রাধিকার কর নখ

তীক্ষ্ণ কামটঙ্ক । লিখে কৃষ্ণ বক্ষ তটেনানা সঙ্ঘ অঙ্ক ॥ কৃষ্ণ
 বক্ষ তট নীল রত্নের কপাট । উল্লাসে লিখিলা তাতে নানা
 চিত্র ঠাট ॥ রাধিকার বাহু হেম মৃণাল সমান । অগ্রে কর যুগ
 পদ্ম ধরে অনুপাম ॥ কর্ণিকা ধরয়ে বাহু মূলে অধোমুখে ।
 তার তলে কুচাবলু ধরে কৃষ্ণ সুখে ॥ কামার্থি নাগর কৃষ্ণ তার
 গ কারণে । রাধা হেম নৌকা বিধি কৈল নিরমাণে ॥ নৌকা
 দণ্ড আছে নাভি উর্দ্ধে রোমাবলি ॥ কেরোয়াল যুগ বাহু অভ্যু-
 ত মাধুরী ॥ রাধিকার পার্শ্ব দুই সৌন্দর্য্য কন্যাকা । কৃষ্ণ পার্শ্ব
 মাধুর্য্য পত্র বরণে উৎসুকা ॥ দক্ষিণ আর বামে দুই ক্রম বিপ-
 র্য্যয়ে । বিহার লাগিয়া তৃষ্ণ বাঢ়য়ে হিয়ায়ে ॥ রাধিকার
 পৃষ্ঠ ভেল বেণী লঘুমান । কহনে না হয় শোভা অতি অনুপাম
 হেন বুঝি হেমপাটে কন্দর্প লিখন । কিয়া হেমপাঠে কাম ধরে
 অস্ত্রগণ ॥ কিয়া মনমথ হেম তূণেত করিয়া । নাগপাশ অস্ত্র
 রাখে সুছান্দ করিয়া ॥ বণনীয় নহে শোভা পৃষ্ঠালয় বেণী ।
 যত কিছু কহি কেহ তুল্য নাহি গনি ॥ রাধিকার অংশে দুই
 বর্ণি করিগণ । গিরিধর হস্ত ভাবে নম্র অনুক্ষণ ॥ আমার মতে
 তে আর বিশেষ আছেয়ে । অত্যন্ত সৌভাগ্য তবে অংশ নম্র
 হয়ে ॥ রাধিকার কণ্ঠে বিধি তিন রেখা দিলা । নাশস্তে নরাং-
 শু লাগি বিবাদ ভাঙ্গিলা ॥ সৌন্দর্য্য লখিমি বলি এক অঙ্ক
 দিলা । বাক্য লক্ষ্মী বলি তাতে দুই অঙ্ক দিলা ॥ সঙ্গীত লখিমি
 বলি দিলা তিন রেখা । তিন গুণ সীমা বিধি কৈল দৃঢ় লেখা ॥
 রাধিকার কণ্ঠ উল্লি পিক গান জিনি । সুধা তুল্য কিবা সুধা
 কটুত্ব বাখানি ॥ যার শোভা লাগি কহ্য নম্রদ্র পৈশায়ে । সে
 কণ্ঠ উপমা কহে কেবা হেন হয়ে ॥ মৃগমদ বিন্দু আছে চিবুক
 উপরে । হেনাথ জ দল আছে যেন মধুকরে ॥ হেম গৃহ গবা-

ক্ষের দ্বারে পিকরাজ ॥ এসব দৃষ্টান্তে মনে লাগে বহুলাজ ॥
 কৃষ্ণের অঙ্গুলী সঙ্গ সৌভাগ্য গুণিতে । অধিক আছয়ে গুণ রাই
 চিবুকেতে ॥ বন্ধু বিশ্ব তুল্য ওষ্ঠাধর নাহি হয় । কৃষ্ণের জীবন
 সেই বহির্বিশ্ব হয় ॥ সর্বানন্দ পূর্ণামৃত কৃষ্ণ সত্ত্বমতি । রাধার
 অধর জীউ এতাবতা কীর্তি ॥ ইহাতে 'অধিক' আর মহি
 মা কি হয় । রাধার অধরোপম অধরেই রয় ॥ কুন্দ ইন্দু শিখরা
 দি রাধার দশন । জিনি ল দেখিয়া বিধি সবিনয় মন ॥ ওষ্ঠা
 ধর দিয়া শীঘ্র বাঁপিল দশন । নহিলে শ্বেতিমা সব হইত
 ভ্রবন ॥ কুন্দের আকার কিবা হীরা দন্তরাজি । শিখর হইলা
 কৃষ্ণাধর বিষ ভজি ॥ রাধা দন্ত সুপক দাড়িম্ব বীজ সম । সদা
 কৃষ্ণাধর সেই করয়ে দংশন ॥ কিম্বা কৃষ্ণ ওষ্ঠ শোণ মণি ভেদি
 বারে । রাধিকার দন্ত এই কামটকবরে ॥ এই রাধা দন্ত পংক্তি
 অতি মনোরম । সদা চিতে ক্ষুরে যেই ভাগ্যবান জন ॥ রাধি
 কার জিহ্বা মণি অরুণের হাতা । কৃষ্ণ সদা পরিবেশে
 সুধা রস গাঁথা ॥ সুন্দর সঙ্গীত কাব্য সঙ্গীত দ্বিলাস । বাহা
 তে করয়ে কৃষ্ণের সদা কণোলাস ॥ কৃষ্ণের সংকীর্তি হয়ে বিদ
 ক নর্তকী । রাধা কণালয়ে বৈসে প্রবেশি অলখি ॥ তাঁর সৃক্ষা
 রূপ শাটী বাহির অঞ্চলে । বাহিরে আছয়ে সেই রসনার ছলে
 সুধার সমুদ্রে যেন তরঙ্গ বহয়ে । পরিহাস কথা সেই, প্রহে
 লিকাময়ে ॥ শব্দ অর্থ দুই শাস্ত্র করেন বিস্তার । রস অল
 ক্যার বস্তু ধ্বনি পরকার ॥ ভঙ্গী ভঙ্গ পিকী পিক ধনি কলা
 যত । রাধিকার কণ ধ্বনি স্থানে পড়ে কত ॥ গোবিন্দের
 কণ ছন্দ রসায়ন করে ॥ এছন রাধিকা বাক্য সঙ্গামৃত
 স্নারে ॥ প্রেমাবলি মৃত নন্দ মিতাবলি তাতে । রস কথা

মধুস্মিতকপূর মিশ্রিতে ॥ মিথ্যাময় জীবা তাতে মরিচ যে
 দিল । এইরূপ রসালায় কৃষ্ণ তৃপ্তি কৈল ॥ রাধিকার হাস্য
 সুধানদীর সমান । কৃষ্ণ চিত্ত হংস যাতে খেলে অবিরাম ॥
 কিম্বা রাধা হাস্য সুধা কিরণ কোমুদী । কৃষ্ণাক্ষি চকোর তৃষ্ণা
 যাতে নিররধি ॥ কিম্বা রাধা হাস্য সুধা শ্বেত মেঘাবলি । কৃষ্ণ
 প্রাণ চাতকের বিশ্রামের স্থলী ॥ কিম্বা কৃষ্ণগুণ ভতি কংপ
 লতাগণ । রাধার হৃদয়ে রহে সেই বন সম ॥ সেই লতা প্রফু
 ল্লিত পুষ্প বহু হয় । রাধা হাস্য সজ্জে সেই বাহিরে খসয় ॥
 রাধার বদন সুধা নদীর সমান । পঞ্চম অমৃত সুধা নদী ননো
 রম ॥ সঙ্গীত অমৃত নদী বাহিনী যে হয় । সুগন্ধ অমৃতধ্বনি
 তাহাই আছয় ॥ হাস্য সুধানদী সহ একত্র মিলিয়া । কৃষ্ণ সুধা
 নবে সবে প্রবেশয়ে যাঞা ॥ রাই মুখচন্দ্র দেখি সুমেরু আকার
 হাস্য সুধাধনি যাতে করয়ে সঞ্চার ॥ গন্ধ সুধানদী তাতে
 বাণী সুধাধ্বনি । সঙ্গীত জাহ্নবী সুধা স্বর মন্দাকিনী ॥ কৃষ্ণ
 মৃত্যুবে সবে প্রবেশ করয় । যত সুধানদী আছে রাই মুখালয় ॥
 কৃষ্ণের নয়ন যাত্রা মঙ্গল কারণে । বিধি কৈল রাই মুখপদ্ম
 নিরমাণে ॥ নয়ন খঞ্জল লেল তাহাতে গঢ়িল । নাসা স্বর্ণ কুণ্ডে
 লোল লাগিয়া বাঞ্চিল ॥ কৃষ্ণ দৃষ্টি চকোরের প্রীতির লাগিয়া ।
 রাই মুখচন্দ্র বিধি কৈল হর্য পাঞা ॥ নয়ন হরিণ ছুই চঞ্চল
 দেখিল । স্বর্ণ পাশ দিয়া নাসা দণ্ডেত বাঞ্চিল ॥ রাই মুখ উপ
 মা চন্দ্র পদ্মে কিবা দিবে । সকলক্ষ ক্ষয় চন্দ্র দিনে ম্লান হয়ে ॥
 চন্দ্র পদাঘাতে পদ্ম ম্লান অতিশয় । অতএব রাই মুখ উপমায়
 নয় ॥ সদা পূর্ণ সুমণ্ডল মৃদু মনোরমা । অতএব রাই মুখ অতি
 অনুপমা ॥ রাই গণ্ডযুগ্মজিনি সুবর্ণ দর্পণ । লাবণ্য অমৃতধূণ
 কনক হবন ॥ স্বর্ণ নদী প্রায় ছুই দেখিয়ে সুসমা । সুবর্ণ তাড়ক

পদ্ম কলিকা উপমা ॥ কন্তুরিরচিত তাতে শৈবালক প্রায় ।
 মকরী কুণ্ডল তাহে মকরি বেড়ায় ॥ কৃষ্ণের চিত্তের তৃষ্ণা সকল
 হরয়ে । অতএব রাই গণ্ডে কি উপমা দিয়ে ॥ কৃষ্ণের নয়নযুগ
 মধুকর পুষ্টি । লাগি বিধি কৈল রাধা নয়ন সন্তুষ্টি ॥ রাধার
 বদনামৃত লাবণ্যের ধুনি । লোচন উৎপল দুই প্রফুল্ল তা মানি
 গণ্ড দুই পূর্ণচন্দ্র তাহার কিরণে । প্রফুল্ল নয়ন ইন্দীবর সর্ব
 ক্ষণে ॥ রাধার ললাটদেশ পিঞ্জর ভিতরি । কীররাজ আছে
 তনু আরবণ করি ॥ নাসা ছলে চঞ্চু তার বাহির হইল । বিম্বা
 ধর দেখি তৃষ্ণা অধিক বাড়িল ॥ রাধিকার ভ্রুধনু নাসা কাম
 বাণ । মুক্তাফল আছয়ে তার অতি অনুপাম ॥ কৃষ্ণের ধৈর্য্যতা
 দৃঢ় কবচ কাটিয়া । হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়ে বিলম্ব তেজিয়া ॥
 রাধিকার নাসা নহে মন্থথের তুণ । অধোমুখে রহে যৈছে
 তিলের কুমুম ॥ মুখদ্বারে হাস্যছলে বাণ বরিবয় । কৃষ্ণ চিত্ত
 মৃগ তারে সতত বিদ্যয় ॥ দৃষ্টাঙ্গনাধরে মুক্তাগুঞ্জা হেলাইল ।
 অবিধান কবি সব ঐহন কহিল ॥ আমার মতেতে শুন অপূর্ব
 কথন । কৃষ্ণ রাগ হৃদয়ে আছয়ে সর্বক্ষণ ॥ যখন যৈছন
 গুণ প্রকাশিত হয় । তখন সেই বর্ণ নাসা মুক্তায় ধরয় ॥
 সর্ব সার লক্ষ্য বিধি রাইর নয়ন । যুগল গঢ়িল করি অতি
 মনোরম ॥ গাঢ় হৈতে পৃথিবীতে পড়ে যেই শেষ । তাহাতে
 গঢ়িল সৃষ্টি সার যে বিশেষ ॥ ভগ্নর চকোর মৃগ অস্ত্রোজাদি
 করি । উৎপল সফরী আদি সৃষ্টিসারে ধরি ॥ অঙ্গন লেপন
 যুগ নয়ন খঞ্জন । নবীন কঞ্জের গর্ব করয়ে ভঞ্জন ॥ সফরী
 গঞ্জন করে বাহার গমন । কৃষ্ণ মন সুখসিদ্ধ করয়ে রঞ্জন ॥
 রাধাকৃষ্ণ কর্ণে দেখি মকর কুণ্ডল । বিবাহ লাগিয়া তার
 হইল বিকল ॥ রাধিকা বদন সুধা নদীর মাঝারে । নয়ন

সকরী যুগ সদা নৃত্যকরে ॥ চঞ্চল দেখিয়া বিধি ত্রাস পাইল
 মনে ॥ পাশ্বে কর্ণ জাল দিলে কররে রক্ষণে ॥ রাই চক্ষু পদ্মা
 লয় অলি প্রজাগণ ॥ কটাক্ষ ধারাতে করে গমনাগমন ॥ রাধি
 কার ভ্রুলতা বিষ্ণু ক্রান্তা সম ॥ নেত্র পুষ্প যুগ তাতে অতি
 মনোরম ॥ ললাট উপরে শোভে নিবিড় কুন্তল ॥ তলে শোভে
 ভুরু সেই অতি মনোহর ॥ রাজ যেন অক্ষ চন্দ্র গ্রাস করিয়াছে
 দন্তের দলনে যেন নৃগি লাগিয়াছে ॥ রাধার ললাটে যেন
 নবচন্দ্র রেখা ॥ তাহার তলেতে ভুরু কামানের রেখা ॥ কাঞ্চন
 মাধবী দলে ভ্রমরার পুঞ্জ ॥ বসিয়া আছে যৈছে তৈছে মনো-
 রঞ্জ ॥ রাধার ললাটে বিধি লিখিল গোপনে ॥ বাহিরে বেকত
 সেই সিন্দূরের সনে ॥ সিঁথিতে সিন্দূরাক্ষণ বস্ত্রাবৃত তাতে ॥
 তাত্র অর্ঘ্যপাত্র যেন মদন করিতে ॥ রাধার কুন্তল যেন নিবিড়
 কানন ॥ কৃষ্ণ চিত্ত হস্তী তাতে করিল গমন ॥ সিঁথি পথে যাই
 তে তার গণ্ডের সিন্দূর ॥ লাগিয়াছে পথে তাতে শোভা যে
 মধুর ॥ রাধিকার মুখচন্দ্র কেশ অক্ষকার ॥ অন্তরে অন্তরে ভয়
 আছয়ে দোহার ॥ অক্ষকার নিজ সীমা লংঘনের ভয়ে ॥ অলকা
 ভ্রমরা সৈন্য বৈসয়ে তাহারে ॥ চন্দ্র নিজ কলা আগে দিল
 পাঠাইয়া ॥ ললাটের ছলে তিহোঁ আছে বসিয়া ॥ রাই মুখ
 পদ্ম মধুপান প্রতি আশে ॥ অলকা মধুপ মালা বসিল হরিষে ॥
 নয়ন হরিণ কৃষ্ণের বন্ধন করিতে ॥ মদন নৃগ যুগল জাল
 ফেলিল ধরিতে ॥ রাধিকার মনোরম কৃষ্ণ ভাব লতা ॥
 প্রেমামৃতে সিঞ্জে তাহা ॥ স্নেহের সংহতা ॥ অতি সুস্বাদু হৈল
 সেই ভাব লতাচয় ॥ কুন্দনের ছলে সদা শিরেতে ব্যাপয় ॥
 বৃন্দাবনেশ্বরী কেশ অতি মনোরম ॥ চামর ময়ূর পুচ্ছ নহে
 তার সম ॥ রাধার নয়ন মনে কৃষ্ণ অক্ষশোভা ॥ কেশ ছলে

শিরোপরে ধরে হঞা লোভা ॥ কি কহিব রাধিকার বেণীর
মহিমা । ত্রিবেণী করয়ে মাত্র কিস্কিৎ উপমা ॥ রত্নাবলি সর
স্বতী মুক্তা সুরধুনী । নিজ কান্তি সূর্য্যসুতা বেণীতে ত্রিবেণী
বিলাস বিশ্রান্তকেশ রাধার দেখিয়া ॥ আপনার পিচ্ছ শোভা ন্য
কার করিঞা ॥ চামরী পলাঞা গেল পার্শ্বত গহ্বরে । শিখণ্ডী
প্রবেশ কৈল বনের ভিতরে ॥

যথা রাগঃ । কৃষ্ণ ম সৌরভজিনি, রাধা প্রতি অঙ্গ গনি,
যেই গন্ধের লবে মাতে হরি । নাতি ভ্রু কেশ আঁখি, মৃগমদা
গুরু মাখি, নীলোৎপল গন্ধরাজ ভরি ॥ বক্ষ কণ নাসা মুখ,
কর পদ গন্ধ সুখ, অম্বুজ কপূর গন্ধ আদি । কক্ষ নখ শ্রেণী
দেশ, নিন্দ্রিয়া সৌরভাশেব, মলয়জ কেতকীতে সাধি ॥
কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়গণ, করাইতে আহ্লাদন, শ্রীরাধিকা গুণের
উদারে । রাধা তেই সব গুণ, যেনহে অলপ উন, রাধা তেই
গুণের বিস্তারে ॥ যতেক উপমা বলি, আছে সব সখীতে ভরি,
মর্দন কৈল শ্রীরাধার অঙ্গ । রাধার মাধুরী হেরি, অনন্য উল্লাস
হরি, রহে তন্ত্ৰ মাধুর্য্য তরঙ্গ ॥ প্রেমের প্রমাণ নাহি, গুণে অনু
পম তাহি, অসমোদ্ধ সৌন্দর্য্য রুচিশীল । তারুণ্য অদ্ভুততম,
অম্যে নাহি রাধা সম, যে রসে ভুলিল কৃষ্ণ ধীর ॥ কোথা
রাধা পতিব্রতা, ভুবনে বাখানে কথা, কোথা পর বধু অপ
বাদে । কোথা প্রেমাদ্রকময়ী, কোথা পরবশ রহি, বিদ্ব শঙ্কা
আছে পরমাদে ॥ কোথা উৎকণ্ঠিতা ধনী, কোথা কৃষ্ণ গুণ
মণি, নিত্যসঙ্গ অলঙ্কার বিশেষ । এই ভিন শুন হিয়া, মূলের
সহিত গিয়া, কাটে মোর না পাই উদ্দেশ ॥ পতিব্রতা সার
আর, প্রেমোদ্বেক পরকার, উৎকণ্ঠিতা কৃষ্ণ লাগি যত । গুণ
গায় সব সখী, পরবধু পুষ্ট লেখি, এ যত্ননন্দন দাস মত ॥

কহ কৃষ্ণ প্রণয়িনী অতিশয় কিবা । সখী কহে রাই বিনু
 অন্য না জানিবা ॥ পুনঃ কহে বল দেখি গোবিন্দ প্রেমসী । অনু
 পম গুণ কার কেবা গুণরাশি ॥ সখী কহে রাই বিনু অন্য কেহ
 নহে । কৃষ্ণের যতেক সুখ রাধাতেই রহে ॥ কেশে আছে
 সুকোটিল্য নয়নে চাপল্য । কুচযুগে নিষ্ঠুরত্ব বড়ই প্রাবল্য ॥
 কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্তি নাত্র সমর্থ রাধিকা । সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রেম
 গুণে সর্বাধিকা ॥ পুরুষের শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ নারী শ্রেষ্ঠা রাধা ।
 বিহরে শ্রীরূন্দাবনে পূরি নিজ সাধা ॥ দীক্ষা নাহি করে রাই
 শিক্ষা নাহি করে । গুরু মুখে শ্রবণ পঠন না আচরে ॥ তথা
 পিহ ত্রিজগতে অবলার গণ । রাধিকার স্থানে করে কলার
 শিক্ষণ ॥ কলা রসসিকু ধনী গোবিন্দ তোষণ । যাহাতে বিন্ময়
 পায় পতিত্বতা গণ ॥ কৃষ্ণ লাগি নিজ কুলধর্ম্ম যে তেজিলা ।
 কৃষ্ণ লাগি নারী ধর্ম্ম পতি তেরাগিলা ॥ তথাপিহ সতীগণ
 বাঞ্ছে রাধা রীত । চিত্রশীল বিধি কৈলা রাধিকা চরিত ॥ শয়ন
 জাগরে কিবা নিদ্রাতে রাধার । মন বপু বাক্যোদ্ভিন্ন কৃষ্ণময়ী
 যার ॥ সফরি কুরঙ্গী আর চকোর খঞ্জন । অন্তোজ ভ্রমর আর
 নীলোৎপলগণ ॥ মৃদন বিশিখ আদি কতেক প্রকারে । কৃষ্ণ
 চিত্ত ধৈর্য্য যত এই সব হৈরে ॥ রাধিকার সাহজিক নয়ন
 নর্ত্তনে । হরে কৃষ্ণ চিত্ত আর এই সব জিনে ॥ চকোর চাতক
 আর সরোজিনী গর্ষ । সদা একতনু আত্মা এই অতি খর্ব্ব ॥
 শুন রাধে গোবিন্দে যে তুয়া একতান । দেখি লুপ্ত হৈল তার
 যত গর্ষ মান ॥ শ্রীশক্তি ভূশক্তি লীলাশক্তি আর । সকল
 যুবতীশ্রেষ্ঠ । সদগুণের সার ॥ তিন হৈতে শ্রীশক্তি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা
 জানি । তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠা গোপাঙ্গনা মানি ॥ তাহা হৈতে
 শ্রেষ্ঠা বুঝি সর্ব্ব যুথনাথ । তাহা হৈতে শ্রেষ্ঠা চন্দ্রাবলী সর্ব্ব

মতা ॥ তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠা রাধা সুবদনী । কৃষ্ণ তৃষ্ণা করে
 যারে দিবস রজনী ॥ চন্দ্রাবলী নিজ কপ গুণ আদি যত । যত্নে
 প্রকটয়ে কৃষ্ণ রসের নিমিত্ত ॥ রাধিকার সাহজিক প্রাকট্য
 দেখিয়া । কৃষ্ণ আত্মমূর্তি হীন অন্য কেবা ইহা ॥ সর্বগুণ
 খনি রাইদোষাদি বিহীন । একথা অসত্য মনে দেখি লাগে
 চিন্তা ॥ কেশে সুকোটিল্য লেহন নয়ন যুগল । কুচযুগে কাটি
 গ্যাতা আছে যে বিস্তর ॥ রাই নেত্র চকোরিণী কৃষ্ণ মুখচন্দ্র ।
 হাস্য সুধাপান করে পাইয়া আনন্দ ॥ কৃষ্ণের নয়ন ভঙ্গ সতৃষ্ণ
 হইয়া । রাই মুখপদ্মে গিয়া রহয়ে পড়িয়া ॥ কৃষ্ণ কাছে রাই
 যদি বিনাবেশে রয় । আনন্দ উৎফুল্ল ভাব অলঙ্কারময় ॥
 দেখি সব সখীগণ বহু সুখ পায় । কি কহিব সে আনন্দ কহিল
 না হয় ॥ বিনা কৃষ্ণ রাই থাকে তৃষ্ণাকুলি হৈয়া । বিভূষণ পরে
 তত্ব দুঃখি সব হিয়া ॥ রাধিকার আগে কৃষ্ণ আছে কৃষ্ণচন্দ্র ।
 দুই পাশে কৃষ্ণ অরিমুখে কৃষ্ণানন্দ ॥ রাধা দুই দৃশে কৃষ্ণ দুই
 গণ্ডে কৃষ্ণ । কুচে কৃষ্ণ কণ্ঠে কৃষ্ণ বাস্তান্তরে কৃষ্ণ ॥ তেঞি
 রাধা কৃষ্ণময়ী সর্বত্র বিদিতা । কৃষ্ণ প্রাণময়ী রাই বেদে গায়
 কথা ॥ কৃষ্ণাজ সৌন্দর্য্য কামজিনিলা সকলে । দেখিয়া কন্দর্প
 মনে হইলা বিহ্বলে ॥ অতএব কাম কিছু করিবারে নারে ।
 তেঞি কাম রাই তনু আরাধনা করে ॥ প্রীতি মতি স্থানে রহে
 কৃষ্ণজিনিবারে । জিনিয়া আপন মন সাফল্যতা করে ॥ রাধি
 কার অঙ্গ যবে কৃষ্ণ পরশয় । দেখি হৃদ অশ্রু কম্প রোমা-
 ণাদি হয় ॥ কৃষ্ণ যবে রাধাধর মধু পানকরে । সখীগণ নিজ
 মনে মত্ততা আচরে ॥ বরীয়ান পুরুষ কৃষ্ণ সম্মুখের সার ।
 নারী বরীয়সী রাই গুণে নাহি পার ॥ অন্যোহন্য সঙ্গ বিধি
 করিলা যতনে । নিজ গুণ জ্ঞাতা যশঃ করিতে নর্তনে ॥ কৃষ্ণ

হৃদিমালা ধনী ধরিয়াছে গলে । কৃষ্ণে দিলা রাই নিজ রুচি
 অনিহারে ॥ রাধা ধর অধু কৃষ্ণ সুখে কৈলা পান । কৃষ্ণাধর
 পিয়া রাই দত্ত কৈলা দান ॥ সৌন্দর্য্য সম্বন্ধগণ বাঢ়ে কৃষ্ণ
 সঙ্গ । নানা ভঙ্গি রঙ্গে অঙ্গ দৃশের তরঙ্গে ॥ চিত্তের উল্লাস
 কতবাঢ়িল রাধার । রাই অন্যত্ৰ প্রায় নবীন আচার ॥ সৌরভে
 পুরিত দিগ বিদগ লকল । কৌমল্য সৌন্দর্য্য অধুপূর্ণ নিরমল
 হেন রাধা কমলিনী ছাড়ি কৃষ্ণ অলি । কণ্টক কেতকী বনে
 কেন যায় চলি ॥ মাধবে মাধবী ফুল্ল হরিষ বিলাস । মাধবী
 মাধব সহ করে হর্য্যবাস ॥ নিজ বৈদগ্ধ্য বিধি প্রকট করিয়া ।
 যোগকৈলা দুহুঁ দুহুঁ উল্লাস লাগিয়া ॥ রাই শোভা দেখি
 বিধি বিম্মিত হইল । নিজ সৃষ্টি নহে জানি লজ্জা বহু পাইল ॥
 সব সার বস্তু লৈয়া রাইর সমান । গুরতি গঢ়ায় নহে সম নির
 মান ॥ পূৰ্ব্ব সৃষ্টি সার গণ নিরর্থক হৈল । পুনর্ব্বার তাতে
 বিধি অতি লজ্জা পাইল ॥ রাই মুখ দেখি বিধি গঢ়ে পদ্মচন্দ্র ।
 বহু দোষ পূর্ণচন্দ্র পান অতি মন্দ ॥ চন্দ্রে অঙ্গ মসি দিয়া
 লেপন করিল । পদ্মে অলি মসি দিয়া সর্বাঙ্গ লেপিল ॥
 রাধিকার গুণবৃন্দ গান করিবারে । অন্য কেবা যাতে হয় বাণী
 অগোচরে ॥ এইরূপ সখীগণ রাধাক্ষ বর্ণিল । সহাস্য বদনে
 সালঙ্কার কাব্য কৈলা ॥ নয়ন সঙ্কোচ বহু সঙ্কোচিত হৈল ।
 শুনি কৃষ্ণ তনু মন তৃপ্তি হৈয়া গেলা ॥ এইত কহিল রাধা
 ক্রীষ্ণ বর্ণন । ইহা যেই শুনে পায় গাক্ষকীচরণ ॥ অধ্যাহের
 লীলা কথা অমৃতের সার । কর্ণ মন তৃপ্ত করে এক বিন্দু ষার ॥
 গোবিন্দ চরিতামৃত নিত্যই হৃতল । বিচারিতে মিলে প্রেম
 মহা মহাধন ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে । এ যত্ন
 নন্দন কহে অধ্যাহু বিলাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে শ্রীরাধাক্ষ বর্ণনং নান
একাদশ স্বর্গঃ সমাপ্তঃ ॥ ১১ ॥

অথাহ বৃন্দাং ব্রজকানুনেসৌ, পদান্বজেবা ব্রজঃ
কেন মুখ্যঃ । নিবেদিতং যজ্ঞতিরীহাতি যন্তং,
সাক্ষং সমাক্ষয়তং সমিতিঃ ।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোসাঞি । শক্তি দেহ যেন প্রভু
তুয়া গুণ গাই ॥ জয় শ্রীকণ গোস্থামির চরণ । ঘেহোঁ প্রকা-
শিল ব্রজলীলা রস ধন ॥ জয় শ্রীজীব গোস্থামি জীবনাথ ।
জয় শ্রীরঘুনাথ ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ জয় শ্রীগোপাল ভট্ট রসে
রসাগর । জয় ব্রজবাসী যত সর্ব গুণধর ॥ জয় রাধাকৃষ্ণ
ভক্ত বৃন্দাঠাকুরাণী । সবার চরণ ধূলি শিরে ধরো আমি ॥
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ সখীবৃন্দ সঙ্গে । জয় রাধাকৃষ্ণলীলা বৃন্দের
তরঙ্গে ॥ অতঃপর বৃন্দা রাধাকৃষ্ণের চরণে । নিবেদন করে
তাহা শুন সর্বজনে ॥ বৃন্দা কহে ছয় ঋতু বিনয় করিয়া ।
পাঠায়াছে রাধাকৃষ্ণ শুন মন দিয়া ॥ সব সখীবৃন্দ মেলি কর
অবধান । বৈহন কহয়ে ছয় ঋতুর বিধান ॥ আমরা কিস্করী
সব বহুষত্র করি । সামগ্রী করিল সব বৃন্দাবন ভরি ॥ ঈশ্বর
ঈশ্বরী যদি তাতে দৃষ্টি করে । তবে সর্ব সামগ্রীর পূর্ণ কলবরে
ভৃত্যের কৌশল যদি ঠাকুরে দেখয়া তকে সে ভৃত্যের শ্রম সা-
ফল্যতা হয় ॥ আর শুন বৃন্দাবনের স্থিরচর গণ । লীলাস্থান
আছে যত তার নিবেদন ॥ ঈশ্বর ঈশ্বরী দোহে করুণা করিয়া ।
সাঁফল্য করহ শোভা দরশন দিয়া ॥ এইকালে সুবলের সঙ্গে
বটু আইলা । আসিয়া কৃষ্ণেরে কিছু কহিতে লাগিলা ॥ বৃন্দা

বনে প্রজা যত কৃষ্ণ যে তোমার। নিদ্রান করিল রাই যত ছিল
সার ॥ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য শোভাবান যত ছিল। ফল পুষ্প
আদি সখী সঙ্গে সব নিল ॥ এইত সময়ে নান্দিমুখী আগমন
পৌর্ণমাসীর আশীর্বাদ জানায় তখন ॥ সবাকৈ আশীষ করি
কহিতে লাগিল। পৌর্ণমাসী মোরে এথা পাঠাইয়া দিল ॥
আত্ম মধ্যে দুই জনা কলহে কি ফল। সম্ভোগের হানি রাজ
ভয় পূর্ণতর ॥ আমার আজ্ঞায় দুঁহে সংপ্রতি করিয়া। রাজ্য
সুখে রহ অতি স্বচ্ছন্দ হইয়া ॥ ইহা কহি পুনঃ মোরে কহে পৌর্ণ
মাসী। রাধাকৃষ্ণ দুই যদি বিবাদে প্রবেশি ॥ বৃন্দার সহিতে
তুমি বিচার করিয়া। প্রথমে কাহার দোষ কহত আসিয়া ॥
শুনি নান্দিমুখী বাণী কৃষ্ণ তারে কহে। সৰ্ব্ব তত্ত্ব তুমি জান
প্রীতি কৈছে হয়ে ॥ সব সখী মেলি বন করিল নিদ্রান। শঠতা
করিয়া বংশী করিল হরণ ॥ কৃষ্ণ বাক্য শুনি তবে কুন্দলতা
বলে। দ্বন্দ্ব করি দুহেঁ রাজস্থানে গিয়াছিলে ॥ বড় গর্ব্ব করি
দুহেঁ গেল। রাজস্থানো রাজা কি কহিল কহসে সবকথন ॥ কৃষ্ণ
কহে রাই লয়ে রাজস্থানে যায়ে। সম্বর্পণ কৈল তারে একথা ক
হিয়ে ॥ তোমার বনের দ্রব্য ইহা চুরি করে ॥ আত্ম দ্রব্য লও মোর
দ্রব্য দেও মোরে ॥ এই কথা শুনি রাজা পুছিল ইহারে। ইহেঁ
ছিল উঠাইয়া কথা কহে তারে ॥ বহু গোপ সঙ্গে বহু ধেনু
চরাইয়ে। কৃষ্ণ নষ্ট কৈল বন ফুল ফল লয়ে ॥ আপনার অঙ্গ
শোভা আনি বনে দিয়া। পুষ্ট কৈল সব বন দেখহ যাইয়া ॥
এই মিথ্যা বাক্যে রাজা প্রতীত করিল। সাক্ষাতে দেখিল
রাজা পক্ষপাত কৈল ॥ দোষ সিদ্ধ ইহাতেই বিচার না কৈল।
তোমা সব নিকটেত পাঠাইয়া দিল ॥ কৃষ্ণ কথা শুনি তবে
কুন্দলতা কহে। পক্ষপাত যদি রাই কৈল সৰ্ব্বথায়ে ॥ তবে

ইহার তারণ্য রত্ন কেবা দণ্ড কৈল । ধন লয়ে কেবা ইহার বচন
 রোধিল ॥ কৃষ্ণ কহে রাজ ইঙ্গিত আমি যে পাইল । নিজ ধন
 লইতে আমি ইহাতে ডাড়িল ॥ দণ্ড করিবার কালে আমারে
 ধরিয়। দণ্ড কৈল। দেখ নথ চিহ্নাদি অর্পিয়া ॥ ইহা শুনি নিন্ত
 যিনি নয়নান্ত বাণে । ভ্রুভঙ্গি কোটিল্য করি বিদ্যে কৃষ্ণ মনে ॥
 গঙ্গাদিকা আসি বাণী করিল। রোধন। নীলাপদে কুন্দলতা
 তাড়িল। তখন ॥ তবেত গোবিন্দ শিরে বেষ্টন হইতে । পত্রি-
 কা খুলিয়া দিল। নান্দিমুখী হাতে । নান্দিমুখী মনে লাগিল।
 পড়িতে । সখীগণ কহে ব্যক্ত পড়হ তুরিতে ॥ তবে নান্দিমুখী
 পত্র পড়েন ডাকিয়া । সখীগণ কর্ণ পাতি শুনে মন দিয়া ॥
 নান্দিমুখী বৃন্দ। কুন্দলতিকা প্রভৃতি । কাম। সাক্ষ্য ভৌম বাণী
 বিজ্ঞাপন অতি ॥ বন প্রজাগণ ধন শীঘ্র দেয় লৈয়া । রাধা
 কৃষ্ণ বংশী ন্যায় বুঝহ যাইয়া ॥ এই পত্র শুনি সব সখীগণ
 মেলি । রাইরে পুছয়ে অতি হই কুতূহলী । শুনি রাই পাছে করি
 বিশাখা কহয় । কিবা প্রশ্ন কর হবে বুঝিল না হইল । কাম রাজা
 আগে ইহো পৃষেক কহিয়াছে । নিজ অঙ্গ শোভা রাই বনে
 সঁপিয়াছে ॥ ললিতা কহয়ে শুন কি কার্য্য কথায় । রাই অঙ্গ
 প্রতিবিশ্ব বন ব্রজময় ॥ রাজ স্থানে খললোক করিল লাগা
 নি । কি করিতে পারে রাজা অসিয়া আপনি । আপনার বন
 সবে পালিব আপনি । ফল ফুল লৈয়া কার্য্য করিব যে জানি
 তবু যদি রাজ আজ্ঞা পালিতে উচিত । দেখ সবে বন যায়ে রা
 ইর পালিত ॥ সাধী ধর্ম্ম বিনাশয়ে যেই দুষ্কবংশী । কোথা হ
 না দেখি তারে নষ্ট ধর্ম্ম ধুংসী ॥ ভাগ্যে যদি কভু তার লাগা-
 লি পাইয়ে । যমুনা তিতরে দিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া ॥ নান্দিমুখী
 কহে শুন রাইর বচন । নিজ কান্ত্যে বন পুষ্ট করিল। নিয়ম ॥

আগে সত্য মিথ্যা তার বুঝিয়া বিচার । পাছে বুঝি বংশী
 ন্যায় যেমন আচার ॥ শুনিয়া ললিতা দেবী রাই আগে করি
 অরণ্য বিহারে চলে সখীগণ মেলি ॥ ললিতা সুন্দরী কহে দেখ
 সখী মেলি । রাই অঙ্গ কান্ত্য বন বেলাগে সকলি ॥ পশু পক্ষ
 তরু লতা পুষ্প ভূমিতল । হেমবর্ণ গৌর দ্যোত হইল সকল ॥
 কৃষ্ণ আদি সখী বৃন্দ সবে গৌর হৈলা । রাধিকার কান্ত্য সব
 গৌরবর্ণ কৈলা ॥ দেখি সখী পুরস্কারী নান্দিমুখী কহে সব সত্য
 এই বৃষভানু সুতা কহে ॥ নিজ কান্ত্য দিয়া বন পোষণ করিলা
 যা দেখি সবার নেত্রে উৎসব হইল ॥ কৃষ্ণ কহে শুন ইহার
 কারণ আছেয়ে । কুহক জানয়ে রাই মোর মনে লয়ে ॥ মন্দি
 রে যাইতে কান্তি সঙ্গে লৈয়া যায় । রাজ আগমন ভয়ে পুনঃ
 সমর্পয় ॥ শুনি সব সখী হর্ষে উৎফুল্ল বয়নী । অন্যান্য কহে
 সবে পরিহাস বাণী ॥ অতি গর্ব করি বটু কৃষ্ণ আগে কৈলা ।
 রাধাকৃষ্ণ অঙ্গ কান্তি সমৃদ্ধ হইল ॥ মরকত মণি বণে ব্যাপ্ত
 হৈল বন । দেখি বটু কহে অতি সহাস্য বচন ॥ কন্দর্পের তাপ
 গর্ষ দূর করিবারে । ছহার উজ্জ্বল কান্তি হৈলা একস্থলে ॥
 তাহা শুনি হাস্য মুখে তুঙ্গবিদ্যা কহে । গান্ধারিকা কান্ত্য
 কৃষ্ণ কান্তি মিশ্র হয়ে ॥ মরকত মণি কান্তি সখীগণ কৈলা । গুণ
 অলঙ্কারে উদাহরণ অর্পিলা ॥ স্বহস্ত চালনে বৃন্দা আইসে
 চলিয়া । সেই হাতে আছে বংশী বায়ু পরশিয়া ॥ বাজিতে
 লাগিল বংশী শুনি সখীগণ । তথাই আইলা সবে চকিত নয়ন
 সেই ক্ষণে কুন্দলতা আসি বৃন্দা স্থানে । বংশী পায়ে ছুট হৈয়া
 লইলা যতনে ॥ তবে সুধামুখী কহে শুন কুন্দলতা । বৃন্দা পাশে
 বাঁশী কৃষ্ণ রাখিলা সর্বথা ॥ কদর্থনা দিল মাত্র আমা সবা-
 কারে ॥ এই কথা মিথ্যা নহে পুছহ বৃন্দারে ॥ না মানয়ে বৃন্দা

যদি পুছ কোথা পাইলা । না' কহয়ে যদি তবে বৃন্দা দণ্ডী
হৈলা ॥ এত শুনি বৃন্দা কহে শুন সুবদনী । শৈব্যা করে কাটি
বংশী কক্খটা দিলা আনি ॥ নান্দীমুখী আগে বংশী সাঁপিল
আমারে । বিবরিয়া কহি এই বংশীকা বিচারে ॥ তবে কুন্দলতা
বংশী দিলা কৃষ্ণ করে । বংশী পায়্যা সুখী হৈয়া বাজন
আচরে ॥

যথা রাগঃ । আনন্দে মুরলী ধ্বনি, কৈলা যবে ব্রজমণি, প্রাণি
মাত্র ধর্ম হৈল আন । ত্রিভুবনে বৈসে যত, সুন্দরী তরুণী কত
বংশী কাষ্ঠকৈল তার প্রাণ ॥ সে ধ্বনি অনঙ্গ ঘুণ, তাহাতে লাগিল
দুঃখ, নাশ কৈলা মারী মন বাসা যত স্থিরচরগণ, উলটা ধরম বন
ছয় ঋতু বৈভব প্রকাশ ॥ অমৃতের কণা গণ, শ্রবণ মুরলী
গান, স্থিরচর প্রাণী সিঞ্জে তার । বংশী ধ্বনি বাণ ধায়্যা, অব
লা হৃদয়ে যায়্যা, মাতাইয়া ধৈর্য্যতা ছাড়ায় ॥ যতেক পুরুষ
গণে, কামপীড়া হৈল মনে, কে তাতে অবলা জুড়কানা ।
পক্ষত হইল পানী, শুনিয়া বেণুর ধ্বনি, দশদিগে ঝরে তে
জাগমা ॥ পশু পক্ষ আদি গণ, তৃষ্ণায় পীড়িত মন, যায়্যা
জল খাইতে না পারে । নিকটে আইল জল, তাহে পিলে নাহি
বল, জড় হৈয়া আছরে নিচলে ॥ যতেক নদীর নীর, স্রোত
গণ হৈল স্থির, পাবাণ সমান ভেল তায় । হংস হংসীগণ তাতে,
না পারে মৃণাল খাইতে, শিকলি লাগিল তার পায় ॥ স্থগিত
হইল বাত, ঘুরে সব বৃক্ষ মাথ, পুষ্প ছলে হাসে বৃন্দাবন । এ
যত্ননন্দন কহে, কেমনে ধৈর্য্য রহে, গান করে মদনমোহন ॥

তবে বৃন্দাদেবী আসি দৌহার অগ্রেতে । ছয় ঋতু বন
শোভা লাগে দেখাইতে ॥ স্তম্ভ স্তম্ভ কল্প আসি চরগণে হৈলা ।

স্থিরগণে অতিশয় কম্প উপজিল।। যতেক পাষণে ঘেদ জল
 হৈয়া যায়। অস্পষ্ট ডাকয়ে পক্ষগণাদিকামর।। অক্ষুর পুল
 ক সব লতা বৃক্ষময়। প্রণয় বিরসে বন সখী বেশ হয়।। বাস
 ন্তী বকুল আর অমোঘ মালিকা। যুথি নাগ সিরিসাদি কেতকী অ
 ধিকা।। জ্যোতিপদ্ম লোধান্মান আদিপুষ্পগণ। সুকুন্দ বন্ধুক আদি
 বনের ভূষণ। প্রফুল্ল মাধবীলতা রসালে যোজনা।। মঞ্জিকার লতা
 সব সিরিসে ঘটনা।। যুথিলতাগণ উঠে কদম্ব তরুতোজাতিলতা
 উঠে সগু পুন্নাগ মিলিতো।। প্রফুল্ল অন্মান দেখে নোধার মিলনে
 কুন্দাদি করিয়া যতঃ পুষ্পগণো।। তোমা দোঁহা পরিচর্যা করে
 এইমনোকল পুষ্পা শ্রেণীপূর্ণ হৈয়া আছে বনো।। কোকিল ভ্রমর
 আর চাষপক্ষ কত। ধূপাট ডালুক শিখি চাতকাদি বত।।
 হংস সারস কীর টিট পক্ষ করি। হারিতাল ভারই আদি নানা
 রাগ ধরি।। তোমা দোঁহাকার যশ গুণ গান করে। অতিশয়
 প্রেমে সবে রোদন আচরে।। স্রশাখা মুকুল পত্র কুন্তল অপার
 হরিদ্বর্ণ কেহ আর পাণ্ডু বর্ণাকার।। জালিফল কোন ফল
 পাকোন্মুখ হৈল। কোন ফল রসে পূর্ণ সুপাক হৈগেল।। এই
 মত চয় ঋতু যত তরুগণ নিজে নিজ নামগ্রীতে করয়ে সন্ধান
 এই বৃন্দাবন ছয় ঋতু শোভা করি। মাধব্যা নৈভব যত আছে
 ধরি ধরি।। প্রণয়ে বিবশ বস্ত্র সন্তোষাদি করে। সাক্ষাতে সেব
 যে দেখে সখী প্রায় যায়।। তোমরা আইলা গৃহে জানি বৃন্দা-
 বন। বস্ত্র উড়াইয়া নাচে আনন্দিত মন।। কুমুম পরাগ উভে
 সেই পট্টবাস। বৃক্ষলতা ছলে বসে নৃত্য পুরবান।। পত্র
 শয্যা কৈলা নানাবর্ণ পুষ্প বাসে। তাত পদ ধরি যাবে মনে
 এই আশে।। ছহঁ মুখচন্দ্র দেখি চন্দ্রকান্তি নগি। কুটিমা
 হৈল জল পান্য অনুমানি।। দূর্য্যার অক্ষুর দোঁহে চর্যা নিবে-

দয়। আচমন দিলা অম্বু নদীতে যে হয় ॥ জাতিকল লক্ষ জয়ি
 ক্রী আদি করি। দুহুঁ আগে দিলা এই বৃক্ষ সব ভরি ॥ মকরন্দ
 বারে পত্র পত্রে ঢাকা জল। শীতল অনিল বহে বহু পরিমল ॥
 স্নান লাগি এই অতি স্নিগ্ধ জল দিলা। দুহুঁ স্নান করিবারে
 ধরিয়া রাখিলা ॥ স্নান করাইয়া শুষ্ক বসন পরায়ে। নানা বর্ণ
 পত্র পুষ্প চিত্রাংশুক হয়ে ॥ দুহুঁ অঙ্গ হয় যণি মুকুর সমান।
 পুষ্পপত্র প্রতিবিম্ব বসন গেয়ান ॥ চন্দন অগুরু আর কুঙ্কুম
 কস্তুরী। বায়ু মন্দ চলে গন্ধ ভার ভরি ॥ পুষ্পের পরাগ
 হয়ে গন্ধ চূর্ণ গণ। হরিবে আনিয়া করে দুহুঁ সঙ্গে অর্পণ ॥
 বকুলের অন্ধ গুচ্ছ মল্লি একাবলি। গোস্তুন করিলা বৃথি পুষ্প
 হারাবলি। কর্ণ অবতংগ লাগি মালতীর ফুল। অম্লান গর্ভক
 আর কুন্দ অনুকূল ॥ নানা অলঙ্কার দিলা কুমুমে গাঁথিয়া।
 সত পুষ্প তুলসীদল মঞ্জরী রচিয়া ॥ দিব্য মালা দিলা গলে
 অতি মনোহর। যাহাতে আছে গন্ধ মাধুরি বিস্তর ॥ সৌর-
 ভে চঞ্চল অলি মালা ধূপগণ। প্রফুল্ল চম্পক পুষ্প সেই দীপ
 সম ॥ মিস্র ফল সব দিলা নৈবেদ্য কারণ। এইকপে করাইলা
 দোহার ভোজন ॥ রত্না গর্ভে এই দেখ সুকপূর যত। লবঙ্গ এ
 লাচি আদি তাহাতে সংযুত ॥ গুবাক সহিত পর্ণ চূর্ণাদি সহি
 তে। অপূর্ব তাম্বুল দিলা দোহার পিরিতে ॥ আপনি পড়য়ে
 পুষ্প বকুলাদি করি। পুষ্প বৃষ্টি করে এই দোহার উপরি ॥
 শারী শুক শব্দ ছলে জয়ধ্বনি করে। পক্ষ শব্দ বাদ্য অলিধ্বনি
 গানচরে ॥ চাপার শাখার আগে পুষ্পের কলিকা। দীপ
 প্রায় শোভিয়াছে উজ্জ্বল অধিকা ॥ আরত্ব করয়ে তাতে অনি-
 লে চালায়। দুহার আরতি করি বনসুখ পায় ॥ বৃক্ষ শাখাগণ
 পুষ্প ফলে পূর্ণ হৈয়ে। অনিলে সঘন তাহা উঠায়ে লাম্বায়ে

সেই ছলে বৃন্দাবন ছুঁ পদতলে । আনন্দ পাইয়া দণ্ড পরণাম
 করে ॥ পক্ষগণ ধ্বনি ছলে শুধন করয়ে । ভ্রমরা বাক্য শব্দ
 বাঞ্জন বাজায়ে ॥ কোকিলের ধ্বনি ছলে করয়ে গায়ন । শুক
 শারী কথা ছলে কহয়ে কথন ॥ এইরূপে বৃন্দাবন সেবা আচ-
 রয়ে ॥ চক্রানিলে উত্থাপিত পুষ্প ধূলি যত । দুঁহার উপরে
 ধরে চন্দ্রাতপ যত ॥ পুষ্প মধু কণা গণ তাহাতে পড়য় । শীত
 ল সুগন্ধি যেন চন্দ্রাতপ হয় ॥ বল্লরী চামরী জাল রস্তা পত্র
 যত । বীজন করয়ে দেখ অনিল সঙ্গত ॥ দেখ কৃষ্ণ মন্দ বায়ু তত্র
 বায় হৈয়া । বনে চন্দ্রাতপ অলি মাছু চালাইয়া ॥ পুষ্পের পরাগ
 উড়ে নানা বর্ণ বাস । উষ্ম আবরণ চন্দ্রাতপের প্রকাশ ॥
 ঈশ্বর ঈশ্বরী দেখ আগে বনভাগ । বসন্ত ঋতুর বন প্রকাশানু
 রাগ ॥ দোহার সেবার লাগি মহোৎসুক্য হয়ে । আছে ঋতু
 রাজা নিজ বৈভব লইয়ে ॥ সেবন মাধুরি দেখি কৃষ্ণ হর্ষ পায়
 বর্ণনা করেন বন রাই শুনাইয়ে ॥ দেখি প্রিয়ে কুন্দ মধু ভৃঙ্গ পান
 কৈলা । মধুপান করি তাতে মন্দাদর হৈলা ॥ রসাল মুকুল মধু
 পান করিবারে । কুন্দ ছাড়ি ভৃঙ্গরাজ তাঁহা শীঘ্র চলে ॥ কোকি
 ল কোকিলী মৌনব্রত ত্যাগ কৈলা । রসাল মুকুল কণ্ঠ কষায়ে
 শোধিলা ॥ মাধবী মল্লিকা হাসে হেম যুথি আর । চম্পক
 লতিকা হাসে ধরে পুষ্প ভার ॥ প্রফুল্ল বকুল আর তমাল পুন্না
 গ । হাসয়ে তিলক তরু চুতবনভাগ ॥ বকুল কেশর তরু প্রফু
 ল্ল হইয়া । তরুলতা এক ঠাঞি রহে বেয়াপিয়া ॥ নব মল্লিকতা
 উঠে পুন্নাগ তরুতে । লবঙ্গ উঠয়ে দেখ বকুল বেষ্টিতে ॥ কুজা
 বেড়ি আছে দেখ কোবিদার যত । কেতকী বেড়িয়া উঠে চম্প
 কালি কত ॥ হেম যুথি বেড়িয়াছে অশোক তরুতে । কিংক
 পাটলি দুঁহু ভৈগেল একত্রে ॥ বাসন্তি রসাল তরু দেখ হের

শোভা । শতদল শ্রেণী দেখে কেশরেত শোভা ॥ অতি মুক্ত
অতি মুক্ত নাম লব কত । মৌক্তিকাক্ষি আদি এই বন শোভা
যত ॥ সেবার কারণে সবে জনম লাভিলা । এই লাগি এই বন
সুখদায়ী হৈলা ॥ মদন শরের এই উৎপত্তির স্থান । লতা কৃষ্ণ
সব শর কারাগার নাম ॥ ভৃঙ্গ সৈন্যগণ বুলে প্রতি পুষ্প স্থানে
ভাল মন্দ পরীক্ষিয়া ধুনি ছলে গানে ॥ ভ্রমরা ভ্রমরী দুই
বৈসে দুই ফুলে । নিজ প্রতিবিম্ব ভৃঙ্গী ভ্রমরে দেখিলে ॥ নিজ
প্রতিবিম্ব দেখি অন্য ভৃঙ্গী মানে । ত্বাৰ্ত্তনা পিয়ে মধু রোষ
করি মনে ॥ দেখে কামল মুখী রক্তা বনগণ । মধু ছলে বাম্প
ঝোরে দেখি দুই জন ॥ ওষ্ঠভরি রহে অতি সঙ্কোচ হইয়া ।
হাসে মোচা ছলে এই দন্ত বিকাশিয়া ॥ ভৃঙ্গ ভৃঙ্গী গণ যত
মণ্ডলী বাক্ষিয়া । হল্লিসক কেনী করে সুরঙ্গী হইয়া ॥ নিজ
ভৃঙ্গী ভৃঙ্গ গোপনে রাখিলা । পদ্মবনে ভৃঙ্গগণ গমন করিলা
তার আগে বন ভাগ দেখি বট হাঁসি । কহে পরিহাস্য সনে
অন্তর হরষি ॥ দেখে ব্রজ বনেশ্বর রাধা দামোদর । নিদাঘ
ঋতুর বন অতি মনোহর ॥ তোমা দোঁহা দেখি সবে মহোৎ
সুক্য হৈয়া ॥ সেবার কারণে আছে সামগ্রী লইয়া ॥ টিঠি পক্ষ ধুনি
ছলে দুক্কতি বাজায় । ভেরী বাদ্য ধুমুটক আনন্দে রচয় ॥
ঝিল্লি পক্ষ শব্দ যেন ঝঞ্জরি সমান । পিকপিকী ধুনি এই বিপ
ক্ষির গান ॥ চাবপক্ষ শব্দ ছলে ডিগ্ধিম বাজায় । শারিকা
বচনে ঋতু স্তবন করায় ॥ ভৃঙ্গ ধুনি গায় দেখে লতা তরু নাচে
তোমা দোঁহা দেখি অতি আনন্দ পাইছে ॥ পাটলি সৎ পুষ্প
বৃন্দ বসন ধরিলা । শিরিস কুসুম অবতংস লাগি দিলা ॥ মল্লি
কার পুষ্প দিলা অঙ্গ অভরণ । একপে নিদাঘ ঋতু করয়ে
সেবন ॥ পঙ্কিপলুরীষ ধাত্রী খিরা আদি করি । পদ্ম

পনস বিল তাল বীজ ধরি ॥ তোমা দোহা দেখি অতি আন-
 ন্দ পাইয়া ॥ এই সব ফল দিয়া ভক্ষণ লাগিয়া ॥ সূর্য্যমণি
 বন্ধ ভূমি সূর্য্যের কিরণে ॥ অতি উচ্চ স্থান তোমা স্থান
 ভয় মনে ॥ দেখ রক্ষণতা দিয়া আচ্ছাদন কৈল ॥ পল্লব অনি
 ল দ্বারে বীজন করিল ॥ কদলীর বন দেখ নিজাঙ্গ গণে ॥
 পত্র হস্ত দিয়া সব করয়ে লালনে ॥ মোচাস্তন শ্রবে অতি স্নে
 হের কারণে ॥ এই মত রক্ষ সব রক্ষ উপকরণে ॥ দীর্ঘ নাসা
 আশ্রয় পিক চঞ্চু দিয়া রহে ॥ তাহা দেখি সখীগণ স্নেহমুখী
 হয়ে ॥ প্রশস্ত মলিকা লতা তমাল বেটিল ॥ উল্লাসে চঞ্চল
 অলি মালা তাহা গেল ॥ মণ্ডলি বন্ধনে অলি রহে চারি পাশে
 দেখিয়া তমাল তরু পুষ্প ছলে হাসে ॥ শুন রক্ষ যেন তুমি
 গোপীগণ লঞা ॥ হল্লী মকরন্দে কেলি কর সুখ পাঞা ॥ এই
 মত বটু বাক্য রাধারক্ষ শুনি ॥ হাসে সব সখী মেলি প্রফুল
 বয়নী ॥ হেনই সময়ে তাহা বৃন্দা হর্ষ মানি ॥ শিরিস কুসুম
 গুচ্ছ দিন কক্ষে আনি ॥ সেই গুচ্ছ লয়া রক্ষ উত্তংশ করিল ॥
 এই মত রাধারক্ষ সে সুখে রহিল ॥ রাইর অলকা গণে পুষ্প
 রেণু ভরে ॥ নিজ কর পড়ে রক্ষ তাহা দূর করে ॥ রাধিকাহ
 নিজ বাহু মূল প্রসারণে ॥ সংস্করে রক্ষ চূড়া অলকাদি গণে ॥
 রক্ষ কহে প্রিয়া তুমি হৃদয় পরশে ॥ আমার নিদাঘ তাপ গেল
 দূর দেশে ॥ নিদাঘের ভয়ে সত্য পলায়ন করি ॥ তুমি কুচ
 শৈলে আছে অনুমান করি ॥ দেখ প্রিয়ে চন্দ্রকান্ত মণি চারা
 গণে ॥ রক্ষমূল বন্ধ পক্ষ বৈসে প্রিয়া সনে ॥ তুমি মুখ শুভ্র
 কান্তি সুধার নিচয় ॥ স্নান পান করি সব তাপ কৈল ক্ষয় ॥
 নিজ কান্তা সঙ্গে পক্ষ সেতুবন্ধ শিরে ॥ বিলাস করয়ে দেখ
 আনন্দ অন্তরে ॥ সুবল কহয়ে দেখ বর্ষা ঋতু বন ॥ বিছায়ে

মানি দোঁছে নাচে শিখিগণ ॥ মল্লিকা কুসুম কোলে আছে
 অলিগণ । যুথি নিজ গন্ধ বেগে করে আকর্ষণ ॥ বন সব এই
 দেখ বর্ষা ঋতু সম । যথেষ্ট ভ্রূক ভ্রূকী ঘন মেঘ যেন ॥ আকাশ
 ভুবন দুই জলে প্লাবিত হয়ে । নীপার্জুন বৃক্ষ পুষ্পে ব্যাপ্ত হইয়া
 রহে ॥ আনন্দে করয়ে গান পিক কুল যত । দাত্যাহ চাতক
 সব ডাকে অবিরত ॥ টিটী পক্ষ শব্দ করে কেকা কেকী
 ধ্বনি । হরিষে ডাকয়ে দেখ কত বকশ্রেণী ॥ ভেক সব শব্দ
 করে অতি উচ্চতর । গলা পুষ্ট করি ডাকে আনন্দ অন্তর ॥
 দেখ বর্ষা ঋতু আইল সখী বেশ ধরি । মেঘাবলি নীল বাস
 পরিধান করি ॥ বক পংক্তি ধরে অঙ্গে মুক্তাহার যেন । ইন্দ্র
 ধনু অঙ্গে দিল অক্ষ অভরণ ॥ এইরূপে বেশ করি সেবা করি
 বারে । সমগ্রী লইয়া আইল দোহাঁ সেবিবারে ॥ কদম্ব কুসুম
 মালা গর্ভক কেশরে । কেতকী কুসুম দল কিরীট উপরে ॥
 রঞ্জন টঙ্কন যুথি পুষ্প হারগণ । অর্জুন কুসুম পাদে টেকল সম
 পর্ণ ॥ তালফল জম্বুফল সুপক্ব খজুর । উরোজ অনকা তুয়া
 প্রিয়াজুলি তুল ॥ এসব দেখই আগে আনিয়া ধরিল । দেখি
 রাধাকৃষ্ণ চিত্তে আনন্দ বাড়িল ॥ কেবা কৃষ্ণবিনু জানে লীলা
 রসগণ । কেবা লীলা স্থল জানে বিনা ব্রজজন ॥ দাত্যাহ
 করয়ে এই ধ্বনি রাতি দিবা । কোবা কোবা কুবা শব্দ বোলে
 কিবা ॥ সদা কৃষ্ণ ঘন লীলা রস বরিষয় । সদা বর্ষা ঋতু তবে
 সর্ব সুখময় ॥ তাহা বিনু কেবা মেঘ কখন বরিষে । বর্ষা কাল
 কেবা সেই রহে দুই আসে ॥ কেকা কেকা শব্দ ছলে যত
 ভেকগণ । বর্ষা ঋতু নিন্দে আর যত মেঘগণ ॥ পুষ্প
 মধুস্রবে সেই জল বরিষয় । মধুকর পুঞ্জ সব মেঘাবলী
 নয় ॥ আগে কদম্বের বাটী ছুদিনের প্রায় । নয়র নয়রী

নাচে আনন্দ হিয়ায় ॥ পিচ্ছ প্রসারণ করি ময়ুরী ডাকিয়া।
 নাচায় ময়ূর বহু হরিষ পাইয়া ॥ কৃষ্ণ মেঘ সঙ্গে বিছালিতা
 সুবদনী। বর্ষা ঋতুশোভা পূর্ণ পুষ্প কৈল জানি ॥ সখীগণ
 চক্ষু সব চাতক সমান। বহু প্রীতি পাইল লীলামৃত করি পান
 এইত কহিল তিন ঋতুর বর্ণন। বসন্ত নিদ্রাঘ আর বর্ষা মনো
 রম ॥ প্রেমসী সঙ্কেত কৃষ্ণ করে নানা লীলা। ক্ষণে করে কৃষ্ণ
 নব নব খেলা ॥ মধ্যাহ্ন সময়ে এই লীলা মনোহর। যেইজন
 শুনে পায় রাধা গিরিধর ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত অমৃতের
 সিঁধু। কণ্ঠ মন তৃপ্তি করে যার এক বিন্দু ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদ
 পদ্ম সেবন বাঞ্ছিত। এ যত্ননন্দন কহে গোবিন্দ চরিত ॥

ইতি শ্রী গোবিন্দ লীলামৃতে দ্বাদশ

স্বর্গঃ সমাপ্তঃ ॥ ১২ ॥

অতঃপরঃ কৃষ্ণঃ সীমাং কাননভাগয়োঃ।

তচ্ছোভা মাহকান্তায়ৈ, ঋতুযুগ্মপ্রিয়ান্বিতাং ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিতানন্দ। জয়াধৈতচন্দ্র জয়
 গৌরভক্ত বৃন্দ ॥ জয় রূপ সনাতন জীব জীবনাথ। জয় জয়
 গোপাল ভট ভট রত্ননাথ ॥ জয় শ্রীরত্ননাথ দাস রাধাকৃষ্ণ
 বাসি। জয় বৃন্দাবনেশ্বরী জয় ব্রজবাসি ॥ জয় বৃন্দাবন জয়
 রাধাকৃষ্ণ লীলা। জয় রাধা সখীবৃন্দ রসময় খেলা ॥ হোট বড়
 না জানিয়ে ক্রম লিখিবারে। আগে পাছে বন্দি মাত্র যোটন
 অকরে ॥ এবে কহি শুন কৃষ্ণ লীলা মনোরম। রাধাকৃষ্ণ বিহ
 রয়ে সঙ্গে সখীগণ ॥ তবে কৃষ্ণ আইলা বর্ষা কাননের সীমা।
 আসি কহে দেখ ঋতু যুগল সুসমা ॥ বর্ষা গেল শরতের কলি

তরুণি মাকুরে । কিশোরীর প্রায় কান্তি দেখ বৃক্ষপূরে ॥ জাতি
 পুষ্প দেখিযুথী ত্যাগ কৈল অলি । মুগ্ধা প্রায় জাতিফুলে বিহরয়ে
 মেলি ॥ প্রবীণ হইল গুঞ্জা শোণ বর্ণ হয়্যা । ময়রের পাখা সব
 পড়িল খসিয়া ॥ কাশীর ফুলে মহি শোভমা হইল । মক
 হৈল শিখি সব শব্দ তেয়াগিল ॥ হংস পাংক্তি ডাকে অতি হরষিত
 হঞা । আইলা শরত ঋতু এই শোভা লঞা ॥ সফালিকা
 পুষ্প দেখ অতি মনোরম । ভ্রমরা পরশে যারে পাড়ে সেইক্ষণ
 যেন আমি পূর্বে সখীগণ পরশিতে । চকিত হইঞা সবে যার
 চারিভিতে । তবে কুন্দলতা বলে দেখ অদভুতে । সখী প্রায়
 এই ঋতু হৈল বিভূষিতে ॥ চঞ্চল খঞ্জন আখি অম্বুজ বয়ানী ।
 চঞ্চল অলকা অলি কুচ কোক জানি ॥ শ্বেত মেঘ বাস রক্ত উৎ
 পল অধরা । কিক্কিনী সারস ধ্বনি নীলোৎপল মালা ॥ দেখ
 দোহার সেবা লাগি শরত আইলা । নানান সামগ্রী এই আগে
 ত ধরিল ॥ অঙ্গনা সহিতে অলঙ্কারের কারণ ॥ জাতিপুষ্প
 দেই আর কৈরবাদি গণ ॥ রক্তোৎপল ইন্দীবর উত্তংস লাগিয়া
 কুঞ্জ গৃহে শয্যা পুষ্প । সফালি পাড়িয়া ॥ শরত সামগ্রী এই
 নিরমান করি । পথ নিরীক্ষণ করে দোহা মুখ হেরি ॥ পুষ্প
 গন্ধ মত্ত হস্তি তষু শ্বেত ঘন । কাশীর ফুল শ্বেত চামর মোহন
 কন্দর্পে উন্নত যত বৃষ বৃন্দ সঙ্গে । কন্দর্প বারণ বহে মনোহর
 রঙ্গে ॥ অম্বরে সারস ধ্বনি কিক্কিনী বাজায় । মরাদি পক্ষ
 ধ্বনি ঘণ্টা শব্দ হয় ॥ এইরূপে হৈল শরত কালের বিজয় ।
 দোহা সেবা লাগি এই মহোৎসুক হয় ॥ শরত কাল হয় যেন
 এ লক্ষ্মীনাথ অঙ্গ । লালিত কমলা করে হংস কুল সঙ্গ ॥ তাতে
 চক্রবাক অতি বিলাস করয়ে । এইরূপে কুন্দলতা ছল্লৈ সব
 কহে ॥ পঞ্চামৃত কল বৃক্ষ তলে সবে গেলা । তাহার উপরে

শুক শারিকা দেখা দিল। কনহ লাগিয়া আছে সে শুক
 শারিতে । সে দোহার কথা সবে লাগিল। শুনিত। শুক কহে
 শারী তুমি অন্য বনে যাহ । আমার বনেতে কেন তুমি ফল
 খাহ। বেদান্তাধ্যাপক দ্বিজ আমি সর্বক্ষণ। নারী অপরাধ ফল
 করিয়ে ভক্ষণ ॥ বৃন্দাবনেশ্বর তুষ্ট হয়। দিল বন । দাসী
 হয়ে কর কেন একল ভক্ষণ। শারী কহে প্রভু দ্বৈষি তুমি প্রজা
 সব । রাধিকার বন এই না জানহ এতব ॥ রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী
 পুরাণেতে কহে । স্মৃতি বাক্য কহে । ইহতে অনাদর নহে ॥
 শুক কহে কৃষ্ণ বন গায় শ্রুতিগণ। শ্রুতি বাক্যে স্মৃতি বাক্যে হয়
 অকরণ ॥ গোবিন্দের বৃন্দাবন খ্যাত সর্ব জন । শ্রুতি স্মৃতি
 আছে কত প্রমাণ বচন ॥ রাধিকা সম্বন্ধ বনে দূর নাহি করি ।
 অঙ্গ বিষয়্যার কথা তার তথা বলি ॥ শারী বলে গোপালক
 কুটিল অন্তর । সমান না হয়ে তার বাহির ভিতর ॥ বাহিরে
 সুন্দর হয়ে অতি মনোহর । ঘৈছন দেখিয়ে পকু মহাকাল ফল ॥
 গোপী ঠাকুরাণী যেন নারিকেল ফল । বাছে মান অতি বাম্য
 প্রণয় বন্ধন ॥ সশয্য ভিতরে অতি রসময় জল । অতএব
 কেবা হবে গোপিকা নোসর ॥ শুক কহে কৃষ্ণ হয়ে ইক্ষু খণ্ড
 সম । ধার্য্য কোটিল্য গর্ব্ব বাছে কৃষ্ণ যেন ॥ মান নিস্পীড়
 নী বিনা রস নাহি মিলে । অতএব কৃষ্ণ পূর্ণ রসময়ান্তরে ॥
 কৃষ্ণ তিল প্রায় মিশ্র কৃষ্ণ সদা রহে । বাহিরে শঠতা মাত্র
 বন্ধুল আছে ॥ বাম্য নিস্পীড়নী বিনা রস নাহি হয় । অত
 এব কৃষ্ণ সম অন্য কেহ নয় ॥ গোপী শ্রেণী দেখি যেন জবা
 পুষ্প হেন । সৌরভ নাহিক মাত্র উজ্জ্বল বরণ ॥ কৃষ্ণ নীলোৎ
 পল আভা মধুর কোমল । সুকৃচি সৌরভান্বিত সর্ব মনোহর ।
 শুন শারী কহে শুকে পরিহার করি । মঞ্জিষ্ঠার প্রায় রাগ

আমার ঈশ্বরী ॥ অন্তর বাহির সাদা হয়ে এক রাগ । কে কহিতে
 পারে এই রাইর সোহাগ ॥ অটিক নগ্ন প্রায় তোমার ঈশ্বর
 নব নব সঙ্গে রাগ বিভিন্ন অন্তর ॥ শুক কহে কৃষ্ণ সম অন্য
 কেবা হয় । বনানলে জালে কত দৈত্য কীটচর ॥ সপ্তরাত্রি দিবা
 গিরি ধরে বাস করে । হেন কৃষ্ণ সঙ্গে কিবা বরাবরি করে ॥
 শারী কহে ব্রজেশ্বর বিষ্ণু আরাধিল । বিষ্ণু নিজ ভুজ
 বল কৃষ্ণে সব দিল ॥ সেই বলে মারে কৃষ্ণ দৈত্য
 দ্রুদিগণ । কৃষ্ণ বধ কৈল কহে বুদ্ধিহীন জন ॥ ব্রজেশ্বর
 পূজা পাঞা গিরি তুচ্ছ হয়্যা । আপনে উঠিল ব্রজ রক্ষার
 লাগিয়া ॥ তার তলে হস্ত কৃষ্ণ দিয়া মাত্র রহে । কৃষ্ণ উদ্ধারিল
 গিরি অঙ্গুলোকে কহে ॥ শুক কহে কৃষ্ণ অঙ্গ নৌন্দর্য্য হইতে
 তরুণীগণের দৈর্য্য দলন বিদিতে ॥ কৃষ্ণের লীলাতে কহে
 রমা দি স্তম্ভন । কৃষ্ণ বল দেখ গিরি ধরে কত সম ॥ কৃষ্ণের নি
 স্কল গুণ পারাবার হীন । কৃষ্ণ শীর্ণ দরজানু বঞ্জন প্রবীণ
 কৃষ্ণ কীর্ত্তে বিপ জন রক্ষা যে করয় । জগত মোহন কৃষ্ণ কেবা
 সাম্য হয় ॥ শুনি শারী কহে রাধা প্রিয়তমি যত । স্বরূপতা
 সুশীলতা নর্তকাদি কত ॥ সর্গান চাতুরি গুণ কবিতার সার ।
 ব্রজেশ্বর কৃষ্ণ মোহিনী তাহার ॥ রাধিকার গুণে কৃষ্ণে
 সবশ্য করয় । সদা সেবা করি কৃষ্ণ রাইরে সেবয় ॥ যদি সেবা
 সুখে কৃষ্ণ রাই না দসয়ে । আপন অধর তবে আপনে চাটয়ে ॥
 আল যেন মাল্লিকাতে গমন করিয়া । আপন অধর চাটে মধু
 না পাইয়া ॥ শুক কহে কৃষ্ণ সঙ্গ বাঞ্ছয়ে রাধিকা । লব্ধ হৈতে
 যেন দৈর্য্য তাগয়ে অধিকা ॥ কৃষ্ণ প্রীত সেবনের ঈশ্বরী
 সন্মান । বন প্রাপ্তি লাগি করে দল্যাগ ধেয়ান ॥ এছন চরিত্র
 কিছু বুঝনা যায় । শুনি শারী শুক কহে আনন্দ হিরার ॥

কৃষ্ণের আছে দূতী বংশী তার নাম । সতী কুলধর্ম যত সব
করে আন ॥ নদী স্তম্ভ করে বিশ্ব আকর্ষণ করে । সর্ব বিমো
হিনী সেই জানয়ে সংসারে ॥ শুক কহে বংশীকার মহিমা কে
জানে । অন্য রাগ দূর করে পুরুষের গানে ॥ অবলা হৃদয়ে ধ্বনি
সুধাবৃষ্টি করে । কৃষ্ণের দয়িতা করি কৃষ্ণ পাশে ধরে ॥ তবে
কীর শরীকা রাধাকৃষ্ণের প্রণয়ে । নিজ গোষ্ঠে প্রপ্নোত্তর
আলাপয়ে ॥ শুক কহে এক হস্তে কেবা গিরিধরে । মহেন্দ্রের
গর্ভ গিরি কেবা খর্ব্ব করে ॥ কালি সর্প কণাবৃন্দে রঞ্জে কেবা
নাচে । বল দেখি এই গুণ কাহাতে বা আছে ॥ শারী কহে
কৃষ্ণ আছে এই গুণ গণ । কহিয়া পুছে পুনঃ নিজে শরী গুণ ॥
বক্সোজ পর্বত ছুই কাহার হৃদয় । গিরিধর তথি পারি লীলা যে
করয় ॥ ভুজগ দমন চিত্ত ভুজঙ্গ উপরে । নৃত্য করে কেবা
তাহা কহ শুকবরে ॥ শুক কহে শ্রীরাধিকা বিনু নহে আন ।
পুনঃ পুছে শারীকারে শুক পুণ্যবান ॥ সদা মুক্ত অতি মুক্ত
মধুকর সঙ্গে । জনম লভিল তারা কার সঙ্গে রঞ্জে ॥ কহ দেখি
শারী কহে কৃষ্ণ সঙ্গ রসে । কহি শুকে পুছে পুনঃ পাইয়া হরি
বে ॥ বস্ত্র লয়ে নগ্ন নারী দেখে কোনজন । সাধীগণের করে
কেবা সুকৃতি ভঞ্জন ॥ স্ত্রীর বধ করে কেবা রুব মারে । এত
সব করি কেবা লজ্জা নাহি করে ॥ শুক কহে এই কর্ম করয়ে
মুরারি । পুনঃ শুক পুছে কিছু কহি বলি হারি ॥ পুতনা মারিয়া
কেবা মাতৃ পদ দিল । বৎসক মারিয়া কেবা বৎসকে পালিল ॥
ধেনুক মারিয়া ধেনু পালে কোনজন । রুব মারি কেবা করে
রুষের বন্ধন ॥ কুনারী হৃদয় নিত্য পরীক্ষয়ে কেবা । সতীত্ব
করিয়া নষ্ট সতী করে কেবা ॥ শুনিয়া কহয়ে শাবী কৃষ্ণ ইহা
করে । এছে শারী শুক দাক্য বিনাদি ধরে ॥ রাধাকৃষ্ণ নথি

গণ শ্রবণ চবকে । পান কৈল বচন অমৃত হৈতে অধিকে ॥
 নিজ নিজ সুহৃদ লইয়া প্রীত কৈল । এইরূপে দুই পক্ষে দুই
 সম্মানিল ॥ শারীকে ললিতা দিল পকু ডাক্ষা বন । সুবল দি
 লেন কীরে দাড়িয়ে পবন ॥ এইরূপে শরত ঋতু দেখে কৃষ্ণ
 রাধা । পরম আনন্দে সখী সঙ্গিনীর বাধা ॥ ইহার মধ্যেতে
 নান্দীমুখী আসি কহে । দেখহ হেমন্ত ঋতু বন আগে হয়ে ॥
 আপন সম্পত্তি সব প্রকাশ করিল । তোমা দোহা সেবে মনো
 বাঞ্ছা যে হইল ॥ পঞ্চেন্দ্রিয় সুখ দেই দেখ বন শোভা । বাহা-
 তে বাঢ়য়ে পঞ্চেন্দ্রিয় বঁছ লোভা ॥ অম্লান কুসুম দেখ হইল
 প্রফুল্লিত । কুরুটক কুরুবক সৌরভ পূরিত ॥ তিত্তির বটপদ
 নাবটিষ্ঠী কীর ধ্বনি । কর্ণের আনন্দ হয় যে যে ধ্বনি শুনি ॥
 হৃদয় আনন্দ করে নারঙ্গ ছোলঙ্গ । শীতানিলবহ স্নিগ্ধ করে সব
 অঙ্গ ॥ দেখ কৃষ্ণ এই যে হেমন্ত ঋতু বন । তুরা অঙ্গ তুল্য ইহার
 দেখিয়ে সকল ॥ নিরমল কান্তি সহ চরগণ সঙ্গে । কন্দর্প ধনু
 ক শালি গুণ গোপীরঙ্গে ॥ বিকচ কুসুম বাণ মুগ্ধনিত কীর ।
 সব লীলাময় দেখ সময় সুধীর ॥ কৃষ্ণ কহে রাধে দেখ ঋতু
 কান্তা সম । বাহার দর্শনে হয়ে আনন্দিত মন ॥ পকু ধান্য
 বস্ত্র ধরে বিবিধ বরণ । মদকল শুক পাণি ধ্বনি বিলক্ষণ ॥ সুপক
 নারঙ্গ উচ্চ কুচযুগ শোভা । হিম ঋতু দেখ যেন নটী মন
 লোভা ॥ হিম ঋতু আইল দেখ হিম ভয় পায়ে । সূর্য্যের উষ্ণতা
 তুরা হৃদি দুর্গে যায় ॥ আশ্রয় করিল এই অনুমান করি ।
 স্তন কোকযুগ অর্হানশিষে বিহরি ॥ হিম ঋতু হিম ভয়ে অগ্নির
 উষ্ণতা । স্থানে লুকায়েছে শুন তার কথা ॥ কূপের ভিত
 রে কত কত রুক্ষতলে । কত যায় রহে গিরি গহ্বর ভিতরে

হিমঝতু হিম যেন ডাকিনী আশয় । সর্ঘ্য অগ্নি উষ্ণরক্ত সঘন
 পিবয় ॥ যুবক যুবতী রহে রজনী শরনে । কুচের উষ্ণতা সঙ্গ
 ভঞ্জে হুংখ মনে ॥ উদয় বিলম্ব লাগি সূর্য্যে আরাধয় । রাত্রি
 রুদ্ধি লাগি মনে উৎসাহ বাঢ়য় ॥ রসের সময়ে ব্রজ কুমারিকা
 স্তন । কুক্কুম লেপনে যারে করায় স্মরণ ॥ সেইত নারঙ্গ ফল
 পক্ব দেখ পুরে । সেই স্তনগণ এবে স্মরণে আন্নারে ॥ তবে
 বৃন্দাদেবী ছুরা আসি আগে হৈলা । শিশির ঋতুর বন শোভা
 দেখাইলা ॥ কহে দেখ সব জন্তু কম্পা যে হইল । রোমাঞ্চ অঙ্গে
 তরঙ্গ কোলেত রহিল ॥ সূর্য্যের কিরণ সব কোমল হইল ।
 দক্ষিণ দিশাতে অর্ক গমন করিল ॥ শিশির সুন্দর নাম বন
 এক দেশ । যাহা দেখি হয় মনে আনন্দ আবেশ ॥ সুয়বা বা
 কুলী রক্ত ছুকুল ধরয়ে । মর্দকন প্রভা সেই চোলি অনুমিয়ে ॥
 প্রফুল্লিত কুন্দ দেখে শ্বেত বস্ত্র ধরে । হরিতাল ভারই শব্দে
 স্তবন যে করে ॥ এইমত তোমা দোহাঁ মিলিবার তরে । অতি
 শয় প্রেমে নিজ শোভা বহু করে ॥ প্রভাতে সন্ধ্যাতে রবি কি
 রণ কোমল । মৃগ সব যায় ঘন দল তরুতল ॥ মন্দরোম
 উঠে সেই প্রকট পুলক । তোমা দোহাঁ দেখি জলে দৃষ্টি অবি
 রক ॥ দিনে সূর্য্য তেজ টুটে অতিশয় । সূর্য্যের সুখদ দিন
 অতি ছোট হয় ॥ সূর্য্যের সুখদ পক্ষ সঙ্কে দেখা নয় । চণ্ড
 অংশু হিম স্থান পরাভব হয় ॥ অতএব বিনা কৃষ্ণ কাল বশ
 সবে । যার যেই কাল সেই সেই রাজ্য লভে ॥ শিশিরের ভয়ে
 সূর্য্য নিজ উষ্ণ ধন । ব্রজনারী স্তনাগ্রেত কৈল সমর্পণ । তাহা
 ব্রজ নারী লয়ে কৃষ্ণে সমর্পিল । গাঢ় প্রেমে ধন্যধর্ম্ম বিচার না
 হৈল ॥ বৃন্দা বাক্য শুনি কৃষ্ণ হরষিত হয়ে । শিশির ঋতুর বন
 শোভা না দেখিয়ে ॥ রাই প্রতি কহে অতি লালিত বচন । যাহা

শুনি পূর্ণানন্দ পায়ত শ্রবণ ॥ দেখে প্রিয়ে ভ্রমে যত মধু করগণ ।
 পদ্ম অনাদরী কুন্দে করয়ে গমন ॥ হিমে পোড়াইল পদ্ম ভগ্নর
 আলয় । তাহা ছাড়ি কুন্দ পুষ্প মন্দির করয় ॥ বাছ শূন্য
 হিম সূর্য্য জিনিতে নারিয়া । সূর্য্য প্রণয়িনী পদ্ম পোড়ায় জা
 নিয়া ॥ জলে লগ্ন কন্যা বৃন্দ স্তনাবলি গণ । স্মৃতি করাইল
 যেই বদরিকাগণ ॥ পাকোন্মুখি হৈল এবে সেই ত বদরী । স্মৃতি
 করাইছে এবে সেই স্তনাবলী ॥ তবে বৃন্দা আনে শ্বেত জবা
 পুষ্প ছুই । হরি করে সমর্পণ কৈল শীঘ্র যাই ॥ কৃষ্ণ হস্ত
 কম্পে তাহা প্রিয়া অবতংসে । রাই কৃষ্ণ কর্ণে কুন্দ দিলে
 ন হরিষে ॥ বৃন্দা কুন্দমালা আনি রাধা হস্তে দিল । ছোট রক্ত
 উৎপল বরণ হইল ॥ সেই মালা রাই লয়ে কৃষ্ণ গলে দিল ।
 সূক্ষ্ম ইন্দীবর মালা রুচি যে হইল ॥ পুনঃ সেই মালা
 কৃষ্ণ প্রিয়া কণ্ঠে দিল । চম্পক মাল্যের তুল্য তাহাতে হইল ॥
 ইহা দেখি বিশাখিকা হাসিয়া কহয় । কুন্দলতা প্রতি পরিহাস
 যে করয় ॥ দেখ এক পুষ্পে অতি স্মরামন্ত হয় । বৃহৎ অলিগণ
 ভ্রমে ক্রমে পিয়া ॥ তাহা শুনি চিত্রা কহে অহো চিত্রনয়া সৌভা
 গ্যরমণ হইলে এইমন্ত হয় । রক্ষ কদ্যা প্রচেতসা যৈছে ব্যবহার
 তৈহন প্রীতের কাষ দেখিয়ে ইহার ॥ কুন্দলতা শুনি কহে শুন
 সখীগণ । আর অদভুত দেখ অতি বিলক্ষণ ॥ ভ্রমরীগণের পতি
 আছে নিজান্তিকে । নিজ বন্ধু জীব ছাড়িল তাহাকে ॥ সব
 বন্ধু জীব একশতেক ভ্রমরী তাহাকে পিবে আসি ধৈর্য্যত্যাগ
 করি ॥ চিত্রা কহে সারগ্রাহী যত ভূঙ্গীগণ । মধুমাত্র বৃত্তি কৃষ্ণ
 তৃষ্ণা অনুক্ষণ ॥ পঞ্চম গানেতে গর্ভ ভ্রমরী সকল । শুদ্ধ মধু
 যাহা তাহা আসক্তি প্রবল ॥ তবে কৃষ্ণ রাধা প্রতি কহে হাস্য
 বাণী ॥ তোমার অতুল গুণ লক্ষ্মী গুণ জিনি ॥ লক্ষ্মী গর্ভ অভিমান

যবে কৈলাচূর । অন্য কেবা তার আগে আর সব দূর ॥ শুনি
 য়া কৃষ্ণের বাক্য রাখা সুন্দরী । সংলাপ করয়ে কৃষ্ণ
 সহ হর্ষ মানি ॥ জীরাধিকা কহে সেই লক্ষ্মী তুয়া নারী । কৃষ্ণ
 কহে তুমি লক্ষ্মী দেখহ বিচারি ॥ পুনঃ তারে রাই কহে গোপ
 নারীগণ । কি লাগিয়া হৈল তারে লক্ষ্মীর গণন ॥ কৃষ্ণ কহে
 গোপ নারী পতি যেই জন । তাঁরে যৈছে কৈলে তুমি লক্ষ্মী-
 র রমন ॥ শুনি রাই কহে ব্যক্ত নারীত তোমারি । চাঞ্চল্য
 রাগের যাতে হও অধিকারি ॥ কৃষ্ণ কহে সত্য আমি
 নারীর স্বভাব । তুয়া রূপ প্রাপ্তি আশা এই অনুভাব ॥
 তবে রাই কহে বেণু দ্বারে আকবিলে । যেই মৃগী তারে
 তুমি প্রিয়া যে করিলে ॥ কৃষ্ণ কহে তোমা সম নয়ন
 তাহার । এইত কারণে প্রিয়া মৃগী যে আমার ॥ শুনি রাই
 কহে সূর্য্য কন্যা যে যমুনা । কান্তি গতি সম তুয়া সেই তুয়া
 রামা ॥ কৃষ্ণ কহে তুয়া নখী শ্যামার সমান । কান্তি হয়ে তেঞি
 মোর প্রিয়া পরমান ॥ পুনঃ রাই কহে তুয়া বক্ষে পুষ্পমাল ।
 ভ্রমরীর পাতি সেই রমনী তোমার ॥ কৃষ্ণ কহে ভৃঙ্গী তুয়া
 অলকা সমান । এইত কারণে ভৃঙ্গী প্রিয়া মনোমান ॥ তবে
 রাই কহে নীলোৎপল দল । জিনিয়া কোমল তনু অতি মনো
 হর ॥ সাত দিন কৈছে গিরি ধরিয়া রহিলো কোমল হস্তে তকৈছে
 সে ভার সহিলে ॥ কৃষ্ণ কহে তুয়া মূর্তি অতি সুকোমল । বক্ষে
 বহে গিরিযুগ কৈছে সহে ভর ॥ সুধামুখী কহে চন্দ্রাবলির
 বিয়োগ । না সহি হৃদয়ে কৈলে চন্দ্র রেখা যোগ ॥ কৃষ্ণ কহে
 নখ পংক্তি চন্দ্র যে তোমার । হৃদয়ে ধরিল বাহে বিশ্ব দেখে
 তার ॥ শুনি রাই কহে লতাশ্রেণী মধুমতি । নয়ন ভ্রমর তুয়া
 তাতে সুখি অতি ॥ কৃষ্ণ কহে তোমার অধর হাস্য সম । পত্র

পুষ্প দেখি মুখি হয়ত নয়ন ॥ সুবদনী কহে সখী ললিতা আ
 মার । কুমার মাতার হেন সংগ্রাম সুমার ॥ কৃষ্ণ কহে বচন সম
 রে সেই শূর । সুমার বলেত ভাগী যায় বহু দূর ॥ মৃগমদ
 চিত্র তুয়া কুচের উপরে । স্বর্ণ পদ্মকলি তাতে যৈছে মধুকরে ॥
 শুনি রাই কহে চিত্র পদা তুয়া বানী । খড়্গ হৈতে তীক্ষ্ণধার
 মনে অনুমানি ॥ তরুণী ইঞ্জিয় হৃদি বাহির অন্তর । মূলের
 সহিতে কাটে কিবা ইহার পর ॥ কৃষ্ণ কহে পিকর্গায় আপন
 হরিষে । যুবতী মদনে পীড়ে পিকের কি দোষে ॥ তবে রাই
 কহে এই তোমার বংশীক । অধর্ম শাস্ত্রেত সেই প্রবীণ অধি
 কা ॥ করয়ে কুটিনি কাষ কি তাহা কহিয়া । জগতের বন্ধু আছে
 প্রমাণ হইয়া ॥ কৃষ্ণ কহে করে বংশী ধর্ম শাস্ত্র সারে । নারী
 দোষ নাশ করে সমর্পি আচারে ॥ শুনি রাই কহে তুমি যেন
 মত্তহস্তী । দুর্গাত্ত পরা কন্যা কোমল মুরতি ॥ তোমার
 আমদ তাঁরা কেমনে সহিল । শুনি হাসি কৃষ্ণ তাঁরে কহিতে
 লাগিল ॥ যখী পুষ্পকলি অতি কোমল যেমন । ভ্রমরা আমদ
 সহে জানিহ তেমন ॥ সুবদনী কহে কেন চন্দ্র তেয়াগিরা ।
 চকোর ফিরয়ে দিনে আনন্দিত হয় ॥ কৃষ্ণ কহে সে চন্দ্রেত
 ক্ষয়তা দেখিয়া । তাহা ছাড়ি তুয়া মুখচন্দ্র লভে ইহা । আত্ম
 পরিপোষে এছে চন্দ্র যবে পাইলা জ্যোৎস্না সুধাপানে সেই তৃপ্তি
 হয় ॥ গেল ॥ পুনঃ প্রশ্নোত্তর করে দুহু নর্ম্ম ভঙ্গী । সখীর
 স্বভাব গর্জলজ্জা দিতে রঙ্গী ॥ কৃষ্ণ কহে বট বাক্য প্রার্থয়া
 চণ্ডতা । কামের যুদ্ধ আছ্রানেত পলায়ে সঙ্গথা ॥ আত্মা দুহু
 উৎকর্থাতে কেবা নিবারয়ে । কহ শুনি রাই কহে ললিতা যে
 হয়ে ॥ পুনঃ কৃষ্ণ কহে এই মদন সংগ্রামে । বিমুখী রহয়ে
 কেবা কহত নিয়মে ॥ নিজ কুচ মৃগমদ কুক্ষম চন্দনে । ইন্দ্ৰ

আরাধনে কেবা করয়ে বিধান ॥ কহ দেখি শুনি কহে রাধা
সুনয়নী । এই কৰ্ম্ম বিশাখিকা সখীর যে জানি ॥ কৃষ্ণ কহে
লতা ছলে কেবা পতি তেজি । দূরে কৃষ্ণ তমাগেত সৰ্ব্বভাবে
ভজি ॥ কৃষ্ণ কহে কহ ইহা কে জানি করয় । চম্পকলতার
কার্য্য রাধিকা কহয় ॥ কৃষ্ণ কহে নানা চিত্র রচনাতে দঢ় ।
বিবিধ শৃঙ্গার রচে অতি মনোহর ॥ অত্যন্ত কোমল মান
সহিতে না পারে । কেবা এই পরক্লারে আমা সুখি করে ॥
কহ দেখি এই ধৰ্ম্ম কেবা সে আচরে । রাধিকা কহেন চিত্রা এই
কৰ্ম্ম করে ॥ পুনঃ কৃষ্ণ কহে কাম বিদ্যাগম পটু । নিভূতে
স্বশিষ্য করে যেন চণ্ডবটু ॥ শিষ্য অঙ্গে অঙ্গ দিয়া কে তাহা
শিখায় । রাই কহে তুঙ্গবিদ্যা বিহু অন্য নয় ॥ কৃষ্ণ কহে কহ
কার উদয় সময়ে । বিমল কুটিল কলা লাগ প্রকটয়ে ॥ ঘেজন
দেখয়ে তার কামোদয় হয় । রাই কহে ইহা ইন্দু লেখাতে
আছয় ॥ কৃষ্ণ কহে নৃত্যরঙ্গে কেবা সুখি করে । বড় দ্রুতগতি
নৃত্যে আমাকে যে ধরে ॥ রাই কহে রঙ্গদেবী একাৰ্য্য করয় ।
পুনঃ কৃষ্ণ পুছে তাঁরে হাসি রসময় ॥ পাশক খেলাতে হয়
কে অতি নিপুণ । চুম্বক তরল পণে করায় যোজনা ॥ জিনি
লে আমারে পণ না দেন ইচ্ছাতে । রাধিকা কহেন এই সুদে
বী চরিতে ॥ কৃষ্ণ কহে অন্য জন সুখে কেবা সুখি । তার
ছুখে অতিশয় কেবা হয় ছুখি ॥ নিজ সুখ ছুখে হর্ব ব্যথা
নাহি করে । শ্রেষ্ঠ আরাধনা পর বৈষ্ণব আচরে ॥ কাহার
এ ধৰ্ম্ম রাধে কহ বিচারিয়া । শুনি রাই কহে মোর সখীগণে
ইহা ॥ এইরূপে কৃষ্ণ নানা পরিহাস ছলে । রাই সখী সঙ্গে
বন পর্য্যটন করে ॥ কুচাধর স্পর্শে পুষ্প অর্পণ করয়ে । পরম
আনন্দে বৃন্দাবন বিহরয়ে । লতা পত্র ফলে যৈছে কোকিল

কিরয়ে । ললিতা নন্দদা কুঞ্জে তৈঃহ মত পায়ৈ ॥ কুণ্ডের উত্তরে
কুঞ্জ সর্ব সুখধাম । নানা লীলা করে কৃষ্ণ রাধা অনুপাম ॥
এইত কহিগ কৃষ্ণের মধ্যাকু বিহার । রাধাকৃষ্ণ সঙ্গে সখীনানা
রস সার ॥ বিস্তারি কহিতে ইহা নারয়ে অনন্ত । ক্ষুদ্রমতি
আমি ইহা কি কহিব অন্ত ॥ গোবিন্দ লীলামৃত কথা সমুদ্র
পাথার । সে তত সাঁতারে শক্তি আছে যত যার ॥ বুদ্ধি বল
হীন মোর না জানি সাঁতার । এক কণা পরশিল পূর্ণ হইবার
দোষ না লইবে প্রভু বৈষ্ণব গোসাঞি । কোনরূপে মাত্র রাধা
কৃষ্ণ গুণ গাই ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত কথা মনোহরে । গুন
ইথে সর্বোদ্ভয় ভূক্তি যেই করে ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদ পদ্ম সেবন
বাঞ্ছিত । এষদ্বন্দন কহে গোবিন্দ চরিত ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে শ্রীরাধাক্ষ বর্ণনং নাম

ত্রয়োদশ স্বর্গঃ সমাপ্তঃ ॥ ১৩ ॥

অখালিবর্গানন সৌরভাস্তু ত, স্তাভিমুখাজে
সুপত্নাব্যবহিতঃ । নিনন্দ সাঁ রাধা বদনাস্তু-
জং রুবং, স্তদাক্ষ মন্তং পরিতোষি বক্ষিত ॥

জয়ঃ গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ । জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর
ভক্তবৃন্দ ॥ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ । জয় শ্রীগোপাল
ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ জয় জয় শ্রীজীব গোস্বামি ঠাকুর । জয়
জয় বৃন্দাদেবী জয় ব্রজপুর ॥ জয় জয় রাধাকৃষ্ণ লীলা
রসসিন্ধু । ত্রিভুবন ভাসাইল যার এক বিন্দু ॥ কহিব অপূর্ব
কথা মধ্যাকু সময়ে । বিহার করয়ে কৃষ্ণ নানা রসময়ে ॥
ললিতা নন্দদা কুঞ্জে সবে প্রবেশিলা । মুখাজ সৌরভে বহু

ভ্রমর ধাইলা ॥ যত্নকরি সখীগণে তাহা দূর করে । রাই
 মুখপদ্ম ভৃঙ্গ যাঞা সব পড়ে ॥ কি কহিব রাই মুখপদ্ম
 পরিমল । লাখে লাখে ভৃঙ্গ তাঁরে বেড়িল সকল ॥ তাহাতে
 ত্রাসিত ধনী নেত্রান্ত ধুনায় । পাণি পদ্মদিয়া সেই ভ্রমর খেদায়
 কি কহিব কঙ্কণের বনংকার ধ্বনি । কি কহিব বসন্তজ্বল স্ব
 হস্ত চালনি ॥ এইরূপে ভৃঙ্গ ধ্বনি যদি দূর কৈল । পরিমলে
 লুপ্ত অলি পুনঃ যে বেটিল ॥ তার ভয়ে রাই কৃষ্ণ বস্ত্রের অঞ্চ
 লে । মুখপদ্ম ঢাকি থাকে কৃষ্ণ স্পর্শ চলে ॥ দেখি সব সখীগণ
 হরিষ পাইয়া । কহিতে লাগিল কিছু ঈষৎ হাসিয়া ॥ ভয় না
 করিহ মধুসূদন করিয়া । পদ্মাবলি নিকটে গেল উৎকণ্ঠিত
 হঞা ॥ নিবারিল সবে তাঁরে যতন করিয়া । লঠতা ছাড়িল
 এবে নিশ্চয় করিয়া ॥ প্রেমধনে পূর্ণ ধনী সৌভাগ্য পুরিত ।
 অত্যন্ত প্রণয় ধনে অন্ধ ভেল চিত ॥ নিকটে আছরে কৃষ্ণ দেখি
 তে না পায় । কৃষ্ণানুসন্ধান রাই করয়ে হিয়ায় ॥ তবে
 কৃষ্ণ দেখে রাই একপ চেষ্টিতে । সখিরে নিষেধ কৈল
 নয়ন ইঙ্গিতে ॥ কৃষ্ণ পক্ষ হৈলা তবে সব সখীগণ । রাধিকার
 প্রেম চেষ্ঠা দেখয়ে তখন ॥ প্রেমবৈচিত্র্য চেষ্ঠা হইল রাধার
 তাহাতে বিভ্রম যেই নাহি তার পার ॥ কান্ত আসি যেন অন্য
 কান্তা স্থানে গেলা ॥ এই ভারি চিত্তেকৃষ্ণ প্রতি যেহইলা ॥ ক্রম্ভ হয়ে
 ধনিষ্ঠাকে পুছয়ে তখন । কহ দেখি ধৃষ্ট কোথা গেলেন এখন
 কপটে মাটিকা নাট গেলা কোন স্থানে । তেহেঁ কহে তুয়া
 লাগি গেলা পুষ্পবনে ॥ শুনি রাই কহে তুমি মিথ্যা যে
 কহিলে । সেই ধৃষ্ট গেলা তবে পদ্মিনীর স্থলে ॥ ধনিষ্ঠা কহ-
 য়ে তবে ভালসে হইল । তুয়া মুখ রুচি পদ্মালীকেত জিনিল
 এত শুনি রাই কহে তুয়া দোষ নাই । কটু দূতী বাক্যে আমি

সবিশ্বাস যাই ॥ শুনিলাম শৈব্যা বনে করিলা গমন । মূৰ্খতা
করিয়া তবু কৈলা আগমন ॥ ধনিষ্ঠা হইল মোর হৃদয় সমান
বধনা করয়ে মোরে না বুঝি বিধান ॥ কৃষ্ণ মোরে দেখা দিয়া
মোর প্রিয় বনে ? বিলাস করয়ে সেই চন্দ্রাবলী সনে ॥ মোর প্রিয়
কুণ্ড কুঞ্জে পদ্মালী আনিয়া । আমা আনাইল তারে নিভূতে থু
ইয়া ॥ মিথ্যা আলাপন কৈল ধৃষ্ট আমা সনে ॥ এব আমা ছাড়ি
গেলা পদ্মালীর স্থানে ॥ কেমনে সহিব ইহা সহনে না যায় । মুহূ
র্ত্তেক দেখা দিয়া তার স্থানে যায় ॥ ললিতা কহয়ে এই কৃষ্ণের
ধৃষ্টতা । আমি পুনঃ ইহা জানি যে সঙ্গীতা ॥ তুমিত শরলা
ইহা কভু দেখেনাই ॥ এথা প্রয়োজন নাহি আইস গৃহে যাই ॥ এত
কহি ক্রীরাধার হস্তে ত ধরিয়া । গৃহোন্মুখী হইলেন তাঁরে আক
র্ষিয়া ॥ তবে কৃষ্ণ বিরহের ভয় ধনী পাইলা । দীনাক্তা হইয়া
কিছু কহিতে লাগিলা ॥ শুন সখী এই মোর চিত্ত বড় বাম ।
দোব নাহি শুনে কৃষ্ণের শুনে গুণগ্রাম ॥ এতাদৃশ কৈল কৃষ্ণ
দেখহে সাক্ষাতে । তথাপিহ অমেচিত অতি উৎকণ্ঠাতে ॥
শুনিয়া ললিতা কহে নারী অভিলাষ । অন্তরে লালসা বাহে
নহে পরকাশ ॥ ষাটি দিনে ধান্য যেন অন্তরে পাকয় । বাহিরে
তাহার পকুনখিল না হয় ॥ শুনিয়া কহয়ে তাঁরে রাধা সুবদনী
ত্যাগ কর নারীগণ নীত ধর্ম্মবানী ॥ কর্ণ ব্যথা পায় যাতে তাহা
কেবা শুনি । কৃষ্ণ অদর্শনে দেহে না রহে পরানী ॥ ফুটে হৃদয়ে
মোর ঘুরে সব তনু । শরীর হইল মোর প্রাণ হীন জনু ॥ যত
কিছু গর্ষ মোর সব যাকু দূরে ॥ মহিমা যতেক মোর যাকু
দিগান্তরে ॥ লজ্জা সুধৈর্য্যতা যত সব যাকু ছাড়ি । শুনহ ল
লিতা তোহে বন্দনা যে করি ॥ হাহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ দেখাহ
আমারে । এত কহি ধনী ধরে ললিতার করে ॥ শুনিয়া ললি

তা কহে তুমি সে শরনা। রমণী লম্পট কৃষ্ণ ধৃষ্ট পূর্ণকলা ॥
 তোমার চাপল্য এই অনুপম কাঁষানা দেখিয়ে এছে অন্যরমণী
 সমাজ ॥ কৃষ্ণ যদি দেখে এহে চাপল্য তোমার । করিবেন
 অতিশয় বঞ্চনা প্রকার ॥ একে আমি সেই কৃষ্ণ ধৃষ্টের চরিতে
 হতবুদ্ধি পুনঃ কেনে লাগিলা হাসিতে ॥ এত শুনি রাই কহে
 ইহাতে হইতে। অধিক বঞ্চনা কিবা আছে পৃথিবীতে ॥ যাহা
 দিয়া শঠে মোরে কদর্থবে আর। এইকালে কৃষ্ণ দেখে আগে
 আপনার ॥ কান্ত। আলিঙ্গন করি যেন কৃষ্ণ আইলা। সম্মুখা
 সম্মুখি দুহুঁ দুহুঁ যেন হৈলা ॥ নিজ প্রতিবিম্ব কৃষ্ণ অঙ্গেতে
 দেখিয়া। বিমুখী হইলা পদ্মা সখিহু মানিয়া ॥ নির্ণয় জানি
 লে লজ্জা জঁর্বাযে হইলা। অতি ক্রোধভরে ধনী কাঁপিতে
 লাগিলা ॥ তাঁরে দেখি কৃষ্ণ কুন্দলতা নিরীক্ষয়। আমাকে
 দোষে ধনী দৃষ্টে এই কয় ॥ কৃষ্ণের ইঙ্গিতে কুন্দলতা কহে
 তারে। এখনি চেষ্টিতা হৈলা কৃষ্ণ দেখিবারে ॥ কৃষ্ণ আইলা
 দেখি কেনে উৎসাহ ত্যজিলা। বিমুখী হইয়া কেনে কাঁপি
 তে লাগিলা ॥ শুনি রাই কহে কৃষ্ণ বক্ষস্থলে কেবা। দেখিতে
 না পাও চক্ষু যদি আছে কিবা ॥ যাহা দেখাবার তরে আনা
 রে আনিলা। ধৃষ্ট নৃত্য দেখি ধাতে বহু সুখ পাইলা ॥ শুনি
 কৃষ্ণ কহে তুমি যাহা মনে কৈলে। সেহ নহে এই দেখ আশ্চ
 র্য চপলে ॥ কহে মুণ্ডি রাধিকার হও সহচরি। বনদেবী
 নাম মোর হও বনচারি ॥ এই কথা কহি বনে আলিঙ্গন কৈল
 কত ভঙ্গী করি মুখে চুষ্যনাদি দিল ॥ নিজ বিদ্যাবলে বক্ষে
 পৃষ্ঠে লগ্ন হৈলা। ছাড়াইতে নারি মোরে বেটিয়া রহিলা ॥
 প্রার্থনা করিয়ে কত তবু না ছাড়য়ে। অত্যন্ত কামুকী এই
 মোর মনে লয়ে ॥ তুমি নিজ সখী হয় নিবেধ ইহারে। বলে

ধরি আশা যেন পীড়া নাহি করে ॥ তবেত ললিতা কহে
 রাধিকা শ্রবণে । শুনিয়া ধরিল ধনী বদন অরুণে ॥ দেখি
 কৃষ্ণ হাঁসে আর যত সখীগণ । কুন্দলতা তবে কহে সরস বচন
 নেত্র লাগি আছে কৃষ্ণ তাহা নাহি দেখ । আত্ম প্রতিবিম্ব দেখি
 অন্য জন লেখ ॥ চন্দ্রাবলী শঙ্কা তুমি কর সর্ব ঠাঞি । ঐছে
 চিত্র নৃত্য আর কাহা দেখি নাই ॥ বৃন্দাদেবী কহে দেখ আগের
 রঙ্গকুঞ্জ । রঙ্গদেবী সুখদাখ্য সর্ব মনোরঞ্জ ॥ বসন্তলীলার
 দেখ সামগ্রী বিস্তর । আলাপন আদি করি অতি মনোহর ॥
 কুঙ্কুম কস্তুরী আর অগুরু কপূর । চন্দনের পঙ্কজল হইল প্র
 চুর ॥ পৃথক ধরিল কাঁহা কাঁহাও মিসাল । সাত কুস্ত কুস্তে
 সব ধরিল বিশাল ॥ বহু মণিপিচকাই ভরিলা সে জলে । এই
 কপে ঘট যন্ত্র ধরিল সকলে ॥ সিন্দূর কপূর পুষ্প কন্দুকাদি
 গণ । পুষ্প ধনুর্ঝাণ কত করিল সাজন ॥ পৃথক পৃথক ধরি
 লীলা অভিমত । তাম্বুল চন্দন মালা কুসুমাদি কত ॥ সুবাসিত
 জল পূর্ণ সুবর্ণ ভাজনে । অনেক ধরিল লীলা যোগ্য
 স্থানে স্থানে ॥ কপূর কুঙ্কুম মদ অগুরু চন্দন । কথো চূর্ণ
 কৈল কত পঙ্ক বিলক্ষণ ॥ অত্যন্ত কোমল শিশি ভরিয়া ২ ।
 স্বর্ণপাত্রে রাখিয়াছে সুপাংস্তি করিয়া ॥ মণি জলযন্ত্র সবে হস্তে
 করি নিল । পরস্পর প্রেমের সে খেলা আরম্ভিল ॥ একদিগে
 হৈলা সব অঙ্গনার গণ । অন্যদিগে কৃষ্ণ করে যন্ত্রের সাজন ॥
 সঙ্কল শুক্লবস্ত্র সবে পরিধান কৈলা । কপূর তাম্বুলে মুখ প্র
 পূর্ণ হইলা ॥ করে জলযন্ত্র করি রতিপতি রণ । অস্তিকে গেলেন
 সবে করিয়া সাজন ॥ কন্দর্প নারাচী শীত কটাক্ষ বরিষে । অ-
 ন্যেন্যে যন্ত্রেতে যে বরিষে হরিষে ॥ সঙ্কলবস্ত্র তিতি সব অঙ্গে
 ত লাগিলা । সব অঙ্গ বেশ ভাতি বৈকুণ্ঠ হইল । অঙ্গ মধুরিমা

মৃত নদী বহি যায় । তার চেউ ছুই মন নয়ন ডুবায় ॥ এক
গগ্ন অগ্নি উচ্চ তাম্বুল চর্কিত । অলকা আবৃত ভালে ঘর্মজ
লাঙ্কিত ॥ বিশ্রান্ত হইল কেশ কুসুম আবলি । কেশ অংশ কুচ
অংশের হয় বিলোলি ॥ বহু গন্ধ চূর্ণ বস্ত্র অঞ্চলে বান্ধিল ।
কিঙ্কিণী শৃঙ্খলা দিয়া দৃঢ় বন্ধ কৈলা ॥ কাম উদ্দীপন নর্ম্ম গান
আরম্ভিল । কৃষ্ণেরে সিঞ্চন করি আত্ম রক্ষা কৈলা ॥ গন্ধ চূর্ণ
সবে কৃষ্ণ উপরেত ডারে । পুষ্পায় কন্দুকগণ ডারে প্রেম
ভরে ॥ মৃদু যন্ত্র কূপি সব ডারেন প্রকারে । সুগন্ধি সলিল যন্ত্র
দিয়া মুক্ত করে ॥ শ্রীরাধিকা আদি করি অতি প্রেম কায়ে ।
সিঞ্চন করিল । কৃষ্ণ রসময় রাজে ॥

যথারাগঃ । গোবিন্দের বাম অংশে, পুষ্প ধনু অবতংসে,
তাহাতে ঘটনা পুষ্পবাণ । বামহস্ত পদ্মতলে, মণি পিচকাই
ধরে, ভূষা পরে সোনা দশবাণ ॥ সঙ্কীর্ণ বাস পরে, তুন্দ
বন্দে বংশীধরে, পটুকা অঞ্চলে গন্ধ চূর্ণ । পিচকাই গন্ধ জল,
উভারয় কালাপর, সব সিদ্ধ কৈল যাএ প্রাণ পূর্ণ ॥ আশ্চর্য্য
যন্ত্রের কথা; শুন রসময় গাঁথা, এক মুখে নিকসয়ে ধারা ।
বাহ্যে এক শত ধারা, আকাশে দহস্র ধারা, পড়িবার কালে
লক্ষ ধারা ॥ কোটি ধারা হয়ে পড়ে, সব কান্তাগণোপরে,
সিঞ্চে সব প্রিয়া এই মতে । যত শিশি ভরা গন্ধ, চূর্ণ বহু পর
বন্দ, তাহা কৃষ্ণ ডারে পৃথিবীতে ॥ বৃষ ভাঁজ গোলি পড়ে,
গোপাকনা অঙ্গ ভরে, সেই গোলি হয় লক্ষগুণ । কুকুমের কণা
মাঝে, মৃগবদ বিন্দু সাজে, তাঁ সবার অঙ্গে নহে উন ॥ সুবর্ণ
লতাতে যেন, ফুটিয়াছে পুষ্পগণ, তাতে সুতরাছে অলিগণ ।
গোপাকনা প্রাপ্তি অঙ্গে, এইমত শোভা রঙ্গে, বিশেষিয়া না
যায় বর্ণন ॥ কুকুমের পিচকাই, করতলে লয়ে রাই, কৃষ্ণ

অঙ্গে দিল গন্ধ ধারা । ব্যাপ্ত হৈল কৃষ্ণ অঙ্গ, সেই জলবিন্দু
 বৃন্দ, নভস্থলে চন্দ্রবিম্ব পারা ॥ রাই মৃত্ত মন্দ হাসি, গন্ধ চূর্ণ
 যতশিশি, নিক্ষেপ করিল পৃথিবীতে । ঢাকনি ঘুচিল তার,
 কৃষ্ণ অঙ্গে সেইকাল, তারি গেল গন্ধ পঙ্করিতে ॥ নানা বর্ণ গন্ধ
 চূর্ণ, পৃথিবীতে হৈল পূর্ণ, আকাশ তারিল অষ্টদিশা । গন্ধ জল
 বৃষ্টি তাতে, চিত্র চন্দ্রাতপ মীতে, খেলে কৃষ্ণচন্দ্র নগীদশা ॥
 কৃষ্ণ গন্ধ পঙ্ক লয়ে, রাই অঙ্গে দিল ধায়ে, স্পর্শে কুটমিত
 ভেল অঙ্গ । প্রেমের কন্দল হর, কিছুই নিশ্চয় নয়, কৃষ্ণ সঙ্গে
 রাইর এরঙ্গ ॥ হেনকালে সখী আসি, ঢালে গন্ধ জল রাশি,
 তাতে কৃষ্ণ অঙ্গ পূর্ণ হৈল । এইরূপে সব সখী, গোবিন্দের অঙ্গ
 তাকি, গন্ধ জলে তনু পুরাইল ॥ তাতে কৃষ্ণ ব্যাপ্ত হয়ে, কুচ
 স্পর্শে কারো যায়ে, কারো মুখে চুষ দেই বলে । রাই ক্ষেপে
 গন্ধ চূর্ণ, কৃষ্ণের উপরে পূর্ণ, পুনঃ বৈরজ না ধরে ॥ দেখি
 কৃষ্ণ তারে ধরি, হিয়ার উপরে করি, বাহু পাশে সে তনু বান্ধি
 ল । তা দেখিয়া সখী যত, হৈলা কাণ্ড পটাবত, কৃষ্ণচন্দ্র বাঞ্ছিত
 পূরিল ॥ কদম্বের পরিহাস, মদ্রবাণ পরকাশ, কটাক্ষে বিদ্ধ
 য়ে কৃষ্ণপ্রিয়া । সেই বাণে বিদ্ধহিয়া, যত যত কৃষ্ণপ্রিয়া, রহে
 কাম বিবশ হইয়া ॥ তবে তারা কৃষ্ণ প্রতি, মৃত্ত মন্দ হাসি
 অতি, অপাঙ্গ ইন্দ্রিত বাণ কৈল । সে বাণে ব্যাকুল হরি, পুনঃ
 বাণ করে ধরি, এইরূপে দুহু বিদ্ধ হৈল ॥ পৃথিবীতে জল
 ধর, ধরি নব কলেবর, সৌদামিনী সেচে গন্ধজলে । বিজুরী
 মহিতে কিরে, গন্ধজল বৃষ্টি করে, অতি চিত্র মেঘের উপরে ॥
 বৃন্দা আদি সখীগণ, নেত্র নদী অনুক্ষণ, এই লীলামৃতে পূর্ণ,

হয়ে । এই মতে নানা লীলা, করে কৃষ্ণ সখী মেলা, এ যত্ননন্দন
দাস গায়ে ॥

এইরূপে ক্রীড়া কৃষ্ণ কৈলা বহুক্ষণ । দোলায়ুজ বেদী আ
ইলা সঙ্গে সখীগণ ॥ বৃন্দা কুন্দলতা প্রতি দৃর্গিজিত কৈলা ।
সহায় করিহু ছহে এই জানাইলা ॥ এত কহি অলক্ষিতে রাই
করে হৈতে । পিচকাই লয়ে কৃষ্ণ উঠে হিন্দোলাতে ॥ কৃষ্ণ
তুণ্ডে বান্ধেছিল বংশী অলক্ষিতে । রাধিকা লইল তাহা আ-
নন্দ সহিতে । তাহা দেখি কুন্দলতা কহেন হাসিয়া । সুকুটিনী
বংশী রাধেকি কাষ ছুইয়া ॥ কৃষ্ণ তুমি পিচকাই দেহত তৎ
কাল । নারীধন সপরশ রক্ষ নহে ভাল ॥ শুনি তুষ্ট হয়ে কৃষ্ণ
নিজ বামকরে । পিচকাই দেন বংশী অন্য করে ধরে ॥ বংশীর
সহিতে ধরে রাধিকার হস্ত । তাহাতেই হইলা ধনী অত্যন্ত নি-
রস্ত ॥ এইকালে বৃন্দা কুন্দলতা দোঁহে মেলি । অরুৎসুকা ধনি
দোলা আরোহণ করি ॥ হিন্দোলার মধ্যে কৃষ্ণ বৈসে প্রিয়া
লয়ে । সখীগণ গায় তলে হরষিত হয়ে ॥ হিন্দোলার কাছে
গেলা কেহো আগে রহে । হিন্দোলা চালায় সবে আনন্দ হৃদয়ে
সহসাতে তেজ করি চালে যবে দোলা । চঞ্চলাক্ষি অঙ্গ ধনী
কৃষ্ণাঙ্গ ধরিলা ॥ কুন্তল খসিল দোহার কুণ্ডল বিলসে । কাঞ্চী
লগ্ন পুষ্প স্তবকাদি সব খসে । পুষ্পমালা ঝুলন দোহার
কক্ষণ বক্ষরে । সতেজ চলয়ে দোলা স্তব্ধ অঙ্গ ধরে ॥ চঞ্চল চল
য়ে দোলা রাধাক্ষি চঞ্চলা । দেখি সখীগণ তবে সহায় হইলা ॥
অতি ব্যস্ত হৈলা রাই দেখি সখীগণ । হিন্দোলাতে উঠে সবে
করিতে সেবন ॥ তাম্বুল বিড়ীকা লয়ে ললিতা বিনাখা । ব্যজ
ন লইয়া চিত্রা চম্পকলতিকা ॥ জাম্বুনদ বারি পূর্ণ জল যে
লইয়া । ইন্দুলেখা তুঙ্গবিদ্যা উঠে শীঘ্র হয়ে ॥ গন্ধ পঙ্ক

গন্ধ চূর্ণ অনেক লইয়া । সুদেবী রত্নদেবী উঠে হিন্দোলা
 ধরিয়া ॥ ক্রমে যার যেই সেবা সে তাহা করিলা । পূৰ্ব্ব দল
 আদি করি ললিতা বসিলা ॥ রাধাকৃষ্ণ মধ্যে সখী অষ্টদিগে
 বৈসে । সেখানে হইল এক আশ্চর্য্য প্রকাশে ॥ সবে জানে
 কৃষ্ণ রাধা আয়ারি সম্মুখে । আমা ভাল বাসে দুহুঁ না হয় বি-
 মুখে ॥ অথা বৃন্দা কুন্দলতাতলেত থাকিয়া ॥ দোলায় হিন্দোলা
 অতি সতেজ করিয়া ॥ সহসা রাধিকা কাস্তি পড়ে সখীগণে ।
 প্রতিবিস্ম হলে কৃষ্ণ সখীপাশ্বস্থানে ॥ রাধাকৃষ্ণ সখীগণ হিন্দো-
 লা উপরে । যে শোভা হইল তুল্য নাহিক দিবারে ॥ সূর্য্যের মণ্ড-
 ল যদি মেঘে না ঢাকয়ে । নবায়ুদ রুহে বহু বিদ্যুল্লভা রহে ॥
 মহাবায়ু ভাতে যদি সতত চালায় । তবে সে হিন্দোলা শোভা
 উপমা হে হয় ॥ রাধিকা ইঙ্গিতে কৃষ্ণ ললিতা ধরিয়া । দক্ষি-
 ণাংশে বসাইল স্কন্ধে বাহু দিয়া ॥ রাধিকার স্কন্ধে কৃষ্ণ বাম
 বাহু দিল । বিদ্যুল্লভা মাঝে যেন জলদ রহিল ॥ এই মন্ত
 বিশাখিকা আদি সখীগণ । সবারে দক্ষিণ অংশে কৈল এইমন
 তার সবে না স্থিলেন হিন্দোলা হইতে । দুইই রহে মাত্র কৃষ্ণের
 সহিতে ॥ রাধিকাহোঁ তলে আসি এছে দোলাইল । বলে ছলে
 সখী সঙ্গে কৃষ্ণে মিলাইল ॥ রাধা কর্ণে লাগি তবে ললিতা
 হাসিয়া । দোলারোহণ কৈল বহু মণ্ডলী হইয়া ॥ বামপাশ্বে
 প্রিয়া কৃষ্ণের সখী দোলা চালে । সেখানে দেখিল এক অতি
 মনোহরে ॥ দুই গোপাঙ্গনা মধ্যে কৃষ্ণ যৈছে রাসে । হিন্দো-
 লার মধ্যে তৈছে হৈল পরকাশে ॥ সুবর্ণ পর্কত যদি বাতা-
 সে চালয়ে । প্রফুল্ল তমাল তরু তাহাতে উঠয়ে ॥ তাহা বেড়ি স্বর্ণ
 লতা প্রফুল্ল উঠয় । লতাকে বেষ্টিত যদি তমাল রহয় ॥ এই
 রূপে মণ্ডলী বন্ধে সদা যদি চলে ॥ তবে গোপী কৃষ্ণ দোলা উপ

মা এস্থলে ॥ তবেত ললিতা আর বিশাখাদিগণ । সবেই
 নাশ্বিলা রহে শ্রীরাধারমণ ॥ তলে আসি সেই দোলা পুনঃ যে
 দোলায় । ব্যাকুল হইয়া রাই চাঞ্চল্য তাময় ॥ গাঢ় আলিঙ্গনে
 কৃষ্ণে ধরিয়া রহিলা । সখীগণ হাস্যে কৃষ্ণ তৎকাল নাশ্বিলা ॥
 কৃষ্ণ মেঘ গোপাঙ্গনা বিজুরী বেষ্টিত । নানা লীলামৃতে করে
 ভুবন সিদ্ধি ॥ বৃন্দা কুন্দলতাদি গবার নয়ন । পদ্মাকর তুষা
 হরে অতি মনোরম ॥ দোলা লীলা খেলা এই বৃন্দাবন মাঝে ।
 রাধা কৃষ্ণ সখী সঙ্গে যে আনন্দে যজে ॥ অতঃপর কৃষ্ণ সব
 সখীগণ সঙ্গে । মধুপান কৃষ্টিমে আসি বৈসে মহারঙ্গে ॥ অত্য
 স্ত শীতল স্থল ছায়া মনোরম । বিশ্রাম করয়ে তাহাঁ শ্রম
 নিবারণ ॥ পদ্মদৃশ্য সব বৈসে কৃষ্ণ দুইপাশে । ব্যাঘ্রহর্য বৈসে
 আগে গগুনী বিশেষে ॥ রত্নহার ঘেন আছে কৃষ্ণ কর্ণদেশে ।
 নীল রত্ন নায়ক তাতে বৈচন বিশেষে ॥ সুচম্প চামর বায়ু
 করে কেনে সখী । সরোজ সিঞ্চয় বারু করে অন্য সখী ॥ কন্দ
 পের কুচি কিসি দোহাঁ মুখচন্দ্র । কেলিশান্ত হর্যা আছে নয়ন
 আনন্দ ॥ কোন সখী পদপদ্ম সম্বাহন করে । এই কপে দোহাঁ
 র শ্রম কৈল সব দূরে ॥ মধুপাত্র পূর্ণ বৃন্দা করিয়া সাজনি ।
 এইকালে ধরে তেহঁ দোহাঁ আগে আনি ॥ রাধা কৃষ্ণ দৃষ্টি
 পড়ে সেই পাত্রমাঝে । নীল স্বর্ণপদ্ম দেখে তাহাতে বিরাজে
 একেক পদ্মেতে দুই খঞ্জন নাচয় । অকস্মাৎ রাধাকৃষ্ণ মনে
 এহিলয় ॥ রাধিকা নয়ন মত্ত ভঙ্গী লুকু হৈলা । অবিলম্বে আসি
 নীলপদ্মেতে পড়িলা ॥ কৃষ্ণের নয়ন দুই মত্ত অলিরাজ । তৎ
 কাল পড়িল বাণী স্বর্ণপদ্ম মাঝ ॥ মধুদরপদ মুখ চবক হইলা
 মুখের সৌন্দর্য্য মধুনেত্র অধি হৈলা ॥ সর্বোজ্জিয় নেত্র অন্য
 অঙ্গ জড় হৈলা । দোহাঁ প্রতি অঙ্গে আসি পুলক ভরিলা ॥

কন্দর্প মত্ততা চিত্ত হৈল দুইজনা । মধুপান ক্রিয়া কালে এই
 সব ঘটনা ॥ দেখি কুন্দলতা তবে কহয়ে আসিয়া । মুখপদ্ম মধু
 পান কৈলা নেত্র দিয়া ॥ নেত্রোৎপল মুখ পদ্মে মধু বসাইয়া ।
 এবে পান কর মধু জিহ্বা আচ্ছাদিয়া ॥ তবে কৃষ্ণ মধুপাত্র
 কান্ধা মুখান্তিকৈ । লঞা কহে মধুপান করহ রাধিকে ॥ দেখি
 রাই লজ্জা পাঞা বক্রমুখী হৈলা । কৃষ্ণ কর পাত্র নিজ করে ত
 লইলা ॥ বসন অঞ্চলে ধনী বদন ঢাকিয়া । কিঞ্চিৎ আশ্রয়
 পাত্র লইল দেখিয়া ॥ কৃষ্ণাধর সুবাসের লাগি সুবদনী । পুনঃ
 কৃষ্ণ হস্তে দিল মধুপাত্র আনি ॥ কৃষ্ণের আনন্দ হৈল সে মধু
 পাইয়া । পানকরে মধু অতি সম্পূর্ণ করিয়া ॥ প্রিয়াটবী লতা
 বন্ধে উদ্ভাবিত মধু । বসাইল তাহা দিয়া প্রিয়াধর সীধু ॥
 প্রিয়সখী গণ কৈল নগ্ন সুবাসিতে । প্রিয় মধুপান করে প্রিয়ার
 অর্পিতে ॥ তবে কৃষ্ণ মধুপাত্র দিল রাই হাতে । পান করে ধনী
 মুখকপ্প আচ্ছাদিতে ॥ দয়িতা গণে ম্লিক্স মধু দয়িত অর্পি
 তে । দয়িতাধর সুবাসিত পিয়েত দয়িতে ॥ রাধাকৃষ্ণাধর শেব
 মধু পাত্রে ছিল । বৃন্দা তাহা লঞা আর দিঞা সুরাইল ॥ সব
 সখী আগে বৃন্দা সে পাত্র ধরিল । সখীগণ সেই মধুপান
 আরম্ভিল ॥ কৃষ্ণনিজ চিত্রবিদ্যা তাহা প্রকাশিল । সবার
 নিকটে যাঞা আগে পান কৈলা ॥ সখীগণে জ্ঞান এই কৃষ্ণ
 আগে আসি পান কৈল মোর আগে মোর পাশে বসি ॥ কেবল
 নিশ্চয় কপে সব সখী জানে । কৃষ্ণ আসি পিয়েমধু প্রিয়া যে আ-
 পনে ॥ মধুপানে বিধূনীত শোণ দৃষ্টিকোণ । গন্ধে নিমন্ত্রিত
 কৈল ঘটপদের গণ ॥ হাস্য চন্দ্রকান্তি সব অধর পল্লবে । কহিল
 না হয় সেই শোভা অনুভবে । কৃষ্ণনেত্র জিহ্বা সেই সৌন্দর্য্য
 অধিক । লেহন করয়ে সুখ পাইয়া অধিক ॥ ব্রজাঙ্গনা মন

তৃষ্ণা পরিপূর্ণ কায়ে । কৃষ্ণ মুখ মধুপানে নেত্র জিহ্বা সাজে ॥
 কন্দর্প মাধ্বীক আর মধুপান কৈল । মুখপদ্ম মধুধর মধু
 মত্ত হৈল ॥ বিবিধ প্রকারে মধু বৃন্দা আনে আর । রাধাকৃষ্ণ
 করে পান সখী পরিবার ॥ তাঁরা পান করে মধু দেখে বৃন্দা
 আদি । সেপান মাধুরী তার নেত্র উনমাди ॥ অবিরত মধুপান
 পানে ওষ্ঠাধর । সতত অধর পান মধুর সোসর ॥ কন্দর্পের মধু
 মদ তৃষ্ণাতে ভরিলা । নিশ্চয় নাহিক কারো কিবা পান কৈলা
 মাধবাগমন কালে মদন উদয় । তৈছে মধুপানে মন উন্মাদ
 করয় ॥ মাধবাক্ষ স্পর্শ জন্য কত মধু পিয়ে । ব্যাকুলা হইলা
 তাতে বরাজনাচয়ে ॥ সাম্ভালিতে নারে তনু বস্ত্র ভূষা খসে ।
 কারণ নাহিক সবে অটু অটু হাসে ॥ অপ্রশ্লোত্তর করে
 প্রলাপ অকারণে । বল্লভীগণের জন্মে বাকুণীর পানে ॥ নিধু
 বনের পূর্বে প্রিয়াগণের একাষ । শিথিল গমন বাস সুকেশ
 সুমাজ ॥ বচন স্থলন মধু মদের কারণ । কৃষ্ণ প্রতি সহায় কর-
 য়ে এইগণ ॥ কেশ বাস বাক্য গতি সব লক্ষ্য হৈল । নেত্রান্ত
 অরুণ ঘর্না দুই প্রকাশিল ॥ বদন সৌরভ্য নর্ম্ম উক্তি ব্যক্ত
 তাতে । দৃষ্টি ভ্রমি হৈল করে ধৃষ্টতারততে ॥ মধুমদ হৈতে
 যত ব্রজাঙ্গনা গণে । যত কর সব কৃষ্ণ সুখের কারণে ॥ ব্রজা
 ঙ্গনা হৃদি রাগ কৃষ্ণ প্রতি যত । নারীর স্বভাব লজ্জা করয়ে
 গোপিত ॥ মধুর মত্ততা টোপ সহিতে নারিল । নেত্রোৎপলে
 সেই রাগ বাহির হইল ॥ নবীন কিশোরী কেহো নব
 মধুপানে । মদোদ্রেকে ভ্রান্ত নেত্র প্রলপে তখনে ॥ লল ললি
 তে পপপঞ্চ রাধাচ্যুতে । সসস সকল মম মণ্ডল ভ্রমাইতে ॥
 বিবিবি বিপিন মম মহির সহিতে । গগগ গগগ কে ললল
 লহিতে ॥ বিকট অস্তোজ জিনি মুখ পদ্মগণ । তার পরি

মলে ভৃঙ্গকরে আকর্ষণ ॥ মধু আর অধর মধু পানেত হইতে
 উদ্ধত্য কন্দর্প মদে লোল কৈল চিত্তে ॥ কৃষ্ণ চিত্ত লোল নেত্র
 রক্তোৎপল জিনি। ললনা বিলাসে চিত্ত করয়ে বাঞ্ছনি ॥
 পদ্ম মধুপানে যেন তৃষ্ণা অলিগণে । ঐছনে বাঢ়য়ে তৃষ্ণা কৃষ্ণ
 প্রিয়া মনে ॥ মধু মদে মত্ত হৈলা রাধা সুবদনী । রমণ স্পৃহা
 তে করে শয়ন বাঞ্ছনি ॥ সেবাপরা সখী যারা তার সেবাকরে
 শয়ন লাগিঞা ধনী শরীর নিশ্চলে ॥ দোহাঁর নিগড় তৃষ্ণা
 জানি কুন্দলতা । কৃষ্ণ প্রতি কহে কিছু বয়ন হর্ষিতা ॥ অশোক
 কুঞ্জেতে তুমি করহ গমন, । কান্তাবতঃসার্থ গুচ্ছ আনহ এখন
 শুনি কৃষ্ণ তাঁর কথা গেলা সেই কুঞ্জে । কোকিল ডাকয়ে যথা
 অলিকুল গুঞ্জে ॥ এথা সে রাধিকা ঘূর্ণা পূর্ণ দৃষ্টি হয় । কুঞ্জা
 ভিধ কুঞ্জরাজে সুতিলা আসিয়া ॥ দিব্য পুষ্পশয্যোপরে
 করিলা শয়ন । সেবাকরে সেবাপরা যত সখীগণ ॥ সখীগণ
 মুখে জুস্তা গগাদ বচন । গন্ধোত্তম বহে সদা অধিক আনন ॥
 আঘূর্ণ নয়না সব বস্ত্র স্নাত অঙ্গে । ইতস্তত পড়ে পদ অলস
 তরঙ্গে ॥ সুপদ্ম বদনী মদ খঞ্জন নয়নী । পদ্মপত্র তম্পে সবে
 করিল শয়নি ॥ স্থল পিঞ্জরিত পুষ্প কিঞ্জিলক সহিতে । স্থানে
 স্থানে কুঞ্জে কুঞ্জে রহে এই মতে ॥ এইত কহিল রাধা কৃষ্ণের
 বিলাস । ফাগুখেলা দোলা লীলা মধুপানে হাস ॥ অত্যন্ত
 রহস্য কথা কহিতে না জানি । তথাপিহ চিত্ত লোভে করি
 টানাটানি ॥ গোবিন্দচরিতামৃত রসময় কথা । শুনিলে মিলয়ে
 রাধা কৃষ্ণ যে সর্বথা ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবন বাঞ্ছিত । এ
 যত নন্দন কহে গোবিন্দ চরিত ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে মধ্যাহ্নবিলাসে দোলালীলা

মধুপান বর্ণনং নাম চতুর্দশঃ স্কন্ধঃ ॥ ১৪ ॥

কঙ্কলি পল্লবকম্পিত কর্ণপূর, কঙ্কলি বজ্রী নবকম্ব
কাঞ্চিপানিঃ । তত্রাগতোথ স হরিঃ প্রবিবেশ তূর্ণং
বৃন্দা দৃশ্যাদিত নিকুঞ্জ সরোজ মুখকঃ ॥ ১৫ ॥

জয়২ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ । জয়াঐতচ্ছ্র জয় গৌর
ভক্ত বৃন্দ ॥ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ । জয় শ্রীজীব
গোস্বামী দাস রঘুনাথ ॥ জয় শ্রীগোপাল ভট্ট জয় ব্রহ্ম
বাসী । জয় গদাধর গৌর প্রাণধন রাশি ॥ জয় শ্রীরাধাকৃষ্ণ
লীলা রসময় । ব্রজাঙ্গনা বৃন্দ যত সব জয়২ ॥ বৈষ্ণব গোসা
ইর পদে করিঞা প্রণাম । যৈছে তৈছে করি যত কৃষ্ণ লীলা
গান ॥ এইরূপে কৃষ্ণ আইলা সে কুঞ্জ হইতে । অশোক পল্লব
গুচ্ছ কর্ণাবতংসিতে ॥ করে ধরে নূতন অশোক গুচ্ছ
আর । এইরূপে প্রবেশ কৃষ্ণ করিলা তৎকাল ॥ বৃন্দাদেবী
দৃগিজিত করি দেখাইল । নিকুঞ্জ সরোজ অতি উৎকৃষ্টাতে
পাইল ॥ রাধা নুরধুনী পাইল কৃষ্ণ মত্ত করি । উড়ি পলাইলা
সব সখী যে মরালী ॥ লোচন পুঙ্করে কৃষ্ণ রাধা মধুরিমা ।
পানকরেপুনিঃ পুনঃ তবু নাহি ক্ষমা ॥ কধুক শৈবাল দূরে
কৈল নিজ করে । নীবিবন্ধ নলিন্যাদি হইল চঞ্চলে ॥ অথা
শ্রীরাধিকা তন্ত্রানিমীলিত আঁখি । কৃষ্ণ আগমন প্রাপ্তি স্বপনে
তে দেখি ॥ মত্তহঞা নীবি কুচ আকর্ষণ করে । বাম্য প্রলাপ
করি তাঁরে যেন বারে ॥ আমি আমি আমাকেত পরশ না
কর । কিংকি কি বিধান তুমি করিতে ইচ্ছাধর ॥ শয়ন করিতে
দদ দেহ যে আমারে । যুগুণা নয়ন নিদ্রা আকর্ষিল মোরে ॥
রোদিন মিশালে হাস্য গদগদ বাণী । স্পর্শবর্ণ নহে করে বারে
কৃষ্ণপানি ॥ স্বপ্নে এইমত ধনী করিতে জাগিলা । জাগরণে
দেখে কৃষ্ণ নিকটে আইলা ॥ কন্দর্প মধুতে ভেল ধনী উল্লা

দিত। চক্ষু মেলিবারে নারে হৈলা নিমীলিতা ॥ স্বপ্নে বা জা
 গয়ে ধনী সমচেষ্ঠা হৈলা দেখিতে কৃষ্ণের চিত্তে আনন্দ বাড়িল
 অর্য্যুন্ধে বাম্য লজ্জাধনী সৈন্যগণ । উন্নত অচ্যুত জিনি
 করি আক্রমণ ॥ কাঞ্চী মূক দেখি ভয়ে মঞ্জীর যুগল । অস্বরে
 ফুকার করে ধনী কোলাহল ॥ গ্রীবা গ্রহণ যবে করিল
 নুরারি । ব্যগ্রকণ্ঠধ্বনি ধনী বহুবধ করি ॥ সুকাকুতি প্রার্থ
 না কত করুণা সঞ্চার । কৃষ্ণ চিত্তে সুখ যাতে হইল অপার ॥
 কৃষ্ণ নিজ ভুজ গদা দিগ্ধা যে সম্বর । ধনী বাম্য চূর্ণ ভেদে
 গেল বাম্যস্থল ॥ কৃষ্ণের অধর নথ দন্ত আর পাণি । উরু বাহ
 মুখ এই সৈন্যের সাজনি ॥ সাজিয়া ধনির তনু পরি লুট কৈল
 তনু পরি যত ধন এক না রাখিল ॥ ধনী কুচকুন্তে ছিল তারুণ্য
 রতন । নথ খন্তি দিগ্ধা তাহা করিল গ্রহণ ॥ গুচ রতন জানি
 সেই গর্ত্ত যে করিয়া । লইল তারুণ্য ধন কর নথ দিয়া ॥
 রাইর অধরে ক্ষত কৈল দন্ত দিয়া । অধর অমৃত নিল চুষন
 করিয়া ॥ বাহু আশ্রয়নে বক্ষ স্পর্শরত্ন নিল । নিজ করে
 কুল্লাদি গ্রহণ করিল ॥ চুলকাখ্য রত্ন নিল নিজাধর দিয়া ।
 সেইস্থলে রাখে কৃষ্ণ গোপন করিয়া ॥ দেখি রাই বহুধন লুট
 কৈল যবে । ধৃষ্ট সেনাপতি সঙ্গে সাজে ধনী তবে ॥ লজ্জাধন
 গেল আর সুখামৃত যত । ক্রোধি হৈলা দন্ত নথ সেনাপতি
 কত ॥ আপন পৌরস ধনী কৃষ্ণে দেখাইতে । আক্রমণ
 কৈল তাঁরে অত্যন্ত ছুরাতে ॥ কাঞ্চী ধ্বনি উচ্চশব্দে দুন্দভি
 বাজায় । সীংকার আদি সেই সিংহনাদ হয় ॥ কান্তাকে আ
 ক্রান্ত আর ধনী যে কইলা । উত্তংস উদ্ভট দুই নাচিতে লাগিল
 অজিত জিনিল করি আনন্দ পাইয়া । মুক্তাবলি নাচে অতি
 চপল হইয়া ॥ হৃদয় অধর রত্ন কৃষ্ণ যত নিল । নিভূতে গোপন

করি খালি যে রাখিল ॥ রাধিকার দন্ত নখ ঋন্তি আদি দিয়া ।
 সবরত্ন নিল তাহা খনন করিয়া ॥ পরহস্তি হরিনিল দেখি এই
 কল । নিজ চিরন্তন যত নাশয়ে সকল ॥ রাধিকার মুখপদ্ম
 চপল উপরে । আছয়ে চপল অতি দুইনেত্র বীরে ॥ কৃষ্ণ মুখ
 পদ্মকোষে মধু যে আছয় । তাহার নয়ন অলি রক্ষা যে করয়
 তাহা লুটিবার মনে রহে মহাবীর । তৎকাল তাহার আগে
 হয়ে রহে স্থির ॥ কৃষ্ণ নেত্র দুইবীর শ্রেষ্ঠ অনুমানি । রাধিকার
 নেত্র বীর ভয় পাইল জানি ॥ নেত্রসৈন্য বীর ধৈর্য্য ভঙ্গ দিল
 যার । সর্কাসের সৈন্য পাছে ভঙ্গ দিল তার ॥ শ্রমজল ভরে
 ধনী ললাট উপরে । চঞ্চল অলকাগণ হইল বিথারে ॥ নিতম্ব
 নিষ্পদ কুচ যুগ শ্বাসে চলে । কেশ কাঞ্চী নীবিবন্ধ হইল
 শিথিলে ॥ নয়নে অলস হৈল ভুজ দ্বন্দ্ব মন্দ । পরাভূত হয়ে
 দেই কৃষ্ণেরে আনন্দ ॥ কন্দর্প রাজার ধনী নিদেশ পাইয়া
 কৃষ্ণ আকর্ষিল নিজ পৌরস জানিয়া ॥ আপনেই অকস্মাৎ
 ভঙ্গ দিল রণে । ইহাতে বিচিত্র নহে শুনহ কারণে ॥ পুরুষ
 রসেত নহে অবলার সন্ধি । অতএব যে অবলা অবলাই বিধি
 শ্রমজল কণা স্নিগ্ধ নিষ্পন্দ মুরতি । গলিত বসনে ভষা জপ্পে
 তপ্পে অতি ॥ কৃষ্ণের হৃদয় অঙ্গ পতিত হইল ॥ এইরূপে রাই
 চক্ষু মুদিয়া রহিল ॥ নবানুদ মধ্যে যেন স্থির তড়িলতা ।
 কুসুম শয়নে আছে মদন মোহিতা ॥ নিশ্বাসে উদর ধনির
 চঞ্চল হইয়া । পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণোদর পরশে যাইয়া ॥ আনন্দ
 জড়তা কিবা হয়েছে তাহার । সেবার কারণে জাগাইছে বার
 বার ॥ সেইত কারণে ধনী তনুর মাধুরী । দর্শন স্পর্শন
 ইচ্ছা হইল মুরারি ॥ রাধিকার গ্লানি তনু সেবার কারণে ।
 আগমন কৈল কৃষ্ণ ইচ্ছা সখীগণে ॥ দোহাঁ সঙ্গে সন্ধি করি

কৃষ্ণ উঠি যবে । স্বহস্ত অম্বুজ প্রেমে প্রিয়া তনু সেবে ॥
 শ্রমজল মাজি কেশালকা সম্বরিল । ধনী শোভা দেখি কৃষ্ণ
 আনন্দে ভাসিল ॥ তবে বিধুমুখী কৃষ্ণে প্রার্থনা করিয়া ।
 কহয়ে করহ বেশ অলঙ্কার দিয়া ॥ সব সখীগণ হাস্য রাসের
 কারণে । কৃষ্ণ নাহি করে বেশ লগ্ন বেষণগণে ॥ পুনঃ আম্রে
 ড়িত কৃষ্ণ করে বেশ লাগি । নিষেধ করয়ে রাই শয়নানুরাগী
 কৃষ্ণপানি পদ্ম ধনী পরশ পাইয়া । কহয়ে বিভ্রম কথা অযা
 চক হৈয়া ॥ তোমাকে প্রার্থনা কিবা বেশ লাগি কৈল । ব্যর্থ
 শ্রম ত্যজ বেশ সুখদ নহিল ॥ অলঙ্কার ভার লাগে সহিতে
 নাপারি । অবশরূপে দেহ শয়ন যে করি ॥ উদ্ঘূর্ণাতে দুঃখ
 পাই কি কায ভাষাতে । শুনি প্রিয়াবানী কৃষ্ণ লাগিল কহিতে
 সহাস্য ক্রন্দন সহ রাই মুখবানী । অম্পষ্ট বচন পান কৈল
 ব্রজমণি ॥ তাহা হৈতে মনমথ উদয় হইল । মত্ত হয়ে হাসে
 চিত্তে বিম্বয় জন্মিল ॥ সেবাপরা সখী যারা সেবা মাত্র সুখ ।
 সেবার সময় লাগি হৈয়াছে উন্মুখ ॥ বাহিরে আছয়ে সেবা
 উপচার লৈয়া । কুঞ্জে কুঞ্জে প্রবেশিল সময় জানিয়া ॥ কেহত
 তাম্বুল দেই কেহো গন্ধধারা । কেহো গন্ধ দেই কেহো দেই
 পুষ্পমালা ॥ কেহো পাদ সম্বাহই মৃদু মন্দ মন্দ । কেহোত
 বীজন করে শীতল সুগন্ধ ॥ এইরূপে সেবাকরে সখী সেবা
 পরে । প্রণয়ে উন্মাদ হয়ে নানা সেবাকরে ॥ তবে ছুছ রতি
 রণ শ্রম গেল দূরে । বসিলেন রাধাকৃষ্ণ হরিষ অন্তরে ॥ তবে
 রাই কৃষ্ণে কহে নয়ন ইঞ্জিতে । নিকুঞ্জে শয়নে সখী আমহ
 ত্বরিতে ॥ সখী বিনু কোন সুখ উদয় না করে । সুমদ বিম্বলে
 আছ আনহ তাহারে ॥ নশ্বো অন্তঃসুক কৃষ্ণে রাই পুনঃ
 কহে । চলিগেন কৃষ্ণ তাহাঁ রমণ ইচ্ছায়ে ॥ মত্ত হস্তি যেন

পদ্মবনে চলি যায় । এইমত চলে কৃষ্ণ আনন্দ হিয়ায় ॥ মনেত
 করয়ে আগে যাব কারঠাই । ললিতা বিশাখা কিবা চিত্রা স্থানে
 বাই ॥ এইরূপে ভাবনা কৃষ্ণ করিতে করিতে । এককালে
 প্রবেশিল সকল কুঞ্জেতে ॥ জীব দেহে যেন আত্মা অনন্ত
 আছয়ে । এইমত সখী পাশে ব্যাপি কৃষ্ণ রহে ॥ যেমন রাইর
 হৈল স্বপ্ন জাগরণে । তেমতি হইল লীলা সব সখী সনে ॥ সখী
 মল্ল কৃষ্ণপত্নী মল্ল চন্দ্র সনে । কন্দর্পের যুদ্ধ হৈল বিবিধ বিধা
 নে ॥ অথাসে রাইরে কুঞ্জে সবে সখীগণ । ক্ষণেক বিশ্রাম করি
 বাহির গমন ॥ আসি নিজ কুঞ্জ তীরে ঘাটের সমীপে । মণির
 কুটিমে আসি হৈলা উপনীতে ॥ ক্ষণেক বিশ্রাম করি বেশাদি
 করিল । রতি রণ চিত্র আদি সব আচ্ছাদিল ॥ তথাপি
 কন্দর্প যুদ্ধে বিমর্দিত তনু । যজ্ঞস্থল মাজিলেহো চিহ্ন রহে
 জন্ম ॥ নিজসখী প্রতি ধনী সরোষ প্রণয়ে । বিভঙ্গুর ভুরুলজ্জা
 নানা মত হয়ে ॥ অলসে বিশ্রাম ভুজ স্থলন গমন । অর্দ্ধ
 নিমীলিত অঁখি রহে এই মন ॥ সব কুঞ্জ হৈতে যত সখীগণ
 আইলা । রাধিকার সঙ্গে আসি সবেই মিলিলা ॥ কৃষ্ণ কুঞ্জ
 হৈতে তবে বাহিরে আইলা । 'সুবল' বটুকে সঙ্গে করিয়া
 আনিলা ॥ কাভা দূরে মুখ দেখি হাসিতে হাসিতে । তাহার
 নিকটে আইলা সখার সাহিতে ॥ তবে কুন্দলতা রুদাদেবী যে
 আইলা । ভোগচিহ্ন দেখি নানা পরিহাস কৈলা ॥ নানা নর্ম্ম
 কথা কহি ব্রজাঙ্গনা গণে । ধূর্তা কুন্দলতা কৈল লজ্জা বিভরণে
 কৃষ্ণ রতি লীলামৃত সিদ্ধ সুগম্ভীর । সতত দূরবগাহ প্রেম
 গাঢ় ধীর ॥ প্রণয়ী লোকের হয়ে আশ্বাদ বিরল । তটস্থান্য
 করিলে সে ভাগ্য যে প্রবল ॥ যথা রাগ ॥

কেলী যুক্ত যজ্ঞুকেশ, লাটনি গ্রীবাভূত দেশ, বান্ধে বাস

অতি দূঢ়করি । নব সূক্ষ্ম শুক্লবাস, পরে সবে মনোম্লাস, ভূষা
 রাখে সখী স্থানে ধরি ॥ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ কান্ত, নব ঘন
 পুষ্প ভাঁতি, উদয় চন্দ্রাংশু জিনি ছটা । নয়ন প্রভাত পদ্ম,
 সকল আনন্দ সন্ম, সে কটাক্ষ কামবাণ ঘট। ॥ কেলি
 শ্রম শান্তিকায়ে, জললীলা রঞ্জে সাজে, লোল হৈল কৃষ্ণচন্দ্র
 নন । রাই কর পদ্ম ধরি, কুণ্ডলে নায়ে হরি, সঙ্গে নায়ে সব
 সখীগণ ॥ যেন মত্ত হস্তি বনে, সঙ্গেত করিণীগণে, বহু
 শ্রমে নায়ে নদীজলে । নিজ সুখে খেলাকরে, যাতে শ্রম যায়
 দূরে, কৃষ্ণ গোপাঙ্গনা তেন চলে ॥ গোপী নেত্র উৎপল, মুখ
 পদ্ম নিরমল, কুচ চক্রবাক মনোহর । তনু বাহু মৃণালিকা, অল
 কা মধুপথিকা, হাস্য কুমদিনী মনচোর ॥ কৃষ্ণ চক্ষু মন্তগজ,
 দেখি গোপাঙ্গনা ব্রজ, প্রতি তনু নদী করি মানে । কেহ তটে
 ভীরে থাকি, জল দেন কৃষ্ণ তাকি, বলে কৃষ্ণ ধরি তারে আনে
 সেখানে লইয়া হাসে, তবে কত সুখ খসে, থরহরি কাঁপে তার
 অঙ্গ । জানুজলে কেহ স্থিতি, কেহ উরুজলে রতি, নাভিসম জলে
 কেহ রঙ্গ ॥ কৃষ্ণে দেই জল রাশি, সবার বদনে হাসি, সূক্ষ্ম
 বস্ত্র তিতি লাগে গায় । অঙ্গের সৌন্দর্য ধূলি, লাবণ্য তরঙ্গ
 শালী, কৃষ্ণমত্ত হস্তি বদ্ধ তাল ॥ তৈছে কৃষ্ণ তনুশোভা, সুখা
 ধর তনু লোভা, লাবণ্য তরঙ্গ গণ বহে । গোপাঙ্গনা চক্ষু যঁত,
 করিণীর ঘট। কত, নিমগন হইয়া রহয়ে ॥ কৃষ্ণ নাভি জলে
 থাকি, গোপাঙ্গনা তাকি তাকি, অকস্মে অতি হর্ষভরে ।
 ভারা কৃষ্ণে হর্ষকরে, শীত্রে আর্ন্তিকম্প ছবে, রোদন নিশালে
 হাস্য করে ॥ শ্বেতপদ্ম রক্তপদ্ম, নীলপদ্ম হেমপদ্ম, রক্ত উৎ
 পল গণ আর । কুমদিনী নীলোৎপল, মধুরজ পরিমল, তুণ্ড

জলে কৃষ্ণের বিহার ॥ বৃন্দা আর নান্দীমুখী, ধনিষ্ঠাদি হয়ে
 সুখি, দেখি রহে ঘাটের কুঁটমে । রাই জয় জয় বোলে, নানা
 পুষ্প বৃক্ষিকরে, পরম আনন্দ পায় মনে ॥ বটু আর কুন্দ
 লতা, সুবল সংহতি তথা, তীরে রহে অন্য কুঁটমাতে । পুষ্প
 বৃক্ষি সদাকরে, কৃষ্ণ জয় জয় বোলে, চিত্তে অতি হয়ে হরষিতে
 তবে কৃষ্ণ জলকেলি, আরন্তিল্লা প্রিয়া মেলি, সবে জল দেই
 কৃষ্ণ গায় । প্রথমে অলপজল, কৃষ্ণ দেই প্রিয়াপার, তাসবার
 আরতি বাড়ায় ॥ তবে গোপাঙ্গনা অঙ্গ, দেখিতে সৌন্দর্য রঙ্গ,
 সহস্রাঙ্গ প্রায় হৈলা হরি । সবার নিকট যাইতে, সহস্র চরণ
 রীতে, সহস্র বাহু আলিঙ্গনে ধরি ॥ উদর সমান জলে, মৃগী
 দৃশ্য গণ খেলে, জলদিয়া হাসে পদ্মমুখে । কুচ চক্রবাক তার,
 না নিবारे সবাকার, সহস্র কর হয়ে কৃষ্ণ সুখে ॥ বটু দেখি
 কৃষ্ণ রীত, আনন্দিত হয়ে চিত, শ্রুতিবাণী পড়য়ে হরিষে । সহ
 স্রপক্ষ সিংহাঙ্গ, সহস্র বাহু কহে লক্ষ, স্নানমন্ত্র পড়য়ে বিশেষে
 স্মৃতি বাণী নান্দীমুখী; পড়ে কৃষ্ণ রীত দেখি, অতিশয় করিয়া
 বিস্তার । সর্বত্রই হস্ত পদ, নখ মুখ শির কত, হাসি হাসি
 কহে বার বার ॥ জলবৃষ্টি করে হরি, এদিগ বিদিগ ভরি, ব্রজা
 ঙ্গনা লতা হৈল লোল । কৃষ্ণমূর্ত্তি জলধর, মালা হৈলা অবিরল,
 ঘন বর্ষে প্রিয়ার উপর ॥ কৃষ্ণ হস্ত জল পায়া, সখী ভেল সখী
 হিয়া, অতিবৃষ্টি ভয়ে পলাউল । আউলাইল ভুজ লতা, কেশ
 বস্ত্র স্নান মতা, পুষ্পমালা ছিড়ি দূরে গেল ॥ বিমুখী হইলা
 রণে, সব গোপাঙ্গনা গণে, নিরমল জলে ভাসাইল । কৃষ্ণ বহু
 কপ ধরি, সর্ব বস্ত্র নিল হরি, বাস্ত প্রায় সবেই হইল ॥
 দেখি কৃষ্ণ শীত্ৰটোয়া, তরঙ্গ হস্তে ত দিয়া, পাত্রে আচ্ছাদয়ে অধ
 স্থান । হস্ত কঞ্চলিকা করি, রহে সব গোপনারী, দীর্ঘ কেশ

যাঁপিয়া বয়ান ॥ কৃষ্ণস্থানে সব সখী, পরাভব হইলা দেখি,
 রাই ভেলা সখী দুঃখে দুঃখি । কৃষ্ণে জিনিবার ভরে, কহে
 কথ্য মধুঝরে, যুদ্ধকরে হাসি সুধামুখী ॥ রাধাকৃষ্ণ জল রণ,
 পাছে কৈল সখীগণ, বাড়ি গেল জলযুদ্ধ রঙ্গ । এককালে সব
 সনে, কৃষ্ণকরে বহু রণে, আনন্দে দ্রবিল সব অঙ্গ ॥ করাকরি
 যুদ্ধ এবে, ভুজাভুজি হৈল তবে, তার পাছে যুদ্ধ নখানখি ।
 অঙ্গাঅঙ্গি যুদ্ধ হৈল, তবে রদারদি কৈল, তবে হৈল যুদ্ধ মুখা
 মুখি ॥ রাই অঙ্গ পরশনে, হর্ষ হৈল কৃষ্ণ মনে, যুদ্ধ ভেল
 আনন্দ মত্তর । দেখিয়া ললিতা হাসে, কহয়ে মধুর ভাবে, না
 পীড়হ গোবিন্দ কাতর ॥ কেশ চড়া ভঙ্গ দিল, পুষ্পমালা ছিন্ন
 ভেল, ললাটে তিলক লুকাইল । কাঁপয়ে কুন্তল রাজ, কোঁচ
 ভ পাইল, লাজ, গণ্ডে তুষা শরণ লইল ॥ জলযুদ্ধে জয়াজয়,
 যেমত যাহার হয়, দেখি ভীরে সব সখীগণ । তৈছে করে পরি
 হাস, কহে রসময় ভাব, বাহা শুনি যুড়ায় শবণ ॥ তবে কৃষ্ণ
 রাধা ধরি, বলে আকর্ষণ করি, লয়ে গেলা কণ্ঠ সম জলে ।
 কড় জলে মগ্ন করে, কড় বা উপরে ধরে, হেমপদ্ম যেন করি
 করে ॥ সুবাহু মৃগাল দিয়া, ধনী আনন্দিত হিয়া, কৃষ্ণ কণ্ঠ
 যতনে ধরয় । মুখ পদ্ম কাঁপে কেশে, রাধিকা পাখিনী তাসে,
 হরি করে ধরে উৎকণ্ঠায় ॥ অথা সব সখীগণে, লুকায়ে হে
 মাজ বনে, মুখপদ্মে মিশাইয়া রহে । তাহা দেখি কহে ধনী
 অন্য সহ ব্রজমণি, সখীগণ কোন স্থানে হয়ে ॥ শুনি কৃষ্ণ কণ্ঠ
 জলে, রাইরে থুইয়া চলে, অন্তরে সখী পদ্মবনে । এইকালে
 লুকায় রাই, হেমায়ুজ বনে যাই, মিশাইল মুখপদ্ম সনে ॥
 অথা কৃষ্ণ সখীগণ, করি কিরে আন্বষণ, বাহা দেখি হেমায়ুজ
 বন । হেম পদ্মগণ পাশে, নীল উৎপল তাসে, তার পাশে

শৈবালক গণ ॥ শশীমুখ নেত্র কেশ, মানি তারে সেই দেশ,
 যাই কৃষ্ণ চুম্ব পদগণে । তৃষ্ণার্ত ভ্রমরগণ, অতি উৎকর্ষিত মন
 মধুপান লালসার মনে ॥ গোপী মুখ কাছে যবে, কৃষ্ণ মুখ যায়
 তবে, মুখপদ্ম যুড়ি রহে তারা । এককালে সবাসনে, হয়ে নানা
 কামরূপে, বহে কত প্রেমরস ধারা ॥ কভু কৃষ্ণ রাই মুখে, মুখ
 দেন নিজ সুখে, চুষ দেই রস মধুলোলে । গোপী কুচ আশ্ফা
 লনে, লোল জল পদগণে, উড়ে কত ষট্পদ বিভোরে ॥ গোপী
 শ্রমে কৃষ্ণ অঙ্গ, তাহা দেখি কৃষ্ণচন্দ্র, কঙ্কণ বলয়া খসে জানি
 মৃণাল কঙ্কণ গণ, হয়ে করযিও মন, দিল গোপাঙ্গনা প্রতি
 পাণি ॥ কুণ্ডেত কুমদ বন, মৃণালিকা অনুপম, হংসগণ পদবন
 ভরে । চক্রবাক নীলোৎপল, ভরিরাতে কুণ্ডজল, অনুপম
 শোভা মনোহরে ॥ গোপী হাস্য বাহুগতি, বদন নয়ন সতি,
 উরোজ উন্নত মনোরম । কুণ্ড সম দেখি শোভা, কৃষ্ণচক্ষু বাড়ে
 লোভা, বিহরয়ে নৃত্য হস্তি সম ॥ নিতম্ব উরুজ গণ, করয়ে যে
 আশ্ফালন, নাচাতে কাপয়ে কুণ্ড জল । বায়ুর তরঙ্গ ভাতে,
 জল পদগণ রীতে, রহিতে যাইতে নাহি বল ॥ গোপাঙ্গনা
 মুখামৃত, রুচিকুণ্ডে সুখোদিত, স্তন চক্রবাক খেলে কাছে ।
 যাহা দেখি কোকগণ, সবিশ্বাস হৈল মন, ক্ষণে ভয় মনে নাহি
 বাসে ॥ রাই মুখচন্দ্র যবে, উরল কুণ্ডেতে তবে, নীলোৎপল
 কৈরর বিকাশ । সকল ষট্পদ গণে, নিশি দিশি নাহি জানে,
 সমকালে সমান বিলাস ॥ সে কৌতুকে গোপীগণ, তুলনা না
 হয় মন, দেখি মধুকর গণ রঙ্গ । উৎপল কুমদ গণ, প্রবেশ যে
 পদ্যবন, মধুপানে মত্ত হৈল ভঙ্গ ॥ অলক্ষিতে এইকালে, কৃষ্ণ
 লুক ইলা জলে, নীলপদ্ম বনের ভিতরে । তা দেখিয়া গোপী
 গণ, গেল নীলপদ্ম বন, তন্মেষয়ে শ্যাম সুনাগরে ॥ নীলা

স্বুজে জ্ঞানকরে, এই কৃষ্ণ মুখ বরে, তাহা যায়। চুস্বয়ে তাহারে
লাজ পায়। অন্যান্য, হেরিয়া হাসয়ে ঘন, কহে হের নীলাম্বুজ
বরে ॥ হেনকালে চিত্রা কহে, দেখ দেখ সখী ওহে, নীলাম্বুজ
বর্নে অদভুতে। রাই সঙ্গে কৃষ্ণ মিলে, দেখি আন ছলে বলে,
নীলাম্বুজ বনে আনন্দিতে ॥ হেমাঙ্গে নীলাম্বুজ, একত্র মিলন
বুঝ, তাতে লোল অলি মালা সাজে। তাহাতে খঞ্জন দুই,
প্রতি পদে নাচি রই, শৈবালক গণে তাহাঁ রাজে ॥ হেমাঙ্গুজ
নীলাম্বুজ, অতনু তরঙ্গে যুঝ, সমনে চালয়ে তেই চলে। ক্রণেক
বিরল হয়ে, ক্রণে বা সংযোগময়ে, অনঙ্গ প্রেরিত কুতূহলে ॥
জলে হইতে চক্রবাক, যুগল উঠিল তাক, নীলপদ্ম যুগ উঠি
ধরে। হেমাঙ্গুজ যুগ তবে, জলে হইতে উঠে এবে, চক্রবাক
ধরি রাখে বলে ॥ দুই চক্রবাক লাগি, চারিপদে লাগালাগি,
যুদ্ধকরে আতি বিপর্ষীত। লুটে নীলপদ্ম আসি, রাখি হেমপদ্ম
রাশি, দেখ চারি পদে চরিত ॥ নীলাম্বুজ যুগ কায, দেখি
পরতেক বাজ, দূরেকর হেমপদ্ম জোর। লুটে চক্রবাক তবে,
দেখি অবিচার এবে, অচেতন সচেতন চোর ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণকান্তা
গণে, অঙ্গ সত্য আলাপনে, কুণ্ডজল শ্বেতারুণ স্থান। নির
মল গুণী সঙ্গে, নির্মল করয়ে রঙ্গে, স্নিগ্ধজল ভেল অনুপাম ॥
এইরূপে নানারঙ্গে, কৃষ্ণ খেলে প্রিয়া সঙ্গে, জললীলা করি
উঠে তীরে। ওষট্ঠনন্দন কহে, জলকেলি সুধাময়ে, শুনইতে
কর্ণ মোভভরে ॥

পরায়। এইরূপে কৃষ্ণ জল বিহার করিয়া। উঠিয়া কুণ্ডের
তীরে পাদিনী সিংহিয়া। 'যেন মত্ত হস্তি শুণ্ডে জল উবারিয়া।
অজবন সিংহি উঠে উপরে' আসিয়া ॥ সেবাপরা সখী কৃষ্ণের
সঙ্গে প্রিয়া যত। উদ্বর্তন গন্ধ টেলে অঙ্গ সেবে কত। দ্বান

করাইল প্রেমে বহু হর্ষ পাঞা। সবই উঠিল তীরে আন
 ন্দিত হৈয়া ॥ গৌরাক্ষীর অঙ্গে শুক্ল বসন লাগয়ে। জল
 ধারা সব অঙ্গে বাহিয়া পড়য়ে ॥ হেমাচল ক্ষুদ্র শৃঙ্গ শ্রেণী
 মগ্ন হৈয়া। শারদ অম্বুদ যেন বর্ষে হর্ষ পাঞা ॥ কৃষ্ণের
 বিচিত্র কেশে জলধারা বহে। শিখর উপরে মুক্তা একা
 বলি রহে ॥ এছে কৃষ্ণ শোভা দেখে ব্রজাঙ্গনা গণ।
 এত বিলসিল নহে তৃষ্ণা নিবর্তন ॥ স্বপ্নেতে ছল্লভ কৃষ্ণ
 লব বিলোকন। ভাগ্যে বিশ্ব হীন দোহে হইল সঙ্গম ॥
 মধুরীমান্নত যদি বহু পান কৈল। দ্বিগুণ তৃষার্ত তবু ব্রজাঙ্গনা
 ভেল ॥ ব্রজাঙ্গনা দরশনে কৃষ্ণ অঙ্গে ভাব। ভাগ্যবতী সুখ
 আদি বহু হৈল লাভ ॥ তথাপিহ গোপাঙ্গনা কত স্বর ভঙ্গ।
 মাপুয্য দেখিয়া বাঢ়ে স্নানাক্তি তরঙ্গ ॥ বিতস্তি প্রমাণ মাত্র
 কৃষ্ণ মধ্যদেশ। যশোমতি দাম বন্ধে পাইল নানা রেশ ॥ এথা
 ব্রজাঙ্গনা বৃন্দ সঙ্গে বিলসিল। চিত্ত নহে তথাপিহ তৃপ্তি নাহি
 হৈল ॥ সঙ্ক জল বাসে ছুছ কেশ সন্মাজ্জ্বল। সঙ্ক শুক্লবস্ত্র
 সবে পরিধানি কৈল ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রিয়া আর সখীগণ সঙ্গে।
 শ্রীরত্ন মন্দিরে দ্রুত আইলা বহু রঙ্গে ॥ সে মন্দির যান্যে রত্ন
 কুটিমা আছয়। কুসুম রচিত বহু ভূষা তাহা হয় ॥ শ্রীরাধিকা
 নিজ সখীগণ করি সঙ্গে। পরিপাটি করি বেশ করে কৃষ্ণ অঙ্গে
 ধূপাগুরু ধূমে কেশ আগে শুকাইল। রত্ন কাকই দিয়া শোধন
 করিল ॥ উক্ক করি চূড়া কেশে চূড়া বানাইল। শ্যাম সুধার্নবে
 নবঘন কি উঠিল ॥ মূলে স্থলে আগে অতি সুসূক্ষ্ম করিয়া।
 গল্লিকা গভক বেড়ি মূলে তার দিয়া ॥ জাতি পুষ্প যুথি পুষ্প
 রঞ্জন বকুল। স্বর্ণ যুথি গুচ্ছ পত্র দিলেন অতুল ॥ কেতকীর
 দল আর চম্পকাদি যত। মস্ত শিখিপুচ্ছ চূড়া উপরে শোভিত

গুণমালা যুক্তমালা দিল ছুই পাশে । ক্রমে উদ্ধৃত বেটি পি
 ছান্ত পরশে ॥ শুকি ক্রমা সখীগণ লঞা সুবদনী । চুড়া বানা
 ইল রাই জগত মোহিনী ॥ যে চুড়া দর্শনে সব ব্রজাঙ্গনাগণ ।
 লাগিরা রহরে আঁখি না হয় নির্গম ॥ অঙ্গনা হৃদয়ে যেই করে
 পরবেশ । পুনঃ নাহি বাহিরায় ছাড়ি হৃদিদেশ ॥ যে চুড়ার
 ছায়া দেখি নয়নে ত্রিকণ । ভ্রমণ করয়ে হঞা নয়ন সত্ব ॥
 আশ্চর্য্য কৃষ্ণের এই চুড়ার বিলাস । দিয়া নিজ কুচি করে
 জগত উল্লাস ॥ কুঙ্কুম তিলক দিল ললাট সুসমে । পূর্ণ শশী
 প্রায় করে ললিতা রচনে ॥ মধ্য মৃগমদ বিন্দু অতি মনো-
 রম । চৌদিকে চন্দন বিন্দু করিলা ঘটন ॥ ললনা হৃদয় যেন
 খণ্ডন করিতে । কন্দর্পের স্বর্ণ চক্র কৈল উপনীতে । কৃষ্ণ সর্ব
 অঙ্গে চিত্র কুঙ্কুম রচিত । চিত্র বেশে শীত কৈল সর্বত্র চচ্চি-
 ত ॥ লবণ্যের উর্গি যেন বিজুরী ঝলকে । রাশে কৃষ্ণ গোপী
 যেন এক হয়ে থাকে ॥ নবঘন জিনি তনু চিত্রাচিত্র করে । মিত্র
 গাত্রে চিত্র লেখে অতি মনোহরে ॥ সেচিত্র মদন ব্যাধি জাল
 বিস্তারয় । সখী দৃষ্টি খঞ্জরীট বন্ধ লাগি রয় ॥ শ্রাব্য সুগন্ধি
 পুষ্পগণের ভূষণে । পুষ্পের কলিকা পুষ্পদল আদিগণে ॥
 পুষ্পের কুণ্ডল হার কঙ্কণ মঞ্জীর । কিঙ্কিণী অঙ্গদ আদি মণ্ডন
 শরীর ॥ যত অভরণ দিয়া বেশ কৈল অঙ্গে । সে হইল কন্দর্প
 পাশ দৃষ্টি মূর্গা বন্ধে ॥ তবেত রাধিকাকান্ত পটাবৃত হঞা ।
 পুষ্প অভরণ বেশ কৈল সুখ পার্যা ॥ সখীগণ অন্যোন্মো
 বেশ সবে কৈল । সেবাপরা সখীগণ সব সমাধিল ॥ তবে বৃন্দা
 দেবী তারে সম্যক কুটিনে । দেখায় অনেক ক্ষণ সামগ্রীর গণে ॥
 পলাশের পত্র আর শালপত্র গণ । রক্তাপত্র বকুলাদি অতি
 মনোরম ॥ কুণ্ডলি পাত্র সর্ব ধরে সারি ২ । কতেক সামগ্রী

তাহা গণিতে না পারি । শুভবস্ত্র শুভপুষ্প আসন উপরে ।
বসিলেন কৃষ্ণ তাহা আনন্দ অন্তরে ॥ সুবল বসিলা বামে
বটু যে দক্ষিণে । পরিবেশে রাই লয়ে নিজ সখীগণে ॥ সখীগণ
আনি আনি সামগ্রী যোগায় । পরিবেশে সুধামুখী আনন্দ
হিয়ায় ॥ শ্বেত রক্ত হরিত পীতবর্ণ নারিকেল । অশয্য স্নান
শয্যা দ্রুত শয্য জল ॥ বাকলা ঘুচায়ৈ দিল শংখ বর্ণাকৃতি । মুখ
করা নারিকেল দেই হর্ষ মতি ॥ কৃষ্ণ তার জলপান করিল সকল
তাহা ভাসি পুনঃ শাঁন খায় মুরহর ॥ নানা বর্ণ আশ্রু নানা
বিধ পক্ব ভেদ । নানাবিধে দেই তাহা নাহি পরিচ্ছেদ ॥ অম্প
পক্ব আশ্রু আঠি বকল ঘুচাঞা । খণ্ড খণ্ড করি দিল চর্ষণ লাগি
য়া ॥ কিছু ঘন রস আশ্রু বকল সহিতে । মুখ করি দিল
তাহা আঠি তেয়াগিতে ॥ ভক্ষণ করিল কৃষ্ণ পরম হরিষে । ওষ্ঠে
তে অর্পণ করে রসের বিশেষে । পাক্য আশ্রু রসে পূর্ব মুখেতে
কাটিয়া । দিলেন মধুর আশ্রু খারেন চুষিয়া ॥ তবেত কণ্টকী
ফল কোষ আঠি হীন । সুবর্ণ উৎপল চাঁপা কোরকের চিহ্ন ॥
পূর্ণ রস অস্তিত্বিষ্ট কৃষ্ণ তাহা খায়ে । রাই পরিবেশে সব আ
নন্দ হিয়ায়ে ॥ পক্ব পিলু ডাঙ্গা আর সুপক্ব খজ্জুর । তাল
শ্রীফল জম্বু কমনা প্রচুর ॥ কদম্বী বদরী আর নকুচাদি যত ।
নানা ভেদ ফল সব কে কহিবে কত ॥ শৃঙ্গাটক তালবীজ ক্ষীরা
দ্রুতি ফল । শালুক কোমলপদ্ম বীজ মনোহর ॥ পদ্মের মৃণাল
শাঁস পিয়ালের ফল । নানান প্রকার বীজ বাক্য অগোচর ॥
ক্ষীরসার চিনি পাকে পক্বান করিয়া । শ্রীরাধিকা আনে যাহা
ঘরে বনাইয়া ॥ নারেক আকার বৃক্ষ ছোলঙ্গ আকার । অনেক
আনিল সেই বহু ফলাকার ॥ ফল পুষ্প যুক্ত বৃক্ষ শর্করার পাকে
নির্মাণ করিয়া আনে কৃষ্ণ স্পৃহা যাকে ॥ আগ বিলু দাড়িয়াদি

নারিকেল তরু । নারেক ছোলক রক্ষ পুষ্প কলে ভরু ॥ পক্বায়ে
 এইসব রক্ষাদি আনিল । এসব খাইয়া কৃষ্ণ হরিষ পাইল ॥ চন্দ্র
 কান্তি গঙ্গাজল আদি লাড়ু গণে । কৃষ্ণ পঞ্চেন্দ্রিয়ারাহাদ করে
 যার গুণে ॥ শকুঁরা কপূর লবঙ্গ এলাচি মরিচে । স্থূল সম্ভালিকা
 পিণ্ডা বহু আনিরাছে ॥ পানন আয়েুর রস মধুর সহিতে ।
 চিনিপাকে কৈল বহু কপূর তাহাতে ॥ অমৃতকৈলি কপূর
 কৈলি নাম লাড়ু গণ । আনিকৃষ্ণে দিল কৃষ্ণ করয়ে ভক্ষণ ॥
 ক্রমে শ্রীরাধিকা পরিবেশন করয়ে । বটু কভু প্রশংসয়ে কভু
 বা নিন্দয়ে ॥ মুখের বিকৃতি কভু করিয়া রহয়ে । তাহা দেখি
 সব সখী অত্যন্ত হাসয়ে ॥ নন্দ্যাস্য রসে কৃষ্ণ ভোজন করিল
 কপূর বাসিত জল তাহা পান কৈল ॥ আচমন কৈল জল দ্বয়
 সখীগণ । খড়িকা খাইয়া মুখ কৈল প্রক্ষালন ॥ সূক্ষ্ম জলবাসে
 মুখ মার্জিত করিল । এইরূপে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভোজন হইল ॥ অম্বুজ
 মণির মধ্যে গোবিন্দ আইলা । কুসুম শয্যাতে আসি শয়ন
 করিলা ॥ তবেত তুলসী নিজ সখীগণ লয়া । কৃষ্ণ সেবা করে
 অতি হরষিতা হয়্যা ॥ কেহ কৃষ্ণ পাদপদ্ম সম্বাহন করে । কেহ
 বা তাম্বুল দেই বদন ভিতরে ॥ ব্যাজন করয়ে কেহ আনন্দ
 হৃদয়ে । দরশ পরশ সুখ না ধরয়ে গায়ে ॥ বটুতে সুবলে খায়
 তাম্বুল বীড়িকা । পদ্মজাক্ষ কুটিমে যায় অঙ্গ অধিকা ॥
 শীতল শয্যাতে যাঞা করিল শয়ন । তবে শ্রীরাধিকা দেবী
 লয়ে নিজগণ ॥ কৃষ্ণের অধরামৃত ভোজন করিতে । বসিলেন
 বৃন্দাদেবী লাগে পরশিতে ॥ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গরী সঙ্গে বৃন্দা হর্ষ
 মেলি । পরিবেশে সবে নন্দু নানা রস কোঁল ॥ ভোজন করিয়া
 সবে আচমন কৈলা । শ্রীপদ্ম মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলা ॥
 শয্যাতে বসিলা তবে রাই সুবদনী । সখী মধ্যে বসিলেন রম

ধীর মণি ॥ তাম্বুল চর্খিত কৃষ্ণ দিল তুলসীরোবীড়া দিল নান্দী
 কুলদলতা ধনিষ্ঠারে । তবে ত তুলসী বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণমঞ্জরী । সেবা
 পরা সখী লঞা ভোজন আচরি ॥ উবরিয়া ছিল যত কৃষ্ণাদি
 ভোজনে । সেই সব দ্রব্য সবে করিল ভক্ষণে ॥ ভোজন করিয়া
 সবে আচমন কৈল । সখীগণ সঙ্গে পুনঃ কুটিমে আইল ॥
 নান্দীমুখী কুলদলতা আদি যত গণ । সবে যাঞা কুটি
 মাতে করিল শয়ন ॥ সেবা পরা সখীগণে তাম্বুল চর্খিত । শ্রীরা
 ধিকা দিল অতি হয়ে হরষিত ॥ বৃন্দাকে বীটিকা দিল তাহা
 খে লইয়া । মন্দির বাহিরে আইলা হরষিতা হৈয়া ॥ ওখা কৃষ্ণ
 হাসি রাই কৈল আকর্ষণ । রাই অতি সলজ্জিতা সহাস্য
 বদন ॥ যত্নে কৃষ্ণ নিজ মুখ তাম্বুল চর্খিত । রাধিকা বদনে
 কৈল বদন অর্পিত ॥ এইরূপে সুতাইল তারে নিজ পাশে ।
 শয়ন করিল । দোঁছ হাস্য পরিহাসে ॥ শ্রীকৃষ্ণমঞ্জরী মুখ্য
 সখীগণ সহ । পাদ সম্বাহন আর ব্যাজন করয়ে ॥ এইরূপে
 অণেক ছুছ নিদ্রা সুখ কৈল । অনেক আনন্দে দোঁছে শয়নে
 রহিল ॥ এইত কহিল কৃষ্ণের জললীলা গণে । মধ্যাহ্ন সময়ে
 যেই করে সখী সনে ॥ সংক্ষেপে কহিল আত্র দিগ দরশন ।
 যেই ইহা শুনে পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ এই সব রহস্য যদি পাষণ্ড
 না শুনে । তবে অতিশয় সুখ উপজয়ে মনে ॥ ঠাকুর বৈকুণ্ঠ
 পায় করি নিবেদন । পাষণ্ডী না শুনে যেন গুট লীলা গণ ॥
 রসমর কথা এই গোবিন্দ চরিত । অমৃত হইতে পরামৃত
 নবীনতানিত্য ॥ রাধা কৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবন বাঞ্ছিত । এযছ
 নন্দন কহে গোবিন্দ চরিত ॥

ইতি ক্রীণোবিন্দ লীলামৃতে অব্যাহবিনাসে জননীনা

বন্যভোজনং নামি পঞ্চদশঃ স্কন্ধঃ ॥ ১৫ ॥

অথ কণাভৌ ঐতিহ্যবোধা, বুধায় ভণ্ডোপরি
সন্নিবিশৌ । পূর্বঃ ২, এবুদ্ধাঃ প্রসমীকাসখ্যৌ, বধুঃ
সখীভ্যাং সহ তৎ সমীপং ।

জয় জয় ক্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ । জয়দৈবতচন্দ্র জয়
গৌরভক্ত বৃন্দ ॥ জয় কপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ । জয় জয়
ক্রীজীব গোস্বামি জীবনাথ ॥ জয় জয় ক্রীণোপাল ভট্ট মহা
শয় । জয় ক্রীরঘুনাথ দাস প্রেমের আলয় ॥ অক্ল প্রায় হয়
মোর চিত্তের গমন । রূপা লাঠি দেহ অবলম্বন কারণ ॥ অতঃ
পর রাধাকৃষ্ণ শয়ন হইতে । কণেকে উঠিয়া দোহে বৈসয়ে
শয্যাতে ॥ পূর্বেই জাগিয়া আছেন সব সখীগণ । যার যেই
স্থান সেই বৈসে করি ক্রম ॥ বৃন্দাদেবী আইলা ছুই শুক শারী
লয়ে । পটাইল ছুই বাল্যে স্বশিষ্য করিয়া ॥ কালোক্তি মঞ্জুলা
নাম হয়েত দোহার । বিদ্যা বিশারদ ছুই, সর্ব বিদ্যা পার ।
অনর্থ পঢ়য়ে ছুই অত্যন্ত সুস্থরে । জয় বৃন্দাবনেশ্বর কহে
উচ্চৈঃস্বরে ॥ জয় বৃন্দাবনেশ্বরী জয় সখীগণে । রূপাকর সবে
মোরে প্রসন্ন নয়নে ॥ বৃন্দারে ইজিত কৈলা রাই সুবদনী ।
বৃন্দা বিজ্ঞা আদেশয়ে ছুই তাহা জানি ॥ পট কীর শারী যবে
বৃন্দাদেবী বৈল । পটিতে লাগিল দোহে আনন্দ পাইল ॥
আমি হীন গুণ গণে অতিশয় হীন । কবিতাহ নহে যদি মধুর
প্রবীণ ॥ তথাপিহ সাধুগণ কৃষ্ণ গুণগণে । আশ্বাদন করিবেন
অতি হর্ষ মনে ॥ ব্যাধঘরে অস্ত্র থাকে মৃগাদি কাটয় । পশুশ

পরশমণি লৌহ স্বর্ণ হয় ॥ তথাপিহ সাধুগণ কৃষ্ণ গুণগণে ।
 আশ্বাদন করিবেন অতি হর্ষ মনে ॥ মহত ভূষণ করে সে হেম
 লইয়া । সুখ নাহি পায় কিরে মগুন করিয়া ॥ চক্র অর্দ্ধ চন্দ্র
 যব অষ্টকোণ ভাতে । ত্রিকোণ অম্বর মৎস্য ফলস সহিতে ॥
 শঙ্খ গোপ্পদ ব্রজে স্বাস্তি ধেনুকে । অক্লশ অভোজ ধূজ মীন
 উদ্ধ রেখে ॥ পক্ক জল্লু ফল আদিলক্ষ লক্ষ গণে । জয় কৃষ্ণ
 পাদপদ্ম যুগ মনোরমে ॥

যথা রাগঃ । কৃষ্ণ পদতল কথা, শ্রবণ পরশ মতা, অন্য
 অন্য ভূষণ সব নাশে । কৃষ্ণ পদ ধ্যান কৈলে, সকল সম্পদ
 মিলে, না রাখয়ে বিপদের লেশে ॥ কৃষ্ণ পদ দরশনে, চমক
 লাগয়ে মনে, দেখিয়া ও মাধুর্য্য সুসমা । সর্বেন্দ্রিয় আহ্লাদয়ে,
 সর্বাক্ষ শীতল হয়ে, এছে কৃষ্ণ পদ মধুরিমা ॥ কৃষ্ণপদ পরশি
 লে, সব ছুঃখ যায় দূরে, সুখাসিকু করয়ে উদয় । এই কৃষ্ণ পদ
 তল, কোটি চন্দ্র সুশীতল, প্রাপ্তি লাগি মোর বাঞ্ছা হয় ॥ কৃষ্ণ
 পদযুগ হয়, সৌভাগ্য মন্দির ময়, সদা গুণ সম্পত্তি যত আর ।
 প্রাকৃতা প্রাকৃতে হয়, কৃষ্ণ পদ লীলাময়, ধ্যান মাত্রে মিলে
 সব সার ॥ কৃষ্ণপদ উপাসনা, করি করি কতজনা, শীলা চিন্তা
 মণি সম ভেল । ধবলা হইল কান, ধেনুবর অনুপাম, রুক্মগণ
 কল্পরুক হৈল ॥ তারা সব প্রাণী জনে, অভীষ্ট করয়ে দানে,
 হেন পদ কেবানা বাঞ্ছয় । এট কৃষ্ণ পদতল, লুপ্ত অতি সুশীতল,
 পাইতে মোর মন বাঞ্ছা হয় ॥ কৃষ্ণের চরণ শোভা, পদ্মগণ
 করে লোভা; মধু হয় লাবণ্য তাহার । বত পদাঙ্গুলী গণ, হয়
 পদ্মপত্র সম, গোপী চক্ষু ভূজ সুধাপার ॥ নখর নিকর যত,
 পদ্মের কেশর মত, নীরত তরঙ্গ সদা বহে । এই কৃষ্ণচন্দ্র
 পদয়ে, সদা যেন মতি রয়ে, কখন বিচ্ছেদ যেন নহে ॥ কৃষ্ণ গুণ

পদ তলে, পঞ্চেন্দ্রিয়াহ্লাদ করে, রক্তোৎপল পদ্ম নহে সমা ।
 পদ নখাঞ্চল গুণে, দাতা কম্পরূপ জিনে, অতএব নাহি
 পদোপমা ॥ সকল অতীত দেই, আছয়ে ব্রিবেণী যেই, সেদৈবস
 য়ে কৃষ্ণের চরণে । পদ প্রয়াগের তলে, অরুণ অরণ ছলে, সর
 স্বতী করয়ে স্তবনে ॥ পদ নখ শ্বেত কাঁতি, নিরমল গঙ্গা তাঁতি,
 তাহার উপরে শ্যামরুচি । সেই যে যমুনা ইয়ে, অতি সুখে
 নিবসয়ে, সর্বক্ষণ সর্বমতে শুচি ॥ গোবিন্দ চরণে রহি, অন্ধ
 কার গর্ভময়ী, সে ভয়ে অরুণ পলাইয়া । পদ তলে রহে
 দেখি, অতি ভয় পাইলা শশী, নখে পড়ে দশ খান হাণ্ডা ॥
 কলোত্তী শারিকা তবে, বৃন্দা আছা পাইয়া এবে, জিহ্বা রক্ত
 ভূমি বাসাইতে । কৃষ্ণের চরণ গুণ, হয়ে আনন্দিত মনঃ, বিশেষ
 বিয়া লাগিলা বর্ণিতে ॥ গোপাঙ্গনা হস্তে যবে, কৃষ্ণ পদ রহে
 তবে, শোভা হয় নীলপদ্ম সম । ববে কুচকুন্তে ধরে, অশো
 ক পল্লব বরে, দেখি শোভা অতি অনুপম ॥ হৃদয়ে ধরয়ে
 যবে, রক্তোৎপল হয় তবে, সেই কৃষ্ণ পদ অরবিন্দ । কমল ন
 য়ন পায়ে, দেখিত যুড়ার গায়ে, নয়নে লাগিয়া রহে ধন্দ
 চন্দ্র ইন্দীবর আর; চন্দন কপূর সার, নালন চন্দন সিত
 গন্ধ । কৃষ্ণের চরণ তলে, এই সব গুণ ধরে, কঁহনে না হয় পর
 বন্ধ ॥ রাই কুচ অঙ্গ হৈলে; কৃষ্ণ পাদপদ্ম মিলে, অতিশয়
 হয়েত চঞ্চল । রাই কর সুললিত, রাই কুচ সুমিলিত, কুঙ্কুম
 চর্চিত ঘনতর ॥ শোভার সমূহ বৈসে, কৃষ্ণ পাদপদ্ম দেশে,
 সুমঙ্গল সুন্দর আলয় । এই পদ সম্বাহন, সদা বাঞ্ছে মোর
 মন, এষছন্দন দাস কয় ॥

পয়ার । তবে কীরাদিকা পুনঃ নয়ন ইঙ্গিতে । শুক শারী

কাকে কহে কৃষ্ণাঙ্গ বর্ণিতে ॥ কৃষ্ণাঙ্গ বর্ণন সুখা মধুর চরিতে
 সখীগণ কর্ণ পূর্ণ করে পুণ্য রীতে ॥ তবে কৃষ্ণ অঙ্গ বর্ণে হর্ষে
 শুক শারী । রাধিকার কর্ণদ্বয় রসায়ন করি ॥ কৃষ্ণের চরণ দুটি
 বর্ণন চিকণ । বিজ্ঞাস করয়ে তনু লাবণ্যভুগণ ॥ যমুনা তরঙ্গ
 যেন ইন্দীবর কলি ॥ অর্দ্ধোদয় যেন তেন শোভা মনোহারি ॥
 কিম্বা কৃষ্ণ পাদপদ্ম তমাল পটিকা । লাবণ্য মধুতে পূর্ণ হইল
 অধিকা ॥ ললনা নয়ন অলি জিহবার অগ্রেতে ॥ অঙ্গ লেহ করি
 নন্তু সদা বিঘূর্ণিতে ॥ শুক বাক্য শুনি শারী বর্ণে পুনর্বার ॥ কুটি
 বাক্য কহে অতি অপর্ক সঞ্চার ॥ কৃষ্ণপদ দুটি ছলে বিধির বি
 ধান । নীল সুদাড়িম্ব দুই কৈল নিরমাণ ॥ রাধিকা নয়ন কির
 যুগের পুষ্টি তা । কারণে রচিল বুঝি করি সুপকৃতা ॥ কৃষ্ণ পদ
 স্পর্শে যেই ক্লিষ্টদয় হয় । সে মাধুর্য্য করে চিত্তে চমৎকার ময়
 রাধিকার মন বৃন্তি সখী কুমারিকা । বসিবার তরে লঘু কন্দর্প
 কন্দুকা ॥ শ্রীকৃষ্ণের জঙ্ঘাছলে বিবিধ ঘটনা । ভুবন ভরল
 মূল স্তম্ভের ঘোটনা ॥ যুবতী জনের চিত্ত পীড়ার কারণে ।
 নীল প্রস্তাধর রাখি কৈল নিরমাণে ॥ কিম্বা মরকত মণি রন্তা
 স্তম্ভ জিনি । বহরে মাধুর্য্য অতি সুন্দর লাবণি ॥ পাপ বিঘা
 তয়ে কৃষ্ণের জংঘা যুগল । তরুণ তমালে তাহা কৈল নিরমল
 গোকুল যুবতী গণ ধৈর্য্য সৈন্য যত । নাশ করিবারে সদা কন্দ
 র্প উন্নত ॥ কৃষ্ণ জংঘাছলে লঘু পরিঘা যুগল । তরুণ তমালে
 তাহা কৈল নিরমল ॥ কৃষ্ণ দেহ কাস্তি যেন যমুনার ধারা ।
 লাবণ্য অমৃত তার তর জর পারা ॥ চলন কটাক্ষ যেন হংস
 শব্দ মানি । অতএব যমুনার দুই ধারা জানি ॥ কৃষ্ণ জংঘা
 যুগ অন্য অন্য বিলোকনে । সৌষ্ঠব দেখিয়া লোভ বাঢ়য়ে নি
 লনে ॥ বেণু লয়ে যবে কৃষ্ণ বাদন করয় । তবে দোহেঁ আলি

জনে আনন্দিত হয় ॥ কৃষ্ণ জানু দুই শোভা মাধুর্য্য আসন ।
 লাবণ্য লতার কি এ উৎসব কারণ ॥ কি এ শোভা লক্ষ্মী ভূষা
 পেটারি যুগল । কৃষ্ণ জানু দুই হয় অতি মনোহর ॥ গোবিন্দে
 র উরুদ্বয় অতি সুললিত । তাতে জানু যুগমণি সম্পট্ট রচি
 ত ॥ গোপাঙ্গনা গণ চিত্ত চিত্তামণি গণ । রাখিবার লাগি
 কৈল অপূৰ্ণ গড়ন ॥ কৃষ্ণ পদ প্রসারণ ক্রুঞ্চল করিতে । বলি
 নহে এই মাংস অতি সুললিতে ॥ রাই করপদে জানু সঘন
 বলিতে । কৃষ্ণ জানু শোভা পূর্ণ সদা রহে চিত্তে ॥ কৃষ্ণ উরুদ্বয়
 হয় অতি সুললিত । পীন সুচিকণ অধঃ বক্রকা ললিত ॥
 কন্দর্প নর্তন বৃন্দ নর্তনের বন্দ । সূলাবণ্য কেলি সুখা সদা নর
 ছন্দ । এই কৃষ্ণ উরু দুই আমার হৃদয়ে । বিষ নাশ করি যেন
 সদা স্মৃতি হয়ে ॥ নীলমণি স্তম্ভযুগ কিবা এই হয় । ব্রজাণ্ড
 মন্দির বঁধে সদাই ধরয় ॥ কন্দর্প যজ্ঞের শ্রব কিবা এই হয় ।
 কিবা স্ত্রীর চিত্ত করী বন্ধ স্তম্ভ দ্বয় ॥ এহা নহে হয়ে কৃষ্ণের
 উরু মনোহর । উপমা দিবারে নাহি চিত্ত অগোচর ॥ কৃষ্ণের
 নিত্য উরু অঙ্গনের স্থলে । নীল রস্তা অধোমুখি হয়ে উরু
 ছলে ॥ ললনা নরন কীর পুষ্টির কারণে । অপূৰ্ণ মাধুর্য্য ফল
 অতি মনোরমে ॥ উলটা কদলী গর্ভভর বিদারয়ে । আশ্চর্য্য
 সুশ্লিষ্ট শোভা কৃষ্ণ উরুদ্বয়ে ॥ মত্তহস্তি যেন মদ মর্দন করয়ে ।
 এহন সুসমা আর মদ বাদি হয়ে ॥ রাখিকা করত সেবা সদাই
 করয় । হেন কৃষ্ণ উরুদ্বয়ে কি উপমা হয় ॥ কিকহিব শ্রীকৃষ্ণের
 শ্রীশ্রোণী মণ্ডল । পরিসর উচ্চ অতি সুশ্লিষ্ট সুন্দর ॥ কামনট
 অক্ষদের হয়ে বাসস্থল । ব্রজাঙ্গনা শ্রেণী শোভা বাঞ্ছিত অন্তর
 কোটিবিশ্ব হৈতে উদ্ধে কৃষ্ণের শরীর । বিলাস করয়ে নব ত
 মাল সুধীর ॥ শ্রোণী ছলে নীলরত্ন চারাতে বাঞ্ছিল । লাবণ্য

জলেত সেই চারা পূর্ণ হৈল ॥ কিঙ্কিনী মরালী গণ তাতে
 খেলাকরে। এছন দেখিয়া কৃষ্ণ স্বশ্রেনী মণ্ডলে ॥ রাই চিত্ত
 রাজ কৃষ্ণ অঙ্গ সিংহাসনে ॥ সতত বসয়ে বিধি তাহার কারণে
 শ্রোণী ছলে নীলবস্ত্র সুস্থূল করিয়া। সুচন্দ্র বালিশ কৈল হেলন
 লাগিয়া ॥ কৃষ্ণ নাভিস্থল কুন্দ কুকুরন্দ নাম। বাহাতে লাবণ্য
 সুধা নদীর বন্ধান ॥ ব্রজাঙ্গনা নয়ন সফরী মহানন্দে। কেলি
 করে সদা তাহে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে ॥ রাধা ঠাকুরাণী চিত্ত অগে
 ত্র কন্দরে। প্রণাম করিয়ে আনি কৃষ্ণ ককুন্দরে ॥ কৃষ্ণ নাভি
 ছলে যেই চক্ররেখা হয়। তার মধ্যে স্থল বাস্তি নাম শোভাময়
 নাভি নদী কাছে যেই পুলিন সমান। রাধাচিত্তে নটরাজ
 স্থল মনোমান ॥ নিজ বৃত্তি অনেক অন্তুত নটী লৈয়া। সদা
 রাস বিহরয়ে সুখাবিষ্ট হৈয়া ॥ নাভি লোমাবলি ছলে কৃষ্ণ
 বস্তি স্থান। সুধাকূপে আসি আসি করে জলপান ॥ ব্রজাঙ্গনা
 গণের ইন্দ্রিয়গণ যত। ত্বর্ষার্ত জানিয়া বিধি বাস্তি নিরমিত ॥
 দেখিয়া কৃষ্ণের নধ্য দেশের সুসমা। সিংহ জিনি মধ্য করে
 সে কীর্তি গণনা ॥ পলাইল সেই হিমালয়ের গহ্বরে। কিকিহ
 ব কৃষ্ণ মধ্যদেশ মনোহরে ॥ কৃষ্ণ নাভি হৃদয়েতে বড়ই গম্ভীর
 লাবণ্যের বন্যা ভূমি তরঙ্গ নদীর ॥ ত্বর্ষার্ত গোপিকা চিত্ত করি
 গণ তাহে। নিমগন হয়ে আছে উঠিতে নারয়ে ॥ কৃষ্ণ বিগ্রহ
 নব তমাল তরুতে। সুনাবি কোঠর শোভা মকরন্দ তাতে ॥
 তাহে শোভে ব্রজাঙ্গনা নেত্রভঙ্গীগণ প্রবিষ্ট হইল পুনঃ নাভেল
 নির্গম ॥ সেই রসে মগ্ন হয়ে তাহাঁই রহিল। লাবণ্য মধুতে
 মত্ত বাইর নহিল ॥ কৃষ্ণ পাদপদ্মে জন্ম হইল গঙ্গার। বলি
 লতা দেখি গর্জ হইল যমুনার ॥ কৃষ্ণ পাদপদ্মোপরি করিল
 বসতি। ত্রিবলি হইল তিন ধারা শুদ্ধমতি ॥ ব্রজাঙ্গনা নেত্র

ভৃঙ্গী বাণ অলিগণ । কৃষ্ণ নাভি পদ্মমধু করিল ভক্ষণ ॥ কৃষ্ণের
 উদর পদ্মপত্রে আসি বৈসে ॥ লোমাবলি ছলে কিবা পরম
 হরিবে ॥ কৃষ্ণের উদর শোভাপদ্মপত্র জিনি । অগ্ন্য পত্রের
 শোভা কিকাঘে বাখানি ॥ কৃষ্ণ তুল্য মধুরিম্বা কহনে না হয় ।
 সর্বলোক নেত্র অনি যাতে আকর্ষয় ॥ লোম শ্রেণী কালি নাগ
 কিবা ভাষা কহি । কৃষ্ণের উদর ত্রিভুবন শোভা যুহি ॥ তগা
 লের নবদল কস্তুরী লেপনে সৌরভ্য মাদয়ে কৃষ্ণ তুন্দ তারে
 জিনে ॥ অতিপুষ্ট নহে বড় পুষ্ট অনুমানি । আঁখি লক্ষ ভৃঙ্গ
 গণ যাহাতেই জিনি ॥ নাভিহীন হৈতে আদি রসের প্রবাহে
 লোমাবলি ছলে যদি উচ্ছলিত হয়ে ॥ অঙ্গ উচ্চ দুই পাশে
 মধ্যে নিম্ন যার । সেই কৃষ্ণোদরে মন রক্তক আনার । কৃষ্ণের
 উদর ছোট নদীর সমান । রাধিকার চিত্তহংসী যেখানে বি
 প্রায় ॥ রাই চক্ষু সফরিকা সদাই বিলসে । কিঙ্কিনী সারস
 পাণী স্তব্ধ তটদেশে ॥ লোমাবলি হৃদ জল লাবণ্য অমৃ
 তে । দ্রবলিকা স্নান উর্ধ্ব বিরাজিত ভাতে ॥ নাভিপদ্ম বিল
 সরে অতি মনোরম । কৃষ্ণের উদরোপমা দিতে নাহি স্থান ॥
 কৃষ্ণ দুই পাশ্ব হয়ে প্রকাণ্ড নাগর । রাই পাশ্ব নাগরীর বল্লভ
 সুন্দর ॥ প্রেরসীর স্পর্শ লাগি সদা মমুৎসুক । সুবর্তুল স্নিগ্ধ
 গৃদু হয়েই অধিকা ॥ কৃষ্ণ বাঁম অঙ্গে হস্ত রম্যর স্বরূপ । দ
 ক্ষিণে শ্রীবৎস্যা অঙ্গে অত্যন্ত অনুরূপ ॥ কণ্ঠে কৌন্তভ হেম শূ
 ঞ্খলে বিরাজে । সদাই বিলাস করে বনমালা মাঝে ॥ কৃষ্ণ
 বক্ষস্থল উচ্চ অতি পরিসরে । বল্লভ গণের সব সুখবর স্থলে ॥
 রাধিকার চিত্তরাজ সুপীঠ আসনে । সদা বসি রহে লীলমুগি
 নিংহাসনে ॥ ত্রৈলোক্য যুরতী মন হরণ ঘাণ্ডুবী । বিরাজ ক
 রয়ে বক্ষস্থলে যে ঘুরারি ॥ মুক্তাবলি ভাতে শোভে যেন সুব

ধুনী। তমু রোমশ্রেণী সেই ভানুসুতা মানি। বক্ষের তরলকান্তি
 যেন সরস্বতী। সঙ্গীত মঙ্গল করে সব ত্রিজগতি ॥ বক্ষস্থল
 নহে কৃষ্ণের যেন তীর্থবাজে। প্রণাম করিয়ে বক্ষস্থল সব সাজে
 বাহুস্তম্ভে কান্তিডোরে বন্ধন করি ॥ বক্ষের লাবণ্য দোলা
 নীলমণি হৈল ॥ অশ্রান্ত দোলন করে রতি সিংহ কাম। কিবা
 দিব কৃষ্ণ বক্ষস্থলের উপাম ॥ কৃষ্ণবক্ষে শ্রীবৎসাক্ষ পাশ্বে কুণ্ড
 লিকা। লাবণ্যের জাল তাতে শোভয়ে অধিকা ॥ হেন বুঝি
 কাম ব্যাধ জাল বিস্তারয়। গোপাঙ্গনা গণ চক্ষু খঞ্জন বাঁধয়
 কৃষ্ণবক্ষে স্তনাক্ষয় চক্রিকা আছয়। লক্ষ্মী শ্রীবৎসাক্ষ পাশ্বে
 ক্ষীণ হয় ॥ হেন বুঝি রাবিকার চিত্ত কোষালয়। যুবতী রতন
 ধন তথিমধ্যে হয় ॥ বক্ষস্থল নীলমণি কপাট সোসর। চক্রিকা
 কুলুপ দিল অতি মনোহর ॥ গোপাঙ্গনা চিত্ত বাঞ্ছা পূর্ণের
 কারণ। তমাল কলপতরু সুন্দর গঠন ॥ সতীগণু সাধু গরু
 সকল নাশিতে। বাহুযুগ ছলে কাম পরিঘ নির্মিতে ॥ কৃষ্ণ
 বাহু নহে এই গোপাঙ্গনা গণে। হৃদয় তণ্ডুল গণ কণ্ডন কার
 ণে ॥ ইন্দ্র নীলমণির কি কুশল অর্গলা। রাই চিত্তালয় রত্ন ক
 পাট অর্পিল ॥ কিবা রাই চিত্ত শুক পঙ্করের দণ্ড। কি কুহিব
 কৃষ্ণবাহু অত্যন্ত প্রচণ্ড ॥ অতিদীর্ঘ বাহুযুগ লাবণ্য উছল।
 অতিশয় নব পুষ্ট সর্বচিত্ত হরে ॥ লক্ষ্মী বিশ্ব রমণীর বাঞ্ছা
 নীয় শোভা। পীনস্তনী হৃদয়ের সর্ব সুখ লোভা ॥ এই কৃষ্ণ
 ভুজ যুগ মোর মন মাঝে। সদা স্মৃতি হউ মোর এই বাঞ্ছা
 কায়ে ॥ তরুণিমা মধুফুল কৃষ্ণ তনু বনে। মধুরিমা কাম গজ
 কৈল প্রবেশনে ॥ তার দুই গুণ্ড ভুজ ছলে জানুপারি। সদা
 ই চলয়ে শোভা পল্লব মাধুরি ॥ কৃষ্ণ বাহু ছলে বিধি স্তম্ভ
 দুই বৈল। তাহার মাধুরি দোলা নীলরত্ন হৈল ॥ লক্ষ্মী আদি

করি যত অঙ্গনার গণ । মতি দোলাইতে কিবা করিল গঠন ॥
 কবিগণ কহে গোপী ধৈর্য্য নাশিবারে । কামরাজ আসি ক্রম
 দেহে যজ্ঞ করে ॥ নীলমণি শ্রব বাহু ছলে নিরমিল ।
 অমির মতেতে কিছু আর চিত্ত হইল ॥ প্রলয় উজ্জ্বল
 রস সমুদ্র হইতে । আশ্চর্য্য প্রবাহ দুই হইল নির্গতে ॥
 ক্রম করতলে শঙ্খ অর্দ্ধচন্দ্রাক্ষুশে । যব গদা ছত্র ধ্বজ আদি
 সবিশেষে ॥ পদ্য ছলে ধনু বৃশ স্বস্তিকাদি করি । বজ্র খড়্গ
 ঘট বৃক্ষ মীন বাণ ভরি ॥ পুরুষ উত্তম ক্রম লক্ষণ অঙ্কিত ।
 করতলে নানা রেখা অঙ্গুলী সহিত ॥ কোমল স্বভাব ক্রম হস্ত
 তলে মনে । ককর্শ হইল মহাপুরুষ লক্ষণে ॥ কোন কবিগণ কহে
 এইত কারণ । সত্য না হয় যত তাঁহার বচন ॥ কিম্বা গোপী
 গণ স্তন কমটি কঠোরে । মদন করিতে হস্ত হইল কঠোরে ॥
 ব্রজাঙ্গনা যদি কান শরে জরজর । বিষল্য করিণীবধি ক্রম
 কলেবর ॥ রাই কুচ রস পূর্ণ সুবর্ণ কলস । ক্রম করতল হয়ে
 সুপদ্ম বিশেষ ॥ পদ্মের উপরে থাকে পূর্ণচন্দ্র গণ । কামাক্ষুশ
 ভীক্ষু শৃঙ্গ মুকুট সাজন ॥ প্রতিদল শিরে যদি এইমত রহে ।
 তবে ক্রম করপদ্ম করি যোজনায়ে ॥ ক্রম স্কন্ধ রম্য কুঁটা
 নিন্দিত উচ্চতরে ॥ উত্তম পুরুষ চিহ্ন বর্ণে কবিবরে ॥ মোর মনে
 শ্রীরাধিকী সুবাহু মৃগালে । সন্তত মিলয়ে সুখি হয়ে উচ্চতরে
 ক্রম বাহু অংশ দুই উন্নত দেখিয়ে । হেন বুঝি কণ্ঠ শোভা
 দেখি লোভি হয়ে ॥ এইত কারণে সদা উদ্দীপিকা ইণ্ডা ।
 দেখয়ে কৌন্তভ শোভা মস্তক তুলিয়া ॥ ক্রম পৃষ্ঠদেশে উদ্ধ
 সুবিস্তৃত অতি । অধঃক্রমে কার্য্য যুক্ত হরে সর্বমতি । মাধুর্য্য
 রাজার কিরে সুন্দর আসন । নীলমণি বরে কিবা হইল রচন ॥
 লাবণ্যের পূর রহে অঙ্গ নিম্নমাঝে । মৃগী দুশা নেত্র ইষ্টতৃষ্ণা

পুষ্টরাজে ॥ এই কৃষ্ণ পৃষ্ঠাদশ স্তবন করিয়ে । যেন মন সদা
 মোর তাহাই রয়েছে ॥ শ্রীকৃষ্ণরস্কন্ধ মূলে স্থল মনোহর । ত্রিভু
 বন জনমিয়ে আনন্দ কন্দর ॥ উদ্ধৃ ক্রমে অঙ্গ কার্য দেখিতে
 সুন্দর । যে দেখিলে তাহা সেই কাম মনে হয় । আপন মাধুর্য্য
 সিংহ স্কন্ধ দর্প করে । কেশজুট বিলাসের খাটিয়া সুন্দরে ॥
 সুবর্ণ লতাতে এই মুকুন্দ কন্দর । যে শোভা দেখিয়া কাম হয়ত
 বিকল ॥ ইন্দ্র নীলমণি কয়ু কৃত কণ্ঠদেশ । পিক শিশু বাণীনাড
 নিন্দিত স্বরাপেষ ॥ কণ্ঠে তিন রেখা হয় অতি মনোহর । ত্রিভু
 বন জন নের আনন্দ কন্দর ॥ নব নব নিজ কাস্তি ভূষণ শোভি
 ত । বাহাতে হররে কত রমণীর চিত ॥ কৃষ্ণ কণ্ঠ হয় লীলা
 অঙ্কর সুবর্ণলী । বাণে বিলসয়ে হংস যে কোম্পিত মণি ॥ লাব
 ণ্যের নদী বহে নর্ম্ম নদী আর । সুন্দর কবিতা নদীগগ নদী
 সার ॥ কণ্ঠ প্রতি দেশে ইতা সদাই নিঃসরে । কৃষ্ণ কণ্ঠদেশ রত্ন
 আভার অন্তরে ॥ কৃষ্ণ নানা হস্ত আর ওষ্ঠাধর শোভে । সুকণ্ঠ
 চিবুক শ্রোত্র পাদদল হয়ে ॥ দস্তাবলি হয় পদ্ম কেশর সমান ।
 হান্য পদ্য নাগর অতি অনুপাম ॥ নয়ন খঞ্জন তুরু ভ্রমণীর
 পাতি জিহ্বা যেন অঙ্গুজের কর্ণিকার ভাঁতি ॥ অতএব কৃষ্ণ মুখ
 পদ্ম মনোরমে । সদাই হটক ক্ষুর্তি আভার মরমে ॥ নিফলক
 কৃষ্ণ মুখচন্দ্র মনোহর । কলক থুইল ব্রজাঙ্গনান উপর ॥ কুকবি
 কহরে এই কথা বাক্যরসো আভার মনেত কিছু বিশেষ আইসে
 সহজ নির্মল যেই আশ্রয় করয় । নিজ তুল্য করে তারে এইমনে
 লয় ॥ চন্দ্রের উপরে যদি বাস্কুলী থাকে । দর্পণ কুন্দের কলি
 খঞ্জন নাচরে ॥ তিলের কদম অঙ্ক হয় কামধনু । লোল অলি
 নাল আঁর নিফলক তনু ॥ পূর্ণচন্দ্র থাকে যদি এসব বিধান ।
 তবে কৃষ্ণ মুখচন্দ্রে দ্বিয়েত উপাম ॥ শ্রীকৃষ্ণ চিবুকে স্থল মোহ

ন বন্ধান । চন্দ্রকান্ত্য নীলোৎপল দলের সমান ॥ জননী
লালয়ে বাল্যে অঙ্গুলী সহিত অম্প নিম্ন মধ্যে ভেল করি অনু
ক্ষিত ॥ চিবুকের তলে দুই অঙ্গুলী যে দিয়া । অম্প উচ্চ কৈল
অতি শোভার লাগিয়া ॥ লাবণ্যের বন্যা কৃষ্ণ চিবুকে উঠিলে ।
মনোজ্ঞ চিবুক শোভা কে কহিতে পারে ॥ শ্রবণ চিবুক মূল
পরশ সুন্দর । কৃষ্ণ হনু যুগ্ম সন্নিবেশ অনোহর ॥ মাধুর্য
জালেতে সব জনের হরে মন । বিহঙ্গের গণে রাখি করিয়া বন্ধন
অম্প দীর্ঘ বিস্তারিত হনু মনোরম । মুখ বিষয় অনুকূল অত্যন্ত
সুসম ॥ কৃষ্ণের শ্রবণ দুই অতি সুকোমল । আকার সৌষ্ঠবে
জিনে শঙ্কুল অন্তর ॥ সুন্দর বচন হয়ে বিষ্ণুরা ভজনি ।
নিজ অংশ জালে গিলে সর্ব নেত্রমণি ॥ মকর কুণ্ডল তার মণ্ডন
সুসমা । দেখিয়া অখিল চিত্ত দিতে নায়ে ক্ষমা ॥ ভূষণের
ভরে অম্প দীর্ঘ বর্ণ তার । বিশ্বাসনা দৃষ্টি মীন মনোজের
জাল ॥ গোপী মন হরিণীর বন্ধন কারণে । কন্দর্প ব্যাধের
জাল লয়ে নোর মনে ॥ কিম্বা শ্রীরাধিকা চক্ষু খঞ্জন বন্ধনে ।
মদনের পাশ কণ বন্ধ লয়ে মনে ॥ রাধিকার পরিহাস সগর্ব
নিন্দন । গঙ্গাদ বচনামৃত অতি রসায়ন ॥ কৃষ্ণ কর্ণ তাহা পান
করিতে চঞ্চল । সুকৃতি সুশ্লিষ্ট শোভা অরূপ অন্তর ॥ আমার
হৃদয়ে কৃষ্ণ কর্ণ যুগ শোভা । সদা স্মৃতি হকু চিত্তে অতিশয়
লোভা ॥ শ্রীকৃষ্ণের গণ্ড দুই পূর্ণচন্দ্র মণি । অত্যন্ত সুশ্লিষ্ট
শোভা কহিতে না জানি ॥ রাধাধরামৃত পূর্ণ রসায়ন শোকে ।
পুষ্টিতা করিল অতি দেখ পরতেকে ॥ মকর কুণ্ডল নাচে তার
রহস্যন । আশ্চর্য গণ্ডের শোভা অতি অনুপাম ॥ ইন্দ্র মীল
মণিগণ দর্পণের গর্ব । গণ্ডের লাবণ্য কৈল তাহা অতি খর্ব ॥
কৃষ্ণ মুখে দুই ধারা স্কৃতার নাম । মধুরিমা মৃত নদী আবর্তগর্ত

ঠাম ॥ দর্শন করিণে সিক্ত শোভা অনুপাম । নবীন পল্লব যেন
 ছুঁধোত ঠাম ॥ কৃষ্ণ ওষ্ঠোপরি শ্বাস নির্গমের স্থলে । অঙ্গ নিম্ন
 হৈল সেই অতি মনোহরে ॥ শ্রাম অক্লিষ্টা যাহা মিলন হইল ।
 অঙ্গ উচ্চ ওষ্ঠ তাহা মাধুর্য্য ভরিল ॥ অঙ্গ উন্নত দীর্ঘ মনো
 হর সীমা । বন্ধুক জিনিয়া ছবি কি দিব উপমা ॥ কৃষ্ণাধর মঞ্জু
 বিষুবন্ধুক জিনিয়া ॥ মধ্যে অঙ্গ রেখা হয় মন মোহনিয়া ॥ তা
 হার দর্শনে যত অন্য রাগগণ । হরয়ে স্বভাব এই অতি বিলক্ষণ
 নিজামৃতে সুবাসিত বংশিকা করয় । সূক্ষ্ম দীর্ঘশব্দে বিশ্ব চিত্ত
 আকর্ষয় ॥ ত্রজের রমণীগণের সর্বস্ব পেটারি । রাধিকার প্রাণ
 সীধু চষক মাধুরি ॥ দশনের চিহ্ন তাতে আছরে সুচিহ্ন । কৃষ্ণা
 ধর ওষ্ঠ চিত্তে রহ নিশি দিন ॥ কৃষ্ণের দর্শন জিনি কুঙ্কলি
 রন্দ । আকার সৌষ্ঠব অতি মনোহর ছন্দ ॥ শিখিবহা মুক্তা
 শোভা অতি অভিমান । দন্ত কান্তিলেশ মাঝে করয়ে খণ্ডন ॥
 যুবতী অধর বিষুবংশন কারণে । কৃষ্ণের দর্শন শুক মুখের সমা
 নে ॥ প্রিয়ার অধর বিষুবংশন সদা আশ্বাদনে । পদ সুদাড়িম্ব বীজ
 সম দন্তগণে ॥ রাধাধর স্বর্ণমণি ভেদের কারণে । কৃষ্ণের দর্শন
 নেত্র কামটঙ্ক বাণে ॥ এছে কৃষ্ণদন্তগণ মাধুর্য্যের সার । স
 দাই ক্ষুরক এই হৃদয়ে আমার ॥ শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র সুহাস্য
 কৌমুদী । প্রণয়গণের মন শ্রম নাশাবধি ॥ রাধিকার প্রেম
 অতি সমুদ্র গম্ভীর । কৃষ্ণ মুখচন্দ্র হাস্যে উহলে অস্থির ॥
 আপনার সুপ্রসন্ন কলিকা হইতে । অত্যন্ত আনন্দ পায়
 বিশ্বলোক চিত্তে ॥ লক্ষ্মী আদি করি যত নিতম্বিনী গণ । কৃষ্ণ
 মুখ পদ্মগন্ধ বাঞ্ছয়ে সঘন ॥ গোপাঙ্গনা নেত্র ভঙ্গী সদা পান
 করে । আপন মাধুরী বংশী স্থলে যেই ধরে ॥ সেই কৃষ্ণ মুখ
 যুজ হাস্য মকরন্দ । আমার হৃদয়ে সদা করুক আনন্দ ॥ কৃষ্ণ

জিহ্বা রসকাব্যমণি জন্ম স্থানঃ অশ্রান্ত বাঁধু রসাস্বাদনে
 প্রধান ॥ বিশ্বজনে সৰ্ব্ব রস দেন সৰ্ব্বকণে । রসজ্ঞা যথার্থ
 নামরাধাধর পানৈ ॥ কৃষ্ণের বচন হয়ে রসালো উত্তম । প্রেমা
 মৃত হাস্য মধু হইল মিলন ॥ সনন্দ অক্ষর তাতে সংযোগ ক
 রিল । শব্দ অর্থ দুই শক্তি কপূরে বাসিল ॥ কন্দর্পার্ক তাপ
 বত ব্রজাঙ্গনা গণে । এইত রসালো করে সে তাপ শমনে ॥ সৰ্ব্ব
 বিশ্ব সন্তর্পণ করে কৃষ্ণ বাণী । জয়কৃষ্ণ বাণী সুধা সমুদ্র দমনী
 কৃষ্ণের নাসিকা যেন ইন্দ্র নীলমণি । তিলের কুসুম অধোমুখে
 আছে জানি ॥ ইন্দ্র নীলমণি জিনি শুক চঞ্চু ঠাম । নাসা ছলে
 কামবাণ কৈল নিরমাণ ॥ অতি উচ্চ অগ্রভাগ নাসা মনোহরে ।
 সদা যেন স্ফুর্তি হয় আমার অন্তরে ॥ কৃষ্ণের নয়নদ্বয় চন্দ্র
 কান্ত মণি । গুণিতে ঘটনা কৈল ইন্দ্র নীলমণি ॥ অত্যন্ত সুন্দর
 তারা বিধি নিরমাণ । শ্বেতপদ্ম কোষে ঘুরে ভ্রমরার ঠাম ॥ নয়
 নে অত্যন্ত শোভা অরুণ প্রবল । চতুর্দিগে শ্বেত মধ্যে শ্রামতা
 তরল ॥ কামের কন্দুক অতি চিত্র নিরমাণ । তাহাতে তাড়িয়ে
 সৰ্ব্ব গোপাঙ্গনা মান ॥ লাবণ্যের সার সুধা বৈসে কৃষ্ণ আঁখি
 কারুণ্য অমৃত সার বারি সম দেখি ॥ কন্দর্পের ভাবামৃত কিবা
 বন্যাচয় । জগত প্লাবিত কৈল সর্দানন্দময় ॥ কৃষ্ণের নয়ন
 অতি দীর্ঘ সুবিপুলে । অত্যন্ত চিকণ শোণকোণ মনোহরে ॥
 সুস্নিগ্ধ সুপীন ঘন পক্ষ সুচঞ্চলে । তারুণ্যের সার মদ ঘূর্ণন ম
 হুরে ॥ এই কৃষ্ণ নেত্র যুগ্ম আমার হৃদয়ে । সদা স্ফুর্তি হউ
 সৰ্ব্ব লীলা রসময়ে ॥ কি কহিব গোবিন্দের লোচন কটাক্ষ ।
 সাধু ধর্ম দূত মর্ম ভেদে মহাদক্ষ ॥ কামের সূতীকু বানাজনি
 দর্প যার । হেন কৃষ্ণ কটাক্ষের গভীর সঞ্চার ॥ সমস্ত দরিদ্র
 গেষ্টী যথ্রে নাহি জানে । হেন বাহু পূর্ণ করে কটাক্ষের দানে

কৃষ্ণের ভুলতা অতি সুকৌটিল্য বাণ । বিদ্ধ করে যেই বিশ্ব
 যবতীর প্রাণ ॥ যুবতীগণের চিত্ত চঞ্চল হরিণী । বিক্রিয়া ঘুরায়
 যেই এদিন রজনী ॥ সেই কৃষ্ণ অলতার কীৰ্ত্তি অতিশয় । কন্দ
 র্পধনুকে যেই তৃণতা করয় ॥ কৃষ্ণের ললাট কৃষ্ণাক্ষমী শশি
 জিনি । ভুলতা অলকা দুই পার্শ্বেত সাজনী ॥ গিরিধাতু চিত্র
 চারু কাশ্মীর তিলকে । কাম যন্ত্রাভিধ নামে মোহয়ে অলিকে
 রাই মন হরিণীর বন্ধন লাগিয়া । কিরণের জাল কাম বিস্তা-
 রিল লঞা ॥ অলকা মধুপ ম'লা কৃষ্ণ ভালোপরে । অতি সুল
 লিত শোভা সর্ব মনোহরে ॥ অঙ্গনা নয়ন মীন বন্ধন কারণে ।
 কন্দর্প কেবর্ত জাল কৈল প্রসারণে ॥ গোবিন্দের কেশ শোভা
 অতি দীর্ঘতর । অত্যন্ত চিকণ করে ভ্রমরা গঞ্জন ॥ অতি সূক্ষ্ম
 সুকৃষ্ণিত ঘনাগ্র সোদর । কস্তুরিকা নীলোৎপল গন্ধ মনোহর
 কন্দর্প চামর নীলধ্বজ শোভা হরে । কৃষ্ণের কুন্তল সদা ক্ষুরক
 অন্তরে ॥ চূড়া অর্দ্ধযুগ বেনী জুটের বনান । সে সময়ে উচিত
 সেই বেশ বন্ধন ॥ যেকেশ রাধিকা চিত্তে অমৃত সমানে । সেই
 কৃষ্ণ কেশ রহু সদা মোর মনে ॥ কৃষ্ণাক্ষ মাধুর্য্য সুধা সমুদ্র
 জিনিয়া । পাবাবার শূন্য তাহা বর্ণন যে ইহা ॥ নানান ভূষণে
 করে যে অঙ্গ ভূষণে । সে শোভা করয়ে জগৎ দূশাঙ্গি সেচনে ॥
 সহস্র বদনে অঙ্গ বর্ণন নাহয় । হেন কৃষ্ণ মাধুর্য্যাক্ষ সুমাধুর্য্য
 নয় ॥ এইরূপে কৃষ্ণ অঙ্গ বর্ণে শুক শারী । কণ্ঠে গলাদিকা
 আসি বাক্য রুদ্ধ করি ॥ তার বাক্য সুধার্নবে মগ্ন ভেল চিত্তে
 ক্ষণেকে সবার চিত্ত হইল স্তম্ভিতে । এইত কহিল কৃষ্ণের
 অঙ্গের বর্ণন । ইহা যেই শুনে পায় কৃষ্ণ প্রেমধন ॥ গোবিন্দ
 চরিতামৃত সর্ব বেদ সার । সদা আশ্বাদয়ে রাধা কৃষ্ণ প্রাণ

যার ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে । এ যদুনন্দন কহে
মধ্যাহ্ন বিলাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে মধ্যাহ্ন বিলাসে শ্রীকৃষ্ণ
ষষ্ঠাঙ্ক বর্ণনং নাম ষোড়শঃ স্বর্গঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীরাধায়া প্রেরিত যথ বৃন্দা সংলালিত স্বাস্থ্য মুপা-
গতোহয়ং । দৃষ্ট্বা কৃষ্ণস্য গুণানুবর্ণনে স শারিকঃ
প্রাহ সভাং স নন্দয়ন্ ॥

জয়ং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কৃপা ধীর । জয় নিত্যানন্দ প্রিয় অ-
দ্বৈত ঈশ্বর ॥ জয় সনাতন প্রিয় কপের জীবন । জয় রঘুনাথ
প্রিয় স্বরূপ নয়ন ॥ জয় প্রভু অদোষ দরশী কৃপাময় । এই
কৃপাকর যে তোমাতে মতি হয় ॥ রাধার প্রেরণে বৃন্দা সুয়া-
কে লইয়া । সুস্থির করিলা তারে লালন করিয়া ॥ কৃষ্ণ গুণ
বর্ণিবারে পুনঃ নিদেশিলা । আজ্ঞা পায়ের গুণ বারি সবা সখী
কৈলা ॥ শুক কহে কৃষ্ণ গুণ সমুদ্র গম্ভীর । অবগাহ নহে কবি
মহাং ধীর ॥ অত্যন্ত বরাক আমি কি বর্ণিতে জানি । জিহ্বা
তে লেহন মাত্র চেষ্টা অনুমামি । যৈছন লাঙ্গুলি ফল সুপক্ব
সুন্দরে । লুব্ধ কীর তাতে চক্ষু অর্পিয়া ঠোকরে ॥ ভাস্কর
ধরিতে হস্ত প্রসারণ করি । সুমেক্ষ ভাজিতে চাহি মস্তক উপ-
রি ॥ মহার্ণব সন্তরণে পার ইচ্ছা হয় । তৈছে কৃষ্ণ গুণ কহি
নির্লজ্জ বিষয় ॥ যে জিহ্বাতে কৃষ্ণ গুণ কণা পরশিল । সেই
জিহ্বা অন্য বার্তা পরশ তেজিল ॥ যে কোকিল রসালের মুকু-
ল ভুঞ্জয়ে । সে নাকি কখন নিম্ব কুটুল বাঞ্ছয়ে ॥ পূর্বে ব্রজ
পতি আগে গর্গ মহামুনি । কহিয়াছে কৃষ্ণ গুণ কহিতে না

জানি ॥ মহাশক্তি গাভীৰ্য্য আদি বহু গুণ গণ । এই গুণ সাম্য কিছু
 লভে নারায়ণ ॥ অনন্ত মহিমা গুণ অনন্ত বিস্তার । হেন কেবা
 আছে যেই অন্ত করে তার ॥ স্বভক্তে বাৎসল্য আর প্রণয় বঁধ
 তা । বহুত পালন করে বৃত্তি মনোমিতা ॥ এঁহন অনন্ত গুণ
 সংখ্যা নাহি তার । এঁহে এক গুণ কেহ নাহে বর্ণিবার ॥ কৃষ্ণ
 রূপ ভুবনের ভূষণ করয়ে । নবীন কৈশোর বয়ঃ মধ্যে স্থির
 রহে ॥ কৃষ্ণ বল দেখি গিরিধরে কন্দু প্রায় । কি কহিব কৃষ্ণ
 সুশীলতা অতিশয় ॥ কৃষ্ণের লীলাতে জগমোহন করয়ে । এঁহে
 কৃষ্ণ দাতা ভক্তে আত্ম সমর্পয়ে ॥ অখিল প্লাবিত হয় গোবি
 ন্দ দয়াতে । কি কহিব কৃষ্ণ কীৰ্ত্তি বিশ্ব বিশোধিতে ॥ হেন
 কৃষ্ণ গুণগণ ভুবন ভিতরে । কে আছে যেই বর্ণিবারে
 পারে ॥ গোপাঙ্গনা গণ নিজ কৈশোর বয়েস । যত গুণ যত
 শোভা যত অঙ্গ বেশ ॥ যতেক মাধুর্য্য আর কন্দর্পের লীলা ।
 বৈদম্বী উজ্জ্বল রস চাপল্য অখিলা ॥ গোপেন্দ্র নন্দনে তারা
 কৈল সমর্পণ । অঙ্গীকার কৈলা কৃষ্ণ সাকল্য কারণ ॥ কৃষ্ণের
 অখিল অঙ্গে মৃগমদ রস । নীলোৎপল লিপ্ত গন্ধ জিনিয়া সর
 স ॥ কৃষ্ণ কক্ষ ভুরু শ্রোণী কেশ পরিমল । জিনিলা অগুরু
 পারিজাত উৎপল ॥ নাভি বক্ত করপদ নয়ন সুগন্ধ । কপু
 র লেপিত পদ গন্ধ করে অন্ধ ॥ সৌরভ্য অমৃত উন্মি বহে
 কৃষ্ণ অঙ্গে । জগত প্লাবিত হয় যাত্রার তরঙ্গে ॥ কৃষ্ণ গুণ গণে
 গোপাঙ্গনা মনোহরে । গোপাঙ্গনা গণ প্রেম প্লুতাশ্রয়ান্তরে
 সেই প্রেম হরে কৃষ্ণের চিত্তে জিয় গণ । গোপাঙ্গনা বশ কৃষ্ণ এ
 ইত কারণ ॥ বংশীধ্বনি করি কৃষ্ণ গোপনারী হরে । গোপ
 নারী হরি রাস মহোৎসব করে ॥ রাস মহোৎসবে নিজ বাঞ্ছা
 পূর্ণ কৈল । সকল জগতে সেই লীলা প্রকাশিল ॥ ব্রজেন্দ্রের

কোলে যবে রহয়ে মুরারি । নীলোৎপল দল মালা কোমল
 বিস্তারি ॥ এইত গোবিন্দ অঙ্গের যত গুণগণ । সহস্র বদনে
 সদা না হয় গণন ॥ কৃষ্ণোদরে বিশ্ব দেখে ত্রৈলোক্যেরী মাতি । গি
 রিবর ধরে করে যৈছে পদ্ম পাতা ॥ সবে রাধা মুখায়ুজ দর্শন
 হইতে । যতেক আনন্দ হয় না পারি কহিতে ॥ কৃষ্ণাক্র লাবণ্য
 বন্যা তরঙ্গ উহলে । রাই নিজ প্রতিবিম্ব তাহাতে নেহালে ॥
 আত্ম প্রতিবিম্ব দেখি অন্য নারীগণি । বিমুখী কাঁপয়ে অঙ্গে
 সুনিশ্চয় জানি ॥ রাই রসমান উদ্ধ কেহ নহে আন । অনন্যতা
 কৃষ্ণ চিত্ত যাহাতে প্রমাণ ॥ অন্যাক্রনা প্রতি কৃষ্ণ চিত্ত নাহি
 যায় । পদ্মমধু লুকা অলি লতাকে বাঞ্ছয় ॥ কৃষ্ণের বিচন্দ্র হয়
 অতি সুশীতল । চপল সমীর সর্ব সহায় সুন্দর ॥ সাধুজন
 সুধীরাম্ব নিধু সুগভীর । কৃষ্ণ এছে স্বাভাবিক প্রেমরস ধীর
 ক্রীকৃষ্ণ গভীর স্থির মতি সদা হয় । ক্ষান্তি পূর্ণ সমীলতা বশু
 সুখময় ॥ অত্যন্ত মলজ্জা নির্বিকার সদা যেই । ক্রীরাধা প্রণ
 মরসে বিবশিত সেই ॥ রাইর বদন যবে দেখয়ে মুরারি । সস্ত্র
 মে ভ্রমরে কাম চাপল্য বৈকলি ॥ কৃষ্ণ গুণ দূরে শুনি লক্ষ্মী
 মনোহরে । ত্রজাক্রনা কেবা তাতে প্রণয়িনী করে ॥ ত্রজাক্রনা
 কৃষ্ণ আরাধনা করে নিতি । আশ্চর্য্য সামগ্রী তার শুনহ পি
 রিতি ॥ নির্জ অঙ্গে স্বৈদ পাদ্য অর্ঘ্য সুপুলকে । আচমন দিল
 অঙ্গ উত্তি সুধাধিকে ॥ নিজাক্র সৌরভ্য যেই সেই গন্ধ সার ।
 মন্দ হাস্যগণ পুষ্প বরিষে অপার ॥ আলিঙ্গন লীলামৃত নৈবে
 দ্যাদি দিলা সুধাধর রসে সেই তাম্বল অর্পণ ॥ বহুবিধ লোকে
 কৃষ্ণে বহুবিধ মানে । ত্রজবাসী জন সবে নিজ বস্তু জানে ॥
 অর্থতৃষ্ণা অতিশয় যাহার আছয় । অর্থের জঁখর কৃষ্ণ তাঁর মনে
 লয় ॥ বিপন্ন জনেত কৃষ্ণ করুণার রাজে । যুবতী গণের স্থানে ।

কন্দর্প বিরাজে ॥ বৈরিগণ স্থলে কৃষ্ণ কালমূর্তি হয় । সন্তুস্ত
 জনেত কৃষ্ণ সর্বোৎকর্ষনয় ॥ চণ্ডাল করয়ে যদি কৃষ্ণের ভজন ।
 সেই জন হয়ে ভক্ত ব্রাহ্মণের সম ॥ শ্রীকৃষ্ণ বিমুখ যদি হয়ে
 বিপ্রগণ চণ্ডালের তুল্য তারে তেজি দরশন ॥ শ্রীকৃষ্ণের
 কীর্তিগণ অতি নিরমল । কৃষ্ণ কুচি করে যেই ভুবন সকল ॥
 কৃষ্ণ প্রেম কভু হয় অমৃত সমান । প্রণয়ি জনেত কভু বিধা
 ধিক জ্ঞান ॥ কৃষ্ণের বিরহে চন্দ্র হয়ে অগ্নি সমে । অগ্নিও অ
 মৃত হয় কৃষ্ণের সঙ্গমে ॥ পুতনাদি করি যত কৃষ্ণ বৈরিগণ ।
 অদ্যাপি কবীন্দ্র সব করয়ে গণন ॥ কৃষ্ণ হাস্য করুণতা গুণ
 গণ সঙ্গে । তা সবার গুণ সবে গান করে রঞ্জে ॥ কোন ব্রজা
 জনা দেখে যমুন লহরি । তাহা দেখি কৃষ্ণ অঙ্গ অনুমান করি
 অন্য সখী দেখি তাহা কহয়ে তাহারে । কৃষ্ণ অঙ্গ নহে এই যমু
 নার ধারে ॥ তিহ কহে এই দেখি কৃষ্ণের বদন । সখী কহে মুখ
 নহে পদ্ম বিলক্ষণ ॥ কৃষ্ণ চক্ষু নহে এই উৎপলের গণ । কৃষ্ণের
 অলকা নহে ভ্রমর সাজনা ॥ কেনে সখী তুয়া দৃষ্টি ধায় লুপ্ত হয়ে
 কৃষ্ণ নহে রবিসুতা দেখহ আসিয়ে ॥ যবে বংশীধ্বনি কৃষ্ণ আরম্ভ
 করয়ে । তবে ব্রজাঙ্গনা হৃদে মদন পৈশয়ে ॥ নানান প্রকার জন্মে
 ব্রজাঙ্গনা মনে । পশ্চাৎ মুরলীধ্বনি করে প্রবেশনে ॥ কন্দর্প উৎ
 পত্তি করি ঐশ্বর্যধন হরে । তবে লোক ভয় সব ধর্ম করে দূরে ॥
 এইরূপে পতি কোলে হৈতে ব্রজাঙ্গনা । আকর্ষণ করে বংশী
 একূপে ঘটনা ॥ স্থিরচরগণ কাঁপে স্তম্ভ নদীপানী । জয়যুক্ত
 হউ সেই মুরলির ধ্বনি ॥ গুণগণ রসলীলা ঐশ্বর্যাদিগণ । অনে
 ক আছয় করি কহে কোন জন ॥ যে বলে সে বলু কিন্তু কৃষ্ণ
 সর্ব কর্তা । নিশ্চয় জানিয়া মুনি কহে এই বার্তা ॥ গোপাঙ্গনা
 প্রাণ কৃষ্ণ প্রণয়ে বিহ্বলা । বংশীকে কহয়ে সর হয়ে এক মেলা

শুনহে কঠিন বংশীধ্বনি ছল করি । গরল বরিষ কিবা অমৃত
 মাধুরী ॥ রহে ত জীবন রহু সুধারস পাঞা । অথবা পরাণ
 যাউ গরল ভক্ষিয়া ॥ বিষামৃতে এক করি কেনে করধ্বনি । অস
 হ বেদনা সদা পোড়য়ে পরাণি ॥ কুবুদ্ধি অসুর গণ কৃষ্ণ নিন্দা
 করে । হেন গুণ যার আছে মনে না বিচারে ॥ ভোগ বাঞ্ছা
 করে যেই সর্ব ভোগ পায় । অর্থ লুকু জনে দেই সর্ব অর্থময় ॥
 সুখের তবিত জনে সুখের স্বরূপ । আধিপত্য বাঞ্ছাকরে জগ
 তের ভূপ ॥ হেন কৃষ্ণে দ্বেষ করে যত গোপীগণ । দেখিতে উ
 চিত নহে তাহার বদন ॥ কৃষ্ণ সহ রাস করি ব্রজাঙ্গনা গণ ।
 প্রাতঃকালে গেলা সবে আপন ভবন ॥ রজনীর লীলা সব
 ভাবিত অন্তরে । বৃদ্ধা আগে দেখি সবে এই বোল বলে ॥ যেন
 কৃষ্ণ হস্ত নিজ ভুজ শিরে আছে । সেই স্থলে যেন বৃদ্ধাগণ আসি
 যাছে ॥ কৃষ্ণকে কহয়ে শীঘ্র ছাড়হ আমারে । লোক যাত্রা হই
 ল এবে যাব নিজ ঘরে ॥ সর্ব গুণ গভীরতা গিরিধর ধীর ।
 দূরে করি সব পীড়া মুখদ সুশীল ॥ নবীন কিশোর বিগ্ন চিত্ত
 আখিঁচোর ॥ সতী যুবতীর হৃদি মগ্ন অতিভোর ॥ অসুরগণে
 র প্রাণ হরিলে শ্রীহরি । বলে পাচীপতি যজ্ঞ হরিল মুরারি ॥
 কনিপতি স্থান হরে নিজ বল হৈতে । সেই সব সুমঙ্গল হইল স
 ভাতোরাধালয় হৈতে কৃষ্ণ আইলা প্রভাতো অলকার রস রঙ্গ
 ল লাট চিক্কিতে ॥ উরুজের মৃগমদ লাগয়ে বন্ধেতে । অঙ্গের মা
 ধুরী হরি হইলা বিম্বিতে ॥ শুনিতে নিপুণাগণ চিক্কিতে নারিল
 লাক্ষাগিরি ধাতুমদে বন্ধ জ্ঞান হৈল ॥ রাইর প্রণয়ে কৃষ্ণ মাধুর্য
 বাঢ়য় । কৃষ্ণর মাধুর্য রাই প্রণয় বাঢ়য় ॥ অহর্নিশ এইমত বাঢ়ে
 দুইজন । দুহে বাঢ়ে কেহ তাতে নহে বিমুখন ॥ এইরূপে দুহু
 সুখে কৃষ্ণে বিলসয়ে । মখীগণ সঙ্গে সদা আনন্দ হৃদয়ে ॥ কৃষ্ণ

পাদপদ্ম শোভা জিনি পদ্মগণ । কোটি চন্দ্র জিনি শোভা কৃষ্ণ
 র বদন ॥ রম্য ভুরু যেন হয় ভ্রমরার পাঁতি । কৃষ্ণের অধর
 যেন সুধারস ভাঁতি ॥ চঞ্চল নয়ন যেন পদ্মে অলি ভাঁতি । কৃ
 ণের দর্শন শুভ্র কুন্দকলি পাঁতি ॥ কৃষ্ণের বচন হয়ে অমৃত
 সমান । কৃষ্ণ হাস্য জ্যোৎস্না ছাতি দিয়েত উপাম ॥ কৃষ্ণ হস্ত
 তল নব পল্লব জিনিয়া । নখগণ পূর্ণ চন্দ্র তুল্য দেখসিয়া ॥ কৃষ্ণ
 গণ্ড যুগ নব দর্পণের ছাতি । শ্রীকৃষ্ণের শ্যাম অঙ্গ নবধন কাঁতি
 অঙ্গনা নয়ন কৃষ্ণ মুখপদ্ম মানে । ভ্রমরী ত্বিতা যেন পদ্মমধু
 প নে ॥ সাধু স্থানে কৃষ্ণ যেন চন্দ্র সুশীতল । প্রণয় জনেত কৃষ্ণ
 জনক সোসর ॥ কুঞ্জের ভিতরে কৃষ্ণ সুধার আলয় । দৈত্যগণ
 স্থানে কৃষ্ণ ব্রজসম হয় ॥ রমণী বৃন্দের স্থানে মদন সমান । দাতা
 কৃষ্ণ সম কেহ নাহি হয়ে আন ॥ ঈশ্বরের মধ্যে কৃষ্ণ তুল্য
 কেহ নহে । কৃষ্ণের সমান লীল । কাহাতে না রহে ॥ কৃষ্ণের সমা
 ন ত্রিভুবনে কেহ নাই । হরিণ নয়নী মুখ চুম্বয়ে সদাই ॥ এই সব
 গুণ আছে যে কৃষ্ণ তনুতে । সেই কৃষ্ণ রক্ষা করু সকল জগতে
 পঁচিশ প্রকার এই উপমার গণ । কৃষ্ণের কহিল এই
 যাতে সুখী মন ॥ বৃন্দাবনে তরু লতা কৃষ্ণ সুখী করে । ব্রজা-
 ঙ্গনা প্রায় নিজ অবয়ব ধরে ॥ পুষ্প ছলে হস্তে লুণ ফল মনো
 হয় । নবীন পল্লব যত সুন্দর অধর ॥ কৃষ্ণ বংশী নারায়ণের চিহ্ন
 ত্তি স্বরূপা ॥ যেই যৈছে বাঞ্ছে তারে তৈছে করে কৃপা ॥ যোগে
 শ্বর গুণে যোগ সিদ্ধি মনোরমা । উপাসক গণে বিষ্ণু ভক্তি
 সিদ্ধি কামা ॥ কৃষ্ণ কীর্ত্তি অমৃতের ধারা সুমাধুরী । কোমুদী হ
 ইতে নিম্ব আছে বিশ্বভরি ॥ গঙ্গা যেন পবিত্র করয়ে সর্বজনে ।
 এছন কৃষ্ণের কীর্ত্তি এতিন ভুবনে ॥ উপমানাহিক কৃষ্ণের অঙ্গের
 'নুসমা । সুসমা মাধুর্য্য তনু নাহি তার সীমা ॥ মাধুরী হইতে রস

গুণ নাহি ওর । গুণ গণ হইতে লীল সুন্দর উজ্জোর ॥ কৃষ্ণ
কান্তা বলি প্রেম প্লুত বিনাশর । কান্তা বলি প্রায় কৃষ্ণ বিদ
কতা হয় ॥ বিদকতা হৈতে রসজ্ঞতার উত্তম । রসজ্ঞতা হৈতে
সর্ব বিলাসানুশ্রম ॥ সুবলাদি করি যত কৃষ্ণ সখাগণ ।
বিচিহ্ন সখ্যতা তার শুনহ কারণ ॥ কৃষ্ণের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিয়া
যতনে । কৃষ্ণ অযায় কান্তা জানি করায় সঙ্গমে ॥ ধন্য বৃন্দাবন
স্থল যাতে কৃষ্ণ নিতি । বিলাস করয়ে সব রমণী সংহতি ॥
প্রতি গিরি কৃষ্ণ প্রতি পুলিন নিকৃষ্ণে । স্বচ্ছন্দে বিহরে কৃষ্ণ
সর্ব মনোরঞ্জে ॥ পুলিন্দী কন্যার কৃষ্ণ অদর্শন হৈতে । কন্দ-
র্পের ব্যাধি পূর্ণ হৈল তার চিতে ॥ কৃষ্ণ পাদ কান্তা কুচ কুঙ্কুম
লাগিল । সেই যে কুঙ্কুম পঙ্ক তণ্ডলে ভরিল ॥ সেইত কুঙ্কুম
ভারা লেগয়ে হৃদয়ে । তার স্পর্শে ভাসবার ব্যাধি দূর হয়ে ॥
কৃষ্ণ বধ কৈল যত যত দৈত্যগণে । তার পত্নী রাণী সব পুলি
ন্দের সনে ॥ গোবর্দ্ধনে রহে কৃষ্ণ লীলার সময় । দেখিয়া আন
ন্দে কৃষ্ণে স্তবন করয় ॥ বৈরিগণ পত্নী সব সুখ পাইল মনে ।
কহে সবে লাভ হৈল পতির মরণে । যে সব অসুর কংস মদ
বাড়াইল । এখন না জানি তারা কোন স্থানে গেল ॥ এইরূপে
কৃষ্ণ গুণ অনন্ত অপার । নানা লীলা মহিমার কে কহিবে পার ॥
তার তার কণা নাত্র পরশ করিয়ে । শুদ্ধতা করিয়ে মাত্র নিজ
বাক্য চয়ে ॥ এইরূপে শুক শারী কৃষ্ণ গুণ গণ । বর্ণন সমুদ্র
মাঝে করিল মর্জন ॥ প্রফুল্লিত তনু মন আনন্দ হিলোলে ।
সুখ পায় রাধাকৃষ্ণ গুণ পুনঃ মলে ॥

যথা রাগঃ । নবায়ুদ জিনি ছাতি, দলিত অঞ্জলি কান্তি,
ইন্দ্রনীলমণি জিনি তনু । পীতাম্বর পরিধান, বিজুরী কুঙ্কুমঠান.
স্বর্ঘ্যোদয় যেন প্রাতে জন্ম ॥ সখী হে সুমধুর মুরতি গোবিন্দ ।

সদা মন্দঃ হাসি, উগরে অমিয়া রাশি, সুশীতল জিনি কত
 চন্দ্র ॥ ৫৫ ॥ কপূর চন্দন গণ, অগমদ বিলেপন, প্রতি তনু
 শোভয়ে মুরারি । কৃষ্ণের বদন ছান্দ, গর্ভ হরে পদ্ম চান্দ, বঁহে
 কত মাধুর্য্য মাধুরি ॥ অকর কুণ্ডল গণ্ডে, তাণ্ডব করায় রঙ্গে,
 বাঢ়ায় বল্লবী গুচভাব । প্রেম রত্ন অভরণ, বন্ধতায় সখীগণ
 তাহাতে মানয়ে বহু লাভ ॥ লোকপাল সুবন্দিত, কাল সৃষ্টি
 অবিরত, গৌরব রাখয়ে বিপ্রগণে । নিত্যানবাক্য বেশ, মনো
 হর কলি দেশ, নর্য্য কেলি মিত্র বৃন্দ সনে ॥ ইন্দ্রের নন্দন বন
 গুণ জিনি বৃন্দাবন, সদা কৃষ্ণ যাতে বিনসয়ে । ইন্দ্রের নাশিনী
 গর্ভ, কালিমদ কৈল খর্ষ, বলে কংস সবংশে ঘাতয়ে ॥ আত্ম
 কেলি বর্ষি করি, ভকত চাতকাবলি, পুষ্ট করে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
 বীৰ্য্য শীল লীলা যত, আত্ম ঘোষ বাসী কত, আনন্দিত করে
 জনে ॥ কুঞ্জরাস কেলিগণ, সুধা করি নির্মল, রাধিকা তো
 যণ করে যাতে । করে নানা পরিহাস, রাধা সহচরী পাশ,
 সখীগণ সন্তোষ করিতে । কৃষ্ণ প্রেম শীল কেলি, সুকীর্তি মো
 হন মেলি, বিশ্ব চিত্ত চন্দন সমানে । করি রাসকেলি খেলা,
 নিজ শুদ্ধ ভক্তি মেলি, দেখাইল শুদ্ধ ভক্ত গণে ॥ রূপ বেশ চিত্র
 ঠাম, মন্থথ মন্থথ নাম, বহয়ে লাবণ্য রূপ রাশি । আপন
 নয়ন কোণে, যত ব্রজাঙ্গনা গণে, ভাব বৃন্দ হৃদি পরকাশি ॥
 রাই পুষ্প উঠাইতে, কৃষ্ণ তারে পরশিতে, তুষিত হৃদয় হয়ে
 যায় । রাই প্রেম বামা মুখ, সুরমা নয়ন সুখ, দেখি কৃষ্ণ কোটি
 সুখ পায় ॥ রাই বক্স সুচন্দনে, কৃষ্ণ অঙ্গ বিলেপনে, যে আন
 ন্দ তার নাহি ওরে । বল্লব বেশ সুচন্দন, চরণ কমল ধন, দাস্য
 দান করহ আশারে ॥ ক্রীরাধিকা সুবল্লভ, লক্ষ্মী আদি সুজু-
 ল্লভ, যেই ইহা সদা পান করে । রাধাকৃষ্ণ সঙ্গানন্দ, বৃন্দাবনে

সখীবৃন্দ, সঙ্গে দৌঁহা পদ সেবাচরে ॥ অনন্ত মহিমা গুণ,
কপেতনা হয় উন, কেবা পারে করিতে বর্ণন । দিগ ব্যাধ
দেখাইতে, কিছু প্রকাশিল ইথে, কহে দাস এ যত্ননন্দন .

পুনর্যথারাগঃ । স্বর্ণপদ্ম কুঙ্কুমাক্ত, গর্ভহারী গৌর দীপ্ত,
গোরোচনা ৫ গঙ্গন রাধিকা । কপূরাজ গন্ধ বৃন্দ, কীৰ্ত্তি নিন্দিত
অঙ্গ গন্ধ, গোবিন্দ বাঞ্ছিত সুরাধিকা ॥ বন্দো রাধা কপ গুণ
গণে । অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে, যত লক্ষ্যাগণ আছে, মাগে যার
পদ গুণ কণে ॥ ধ্রু ॥ চন্দন উৎপল চন্দ্র, কটীর শীতল ছন্দ,
জিনি স্নিগ্ধ রাধা নিতম্বিনী । কৃষ্ণ আত্মস্পর্শ দেই, কামতাপ
বিনাশই, কৃষ্ণ সুখী করে সুবদনী ॥ বিশ্ব সতী বন্দ্যারম্বা, সে
নহে যাহার সমা, কপ নব্য যৌবন সম্পদা । শীল অতি মনো
হর, সুশীল অধিক তরা, নাশে কৃষ্ণ কান্দতাপ সদা ॥ রাসে
নৃত্য সুসঙ্গতা, নর্মা কলা সুপণ্ডিতা, প্রেমরস কপ যে অধিকা ।
সঙ্গুণাদি সুমণ্ডিতা, বিশ্ব নব্য সুযোজিতা, গোপী বৃন্দ নিযো
জে অধিকা ॥ শ্বেদ কম্প কণ্টকাদি, অশ্রু হর্ষ গদ্যাদি, হর্ষ
বাম্য ভাব বিভূষিতা । নানা রত্ন অতরুণ, প্রতি অঙ্গে বিধারণ,
কৃষ্ণ নেত্র করয়ে তুষ্টিতা ॥ কৃষ্ণ স্তুতি সঙ্গ ফণে, দৈন্য সচাপল্য
গণে, ভাব বৃন্দ রহয়ে মোহিতা । যত্ন লব্ধ কৃষ্ণ সঙ্গ, নানান
বিলাস রঙ্গ, কৈরি শীঘ্র না হয় নির্গতা ॥ এইত রাধিকা গুণ
যেবা গায় অনুক্ষণ, সেই জন পায় সে চরণ । শৈলজাদি নারী
গণ, দুঃখ ভেদে যে সব ধন, রাধাকৃষ্ণ চরণ সেবন ॥ সঙ্গে সব
সখীগণ, রাধাকৃষ্ণ সুসেবন, করয়ে বা করয়ে শ্রবণ । বৃন্দাবন
মাঝে রহে, এ যত্ননন্দন কহে, হয়ে দৌঁহা দাসের ভাজন ॥

• শুক শারী মুখে এই কৃষ্ণ গুণমালা । বর্ণন শুনিয়া নবে
আনন্দ পাইলা ॥ আনন্দ সমুদ্র মাঝে মগন হইলা । বিশ্বয়

পাইয়া মনে কণেক রহিল। ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত কথা রসময়
সদা পান করে যেই ভাগ্যবান হয় ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা
অভিলাষে । এযছনন্দন কহে মধ্যাহ্ন বিলাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে মধ্যাহ্ন বিলাসে শ্রীরাধা

কৃষ্ণ গুণ বর্ণনং নাম সপ্তদশ স্কন্ধঃ ॥ ১৭ ॥

অথ শ্রীভৈরবী কীর মাদয়ে বৎসলাকরে ।

অপাঠয়লালয়ন্তী তবৎ কৃষ্ণশারিকা ।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ । জয়াদৈবতচন্দ্র জয়
গৌরভক্ত বৃন্দ ॥ জয়ঃ শ্রীকৃষ্ণ জয় শ্রীসনাতন। জয়ঃ শ্রীরঘু
নাথ ভট্টের চরণ ॥ জয় শ্রীগোপাল ভট্ট ভক্তগণ সুখ । জয়
রঘুনাথ দাস শ্রীজীব জীবনাথ ॥ জয় বৃন্দা ঠাকুরাণী জয়
ব্রজবাসী । জয় রাধাকৃষ্ণ লীলা সদা সুধারাশি ॥ জয় ব্রজা
কনাগন রাধা সখীবৃন্দ । সবে প্রেমদাতা রাধাকৃষ্ণ পদধন্দ ॥
অতঃপর শ্রীত হঞা রাধা সুবদনী । লালন করয়ে শুকে
লয়ে নিজ পাণি ॥ তৈছে কৃষ্ণ শারী পক্ষ লয়ে নিজ করে ।
বাৎসল্যাদি করি ছুছ পড়ায় দোহাঁরে ॥ কীর লয়ে প্রথমে প-
ড়ায় সুবদনী । সবার আনন্দ হৈল যেই কথা শুনি ॥

যথা রাগঃ । পট কীরাতীর বীর, নীরদাত তনু ধীর,
গিরীশ্বর ধরিল রসরাজে । সদা যেই কুণ্ড তীরে, মনোহর স
কুটিরে, বিলসয়ে সুমোহন রাজে ॥ কহ রস কল্পতরু শ্রাম ।
অপাঙ্গ ইজিতে কত, কুলবতী উনমত, ব্রজনারী কলঙ্কের
ঠাম ॥ ১ ॥ সুসঙ্গ গণি মূল, তরুণী মাদক পুর, সুম
ধুর মধুর অধরে । সুন্দর শেখরবর, শুচি রস সুসাগর,

ব্রজকুল নন্দন নাগরে ॥ অঘ বক শকটক, ভব ভয় বিনাশক,
কমলজ পদ হর পদে । চরণ কমল দল, প্রণত শরণ ফল, পট
খগ জয় জয় নাদে ॥ সুন্দর নৃপুৰ ধ্বনি, কলহংস ধ্বনি জিনি,
সর্বগুণ গভীর সুরারি । সুরারি গণের বীর, পর্বত ধারণ ধীর
হীরা হারে কণ্ঠের মাধুরি ॥ বিহরে কালিন্দী জলে, অতি রস
সুকলোলে, সুমত্ত বারণ রসরাজে । রমণী করিণী সঙ্গে, মোহন
বিলাস সঙ্গে, গিরি কুঞ্জ মন্দিরে বিরাজে ॥ বিলাস অমৃত
সিকু, তরঙ্গের এক বিন্দু, ত্রিভুবন পরশে মাতায় । চঞ্চল কুণ্ডল
যুগ, সে গোবিন্দ পদযুগ, চিত্ত কীর দীপ্ত রসকায় ॥ কহ
কৃষ্ণ সুধাসার, সর্ব সুখস্বাস্থ্যগার, ব্রজ নারীগণ প্রাণ সম ।
এ যত্ননন্দন মনে, বিচার করিয়া গণে, তেজি লাগি ফুয়া
এত ভ্রম ॥

পুনর্থা রাগঃ । কৃষ্ণ কহে শুন শারী, স্তব কর মনোহারী,
বারিজ বয়নি ধনী রাধে । জগন্নারী গর্বহারি, গুণদাত্রী সুকুমারী
কৃষ্ণপ্রিয়া সাধে কৃষ্ণ সাধে ॥ সখি হে সকল রমণী মণি
রাই । প্রিয়াগণ কত মোর, তাহাতে নাহিল ওর, সব হৈতে
যেহ অধিকাই ॥ ধ্রু ॥ সুনাগরী সুরাধিকে, কৃষ্ণ চিত্ত মরা
লিকে, কহ শারী ধনী তুহু ধন্যা । ত্রিজগত্তরুণী শ্রেণী, কলা
শিক্ষা শিষ্যামানি, ভুবন ভরিল যশবন্যা ॥ সব গুণমণি খনি,
প্রেমসুধামণি ধনী, ত্রিভুবন মধ্যে সাধীবন্দ্যা । ভুবন পুজিতা
ধনী, বৃন্দাবন রাজরাণী, লক্ষ্মী জিতি স্বয়ং লক্ষ্মী ছন্দা ॥
সর্ব সল্লক্ষণময়ী, সুসঙ্গুণ সুসম্বয়ী, অন্যে প্রণয়ী নিরমলা
অজিত কমল বশ, হেন প্রেম সুধারস, স্বয়ং লক্ষ্মী আর সব
কলা ॥ রাসে নৃত্য বেশ হাস, সৎকলাদি গুণারাস, প্রেম নবা
রূপ ভব্য ধনি । বল্লবী গণের জৈশ, নাগরেন্দ্র অহর্নিশ, পুরে

বাঞ্ছা রাধা গুণমণি ॥ ধরাধর ধারী ধর, ধুরন্ধর বর বর,
 ধরি ধরি রাধার অধরে । নিজাধর ধরি ধরি, নিজ বাঞ্ছা পূর্ণ
 করি, অনুক্ষণ ভাবয়ে অন্তরে ॥ কুণ্ডলীতে তীরে নিতি, করি
 তে একত্র স্থিতি, ভ্রমে কৃষ্ণ রাইর লাগিয়া । তীরে তীরে গান
 করে, না পাইলে প্রাণ পুড়ে, পড় শারী এসব कहিয়া ॥ কহ
 রাই কৃষ্ণ প্রাণ, রাই কৃষ্ণের চুনয়ন, রাই কৃষ্ণ গলে চম্পুমালা
 এ যত্ননন্দন মনে, কহে এই নহে আনে, যাতে রস সুরঙ্গ
 ধরিল ॥

কৃষ্ণ হস্ত হৈতে শারী রাই করে গেলা । তৈছে শুক কৃষ্ণ
 হস্তে যাইয়া পড়িল ॥ তবে রাই পুনর্বার শারীকে পড়ায় ।
 শুনি সখী সবাময় সর্ব সুখ পায় ॥ পড় শারী কৃষ্ণ লীল । অতি
 নিরমলে । চন্দন করকা হীরা চন্দ্র মোহ করে ॥ তমাল নিরদ
 অলি জিনি অঙ্গ ভাস । রস জিনি মকরন্দ সুগন্ধ বিকাশ ॥
 নর্তক গোকুলচন্দ্র কীর্তি বংশীযুগে । জর্জর করিল হৃদি বংশ
 নারীগণে ॥ সরসীর চিত্তে যেন শরালীর ধ্বনি । শুনিয়া উন্মত্ত
 হয় মানিয়া কিঙ্কিনী ॥ সুশীল বনিতা যত গোপ নারীগণে । নীবি
 বিস্রংসয়ে যার মুরলীর গানে ॥ শুন শারী তারে স্তব কর সাব
 ধানে । মঙ্গল হইবে সব যাহার স্তবনে ॥ তবে কৃষ্ণ কহে কীর
 পড় সাবধানে । যাতে সুখী হয় মন সর্ব জন শুনে ॥ কৃষ্ণের
 অগ্রেতে সব গোপ সাধীগণ । চিত্তের সহিতে ব্যক্ত না করে
 স্তবন ॥ সরসী কুণ্ডীরে দোলা বিলাস করিতে । গোবিন্দ বিহরে
 সব রমণী সহিতে । পদ্ম তলে নুঁবি তার কণা যে পবন । মন্দ
 মন্দ লঞা তাহা সুখী করে মন ॥ পড় কীর সখী সঙ্গে প্রতি
 দিনে দিনে । উৎকণ্ঠাতে আসি সঙ্গ করে কৃষ্ণ মনে ॥ পড় কীর
 কৃষ্ণচন্দ্র রাধিকা আনন । যেই হৈতে আতি করি করিল চুহন

সেই হৈতে ওষ্ঠাধর ভাবিত হইল । নিরন্তর তৃষ্ণা তার ক্রমে না
 বুচিল ॥ এইরূপে শুক শারী দৌঁহে পড়াইল । দ্রাক্ষা সুদাড়িম্ব
 বীজ খগে খাওয়াইল ॥ প্রীত হয়ে দৌঁহে দৌঁহা বৃন্দা হস্তে
 দিল । সে শুক শারিকা বৃক্ষ ডালেতে বসিল ॥ এথা পাশা
 খেলা ইচ্ছা হইল দৌঁহার । সুদেবীর হরিৎ কুঞ্জে প্রবেশ
 সবার ॥ চিত্রকোঠা আছে তার নিকটে আসন । কৃষ্ণ এক
 দিগে অন্য রাই সখীগণ ॥ হিতদায় উপদেশে বটু আর ললি
 তা । সুদেবী সুবল পাটশ্ব' চালন অধিকা ॥ নান্দীমুখী কুন্দ
 লতা মধ্যস্থ হইল । শ্রাম পীত পাশা গোৱী শ্রাম যেলইল ॥

যথা রাগঃ । রাধাকৃষ্ণ পাশা খেলে, নিজ চিত্ত কুত্ৰ হলে,
 পণ কৈল সুরঙ্গ হরিণী । পহিলে গোবিন্দ জিনে, বটু আন
 ন্দিত মনে, বাক্সি লৈয়া রাখে সে হরিণী ॥ সখিহে দেখ দেখ
 রাধাকৃষ্ণ রঙ্গে । পাশাটি ধরিয়া করে, নিজ জয় বাঞ্ছা ডারে,
 তনু ভরে আনন্দ অন্তরে ॥ ধ্রু ॥ রাধাকৃষ্ণ খেলে পুনঃ,
 মুরলী পাশক পণ, দ্বিতীয়া জিনিলা সুবদনী । আনন্দে ললি
 তা যাএণ, কৃষ্ণ হাতে হৈতে লৈয়া, লুকাইয়া রাখে বংশী
 আনি ॥ কৃষ্ণ রাধা পুনর্বার, খেলে পুনঃ দুহুঁ হার, হেনকালে
 বটু মিথ্যা করি । কৃষ্ণ উপদেশে দানে, জিনিবার অনুষ্ঠানে,
 কহে কৃষ্ণ মার এক শারী ॥ কলোত্তি শারিকা শুনি, ভয়ে
 কহে ঠাকুরানী, বৃক্ষ শাখা আগে উড়ি যায় । রাধাকৃষ্ণ তাহা
 দেখি, কোতুকে মিলিয়া আঁখি, হাসে সবে আনন্দ হিয়ায় ॥
 হাসে কোলাহল রসে, সব সখীগণ হাসে, হেনকালে কৈতবী
 ত্রিহরি । হীন দানে পাশা মারে, হাসি কৃষ্ণ ডাকি বলে, জিনি
 লাম দেখহ বিচারি ॥ তাহা শুনি সুনয়নী, দান পোলে মনো

মানি, কৃষ্ণ পাশা সে দানে বান্ধিলা । পাশা বান্ধি হাসে ধনী,
 কহয়ে জিনিলা আমি, দেখিয়া ললিতা সুখী হৈলা ॥ কৃষ্ণ হার
 লৈতে ধনী, পসারয়ে নিজ পাণি, কৃষ্ণ কর বারে নিজ করে ।
 বটু কুন্দলতা সনে, সুবল আর সখীগণে, হাস্য সহ বদাবদি
 করে ॥ বৃন্দা নান্দীমুখী মাঝে, কহে মধ্যস্থের কাষে, অন্য
 চিতে কিছু দেখি নাই । সাম্য হও দুই জনে, হার রহু দুই
 স্থানে, পুনঃ খেল কলহ ঘুচাই ॥ চতুর্থে রাখিলা পণ, নিজ স
 চরী গণ, রাধিকার জয় অনুমানি । বটু শশঙ্কিত হিয়া, চালে
 পাশা শঙ্কা পাঞা, গোবিন্দের হীন দান জানি ॥ জিনিলা
 কহি, এক কৈল পাশা দুই, দেখি রোষ কৈলা সখীগণে । বটু
 কে বন্ধন কাষে, সব সখীগণ, সাজে, অত্যন্ত কলহ বটু সনে ॥
 পাশা রহু কৃষ্ণকহে, চালিতে কলহ হয়ে, প্রবর্ত্ত হও তখেলাদার
 কিবা পেল তুমি দান, আমি পেলি মনোমান, দান মবে্যে জয়
 পরাজয় ॥ বিত্তি বিছু দুই চারি, দশ বামঞ্চাদি করি, এই পঞ্চ
 দান যে তোমার । পাচতি চৌপঞ্চ আর, সদা দোয়া চারি সার,
 দূতী আদি বিষমা আবার ॥ যে দান পড়য়ে এবে, যেই
 জন জিনে তবে, তত অঙ্গ সে জন লইবে । এই সব পণ করি,
 খেলা আরম্ভিলা হরি, ভ্রমে এই পণ কৈলা সবে ॥ রাই ফেলা
 ইলা দান, পড়িল সে দশ নাম, দেখি হাসে সব সখী
 গণ । বিবল্লের প্রায় হরি, কহে রাই মুখ চেরি, জিনিতে
 লও নিজ পণ ॥ বাছ কর এক, বুকে পরতেক, করে কর
 অধরে অধর । গণ্ডে এক কর, মোখ ওষ্ঠে ওষ্ঠ ধর, মুখে মুখ
 কর আপনার ॥ এত শুনি হাসি ধনী, কুন্দলতা প্রতি বাণী,
 কহে শুন সখী কুন্দলতা । খেলাতে জিনিলা আমি, জিত দ্রব্য
 লও তুমি, করি নিজ সঙ্কের সঙ্গতা ॥ তবে কৃষ্ণ পেলে দান,

পড়িল চৌপঞ্চ নাম, হরষিতা কুন্দলতা কহে । কৃষ্ণ জয় গেষ
পারে, মহা মহোৎসুক হৈরে, 'অতি গৰ্ব্ব' বাণী প্রকাশয়ে ॥
নয়ন যুগল আর, কপোল যুগলে ভাল, কুচযুগ দন্ত বাস মুখে
নিজাধর ওষ্ঠে দিয়া, এই অঙ্গ পরিশিরা, নিজ পণ লও তুমি
সুখে ॥ রাধিকার দশ দান, আছে কুন্দলতা স্থান, ললিতা ক
হয়ে তাহা জানি । চৌরক্ষ তোমার দান, শুন কৃষ্ণ মনোমান
কুন্দলতা স্থানে লও তুমি ॥ তবে যে রহিল এক, পাছে হবে
পরতেক, কোন দানে শোধ দিব তায় । শুন হাসে সখীগণ,
কুন্দলতা আনমন, এইমত নানা রঙ্গ হয় ॥ শুন কুন্দলতা বলে,
ললিতা কপোল মূলে, সে দান রাখিয়া আছি আমি । শুন কৃষ্ণ
যত্ন করি, আপন অধর ধরি, নিজ পণ লও বলে তুমি ॥ শুন
কুন্দলতা বাণী, হরষিত ব্রজমণি, ললিতা চুয়ন মুখী হৈলা ।
হেনকালে হাসি ধনী, সুদর্শ বামঞ্চ বাণী, কহিয়া পাশাটি
পেলাইলা ॥ শুন কৃষ্ণ ছল করি, যে আজ্ঞা তোমার বলি, বাম
গণ্ডেললিতা দংশয় । বিমুখী ললিতা অতি, সেই কুন্দলতা প্রতি
ক্রোধিত হইয়া অতিশয় ॥ তবে কৃষ্ণ রাই প্রতি, কহেন আন-
ন্দ মতি, খেলাতে জিনিল দেও পণ । এত কহি নিজ মুখে,
ধরি রাই মুখ সুখে, অতিশয় করেন চুয়ন ॥ চঞ্চল নয়ন ধনী,
ভৎসে গদহ বাণী, সন্মিত রোদন মিশ্র তাতে । কুটিল ভুরুর
ভঙ্গী, কৃষ্ণ তাহা দেখি রঙ্গী, নিবারে' ধনী কৃষ্ণ কর হাতে ॥ নানা
ন প্রবন্ধ করি, পাশা খেলি ক্রীড়ি, পরম প্রেরসী করি সঞ্জে
হাসপরিহাস রসে, অমৃত স্নগরে' ভাসে, এমছনন্দনকহে রঞ্জে ॥

এইরূপে কৃষ্ণ পাশা খেলে প্রিয়া সহে । সূক্ষ্মকীর শারী
আইলা হেনই সময়ে ॥ আনি কহে জটিলার আগমন হৈল ।
জটিলার নামে সবে শঙ্কা বহু পাইল ॥ নবাভিধ কুঞ্জে সবে

শীঘ্র চলি আইলা । কুন্দলতা সেইখানে গোবিন্দ রাখিলা ॥
 রাই লয়ে আইলা সূর্য্য মন্দির ভিতরে । পশ্চাৎ আসিয়া তথা
 জটিল উত্তরে ॥ আসি কুন্দলতা প্রতি কহে ব্যাজ কেনে ।
 কুন্দলতা কহে বিপ্র না মিলে এখানে ॥ সবে এক বিপ্র প্রাতে
 যুবতীর গণ । করিয়া লইয়া গেলা তারে নিমন্ত্রণ ॥ গর্গ শিষ্য
 এক আইলা মথুরা হইতে । বিশ্বশর্মা নাম সূর্য্য পূজার পণ্ডি
 তে ॥ কৃষ্ণ বাক্যে কৃষ্ণ সনে বনে ধেনু পালে । শ্রামকুণ্ডে
 আইলা সবে স্নান করিবারে ॥ প্রার্থনা করিয়া তারে আনিবার
 কালে । বটু তারে কটু কহি আসিতে না দিলে ॥ তোমার কটুতা
 কথাপথে শুনাইল । এইত কারণে বিপ্র এথা না আইল ॥ বৃদ্ধা
 কহে এবে তেঁহো আছে কোন স্থানে । কুন্দলতা কহে ফিরে
 শ্রামকুণ্ডবনে ॥ পুনঃ বৃদ্ধা কহে বায়ে আন যত্ন করি । তেহো
 কহে না আইসে তুয়া দোষ বলি ॥ তবে বৃদ্ধা যত্ন করি ধনি-
 ঠারে বলে । একা না আইসে তবে আনহ দোহারে ॥ মিষ্টান্ন
 ভোজন বহু দক্ষিণা সহিয়া । আনহ তাহারে মধু মঙ্গলে লইয়া
 এইরূপে বৃদ্ধা যদি দুই তিনবার । যত্ন করি কহিলেন বটু আনি
 বার ॥ শুনিয়া ধনিষ্ঠা শীঘ্র গমন করিলা । ব্রহ্মবেশে বেদ
 মূর্ত্তি কৃষ্ণ লয়ে আইলা ॥ বটু সঙ্গে করি যদি গোবিন্দ আইলা
 বৃদ্ধা মান্য পূজা তার অনেক করিলা ॥ তিহো তারে আশী-
 র্বাদ অনেক করিলা । পুত্রবধু ধেনুগণ মঙ্গল কহিলা ॥ পূজা
 রন্তে কৃষ্ণ তবে পুছে বৃদ্ধা স্থানে । কি নাম বধুর তাহা কহত
 আপনে ॥ বৃদ্ধা কহে রাধা নাম বিখ্যাত ইহার । শুনি কৃষ্ণ মনে
 অতি হৈল চমৎকার ॥ কৃষ্ণ কহে এহো হয় সেই গুণবতী ।
 যাহার সতীত্ব যশ ভুবনে খেয়াতি ॥ মথুরা নগরে শুনি গুণ
 গ্রামবার । ধন্য তুমি বৃদ্ধা হেন বধু সে তোমায় ॥ এত কহি রাই

প্রতি কহেন মুরারি । শিরারত বস্ত্রে মিত্রপূজা নাহি করি ॥
 কুন্দলতা রাই শিরের বস্ত্র নামাইলা । শোভা দেখি কৃষ্ণ অঙ্গে
 পুলকে ভরিল ॥ কহে নারী না পরশি যাজ্ঞিক লাগিয়া । বরণ
 করহ আমা কুশাগ্র ছুইয়া ॥ জগত মঙ্গল গোত্র মোর উচ্চারহ
 শুচি বিপ্রবর শুচি পুনর্বার কহ ॥ তুমি বিশ্বশর্মা পুরোহিত
 যে আমার । মিত্রপূজা কাষে কৈলু বরণ তোমার ॥ তবে
 কহ ভাস্কর অতুলি অন্ধকার । অনুরাগী লাগি তাহা করহ সং
 হার ॥ আগে মিত্র পদ্মিনীর সুবাস্কর তুমি । তোমার চরণদ্বয়ে
 প্রণমিয়ে আমি ॥ এই মন্ত্রে পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী দিয়া । নম
 স্কার কর নমো মিত্রায় বলিয়া ॥ তবে কহ গোরাংগুক তব
 পূজাচরি । পূর্ণ কর বাহা আমি অভিলাষ করি ॥ স্বস্তি বেদ
 পাঠ করো সে অধুমঙ্গলে । পূজা পূর্ণ দিয়া রাই প্রতি কিছু বলে
 গোপতি যজ্ঞের পূর্ণ হইল তোমার । নিজ গোত্র পুরোহিতে
 অর্পণা বিচার ॥ আমাকে ত গোধনাদি দেহ বহু করি । এত
 শুনি বৃদ্ধা আনি দিব্য পাত্রে ভরি ॥ রাধিকার স্বর্ণাঙ্গুরী নৈবে
 দ্যের সঙ্গে । আনন্দে দক্ষিণা দিল কৃষ্ণ বহু রঙ্গে ॥ বৃদ্ধা ভক্তি
 দেখি কৃষ্ণ কহেন হাসিয়া । কি কাষ নৈবেদ্য স্বর্ণ অঙ্গুরী
 লইয়া ॥ একান্ত বৈষ্ণব আমি অন্য দেব শেষ । ভক্ষণ না
 করি ইহা জানিহ বিশেষ । শুক্ল বৃত্তি করি অন্য বর্ণনা করিয়ে
 গর্গমুনির শিষ্য আমি সর্বজ্ঞ হইয়ে ॥ জ্যোতিস্ সামুদ্রক
 আমি জানিয়ে সকল ব্রজবাসী প্রীতি মোর দক্ষিণা কেবল ॥
 তবে ত জটিল গুণ শুনিয়া তাহার । কুন্দলতার কর্ণে লাগি পু
 ছয়ে বিচার ॥ তবে কুন্দলতা আসি কহে কৃষ্ণ কাছে । বধু হস্ত
 দেখি ফল বল বৃদ্ধা বাচে ॥ কৃষ্ণ কহে আমি কভু যুব
 তীর অঙ্গ দর্শন না করি এই আহুয়ে নির্বন্ধ ॥ তথাপিহ

তোমা সবার আগ্রহ লাগিয়া । দূরে হৈতে মেল তুমি হস্ত
 তার গিয়া ॥ তবে কুন্দলতা রাই হস্ত প্রসারিল । দেখি কৃষ্ণের
 কম্প অক্ষ পুলক হইল ॥ অত্যন্ত বিস্ময় হই আচ্ছাদন করি ।
 কহে স্বয়ং লক্ষ্মী চিহ্ন সকলি ইহারি ॥ ইহো যবে যারে হয় প্র
 সন্ন নয়ান । সব সুসম্পত্তি তবে হয় বিদ্যমান ॥ যেখানে রহয়ে
 এই বধু যেরূপ তোমার । সেখানে সম্পত্তি সব মঙ্গল সঞ্চার ॥ কি
 নাম তোমার পুত্রের কহত নিশ্চয় । বৃদ্ধা কহে অভিমন্যু নাম
 তার হয় ॥ তার নাম শুনি কৃষ্ণ গণনা করিলা । গণনা করিয়া
 অতি চিস্তিত হইলা ॥ তুয়া পুত্র আরু মধ্যে বহু বিস্ময়গণ । আ
 ছয়ে দেখিল আমি করিয়া গণন ॥ এই সাদৃশ্য প্রভাবেত বিস্ম
 নাহি হয় । এত শুনি বৃদ্ধা চিত্তে আনন্দ বাঢ়য় ॥ রাই রত্ন সুমু
 দ্রিকা মূল্য নাহি যার । সন্তোষ পাইয়া ধরে আগতে তাহার ॥
 এইত সময়ে তথা সুবল আইলা । চল বিশ্ব শর্মা তোমা কৃষ্ণ
 বোলাইলা ॥ পয়ঃ ফেণ ফল আদি ভোজন লাগিয়া । তোমার
 অপেক্ষা করে সামগ্রী লইয়া ॥ তিহোঁ কহে অন্য জন অন্ন না
 খাইয়ে । ব্রাহ্মণের গৃহে আমি ভোজন করিয়ে ॥ গর্গ কন্যা
 আমা আজি নিমন্ত্রণ কৈল । শীঘ্র তথা যাব এই নির্ণয় কহিল
 শুন বটু লও তুমি নৈবেদ্যাদি যত । শুনিতেই বটু মনে হৈলা
 হরষিত ॥ বৃদ্ধাকে কহেন স্বস্তি বাচন দক্ষিণা । আমাকেত দেহ
 মিত্রপূজা যজ্ঞ পূর্ণা ॥ শুনি বৃদ্ধা নিজ হেমাঙ্গুরী তারে দিলা
 তাহা পায়ৈ নিজ কক্ষ বহু বাজাইলা ॥ নৈবেদ্য লইয়া নিজ
 অঞ্চলে বান্ধিলা । বৃদ্ধার প্রার্থনায় কৃষ্ণ কহিতে লাগিলা ॥ দ
 ক্ষিণা না নিলে নহে ত্রৈলোক্য পূর্ণতা । কৃপাকরি লও তুমি দক্ষি
 ণা সর্বথা ॥ তোমার না রহে কায দিবে অন্য দ্বিজে । না লুই
 লে ত্রিভুবীর অমঙ্গল ভজে ॥ এত শুনি হাসি সেই শ্রীমধুমঙ্গল ।

অঞ্চলে বাজিয়া ছুই মূদ্রিকা সুন্দর ॥ কৃষ্ণ নিষেধে তারে
 কহে যত দোষ । আমার সকল দাও কাহে অসন্তোষ ॥ তবে
 ত জুটিল কৃষ্ণে কহে মান্য করি । যবে আইস মোর ভাগ্যে
 এই ব্রজপুরী ॥ সূর্য্য পূজাইবে নিতি আমার বধুরে । অনেক
 দক্ষিণা দিব বলিল তোমারে ॥ এত কহি বৃদ্ধা কৃষ্ণে প্রণাম
 করিল । বটুকে প্রণমি সুখে গৃহেরে চলিল ॥ রাধিকা সুন্দ
 রী সব সখীগণ লৈয়া । চলিল আপন গৃহে বিমনা হইয়া ॥
 ললিতার সঙ্গে কথা আলাপন ছলে । গ্রীবা কিরাইয়া কৃষ্ণ মু
 খাজ নেহারে ॥ পুনঃ পুনঃ পিয়ে কৃষ্ণ মুখাজ মাধুরী । তপ্ত
 নহে তৃষ্ণা বাড়ে নয়ন চকোরী ॥ রাই তনু হেমঘটি অতি মনো
 হর । পূর্ণ কৈলা স্নিকু ছুকু কৃষ্ণ রসলীলা ॥ তাহা দেখি সখী
 গণ সুনয়ন বৃন্দ । জুড়ায়ে সঘন চিত্ত পরম আনন্দ ॥ সেই রাই
 তনু এষে গোবিন্দ বিরহে । বিরস বিবর্ণা দেখি সখী তাপ পায়ে
 রাধিকার সঙ্গ চন্দ্রে গোবিন্দের তনু । প্রফুল্ল হইল নীল উৎ
 পল জনু ॥ এবে রাই বিচ্ছেদার্ক উদয় হইল । সেই কৃষ্ণ তনু
 ক্ষণে ম্লান হৈয়া গেল ॥ এছে কৃষ্ণ সখা সঙ্গে বিমন হইয়া ।
 সখাগণ মাঝে শীঘ্র উত্তরিল গিয়া ॥ সখাগণ ধায়ে আসি
 কৃষ্ণ পরশয় । আমি আগে ছুইল বলি হুট হৈয়া কয় ॥ সখা
 কহে গেলা । আমা সবাকে ছাড়িয়া । বহু দুঃখ পাইল সবে
 তোমা না দেখিয়া ॥ তোমার বিচ্ছেদ দুঃখ সহনে না যায় ।
 ব্যক্ত কাঠিন্যতা তুয়া নহিল হিয়ায় ॥ অত্যন্ত বৈকল্য পায়ে
 তোমা অন্তেবিত্তে । গমন উদ্যোগ মাত্র লাগিল করিতে ॥ হেন
 ই সময়ে তুমি ক্ষণকো আইলা । আসিয়া কোমল্য প্রেম প্রকাশ
 করিল ॥ রাধিকার সঙ্গে কৃষ্ণ মধ্যাহ্ন বিলাস । দুর্কিগাহ
 সুধাসিক্ত লীলা মনোম্লাস । পারাবার শূন্য সর্ব রসময় লীলা ।

শ্রীকৃপানুগ্রহ বায়ু যে কিছু আনিলা ॥ মোর ভাগ্যে তার
কণা তটেত থাকিয়া । পরশু করিল আত্ম পবিত্র লাগিয়া ॥
এইত কহিল কৃষ্ণের মধ্যাহ্ন বিলাস । গোবিন্দ লীলামৃতে
যাহাঁ হইল প্রকাশ ॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজের কৃষ্ণ সঙ্ক্ষে স্থিতি ।
সাক্ষাতে দেখিয়া লীলা বিস্তারিল অতি ॥ তাহার চরণদ্বয়
করিয়ে বন্দনা । তাঁর পায়ে নহ্ন মোর অপরাধ ঘটনা ॥ সমা-
প্তি করিল এই মধ্যাহ্ন বিলাস । ইহা যেই শুনে তার সর্ব
তাপ নাশ ॥

তথাহি । শ্রীচৈতন্য পদারবিন্দ মধুপ শ্রীকৃপা সেবা
কলে, দৃষ্টে শ্রীরঘুনাথ দাস কুতিনা শ্রীজীব সঙ্কোচা
তে । কাব্যে শ্রীরঘুনাথ ভট্ট বরজে গোবিন্দ লীলা-
মৃতে, মর্গোহষ্টাদশ সংখ্যে এষনিরগামধ্যাহ্নলীলাময় ॥

গোবিন্দ চরিতামৃত শ্রবণে মধুর । সদা আশ্বাদয়ে যার
ভাগ্য পুঞ্জপুর ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে । এষহ
নন্দন কহে মধ্যাহ্ন বিলাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে পাশরু খেলা সূর্য্যপূজা-
দি বর্ণনং নান্য অষ্টাদশঃ স্বর্ণঃ ॥ ১৮ ॥

তথাহি । শ্রীরাধাং প্রাপ্তগেহাং নিজরমণকুণ্ডে কৃষ্ণ
নানোপহারাং, সুস্নাতাং রম্যবেশাং প্রিয়মুখ কমলা
লোক পূর্ণ প্রমোদাং । কৃষ্ণকৈবাপরাহুে ব্রজমনুচ-
রিতং ধেনু বৃন্দৈবর্যমৈঃ, শ্রীরাধালোক তৃপ্তং পিতৃ
খ মিলিতং মাতৃমিষ্টং স্মরামি ।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময় ! জয় নিত্যানন্দাঈছত
প্রিয় জয় । জয় কপেশ্বর জয় সনাতন প্রাণ । তোমার চরণার
বিন্দে ভক্তি দেহ দান ॥ ঠাকুরানা দুর্গতি দীন মুঞি ছুরাচার ।
তোমা বিহু ত্রিভুবনে বন্ধু নাহি আর ॥ রূপাকর দয়ানিধি
লইলু শরণ । তোমা না ভজিলু মুঞি বড়ই অধম ॥ এবে কহ
অপরাক্ষ লীলা রস ক্রম । যাহা শুনি সুখী হয় ব্রজবাসী গণ ॥

যথারাগঃ । তবে রাই সখী মেলা, বিমনা গৃহেরে আই
লা, উপহার কৈলা কৃষ্ণ লাগি । অপরাহুে স্নান কৈলা, অঙ্গ
বেশ বনাইলা, কৃষ্ণ মুখ দেখি গেল আসি ॥ পরম আনন্দ
ভরে, বনপথ নাহি হেরে, আগুবাড়ি দেখিলা গোবিন্দে । নয়
নে নিমিষ পড়ে, তাতে বিধি নির্দা করে, এইকপে বাটিল আ
নন্দে ॥ কৃষ্ণ অপরাহুে কালে, ধেনু মিত্র লৈয়া চলে, ব্রজবাসী
করিবারে সুখী । সখা সঙ্গে নানা রঙ্গ, নানাবিধ কথা ছন্দ,
শৃঙ্গ বেণু সাজে পাখা শিখি ॥ রাধিকার মুখ দেখি, আনন্দে
ভরল আঁখি, অতি তৃপ্ত হৈয়া গেল মনে । পিতা আদি গুরু
জনে, কৈল বহু লালনে, অনেক লালিলা মাতা গণে ॥ এই
অপরাক্ষ লীলা, সূত্র অতি মনোহর, স্মরণ করিয়ে হিয়া মাঝে
ইহার বিস্তার কহি, সজ্জপার্থ রসময়ী, কহিতে না উঠে
শঙ্কা লাগে ॥

সব সখাগণ যদি কৃষ্ণ লাগি পাইলা। আপন স্বভাব সবে।
 প্রকাশ করিলা ॥ শৃঙ্গ দল বেণু বীণা সব সখা লৈল। নানান
 লাবণ্য বেশে কৃষ্ণসেবা কৈল ॥ সালাপানুলাপ কেহ প্রণাম
 করয়ে। কেহ বিপ্রলাপ করে সংলাপাদি ময়ে ॥ কেহ সুপ্র
 লাপ করে কেহ বিনপয়ে। কেহ অপলাপ করে আনন্দ হৃদয়ে
 অম্পর্ক কহয়ে কেহ নিরস্ত ভাবিতে। কেহ মিথ্যা কেহ অন্যে
 প্রিয় সঙ্গরিতে ॥ উপালম্ব কহে কেহ উৎকণ্ঠা বচন। কেহ
 স্তুতি গর্জ করে কেহ ত নিন্দন। গূঢ় বাক্য পরিহাসে কেহ অন্য
 জন। কেহ প্রহেলিকা কহে সুন্দর বচন ॥ কেহ চিত্র বাক্য
 কহে সমস্যা দান। কেহ ত সমস্যা পুরে দিয়ৈত প্রমাণ ॥
 এইরূপে সখাগণ হাসয়ে হাসায়। দেখি কৃষ্ণ বলরাম অতি
 সুখ পায় ॥ শ্রীমধুমঙ্গল নিজ উত্তরী বসনে। নৈবেদ্য বান্ধিয়া
 রাখি করিয়া গোপনে ॥ যেন চৌর্য্য ধন কেহ রাখি যত্ন করি।
 দেখি প্রশ্ন করে রাম অতি কুতূহলী ॥ কহ বটু তোমার বসনে
 কিবা হয়ে। বটু কহে দিবাকর নৈবেদ্য আছে ॥ পুনঃ পুছে
 বলরাম পাইলা কোন স্থানে। বটু কহে দিল মোরে সব যজ
 মানে ॥ পুনঃ হাসি রাম পুছে কোন যজমান। বটু কহে সব ব্রজ
 কত নিব নাম ॥ আজি শুভবার হয় সূর্য্যের বাসর। পূজাকরি
 কত জন পাইল কত বর ॥ পুনঃ রাম কহে খোল দেখি
 কিবা হয়ে। বটু কহে লুভি সখা খুলিতে নারিয়ে ॥ সখাগণে
 কিছু দেহ পুনঃ রাম কহে। আপনেহ কিছু খাও এই বিধি
 হইয়ে ॥ বটু কহে ইহা আমি দিতে না পারিয়ে। আপনি খা-
 ইব ইহা ক্ষুধা বহু হয়ে ॥ রাম কহে কাটিল এণ খাইব সবাই।
 বটু কহে তারে মোর তৃণ জ্ঞান নাই ॥ তোমারেহ তৃণজ্ঞান
 না করিয়ে আমি। সর্ব বর্ণ শ্রেষ্ঠ আমি বিচারিলে জানি ॥

শুনি সখা প্রতি রাম ইচ্ছিত করিলা । সব সখাগণ আসি বটু
 রে বেচিলা ॥ বিনয় করিয়া আগে যাচয়ে তাহারে । অবিস্মা
 করিয়া বটু কর্ণে নাহি করে ॥ কেহো২ বটু পৃষ্ঠদেশে ত
 যাইয়া । দুই নেত্র আচ্ছাদিল দুই হস্ত দিয়া ॥ কোন সখা বস্ত্র
 সহ নৈবেদ্য লইল । সুবর্ণ মুদ্রিকা লঞা যতনে রাখিল ॥
 এইরূপে লুটপুট কৈল সখাগণ । কেহো পাছে যাঞা কাছা
 করিল মোচন ॥ কেহ আগে আসি কোচা খসাইয়া পেলো ।
 কেহ পাশে আসি পাগ নিল নিজ বলে ॥ কেহ আসি কেশ
 বন্ধ খসাইল তার । কেহ বেণু নিল যষ্টি নিল কেহ আর ॥
 সব দ্রব্য লৈয়া সবৈ ধাইয়া পলায় । নপুংসক বটু পাছে লগ্ন
 হৈয়া ধায় ॥ রোশ্নন করয়ে উচ্চ হাসয়ে অপার । গজ্জন
 করয়ে তঞ্জে কহে ভাল ॥ গরিহা করয়ে কত দিব্য দেই
 কত । কৃষ্ণ হস্ত যষ্টি লৈয়া ধায় উনমত ॥ লগুড়া লগুড়ি
 বুদ্ধ কৈলা কারো সনে । বাহু যুদ্ধ করে কারো সঞ্চেত যতনে ॥
 তবে কৃষ্ণ আলিঙ্গন করিয়া তাহারে । নিরস্ত করিল । আর যত
 সহচরে ॥ বেণু যষ্টি বস্ত্র আদি সব দিয়াইল । মুদ্রিকা না
 পাঞা বটু অতি দুঃখি হৈল ॥ রোষ করি সখাগণে শাপে
 অতিশয় । ব্রহ্মহরিয়া নিলে মহাপীচয় ॥ সুবর্ণ মুদ্রিকা
 মোর চুরি করি নিল । মোরে না ছুইহ কেহ আপবিত্র হৈল ॥
 এই ব্রজে যাঞা আমি তোমা সবাকারে । প্রায়শ্চিত্ত করিবারে
 কহিব সবারে ॥ এত কহি দ্রুত যায় ফুকার করিয়া । নিরস্ত
 করিল । রাম তাহারে ধরিয়া ॥ তবে বটু রাম প্রতি কহিতে লা
 গিল । এইত পাপের এবে তুমি কর্ত্তা হৈল ॥ প্রায়শ্চিত্ত নাহি
 কর যাবৎ পর্য্যন্ত । না ছুইব তুয়া তনু তাবৎ পর্য্যন্ত ॥ এই
 রূপে নানা লীলা সখীগণ সঙ্গে । করে কৃষ্ণ প্রতি তরুতলে

মহা রক্ষে ॥ অপরাহ্ন কালে সব ধেনুগণ লৈয়া । ব্রজে চলে
 স্থিরচর আনন্দ করিয়া ॥ বৃন্দাবন হৈতে কৃষ্ণ ব্রজে যাইবারে ।
 অতিশয় জ্বর হৈল উৎকণ্ঠা অন্তরে ॥ তবে কৃষ্ণ দেখে সব ধব-
 লার গণ । চরে সব ধেনু গিয়া অতি দূর বনী ॥ একত্র করিতে
 কৃষ্ণ উৎকণ্ঠিত হৈয়া । বংশীধ্বনি করে সব ধেনু নাম লৈয়া ॥
 হরিণী রঙ্গিনী পদ্মা পদ্মগন্ধা আর । চমরী খঞ্জরী রস্তা কজু
 লাক্ষী সার ॥ ভ্রমরী সুন্দাসন্দা সুন্দাদি নাম । সবলী মরালী
 পালী ধূম্রা কন্যাখ্যান ॥ পিষঙ্গী ধবলী গঙ্গা তুঙ্গী মনোরমা ।
 বংশীপ্রিয়া সুকালিন্দী হংসী আর শ্যামা ॥ কুরঙ্গী কপিলা
 গোদাবরী ইন্দুপ্রভা । ত্রিবেণী যমুনা শোনা শ্রেণী অতি শোভা
 চন্দ্রাবলী সুন্দরদা আদি ধেনুগণে । হিহি হিহি শব্দে কৃষ্ণ ক-
 রেন আস্থানে ॥ ধেনুগণ মনে কৃষ্ণ আছে পাছেমোর । এই
 লাগি হর্ষে ধেনু চরে বনান্তর ॥ বেণু গানে জানে এবে কৃষ্ণ
 আছে দূরে । তূণে তৃপ্ত হঞা আছে সবার উদরে ॥ দুগ্ধপূর্ণ
 স্তনগণ কষ্মলের ভার । উর্দ্ধমুখ উর্দ্ধপুচ্ছ উর্দ্ধকর্ণ আর ॥
 প্রণয় মন্তর শীঘ্র গমন হুকারে । তূণের কবল সবে দশনাগ্রে
 ধরে ॥ এইরূপে কৃষ্ণপাশে আইলা ধেনুগণ । বেটীলা গোবিন্দে
 তাহাকে করু গণন ॥ গণের অধ্যক্ষ গঙ্গা আনি ধেনু যত ।
 গোবিন্দ সৌন্দর্য্য নেত্রে পিয়ে অবিরত ॥ কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ লয়
 নাসা উর্দ্ধ করি । অঙ্গে অঙ্গ পরশয়ে হর্ষ চিত্তে ভরি ॥ জি-
 হ্বাতে লেহন করে কৃষ্ণাঙ্গ মাধুরী । রহিলা হুকার যেন বৎস
 সে আবরি ॥ তার স্নেহ বশ হৈয়া নিজ হস্ততলে । মাজে সব
 ধেনু তনু কণ্ঠ যন করে ॥ অতিশয় প্রেমে কৃষ্ণ হস্ত পরশিয়া ।
 কহেন গোবিন্দ তারে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ শুন মাতাগণ তূণে
 উদর ভরিল । দেখ দিন গেল এবে অপরাহ্ন হৈল ॥ ক্ষুধাতে

পীড়িত বৎস সকল তোমার । চল এবে ত্রজে যাই এই সে
 বিচার ॥ এইরূপে কৃষ্ণ স্নেহে বিহ্বল হইয়া । বিচ্ছেদ করায়
 সখা যতন করিয়া ॥ ত্রজ পথমুখী কৈলা সব ধেনুগণ ।
 নানা ভেদধ্বনিকরে ধেনু ঘনে ঘন ॥ কোন ধেনু কণ্ঠে ঘণ্টা
 তাহাতে কিক্কিণী । যুথ অগ্রগণ্য সেই চলে করি ধ্বনি ॥ ডা-
 হিনে চলেয়ে ধেনু সুপংক্তি করিয়া । বাঘে চলে মহিষাদি সে
 শোভা দেখিয়া ॥ স্বর্গীলোক সব চিন্তে ভ্রান্ত হইয়া গেল ।
 মন্দাকিনী যমুনার প্রবাহ মানিল ॥ ধেনু বৃন্দ মন্দ২ করয়ে
 গমন । বেণু গীত গান হয় সুখা বরিষণ ॥ চঞ্চল অলকা গণে
 রেণু সব ভরো দেখিতে কাহার হৃদি আনন্দনা করে ॥ যাতে সখা
 নাহি সেই পথ পথ নহে । সে সখাতে কিবা যেই বিলাসজ্ঞ
 নহে ॥ সে বিলাসে কিবা যাতে পরিহাস উন । সেই নর্যে কিবা
 যাতে কৃষ্ণ সুখ ভ্রূন ॥ বেণু গান করি মিত্র সঙ্গে চলি যায় ।
 ধাত্রী ২ প্রতি ব্রহ্মতলে রয়ে গায় ॥ রহি ২ কেলিসুখ দেন বহু
 তর । দিয়া ২ পুনঃ হয় গমন তৎপর ॥ ব্রহ্মা শিব আদি করি
 বত দেববৃন্দ । উপদেবগণ আর বতক মুনীন্দ্র ॥ কেহ পুষ্প
 রুচি কেহ প্রণতি করয়ে । কেহ নৃত্য করে কেহ গান বিস্তা-
 রয়ে ॥ কেহ পুষ্প রুচি করে কেহ বাদ্য বায় । পথে পথে
 কৃষ্ণপূজা করি সবে বার ॥ তাহার লাগিয়া কৃষ্ণ স্বচ্ছন্দ বিহার
 করিতে সঙ্কোচ পায় সঙ্গে সহচর ॥ সাক্ষর দৃষ্টি হাস্য সহ
 কৃষ্ণ মুখে । দর্শন লাগিয়া স্তব করে সবে মুখে ॥

যথারাগঃ । প্রথমহো বশোদা সূত, হার গলে অদভুত
 গুণ গণ উত্তম আলয় । অপূর কঁকণা সিন্ধু, অতিশয় দীনবন্ধু,
 বিহার করয়ে রসময় ॥ দাতা কম্পতরুবর, খলশ্রেনী প্রাণ হর,

নির্ঝিকার সুন্দর শরীরে। অনন্ত নিকুঞ্জ স্থানে, প্রকাশয়ে সুখ
 ধামে, নিতুই বসন্ত সেবা করে ॥ সখা সনে প্রীতকর, কুন্দ
 সম দন্তধর, মুখাশ্রুজে সুধাময় হাস। আচারে করুণা কর,
 শুন অয়ে মুরহর; রূপাদৃষ্টি কর পরকাশ ॥ দিনান্তে নিশান্ত
 বনে, কর গমনাগমনে, বিভাবয়ে মহান্তের গণে। দৃষ্টে কাল
 রূপ তুমি, শিষ্ট শাস্ত্র শীত ভূমি, স্তুতি করি তোমার চরণে ॥
 সুধেনু সুবেণু শীল, সুশান্ত সুকান্ত নীল, সুকেশ সুবেশ মনো
 হরে। সুবেশ সুচিত্র নাট, সুমিত্র সহিতে ঠাট, প্রণাম করিয়ে
 মহীতলে ॥ অঘারি মুরারি ধীর, বক অরি মহাবীর, ইন্দ্র গব্ব
 কৈলে তুমি চুর। গিরিধর বরষারে, নিদানে শঙ্কর তারে, অপার
 বিহারে নাহি ওর ॥ প্রবীণ অসুর মার, গষ্ঠী মহিমাধর, প্রতি
 ঠাতে ভরল ভুবন। দেবগণে সৃষ্টি সার, বলিষ্ঠ ধনিষ্ঠ, আর, গুণ
 গণেকে করু গণন ॥ গরীষ্ঠে সুমেরু সম, পটু হৈতে পটু তম, সুচ
 রিত্র তীর্থ পবিত্রায়। খলারি ছেদক হরি, ভবাক্তি তারণ তরী,
 সজ্জন হৃদয় সুখময় ॥ নাশ সব দ্বেষীগণ, সুমিত্র প্রণত জন,
 বিচিত্র প্রভাব কেবা জানে। গোধন চারণ রঙ্গী, সুমিত্র করিয়া
 সঙ্গী, নানা লীলা করহ সৃজনে ॥ ত্রৈলোক্য রাখিতে মন, খল
 কৈলা বিধুংসন, রূপাদৃষ্টি কর আমা প্রতি। এই রূপে দেবগণ
 করে নানা স্তবন, শুনি কৃষ্ণ সুখ পাইল অতি ॥ রূপাদৃষ্টি কৈলা
 তারে, দেখি সবে ভূমে পড়ে, প্রণাম করিয়া দেবগণ। এযছ
 নন্দন ভগি, লীলার সঙ্কোচ জানি, লুকাইয়া করে দরশন ॥

দেবগণের স্তুতি শুনি যত সখাগণে। পরিহাস করে সবে
 অতি হর্ষমনে ॥ ব্রজেশ্বর পূর্বক সেবা কৈল নারায়ণে। তেহঁ
 নিজ বল দিলা গোবিন্দের স্থানে ॥ সেই বলে কৃষ্ণ এথা অসুর
 মারয়। কৃষ্ণ মাইল বাল মূর্ত দেবগণে কয় ॥ এইরূপে হাসি সখা

গগন যত। দেবতার আকার চেষ্টা করে কত কত ॥ এইরূপে
 কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গে সখীগণ। নানা খেলা করি চলে সঙ্গেতে গোধন
 এখা ত্রীরাধিকা দেবী সখীগণ লঞা। আপন মন্দির মাঝে
 বসিলা আসিয়া ॥ দাসীগণ সেবা করি শ্রম দূর কৈলা। এই
 রূপে ক্রম এক বিশ্রামে রহিলা ॥ সায়ং নিশা ভোগ লাগি
 লড্ডুকাদি গণ। কৃষ্ণ লাগি করে ধনী করিয়া যতন ॥ নিজ
 সখী লঞা করে পকানাদি গণ। অপূর্ব বীটিকা সজ্জ করেন
 তখন ॥ মাষ চূর্ণ কদলক শাঁস নারিকেল। মরিচার-ঘন দুগ্ধ
 কপূর জাতিফল ॥ এই সব এক করি ঘটপত্র কৈলা। পুনঃ
 খণ্ডপাক করি তাহা উঠাইলা ॥ বটক অমৃতকৈলি আখ্যান
 ইহার। অতিশয় কৃষ্ণ স্পৃহাইহা খাইবার ॥ চালু চূর্ণ দধি
 মরিচ চিনি তাতে দিলা। নারিকেল কোমল শাঁস তাহাতে ধ
 রিলা ॥ লবঙ্গ এলাচি জাতিফল এক করি। অমৃত কদলীফল
 মুদ্রা চূর্ণ ধরি ॥ এই সব এক স্থানে ফেণিত করিয়া। উঠাইল
 ভাল ঘূতে পত্র বিচারিয়া ॥ পুনঃ তাহা পেলাইল মধুর উপরে
 পুনঃ তাহা পেলাইল গাঢ় দুগ্ধপূরে ॥ অনেক কপূর তাতে
 দিল যত্ন করি। সুন্দর বটক নাম সে কপূরকৈলি ॥ কৃষ্ণ প্রিয়
 এই বড়া অতি মনোহরে। অমৃত নিন্দয়ে যার স্বাদু মিষ্টতরে ॥
 নারিকেল শাঁস আর চালু চূর্ণ করি। লবঙ্গ মরিচ জাতিফল
 তাতে ধরি ॥ চিনি সঙ্গে ভালমতে এসব পিষিয়া। রস্তু এলাচি
 সব একত্র করিয়া ॥ ঘটপত্র করি ইহা যত্নে উঠাইলা। অনঙ্গ
 গুটিকা নাম বিহিত ইহেলা ॥ অতি প্রীতি করি কৃষ্ণ ইহা অঙ্গী
 করে। এইত কারণে যত্নে বনায়ে ইহারে। কদলী মরিচ দুগ্ধ
 খণ্ড জাতিফল। গোধূম পকৌত সব কৈল একস্থল ॥ নবীন ক
 পূর মধু অর্পিলা তাহাতে। আশ্চর্য্য বটক হৈল পদ্ম গুণ

যাতে ॥ অমৃত বিলাস নাম বটক হইল । কৃষ্ণ প্রীতি লাগি
 ধনী ইহা বনাইল ॥ নানানুপায়ন করি রাখা সুবদনী । আপ
 নার বুদ্ধে কৈল বটক যোজনী ॥ অমৃত নিন্দয়ে কৃষ্ণ তৃষিত
 যাহারে । এই লাগি রাই নিজ হস্তে সজ্জ করে ॥ গোকুলে প্র
 সিদ্ধা এই সব প্রীত করে । মধুপান প্রায় কৃষ্ণ ভোজন আচরে
 লবঙ্গ কপূর মরিচ শর্করা নিচয়ে । নারিকেল শাঁস আর ক্ষীর
 সরময়ে ॥ আশ্চর্য্য ইহার স্বাদ অমৃত নিন্দয়ে । চিনি পাকে
 কৈলা গঙ্গাজল লাড়ু হয়ে ॥ কপূর মরিচ আর লবঙ্গ
 শর্করা । নারিকেল শাঁস ক্ষীর সরেত ধরিল ॥ মৃত্যু লাজা দুগ্ধ
 সব একত্র করিল ॥ শরপুপী নাম হৈল চিনি পাকে কৈলা ॥
 তবে স্নান কৈল ধনী বৃষভানু সুতা । অরুণ বসন ধরে চন্দনে
 চর্চিতা ॥ ললাটে সিন্দূর শোভে তিলক চিত্রিতা । মৃগমদা বিন্দু
 ধরে চিবুকে ললিতা ॥ বন্ধবেণী সুমালিনী তাম্বুল বদনী । কুসু
 ম চিকুরা ধনী নাসা অগ্রে মণি ॥ নীবি সুসূত্রিনী আর কঙ্কল
 নয়নী । কুসুম উত্তংশ করে লীলাপদ্ম ধনী ॥ পদদ্বয়ে বাবক
 শোভরে মনোরমা । ষোড়শ সিঙ্গার এই অত্যন্ত সুসমা ॥
 দিবা চূড়ামণি শোভে ললাট উপরে । নীলমণি বলয়াদি
 শোভে দুই করে ॥ শ্রবণে চক্রিকা শোভে শলাকা সহিতে ।
 সুবর্ণ কুণ্ডল কাঞ্চী কঙ্কণ শোভিতে ॥ মঞ্জীর কটক পাদাঙ্গুরী
 মনোরম । পদক অঙ্গদ গ্রীবা দোলনি রতন ॥ মণিহার মুদ্রি
 কা দি নানা অভরণ । ধরিয়া লইলা রাই কৃষ্ণ তৃষ্ণ মন ॥ সখী
 গণ তৈছে স্নান ভূষা আদি পরি । চন্দ্রশালা অটালিকা আরো
 হণ করি ॥ গোবিন্দাগমন পথে নয়ন ধরিল ॥ কৃষ্ণ দরশন
 লাগি উৎকণ্ঠা বাটিল ॥ কৃষ্ণ মেঘ আগমন সময় জানিয়া ।
 বল্লবী চাতকগণ হরষিতা হৈয়া ॥ চন্দ্রশালা জালরঞ্জে চঞ্চু নেত্র

দিল্লী । রহিল একান্ত হৈয়া পথ নিরখিয়া ॥ গোপাকনাগণ
 মুখ চন্দ্রের মণ্ডল । উৎকর্ষাতে উঠে যাঞা চন্দ্রশালাপর ॥
 তেঞি সে যথার্থ নাম ব্রজে চন্দ্রশালা । বাহাতে উদয় গোপী
 মুখচন্দ্রমালা ॥ অথা ব্রজেশ্বরী দেখে অপরাহু হৈল । কৃষ্ণ
 আসিবেন করি উৎসাহ বাঢ়িল ॥ স্নেহ পরিপূতা হৈলা
 গোবিন্দ কারণে । রন্ধনের দ্বারা করে ভক্ষ্য সাধনে ॥ নন্দ
 নের পত্নী হয় অতুলানার ভার । রোহিণীর সঙ্গে দিল পাক
 করিবার ॥ হয় ঋতু উৎপন্ন যেই শাক কন্দমূল । ফলাদিক
 করি কত ব্যঞ্জন প্রচুর ॥ ব্রজেশ্বরী ব্যগ্র হঞা কহে বাড়ি
 য়ালে । হয় ঋতু উৎপন্ন যেই সবে আনি ধরে ॥ হয় ঋতু
 সেবা করে শাক কৃষীগণ । ব্রজবাসী লোক জানে বাড়িয়াল
 কারণ ॥ শাকমূল ফলে করে কাণ্ড পুরিত । অর্দ্ধেক রাখিল
 প্রাতে ভোজন নিমিত্ত ॥ সায়ং পাক লাগি আর অর্দ্ধেক
 রাখিল । দাসীগণে সব দ্রব্য সংস্কার করিল ॥ নারিকেল পক
 আগু আনে দাসগণ । সংস্কার করিয়া রাখে কৃষ্ণের কারণ ॥
 দুই জাত দাস দাসী সব নিয়োজিয়া । ব্রজেশ্বরী ব্যগ্র কৃষ্ণ
 দর্শন লাগিয়া ॥ যাত্রী আদি করি যত ব্রজাঙ্গনাগণে । সঙ্গে
 লৈয়া ব্রজেশ্বরী অঙ্ক ছনয়নে ॥ বসন তিতয়ে স্তনে দুক শবে
 অতি । পুরদ্বারে গেলা সবে করিয়া সংহতি ॥ সূর্য্য অন্তাচল
 গেলা দেখি ব্রজেশ্বর । কৃষ্ণ দরশনে তৃষ্ণা বাঢ়িল অন্তর ॥
 নিজ নেত্র অর্পে যথা গোধূলী উড়য়ে । বেণুধ্বনি স্থানে নিজ
 শ্রবণ রাখয়ে ॥ এইরূপে আত্মরন্দ সঙ্গে ব্রজেশ্বর । গোশালা
 আইলা অতি হরিষ অন্তর ॥ উচ্চ স্থানে রহে ব্রজবাসী গৃহ
 পায় । গোরজের জাল বলি যাহা দেখা পায় ॥ অথা কৃষ্ণ নিজ
 সখা সঙ্গেত হরিবে । পুষ্প অভরণ পরে আনন্দ বিশেষে ॥

নানা পরিহাস কথা কহিতে শুনিতে । ব্রজের নিকট বন আই
লা ভ্রব্রিতে ॥ নদী ধারে পরিসর স্থান মনোহর । তাঁহা বেণু
শব্দে রাখে গোধন সকল ॥ যুথেরে ধেনু সব পৃথক করিয়া ।
জলপান করাইলা আনন্দিত হৈয়া ॥ নানা রঙ্গ মণিমালা নিজ
হৃদি মাঝে । তাতে কৃষ্ণ ধেনুগণ যুথ পর নিজে ॥ সংখ্যা
পূর্ণ হয় যদি তবে সুখ পায় । সংখ্যা ন্যানে বেণু শব্দে তারে
আকর্ষয় ॥ ধেনু সঙ্গে কৃষ্ণ নিজ সহচর লৈয়া । গোকুলে চলি
লা সবে বেণু বাজাইয়া ॥

যথা রাগঃ । গোধূলি ধূষর গায়; বন্য গুঞ্জামালা তায়,
চঞ্চল অলকা পিচ্ছ কেশ । দল যষ্টি শৃঙ্গ বেণু, সর্বত্র লাগিল
রেণু, অদভূত সবে যৌপ বেশ ॥ আইসে কৃষ্ণ গোকুল ভুবনে ।
সংখ্যাগণ করি সঙ্গে, অনেক করিলা রঙ্গে, আগে করি সব ধেনু
গণে ॥ ১ ॥ কৃষ্ণের নয়ন জোর, বিপুল শ্রবণ ওর, তাহাতে
চাপল্য অকুণিমা । মনোহর পদ্ম তাতে, যাহাতে যুবতী মাতে,
সেশোভার নাহিক উপমা ॥ ভ্রমণ করিতে বন, তাতে হই
য়াছে শ্রম, অঙ্গ কাস্ত্যামৃত বরিষণে । সিন্ধু কৈলা সর্ব জন,
নয়ন চকোরগণ, তৃপ্ত হৈয়া তাহা করে পানে ॥ মুখাজ মাধুরী
সীমা, তাতে শ্রম জলকণা, গণ্ডে নাচে মকর কুণ্ডল । মুখে
হাস্যামৃত লেশ, ভুলায় গোকুল দেশ, কুন্দফুলে ভরে ব্রজ
স্থল ॥ বংশীধ্বনি সুমাধুরী, ঘুরায়ে গোকুল নারী, ব্রজ সিঞ্জে
অমৃতের কণা । আপন বিচ্ছেদানলে, পোড়াইলা ব্রজস্থলে,
দেখি হৈল অনেক করুণা ॥ কৃষ্ণ জলধর মালা, বরিষয়ে সুধা
ধারা, দশদিশে মুরলীর গান । শুনি সব ব্রজবাসী, আনন্দ
সাগরে ভাসি, সুধা রসে করিলা সিনান ॥ কৃষ্ণ আগমন রাজ,
সখা সেনাপতি সাজ, শৃঙ্গ বংশী কোলাহল হৈল । সরসী

গণের রেণু, ধূজচয় সঙ্কেজনু, আসি যবে দরে দেখা দিল ॥
 ব্রজের বিরহরাজ, দম্য সম যার কাষ, দেখি শুনি বহু শঙ্কা
 পাইল । তানব দীনতা চিন্তা, তয়োদ্বৈগ সৃজড়তা, সেনাপতি
 লঞা পলাইল ॥ মেঘমালা ধূলি জাল, বংশী গানামৃত সার,
 হয়। রব শঙ্কগণ তার । বর্ষা কৃষ্ণ আগমন, দেখি যত ব্রজ জন,
 ধায়ে সব চাতকের জাল ॥ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, তার দাস
 দাস প্রভু, তাঁর কন্যা শ্রীল হেমলতা । তাঁর পার্শ্বপদ্য আশ,
 এ যদুনন্দন দাস, গায় কৃষ্ণ আগমন গাঁথা ॥

ব্রজেন্দ্র ঠাকুর নিজ ভ্রাতৃবর্গ লৈয়া । ব্রজেশ্বরী যাত্রীগণে
 সঙ্কেত করিয়া ॥ তৎকাল আইলা দোহেঁ বাছ পসারিয়া ।
 কোলে কৈলা কৃষ্ণচন্দ্রে আনন্দিত হৈয়া ॥ শ্রীরোহিণী দেবী
 আইলেন ঠাকুরাণী । রক্তনে আছিল কৃষ্ণ আগমন জানি ॥
 পাক স্থানে দাসীগণে রক্ষক রাখিয়া । দোহাঁ কৈলা আশী
 র্বাদ মহানন্দ পাঞা ॥ বংশীনাদ হৈতে হৈল মদন উথিত ।
 ব্রজবধূ বদনার গঙ্গাদ পুরিত ॥ বস্ত্র নাহি সম্ভালয়ে শিখর
 দশনা । গৃহে হৈতে যায় পাঞা মদন কদনা ॥ কৃষ্ণ চিত্রভানু
 যবে উদয় হইল । ব্রজজনা নেত্রোৎপল প্রফুল্ল ভৈগেলা ॥ বিক
 সিল। মুখে হাস্য কুমদিনীগণ । অঙ্গে স্বেদ ভরে সেই চন্দ্র
 কান্তি সম ॥ বিরহ তাপিত প্রাণ শীতল হইল । এইকপে ব্রজ
 জনা আনন্দ বাটিল ॥ পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণ চিত্র উদয় করিল । ব্রজ
 যুবতীর মুখপদ্ম বিকসিল ॥ আরতি বিয়োগ চিন্তা যুক প
 লাইল । তনু চক্রবাকী স্থানে প্রাণকোক আইল ॥ গোপাঙ্গনা
 গণ নেত্র তুবিতাল মালা । কৃষ্ণ মুখপদ্ম কান্তি মধুলুন্ধ ভেলা ॥
 লজ্জা প্রতিকূল বায়ু লংঘন করিয়া । কৃষ্ণ মুখপদ্মে পড়ে আ
 নন্দিত হৈয়া ॥ লতা ওত করি ব্রজবল্লবীরগণ । হরবিভা হঞা

দেখে গোবিন্দ বদন ॥ তা সবার মুখ কৃষ্ণ পদ্ম করি মানে ।
 অতি লোভি হৈলা কৃষ্ণ তাহার দর্শনে ॥ লজ্জা বলবতী বায়ু
 ভ্রমিতে ॥ নেত্রভঙ্গ পড়ে যাঞা সে মুখ পদ্মেতে ॥ কৃষ্ণ মুখ
 পদ্ম দেখি যত গোপীগণে । নয়ন জুড়াঞা রহে আনন্দ ভবনে
 কৃষ্ণ অঙ্গ সঙ্গ বায়ু পরশ পাইল । তাহার পরশে গোপীর
 অঙ্গ জুড়াইল ॥ কৃষ্ণ অঙ্গ পরিমলে নাসা আনন্দিতা । বংশী
 নাদ হয়ে সব শ্রবণনান্দিতা ॥ সেই বংশীধ্বনি সুধা আশ্বাদ
 করিতে । জিহ্বার পুষ্টিতা হৈল মাধুর্য্য সহিতে ॥ এইরূপে
 পঞ্চেন্দ্রিয় সব গোপীগণে । পুষ্টিতা করিল কৃষ্ণচন্দ্র আগমনে ॥
 রাধিকা অপাঙ্গ মন্দ বিলোকন বাণে । ঐছন হইলা কৃষ্ণ বিদ্ব
 মগ্নস্থানে ॥ অন্যান্যকনা শ্রী কত কটাক্ষ করয়ে । তৈছন ব্যা
 কুল কৃষ্ণ তাহাতে না হয়ে ॥ রাধিকার মুখচন্দ্র হাস্যামৃত রসে
 যত সুখ পান কৃষ্ণ দরশ বিশেষে ॥ অন্যান্যকনা মুখচন্দ্রে হাস্য
 মৃত করে । তত সুখ কৃষ্ণ চিতে উদয় না করে ॥ গোধন লইয়া
 কৃষ্ণ গোকুল প্রবেশে । গোপাকনা সর্ষেন্দ্রিয় হরয়ে বিশেষে ॥
 অথা ব্রজেশ্বর আর ব্রজেশ্বরী মাতা । দেখিল আইলা কৃষ্ণ
 মঙ্গল বনিতা ॥ জীবনের প্রাণ যেন গিয়াছিল দূরে । তিহেঁ
 আইল নিধিপ্রায় করি করে কোলে ॥ চুম্বন করয়ে বহু হৃদয়ে
 ধরয়ে । কভু কৃষ্ণ মুখপদ্ম আনন্দে হেরয়ে ॥ ঘ্রাণ লয়ে কভু
 কৃষ্ণ মস্তক উপরে । এইরূপ মাতা পিতা লালে গোবিন্দে ॥
 কৃষ্ণ চুড় শিখি পিচ্ছ অলকাদিগণে । গোধূলী লাগিয়া আছে
 সুন্দর বদনে ॥ মাতা পিতা নিজ বস্ত্র অঞ্চল লইয়া ॥ দূর
 করে সেই ধূলী তাহাতে পুছিয়া ॥ স্তনে দুই শ্রবে চক্ষু নীর
 বরিষণে । তাহাতে করিল কৃষ্ণ অঙ্গ প্রক্ষালনে ॥ এইমত পিতা
 মাতা আনন্দিত হৈয়া । লালয়ে গোবিন্দ তনু স্নেহময় হিয়া ॥

পিতা আদি লোক কৃষ্ণে মিলন করিলা । প্রভাতে যেমন তেন
এখনি হইল । ॥ কিন্তু প্রাতে দেখি কৃষ্ণ বিচ্ছেদের ভয়ে । সন্ধ্যা
র মিলনে হয় সর্বানন্দময়ে ॥ গোজাল সম্ভাল কৈলা গবালয়ে
লঞা । অন্তাচলে যৈছে সূর্য্য প্রবেশয়ে যাঞা ॥ য তেক বকঁনা
গাভী পৃথক আলয়ে । দৌবার্য্য ভিন্ন রাখে যত গাভী চয়ে ॥
নবীন প্রসূতা গাভী আর, ঋতুগণে । তাহা ভিন্ন২ রাখে
লঞা অন্য স্থানে ॥ বৃষগণ ভিন্ন রাখে বৎসতর আর ।
যশুগণ ভিন্ন রাখে মহিষ অপার ॥ এই রূপে কৃষ্ণ
ধেনু লালন করয়ে । গো দোহন করাইতে ইচ্ছা বহু
হয়ে ॥ তবে মাতা পিতা পুনঃ পুনঃ যত্ন করি । কহে ব্রজেশ্বর
অতি স্নেহ চিত্ত ভরি ॥ ক্ষণেক বিশ্রাম করু সব ধেনুগণ । বৎস
গণ দুগ্ধ পান করু একক্ষণ ॥ আমি এইখানে আছি গোগণ
লইয়া । গো দোহন করাইব ক্ষণেক রহিয়া ॥ অরণ্য ভ্রমণে
শ্রান্ত হইয়াছ দৌহে । গৃহেরে গমন কর মাতাদি আলয়ে ॥
স্নান করি রসালাদি ভোজন করিয়া । তবে সে আসিবে এথা
সুস্নিগ্ধ হইয়া ॥ কৃষ্ণ আকর্ষণ করি বটু কহে বাণী । ক্ষুধা তৃষ্ণা
পীড়া করে দুঃখ পাই আমি ॥ চল কৃষ্ণ গৃহে যাই ভোজন
করিয়া । প্রাণ রক্ষা করি আগে স্নিগ্ধ জল খাঞা ॥ ব্রজেশ্বরী
ক্লিরোহিনী আগ্রহ করিলা । পুনঃ পুনঃ ব্রজেশ্বরী কহিতে লা
গিলা ॥ তবে সখা সঙ্কে চলে কৃষ্ণ নিজালয়ে । অগ্রজ সহিতে
আইসে আনন্দ হৃদয়ে ॥ তবে কৃষ্ণ সখাগণের যত মাতাগণ ।
পথে ব্রজেশ্বরী স্থানে করিয়া সাধন ॥ নিজ পুত্র সবে লয়ে
গেল ঘরে । অনিচ্ছাতে গেল সবে আপন মন্দিরে ॥ এথা ব্রজ
েশ্বরী রাম কৃষ্ণ লয়ে আইলা । বটুকেহ যত্ন করি সঙ্কেতে আনি
লা ॥ তবে তরোহিনী নিজ পাঁদ প্রক্ষালিলা । অতুলাকে লঞা

সঙ্গে রন্ধনে চলিলা ॥ কৃষ্ণচন্দ্র আইলা যদি গোকুল নগরে ।
 ব্রজের বিরহ তাপ সব গেল দূরে ॥ দর্শন বিচ্ছেদ আর্তি চিত্তা
 বিস্ম হৈয়া । রাধিকাদি গৃহে গেলা সখীগণ লঞা ॥ ব্রজ জন
 সব যদি পুনঃ কৃষ্ণ পাইলা । অপুত্রক গৃহে যেন পুত্র উপ
 জিলা ॥ কিয়া অধনীর গৃহে হেম রুচি হৈলা । কিয়া দাবানলে
 যেন সুখা বরিষিলা ॥ আচম্বিতে এই সব হৈলে যৈছে সুখ ।
 তৈছে সুখ কৃষ্ণ পায়ৈ যত ব্রজলোক ॥ অপরাহ্ন লীলা কৈল
 সংক্ষেপ কথন । ইহা যেই শুনে পারি কৃষ্ণ প্রেমধন ॥ গোবিন্দ
 চরিতামৃত শুন তর্ক ছাড়ি । অপূর্ব কথা পরম মাধুরী ॥
 রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে । এযত্ননন্দন কহে অপ-
 রাহ্ন বিলাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে অপরাহ্ন লীলা বর্ণনং নাম
 উনবিংশতি স্বর্গঃ ॥১৯॥



তথাহি । সায়ং রাধা স্বসখ্যা নিজ রমণ ক্রুতে প্রেমি
 তানেক ভোজ্যং, সখ্যানীতেশ শোষণন মুদিত
 হৃদংতাঞ্চ তঞ্চ ব্রজেন্দুং । সূক্ষ্মাতং রম্যবেশং গৃহমনু
 জননী লালিতং প্রাপ্তগোষ্ঠং, নিবৃট্টোসালি দেহং
 স্বগৃহ মনু পুনর্ভুক্তবস্ত্রং অরামি ॥

জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ । জয় নিত্যানন্দ প্রাণ
 অদ্বৈতের বন্ধু ॥ জয় সনাতন প্রিয়রূপ প্রাণ জয় । হেন রূপা
 কর' যেন তোমাতে মতি হয় ॥ 'দারুণ সংসার সিদ্ধি বিধানল
 নয় । ইহারে ধরিলে ধড়ে প্রাণ কোথা রয় ॥ তোমাকেই পাস
 রায় হেন সে ছরন্ত । আমি আমি কহি যাতে হয় ভববন্ধ ॥

এই রূপা মাগেঁ যেন তোমা না পাসরোঁ । যে তে খানে যেন
তেন কেনে নাহি মরোঁ ॥ আমা'বড় পাপী নাহি এতিন ভুবনে
রূপাকরি রূপাসিকু দেহ দরশনে ॥

যথা রাগঃ । সায়ংকালে সুধামুখী, অন্তরে হইলা সুখী,
আপনার সখীগণ লৈয়া । গোবিন্দের কারণ, নানা উপহার
গণ, পাঠাইলা যতন করিয়া ॥ তারা ব্রজেশ্বরীকে দিয়া, গোবি
ন্দেরে খাওয়াইয়া, শেষ লঞা আইলা রাই স্থানে । রাই কৃষ্ণ
শেষ পাইয়া, নিজ সখীগণ লৈয়া, সুখে কৈল অমৃত ভোজনে ॥
কৃষ্ণ করে সায়ংসিনান, রম্য বেশ মনোরম, ব্রজেশ্বরী করেন
লালন । আমু নারিকেল যত, আর পকানাদি কত, ভুঞ্জি কৈল
গোষ্ঠে'রে গমন ॥ করে গো 'দোহন লীলা, নানান্ কৌতুক
খেলা, পুনঃ আইলা আপনার গৃহে । পরমান্ন ব্যঞ্জন ভুঞ্জে,
পিতা মাতা মনোরঞ্জে, সায়ং লীলা স্মরণে হিয়ায়ে ॥

অতঃপর ব্রজেশ্বরী রাম কৃষ্ণ লঞা । বসাইল স্নানবেদী উ
পরে আনিয়া ॥ নিযুক্ত করিলা দাস সে দোঁহা সেবনে । ধনি
ঠাকে ডাকি কিছু কহেন বচনে ॥ রাধিকার স্থানে তুমি অতি
শীঘ্র যাঞা । লড্‌ডু কা'দি চাহি আন গোবিন্দ লাগিয়া ॥ কল্যা
ণদ লাড়ু তাতে স্বাছ বহুতর । প্রার্থনা করিয়া তাহা আনহু সঙ্ক
র ॥ যাহার ভঞ্জে সদা আয়ু বৃদ্ধি হয় । পরম ক্লটিতে কৃষ্ণ
তাহা আশ্বাদয় ॥ ব্রজেশ্বরীর আন্তা পাঞা দেবী ধনিষ্ঠিকা ।
শীঘ্র গেলা যেই স্থানে আছেন রাধিকা ॥ মাগিলা অমৃত
লাড়ু গোবিন্দ লাগিয়া । তিহোঁ পাঠাইতে ছিল নিজ সখী
দিয়া ॥ হেনকালে মালতীর হৈল আগমনাবস্থা পাঠাইলা তারে
কহিতে কথন ॥ রজনী বিলাস কুঞ্জ সঙ্কত করিলা । শ্রীগোবি
ন্দ নাম স্থল তারে জানাইলা ॥ তবে শ্রীরাধিকা ভঞ্জন সামগ্রীর

গণে । ভিন্ন কৈলা নব্য মৃত্তিকা ভাজনে ॥ পৃথক বসনে তাহা
 আচ্ছাদন কৈলা । দিব্য বারংকোষে লঞা সে সব ধরিল ॥
 তাহার উপরে শুক্লবাসে আচ্ছাদিলা । কঙ্করী তুলসী দিয়া
 তাহা পাঠাইলা ॥ তাম্বুল বীটিকা দিল ধনিত্তিকা করে । স
 ক্লেত কুঞ্জের কথা কহিল তাহারে ॥ তারা সব সেই দ্রব্য লইয়া
 আইলা । ব্রজেশ্বরী কাছে লঞা সমর্পণ কৈলা ॥ দ্রব্য দেখি
 ব্রজেশ্বরী মহাসুখ পাইল । ব্রজেশ্বরী তাহা ভিন্ন ভিন্ন পাত্র
 কৈল ॥ নিজালয়ে যে যে দ্রব্য কৈল ব্রজেশ্বরী । বিষ্ণু সেবা
 লাগি রাখে ভিন্ন পাত্র ধরি ॥ বিপ্র স্থানে সেই দ্রব্য ধরিয়া
 রাখিলা । শালগ্রাম সেবা লাগি আগেই ধরিলা ॥ ওথা কৃষ্ণ
 চন্দ্র অঙ্গ স্ফালন করিলা । মন্দ নোদ্বর্জন স্নান মার্জনা দি হৈলা
 সূক্ষ্ম শুক্ল নববাস পরিধান কৈলা । তবে কেশ সংস্কার তিলক
 রচিলা ॥ তবে অঙ্গে চতুঃসম করিলা লেপন । দিব্যমালা গলে
 দিল রত্ন বিভূষণ ॥ এই সব সেবা কৈল দাসগণ মেলি । আসনে
 বসিয়া করে সুভোজন কেলি ॥ ক্রমে মাতা পরিবেশে রসাল
 দি করি । নারিকেল আদি ফল হরিষে, আহরি ॥ পীযুষগ্রস্তি
 কপূরকৈলি অমৃতকৈলি নাম । বটক লড্ডুকাদি নানা
 বিবিধ বিধান ॥ হাসয়ে হাঁসায় মধুমঙ্গল সহিতে । নানা পরি
 হাস করি সুখ পাঞা চিন্তে ॥ ভোজন করিয়া কৈল স্নিগ্ধ জল
 পান । আচমন করি কৈলা শয্যাতে বিশ্রাম ॥ দাসগণে সেবে
 তাহা তাম্বুল বীজনে । এমতি স্নেহে কৃষ্ণ করিলা বিশ্রামে ॥
 তবে সখাগণ সঙ্গে গো দোহন কায়ে । গোশালা গমন কৈলা
 শ্রাম রসরাজে ॥ কৃষ্ণভুক্ত শেষ দ্রব্য ধনিষ্ঠা লইয়া । রাই স্থানে
 পাঠায়েন গোপন করিয়া ॥ নিজ সখী গুণমালা দ্বারে নিতি
 পাঠায়েন রাই স্থানে অতি হৃদয়তি ॥ শ্রীরাধিকা তাহা পাঞা

সখী বৃন্দ লৈয়া । ভঞ্জন করয়ে অতি সযোষ পাইয়া ॥ তবে
 সখীগণ লৈয়া অটালী উপরে । আরোহয়ে গোলোহন লীলা
 দেখিবারে ॥ গ্রীষ্মকালে কহু কৃষ্ণ জননী প্রার্থিয়া । যমুনাতে
 স্নান করে সখাগণ লঞা ॥ দাসগণ দিয়া মাভা ভক্ষদ্রব্য গণ ।
 পাঠায়েন বস্ত্র আদি লামা অঙ্গুরা ॥ কৃষ্ণ নদী স্নান করি বে
 শাদি করয়ে । ভক্ষ পান করি শ্রম সকল নাশয়ে ॥ সেই পথে
 গবালয়ে করয়ে গমনে । গোলোহন লীলা করে লয়ে
 সখাগণে ॥ রাধিকাহ কহু নিজ সখীগণ লৈয়া । স্নান ছলে যান
 কৃষ্ণ দর্শন লাগিয়া ॥ কুন্দলতা দিয়া ভক্ষ সামগ্রী পাঠায় ।
 সেই সব দ্রব্য কৃষ্ণ ভোজন করয় ॥ রাই কৃষ্ণ অঙ্গ সঙ্গ জলে
 স্নান করে । কৃষ্ণ ভুক্ত শেষ পান কুন্দলতা দ্বারে ॥ সখীগণ লয়ে
 রাই সে সব ভঞ্জিয়া । নিজ গৃহে যান অতি স্নায়িতা হইয়া ॥
 কৃষ্ণের সেবক কেহ ভ্ৰমার লইল । কেহ তাম্বুল পাত্র ব্যজন
 ধরিল ॥ কেহ পাণ পাত্র লয়ে কেহ লয়ে পাশা । কেহ বেণু বেত্র
 লৈয়া গেলা ধেনু বাস ॥ ওথা ব্রজেশ্বরী কৃষ্ণ পথে নেত্র দিয়া
 খট্টার উপরে বৈসে ঘট আগ্নে লৈয়া ॥ গোপগণ দাসগণে
 আদেশ করয়ে । গোলোহন কাষে তেহোঁ সব নিযোজয়ে ॥
 হস্তারব ধেনুগণ বৎস আহ্বানয়ে । কর্ণ উচ্চ করি বৎস পথ
 চায়ে রহে ॥ স্তনে দুগ্ধ ভার হয়ে চলিতে না পারে । আপনে
 শ্রবয়ে দুগ্ধ দোহে এইকালে ॥ পূর্বে যৈছে হিঁহ শব্দে ধেনু
 কে ডাকিল । তৈছে কৃষ্ণ ইহা ধেনু বৎস আহ্বানিল ॥ গো
 দোহন করি গোপ কলসি ভরিয়া । সারি সারি করে গোপ
 দেখে দাণ্ডাইয়া । ভারীগণ ভাষে বহু স্বর্গ সব গায় । সব দুগ্ধ
 ধরে লৈয়া দুগ্ধের আলয় । দুগ্ধ রাখি শূন্য ঘট ভার লৈয়া আ

ইসে । সেই সব ঘট আছে ব্রজেশ্বরী কাছে ॥ ঋতু গাভী লাগি
 বণ্ডে বণ্ডে মহারণ । শৃঙ্গ খুরে বিদারয়ে পৃথ্বী ঘনে ঘন ॥
 করয়ে গম্ভীর ধ্বনি তার স্বর করি । এইরূপে ধায় বণ্ড বলে
 মহাবলী ॥ মস্তকা মস্তকী ক্রীড়া করে বৎসগণ ॥ তাহা দেখি
 কৃষ্ণ অতি হ্রস্বিত মন ॥ গোদোহন হৈল ব্রজেশ্বরে জানাইলা
 তবে কৃষ্ণ ধেনুগণে লালিতে লাগিলা ॥ শ্রীহস্তে মাড়জ না করে
 অঙ্গ কণ্ঠয়ন । সব বৎসগণে দুঃখ করায় ভঞ্জন ॥ বৎসগণ
 দুঃখ পানে পূর্বোদর হৈল । তৃপ্তি হৈল বৎসগণ ক্ষুধা
 দূরে গেল ॥ নিরুত্তি হইয়া বৎস গেল নিজ স্থলে । গাভী
 গণ স্তনে পুনঃ দুঃখ আসি ভরে ॥ কৃষ্ণ মুখপদ্মে নেত্র
 চিত্ত ধরে ধেনু । বাৎসল্যে শ্রবয়ে স্তন বর্ষিধারা জল ॥ গোপ
 গণ ঘটকূলে সেই স্তন তলে । আনি আনি ধরে ঘট সব দুঃখে
 ভরে ॥ দোহাইয়া যত দুঃখ প্রথমে পাইলা । তত দুঃখ এইরূপে
 গায়ে হুই হৈল ॥ আনি ব্রজেশ্বর কাছে ধরে গোপগণে । রত্না
 স্ত শুনিয়া সুখী ব্রজরাজ মনে ॥ তবে গোপগণ যায়ে প্রতি
 ধেনু কাছে । বলে ধরি আনে বৎসগণ যত আছে ॥ বৎস
 গণ রাখে লৈয়া বৎসের আনয়ে । গাভীগণ রাখে যার
 যেই স্থান হয়ে ॥ তবে কৃষ্ণ ব্রজেশ্বর নিকটে আইলা । দুঃখ গৃহে
 ভারী গণে নিযুক্ত করিলা ॥ গবালয় দ্বারে সব কিস্কর রাখিলা ।
 তবে ব্রজরাজ সুত লয়ে গৃহে আইলা ॥ শাস্ত্রগ্রাম সেবা পূজা
 করে বটু যাঞা । সন্ধ্যা আরাট্রিক করে মিষ্টান্নাদি দিয়া ॥
 তবে ব্রজেশ্বরী সেই নৈবেদ্যাদি গণ । ব্রজেশ্বর স্থানে দেন ক
 রিয়া বতন ॥ গন্ধান্ন ঐকব' পুজা মালাদি চন্দন । গন্ধাবীড়া
 আদি করি নানা প্রকরণ ॥ তাহা পায় ব্রজেশ্বর নবা সজ্জ
 করি । ভঞ্জন করিল শ্রদ্ধা বিশেষ আচরি ॥ সবালঞা ইষ্ট

গোষ্ঠি ক্ষণেক করিলা । বকুলোকগণ সব গৃহেই চলিলা ॥
 কৃষ্ণ ছাড়ি যাইতে কারো ইচ্ছা নাহি হয় । মনেন্দ্রির কৃষ্ণ
 পাশে রাখি সব যায় ॥ অথাৎ সে রক্ষন গৃহে প্রস্তুত হইল ।
 ভোজন কারণে তবে সবা বোলাইল ॥ ভাতপুত্র সুভদ্রাদি
 নিতি আহ্বানয়ে । কৃষ্ণ সুখ লাগি তারে সদা নিমন্ত্রয়ে ॥
 কোন দিন ব্রজেশ্বর নিজ সহোদরে । ভোজন কারণে তারে
 নিমন্ত্রণ করে ॥ সেই দিন ব্রজেশ্বরী সবা নিমন্ত্রিলা । বটু দ্বারে
 তাসবারে আহ্বান করিলা ॥ তুঙ্গী পীবরী যাত্রী বকুলাদি আর
 বধুকন্যাগণে আইলা লেখা নাহি তার ॥ সবারে আনিলা বটু
 দ্বারে ব্রজেশ্বরী । ভোজনে বসিলা পাদ প্রক্ষালন করি ॥ দক্ষি
 ণে অগ্রজ বামে অনুজ বসিলা । ব্রজেশ্বর মধ্যে রাখি কৃষ্ণ আগে
 কৈলা ॥ সুভদ্রাদি কৃষ্ণ বামে বসিলা ভোজনে । বটু হু বসিলা
 বলরামের দক্ষিণে ॥ সুভদ্রের মাতা হয় তুঙ্গী তার নাম । জন
 নীত জানে তেঁহো পরিবেশন কাম ॥ ব্রজেশ্বরী তাহাকেত
 কহে যত্ন করি । রোহিণীকে কহে তেহোঁ সক্রম আচরি ॥ দ্বিজ
 আগে দেয়াইল তবে নিজ পতি । তবেত দেবরে দেন অতি
 শুদ্ধমতি ॥ তবে দেয়াইল তেহোঁ সব পুত্রগণো এইকপে রোহি
 ণীকা করে পরিবেশনে ॥ হেমবর্ণ ঘূতে অন্ন ব্যঞ্জন সিদ্ধিত ।
 অতি সুচিকিৎস অতি সৌরভে পুরিত ॥ হেমপাত্র করি পাত্র
 ধাতুর উপরে । কোমলান্ন ব্যঞ্জনাদি তাতে লৈয়া ধরে ॥ ছয়
 রস ব্যঞ্জনাদি পরমান্ন বটক । কোমল বীটিকা পুয়া দিলেন
 পৃথক ॥ যারষে ব্যঞ্জনগণ প্রিয় অতিশয় । জানি ব্রজেশ্বরী
 রোহিণীকে ইঙ্গিতয় ॥ তারেই সেই ব্যঞ্জন দেয়ায় । হৃষ্ট
 হঞা তাহা পাঞা সেই খায় ॥ ঘনদুগ্ধ শিখরিণী মথিত রসা
 লা । ঘনদধি বহু সন্ধি তাতে করি মেলা ॥ পকু আমরস আদি

ব্রজেশ্বরী লঞা। ক্রম করি পরিবেশে আনন্দিত হইয়া ॥ মাতা
 পিতা আদি করি যত জনে। পরম আগ্রহ করে কৃষ্ণের ভো
 জনে ॥ মনোবাক্য নেত্র সবে প্রকাশ করয়ে। সমস্ত ভুঞ্জয়ে
 কৃষ্ণ এই মনে হয়ে ॥ অতি গাঢ় প্রেম চিত্ত দ্রবিত হইয়া। স্নেহ
 বাষ্প ছলে বহে নয়ন ভরিয়া ॥ শত শতাগ্রহ করি ভোজন
 করায়। তাহা দেখি কৃষ্ণচন্দ্র মহাসুখ পায় ॥ মাতা গুটকপে
 করে আগ্রহ বিস্তর। বটু নর্ম্ম করে তাতে গান্তীর্ঘ্য অন্তর ॥
 তবু প্রাতে কৃষ্ণ যৈছে ভোজন করিলা। সায়াংকালে ভোজনে
 ত ব্যস্ততা হইল ॥ পিতা জ্যোঠা খুড়া সনে একত্র ভোজন।
 স্বচ্ছন্দিত নহে যদি নর্ম্ম আলাপন ॥ মাতাও লালয়ে যদি স্বচ্ছ
 দে না কৈল। তথাপিহ কৃষ্ণচন্দ্র মহাসুখ পাইল ॥ একত্র
 ভে দেন কৈল সবাকৈ লইয়া। তাহাতেই সুখী কৃষ্ণ আনন্দিত
 হিয়া ॥ প্রাতঃকাল হৈতে সায়াংকালের ভোজনে। কোটি সুখ
 পাইল। কৃষ্ণ শ্লেষ আচরণে ॥ ব্রজবধূ মুখচন্দ্র হাস্য মনোহর।
 দেখি তৃপ্ত হৈল সবার নয়ন অন্তর ॥ কৃষ্ণবাণী সুধাবিন্দু কর্ণ
 পান কৈল। কৃষ্ণ অঙ্গ গঙ্গ সঙ্গ নাস। পূর্ণ হৈল ॥ মাধুর্য্য অম
 তাস্বাদেজিহ্বা পূর্ণ হৈল। পঞ্চেন্দ্রিয় কৃষ্ণ চিত্ত সবার পুরিল ॥
 ভোজন করিয়া তবে জলপান কৈল। আঁচমন করি মুখমার্জন
 করিল ॥ তবে কৃষ্ণ যাঞা রত্ন পালঙ্ক উপরে। বশ্রাম করিলা
 সব দান সেবা করে ॥ অটালী উপরে কৃষ্ণ করিলা শয়ন।
 দাসগণে সেবে দিয়া তাম্বুল বীজন ॥ অটালী উদয়াচলে
 কৃষ্ণ মুখচন্দ্র। উদয় হইল জ্যোতি জ্যোৎস্না দীপ্ত চন্দ্র ॥
 রাধিকাহো নিজ সখী বৃন্দ সঙ্গে লৈয়া। নিজ অটালয়ে মুখ
 গবাক্ষে ধরিয়া ॥ দেখে গোবিন্দের মুখ চন্দ্রের সুসমা। নয়ন
 চকোরদ্বয়ে নাহি হয়ে ক্ষমা। পুনঃ পুনঃ পিয়ে সুধা নয়ন চকো

রী । শূন্য অঙ্গ হৈল চিত্ত কৃষ্ণ সুখে ধরি ॥ সন্তোগের গণ যবে
উদয় করয়ে । সর্বত্রই সর্বক্ষণ সৎফল ধরয়ে ॥ কৃষ্ণ তৈছে
অটালিকা গবাক্ষে আনন । ধরিল। দেখয়ে রাই মুখ মনোরম ॥
রাই মুখপদ্ম মধু ধারা পান করে । নিজ নেত্র ভূঙ্গ যুগ-ভাগ্য
ফল ধরে ॥ অথা ব্রজেশ্বরী তবে তুলসীকে কহে । ভোজন
করহ তুমি লঞা সখীচয়ে ॥ তাহা শুনি ধনিষ্ঠিকা কহয়ে তা
হারে । বিনা রাই জলপান তুলসী না করে ॥ অতি স্নেহ রীত
তার শুনি ব্রজেশ্বরী । ধনিষ্ঠাকে কহে তিহেঁ । মহা হুরাকরি ॥
রাই সখীগণ সঙ্গে যতেক ভুঞ্জয়ে । তত অন্ন ব্যঞ্জনাদি পাঠাহ
সে গৃহে ॥ তাহা শুনি ধনিষ্ঠিকা কৃষ্ণ ভুক্ত শেষ । অন্ন ব্যঞ্জন
নাদি করি যতেক বিশেষ ॥ রোহিণীর স্থানে অন্ন ব্যঞ্জনাদি
লৈয়া । একত্র করিল। তাহা গোপন করিয়া ॥ তুলসীকে দিয়া
তাহ তৎকাল পাঠায় । অথা ব্রজেশ্বরী স্বাক্ষীগণেরে বোলায়
কন্যা বধূ আদি বত দাস দাসীগণ । যত গোপগণে দিল মি
ষ্টান্ন ব্যঞ্জন ॥ আপনেহ সব। লৈয়া ভোজন করিল । আঁচমন
করি যবে তায়ুল খাইল ॥ ধনিষ্ঠা আনিয়া অন্ন তুলসীরে
দিল । সুবলে বিটিকা দিয়া সঙ্কেত করিল ॥ অথা রাধিকার
পাশে তুলসী যাইয়া । শেষান্ন ব্যঞ্জন দিল হরষিত হৈয়া ॥
সখীগণ সঙ্গে ধনী সে দ্রব্য দেখিল। গন্ধবর্ণে নাসা দৃষ্টি তৃপ্তি
হৈয়া গেলা ॥ ত্রীকৃপমঞ্জরী তাহ। তৎকাল লইয়া । ভোজন
আলয়ে রাখে পৃথক করিয়া ॥ অথা বিশাখাকে ডাকি কহয়ে
জটিল। ভোজন করিয়া পুত্র গোশালাকে গেলা ॥ বধুকে
বোলাও এথা ভোজন করিতে । তাহা শুনি বিশাখিকা লাগি
লা কহিতে ॥ প্রথমে সে সখী মোর শয়ন করিল। উঠিতে না
পারৈ অঙ্গ অলসে ভরিল। ॥ অন্ন ব্যঞ্জন দেহ এথাই আনিয়া ।

শয়ন করেন ঘেন এইখানে থাঞা ॥ কহি বিশাখিকা অন্ন বা
 ঞ্জন আনিলা । রাধার ভোজনালয়ে ধরিয়া রাখিলা ॥ তবে
 রাই শীঘ্র আসি ভোজন আনয়' । বৈসে রত্ন 'পীঠোপরি আন
 ন্দ হৃদয় ॥ সঙ্গে সখীহৃন্দ হেম ভূসারেতে পানী । কৃষ্ণভুক্ত
 শেষ ভুঞ্জে রাধা হংসিমনি ॥ দক্ষিণে ললিতা' বামে বিশাখা
 বসিলা । দুই পাশে' বেঁচি আসি মণ্ডলি হইলা ॥ সখীহৃন্দ সঙ্গে
 রঞ্জে রাই নিতম্বিনী । ভোজন করয়ে নানা রহঃকথা শুনি ॥ কৃষ্ণ
 ধর শেষরাইকরয়ে ভোজন । সর্বাক্ষে পুলক হয় দেখে সখীগণ
 এইরূপে ভোজন কৈলা সখীগণ লৈয়া । স্নিগ্ধ জলপান কৈলা
 হরষিত হৈয়া ॥ আচমন কৈলা রাই সুবর্ণ ডাবরে । দাসীগণ
 জল দিয়া সেবে সেইস্থলে ॥ রত্নের পালকে কৈল ক্রণেক
 বিশ্রামে । তাম্বুল বীজন সেবা করে দাসীগণে ॥ সখীগণ
 সেইস্থলে করিলা কিশ্রাম । তাম্বুল ভক্ষণ কৈল অতি অনুপাম ॥
 কৃষ্ণদত্ত বীড়া আগে তুলসীকা দিল । তাহা পাই রাই অঙ্গ
 পুলকে ভরিল ॥ সে ভাব দেখিয়া সখী করে পরিহাস । তবে
 তুলস্যাদি যাঞা পাইল 'অবশেষ ॥ সব দাসীগণ গিয়া ভো-
 জন করিল । চব্য পান সুধামুখী তাহা সেবে দিল ॥ এইরূপে
 রহে ধনী আনন্দ হিয়ায়ে । গুণীহৃন্দ নটী রঙ্গ দেখিবারে চাহে ॥
 তৎকাল যাইয়া সেবে উঠে অটালয়ে । সেইখানে রহি সব কৌ-
 তুক দেখয়ে ॥ গোবিন্দ দেখিয়া রাই আনন্দে ভাসয় । অতি
 সার লাগি চিত্তে উৎকণ্ঠিতা হয় ॥ গুরুজন জাগে কিবা শয়ন
 করিল । তাহা দেখিবারে তুলসীরে পাঠাইল ॥ তিহে' আসি
 কহে সেবে নিদ্রায় পড়িলা । 'শুনিয়া রাধিকা চিত্তে আনন্দ
 বাঢ়িলা ॥ দুগ্ধ লাড়ু আদি নানা প্রকার পক্কান্ন । রসালাদি
 করে রাধি ভোজন কারণ ॥ সঙ্কেত নিকুঞ্জে ধনী গমন করিতে

নানান উদ্বেগ করে সখীর সহিতে ॥ এইত কহিল কৃষ্ণের
সায়রু লীলা । সংক্ষেপে কহিল এই ভোজনাদি লীলা ॥ ইহা
তে বিশেষ আর যত আছে কথা । ঠাকুর বৈষ্ণব তাহা শো
ধিবে সর্বথা ॥ গোবিন্দ চরিত সব যে জন অঙরে । এইরূপে
ব্রজস্থল কৃষ্ণ স্তুতি করে ॥ তবে ব্রজেশ্বরী ভৃত্যগণে আজ্ঞা
দিল । লোকের কলকলি সব নিষেধ করিল ॥ নিজ স্থানে
যাঞা বৈসে সব লোক । গুণিগণে করে রাজা ইজিত আসোক
কলাবিদ সব তান নিজ কলা । সর্বগণে মেলি সবে একত্র
বসিল ॥ এইত কহিল কথা সায়রু বিলাস । দিগ দরশন করি
সংক্ষেপ আভাস ॥ শ্রীকৃপ পাদপদ্ম করিয়া ধ্যান । যেই উঠে
মনে লিখি না জানি বিধান ॥ রাখাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভি
লাষে । এষ চন্দনন্দন কহে সায়াকু বিলাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে সায়রু বিলাস বর্ণনং
নাম বিংশতিতমঃ সর্গঃ ॥ ২০ ॥

তথাহি । রাখাং সালিগনাল্যামসিত শিত নিশা যোথ
বেশাং প্রদোষে, দ্ব্যত্বন্দ্বোপদেশা দ্বিতিসূত যমুনা-
ভীর কল্যাণ কুঞ্জাং । কৃষ্ণং গোঁঠৈঃ সভায়াং বিহিত
গুণিকলা লোক নংস্মিক মাত্রা, যত্নাদানীয়সংশায়িত
মথনিভূতং প্রাপ্তকুঞ্জং স্মরামি ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণা সাগর । জয় জয় তপ্ত হেম কান্তি
কলেবর ॥ জয় জয় চন্দ্রমুখ কমল নয়ন । জয় জয় দীনবন্ধু
পতিত পাবন ॥ রূপাকর দয়ানিধি মো অতি অধম । তোমা
না ভজিহু রুখা গেল এজনম ॥ নিজ গুণে রূপাকরি দেহ দর

শন । সুখে সেবা করে' তাথে তোমার চরণ ॥ অতঃপর ব্রজে
শ্বর বাহিরে আইলা । অগ্রজ অনুজ সহ সভাতে বসিলা ॥

যথা রাগঃ । সঙ্ক্যার সময়ে রাই, সখীগণ এক ঠাঞি,
বেশ" করে অভিসার কাষে । সিত আর অসিত নিশা, যোগ্য
বেশ রচে দিশা, সাজে ধনী মনোহর নিজে ॥ 'বৃন্দাদেবী উপ
দেশে, চলিলা মোহন বেশে, যমুনার তীরে সখী সঙ্গে । কপ্প
রুক্ষ কুঞ্জবন, স্থান অতি মনোরম, পাইলা ধনী কৃষ্ণ সঙ্গ
রঙ্গে ॥ গোবিন্দ প্রদোষ কালে, গোপ সভা আসি মিলে, গুণি
কলা কৌতুক দেখিলা । নানান্ ফৌতুক দেখি, কৃষ্ণ হৈল
মহাসুখী, তা সবারে বহু দান দিলা ॥ মাতা অতি যত্ন করি,
সভা হৈতে আনে হরি, ছুগ্ন ভুঞ্জাইয়া শোয়াইলা । ক্ষণেক সুতি
য়া কৃষ্ণ, অন্তরে বাটিল তৃষ্ণ, অলক্ষিতে সেই কুঞ্জে গেলা ॥
রাধাকৃষ্ণ দর্শন, 'আনন্দে ভরল মন, নানা ভাব ভরে ছুভ'
গায়। সখী সঙ্গে পরিহাস, রসময় সুবিলাস, আরে সেই আপন
হিয়ার ॥

অতঃপর ব্রজেশ্বর বাহিরে আইলা । অগ্রজ অনুজ সহ সভা
তে বসিলা ॥ ব্রজ প্রজাগণ যত সবাই আইলা । গুণিবৃন্দ আই
লা মহা সমৃদ্ধ হইলা ॥ শ্রেণী মুখ্য লোক আর গুণিবৃন্দ যত ।
সবাই আইলা বিদ্যা বিশারদ কত ॥ বাদক গায়ক আইলা
নাটক সহিতে । সূত বংশ ভাটগণ আইলা ছুরিতে ॥ ব্রজে
শ্বর সঙ্গে সবে মিলন করিলা । যথাযোগ্য গৌরবাদি সব সঙ্গে
কৈলা ॥ প্রণয়ানুগ্রহ করি সম্মানিল সব । গোবিন্দ দর্শনে
চিহ্ন হঞা গেল লোভা ॥ ব্রজেন্দ্রের মনে কৃষ্ণ ভোজন করিয়া ।
শয়ন করিলা অতি শ্রমযুক্ত হৈয়া ॥ লোক গণ আইল তাঁর
দর্শন লাগিয়া । কি বিধি করিব আগি না বুঝিয়ে ইহা ॥ হেনই

সময়ে কৃষ্ণচন্দ্র আচম্বিতে । সখাগণ সঙ্গে আইলা রাজার
 সভাতে ॥ ব্রজেন্দ্রের সভা যেন উদয় পর্বাতে । কৃষ্ণচন্দ্র তাতে
 যদি হইল উদিত ॥ হৃদয় সমুদ্র সবার দেখি উছলিল । নয়ন
 চকোর গগন প্রফুল্ল হইল ॥ রোমৌদধি প্রফুল্লিত হাস্য কুম
 দিনী । প্রফুল্ল হইল সব চিত্তানন্দ মানি ॥ অঞ্জলি বন্ধনে কৃষ্ণ
 বিপ্রে ননকরি । গুরুজন আদি করি বন্দে ভক্তি করি ॥ সব
 সখাগণে হাস্য মিশালে ঈক্ষণ । প্রতিপাল্য গণে করে দয়াবলো
 কন ॥ সবারে সম্ভাষা করি সঙ্গিগণ লৈয়া । আসনে বসিলা
 কৃষ্ণ অতি হৃষ্ট হইয়া ॥ বেদধ্বনি করে বিপ্র জয় জয় রবে ।
 পূর্ব বংশ অনুবাদ পাঠে অনুভবে ॥ সেই সেই লীলা গান প
 ঠন করয়ে । অতএব বহু বাদ্যে কোলাহল হয়ে ॥ পরম আন
 ন্দ ধ্বনি স্তুতি কলকলি । সংগীত করিলা যুত সেই ব্রজহরী ॥
 এইরূপে ব্রজহর কৃষ্ণ স্তুতি করে । ঘোষ নিজ নাম যাতে না
 নয়ে সকলে ॥ তবে ব্রজেশ্বর ভূত্যগণে আজ্ঞা দিল । লোকের
 কলকলি সব নিষেধ করিলা ॥ নিজ নিজ স্থানে যত বৈসে যত
 লোক । গুণিগণে করে যবে হৈ ক্ষতে আলোক ॥ কলাবিদ সব
 তবে করে নানা লীলা । কৌশল করিয়া সবে প্রকাশ করিলা ॥
 ছালিকাদি নৃত্যলাস্য তাণ্ডব করয়ে । কেহ রাম নৃসিংহাদি
 রূপকাভিনয়ে ॥ নানা ইন্দ্রজাল সূত্র কেহ সঞ্চারয়ে । এইরূপ
 সব লোক হরষিত হয়ে । কেহ পুণ্য পৌরাণিক কথা হ শুনায়
 বংশানুবারে কেহ নানা গীত গায় ॥ চতুর্বিধ রাদ্য বাজে
 কর্ণ প্রীত যাতে । জন্মাদি বিরূদাবলী গড়ে বন্দী তাতে ॥
 তাহা সবাকারে ব্রজরাজ আজ্ঞা করি । বস্ত্র অলঙ্কার দিল সন্মা
 ন প্রচারি ॥ যদ্যপিহ গুণিগণ গোবিন্দ দর্শনে । পূর্ব তৃপ্ত হয়
 মন ধন তৃষ্ণা হীনে ॥ তথাপি লইয়া সবে আচার লাগিয়া ।

কৃষ্ণ মুখচন্দ্র দেখে আনন্দিত হৈয়া ॥ কৃষ্ণ মুখচন্দ্র হাস্য
 জ্যোৎস্না সুধাময় । পান করে সর্ব নেত্র চকোর নিচয় ॥ অশ্রু
 ধারা ছলে সদা রমণ করয়ে । দুকহ প্রেমের গতি তবু 'তৃপ্ত
 নহে ॥ অথা ব্রজেশ্বরী দাস রক্তক পাঠায় । 'ব্রজেশ্বরে' কহি
 কৃষ্ণে আনহ এথায় । তবে সে রক্তক আসি কহে ব্রজেশ্বরে
 ব্রজেশ্বরী চাহে পুত্র দেখিবার তরে । তাহা শুনি ব্রজেশ্বর
 আগ্রহ করিয়া । পাঠাইলা গোবিন্দে' যাত্নিক হইয়া ॥ কৃষ্ণ
 হাসি সুধা দৃষ্টি সবাকৈ করিলা । বিচ্ছেদে কাতর লোক স্নিগ্ধ
 সম্ভাষিলা ॥ তবে কৃষ্ণ আইলা নিজ মাতার মন্দিরে । মিত্র
 বৃন্দ সঙ্গে আর শ্রীমধুমঙ্গলে ॥ চন্দ্রকান্ত মণি বেদী সুন্দর
 'মার্জন' । তাহাতে বসিলা আসি লঞা নিজ জন ॥ কিছু উৎস
 ঘন দুগ্ধ শর্করা কপূরে । মাতা আনি দিল তাহা কৃষ্ণ পান
 করে ॥ অতি স্নেহে মাতা স্তনে দুগ্ধ শ্রবয় । নয়নে বহয়ে নীর
 বসন তিতয় ॥ তবে মিত্রগণ সবে গেলা নিজালয় । রোহিণী
 জননী আসি কৃষ্ণেরে লালয় ॥ শয্যালয়ে আসি কৃষ্ণ করান
 শয়ন । হলধর গেলা শীঘ্র আপন ভবন ॥ বটু যে শয়ন কৈলা
 যাঞা নিজ স্থানে দাসগণ করে ওথা গোবিন্দ সেবনে ॥ স্বচ্ছ
 ন্দ শয়নে যদি কৃষ্ণ নিদ্রা গেল । তবে নিজালয়ে মাতা শয়নে
 চলিলা ॥ গমন সময়ে দাসগণে পুনঃ বলে । সদাই বিকল চিত্ত
 কৃষ্ণ স্নেহতরে ॥ বাছা সব এই কার্য্য তোমরা করিবে । কৃষ্ণ
 নিদ্রা বাদীগণে সদাই বারিবে ॥ বন বিহরণে আর বৎসাদি
 চাম্রণে । শান্ত হৈয়া আছে বাছা করিয়া শয়নে ॥ প্রাতঃকাল
 বধি যৈছে সুখে নিদ্রা যায় । এই কার্য্যে যুক্ত সবে রহিবে
 সদায় ॥ এত কহি তেহঁ গেল শয়ন করিতে । দাসগণ কৃষ্ণ
 সেবা করে হরষিতে ॥ অথা সে রাধিকা নায়ে অটালি হইতে ।

দেখে পূর্ণচন্দ্র শোভা হঞাছে বিদিতে ॥ কৃষ্ণ প্রাপ্তি লাগি
তৃষ্ণা বাঢ়িল অন্তর । সঙ্কেত নিকুঞ্জ যাইতে করেন বিচার ॥
সখীগণে ত্বরাকরে বেশাদি করিতে । তবে সখীগণ বেশ ক্রম
য়ে ত্বরিতে ॥ অঁতি সুস্ব শূক্ৰবাস পরিধান কৈলা । কপূর
চন্দন পঙ্ক সর্বাঙ্গে লেপিল ॥ মুক্তা অভরণ পরে মল্লিকার
মালা । যত্ন করি নূপুর কিঙ্কণী মুক কৈলা ॥ নিজ সম সখী
গণে বেশাদি করিয়া । সঙ্কেত নিকুঞ্জে চলে কৃষ্ণে অন্ত্রিষিয়া ॥
কৃষ্ণপক্ষে যবে ধনী করে অভিসার । শ্রাম বেশ তবে ধনী
করে অঙ্গীকার ॥ মৃগমদ লিপ্ত অঙ্গে নীলবাস পরে । কালাগুরু
তিলক চিত্রমালা উৎপলে ॥ নীলমণি রত্নগণ অভরণ ধরে ।
এইরূপে সখী সঙ্গে অভিসার করে ॥

যথা রাগঃ । দেখিয়া উজোর রাতি, চিত্ত মনমথ মাতি,
সঙ্গে সম বয়াঃ সখীগণে । কৃষ্ণ অভিসার কাষে, চলিল সঙ্কেত
কুঞ্জে, রাধা সুধামুখী বৃন্দাবনে ॥ সখী হে দেখ দেখ রাই
অভিসার । চান্দে কিরণ তনু, ডুবিয়া চলিল জল, চিনিতে
শক্তি হয় কার ॥ প্র ॥ বয়স কিশোরী ধনী, তপত কাঞ্চন
জিনি, বরণ বসন সিত সাজে । কৃষ্ণ প্রেমভরে ধনী, মন্তর
গমন জাগি, তাহা হেরি গজ পায়ে লাজে ॥ প্রতি অঙ্গে প্রতি
ক্লণ, প্রতিবিন্দু অনুপম, বলকয়ে যেন সৌদামিনী । পদযুগ
যাহা ধরে, কত কত ক্লহ ভরে; হাঙ্গিতে খসয়ে গণি জানি ॥
কঙ্কণ বঙ্কণ কাষে, মনোমথ পায়ে লাজে, নয়ন ধুনন মনো
হরে । যেখানে নয়ন পড়ে, কুবলয় বন ভরে, কটাক্ষে বরিবে
কানশরে ॥ তরু ছায়া যাহা হেরে, লোক অনুমান করে, ভীত
হৈয়া মন্দ মন্দ যায় । বংশীবট তটস্থলে, সখী সব আসি মিলে,
ব্রজভূমি সেবন করয় ॥ হৃদয় কমলোপাধি রাইর চরণ ধরি,

যমুনার তটে লৈয়া গেলা । জানুদয় জল তার, হর্ষে ধনী হৈলা
পার, পার হঞা সঙ্কেত পাইলা ॥ জয় প্রভু শ্রীচৈতন্য, শ্রীগো-
পাল ভট্ট ধন্য, জয় জয় আচার্য্য ঠাকুর । মোর প্রভু জয় জয়,
শ্রীঠাকুর মহাশয়, যত্ন যার উচ্ছ্বস ককুর ॥

শ্রীগোবিন্দ বৃন্দাবন আখ্যান তাহার । কৃষ্ণের সংযোগ
পীঠ সর্ব সুখাগার ॥ সর্বোত্তম অঙ্গ সেই বৃন্দাবন স্থানে ।
কুর্ম পৃষ্ঠ সম নত উচ্চ মনোরমে ॥ দশ শতদল পদ্ম তুল্য
সেই স্থান । কুঞ্জগণ দল যার কৃষ্ণ মনোমান ॥ হেম রত্নাগণ
হয় কিঞ্জলক তাহাতে । মণি গৃহ কদিকার শোভা পূর্ণ যাতে ॥
যমুনা উত্তরে পূর্ব পশ্চিম বিভাগ । স্থল ক্রোড়ে করে বাহ
মিলি অনুরাগ ॥ শাল তাল তণাল আর অশ্বথেরগণ । বকুল
রসাল আর নারিকেল বন ॥ শিয়াল কুদাল আর শ্রীফল ভূফল
কুন্দবান দধিফল উদাল শরল ॥ তিলক নকুচ পীত শালবন
আর । জয়ুল সুপুষ্প স্থল পলাশ বিস্তার ॥ গ্রানব গ্রন্থিল আর
গোলিঠাদিকরি । অধুবর্তী অধুল কটকী ফল ভরি ॥ কদম্ব
কুতমীন বৃক্ষ ঢাকেলিখ মান । মঞ্জুল বহুল বৃক্ষ কোলি অনু
পাম ॥ বহুল মঞ্জুলগণ ক্রমোৎপল আর । কর্ণবান কুলক
দেব বল্লভ প্রকার ॥ কম্পাবৃক্ষ বাহ্লিতাদি অনেক ভরিলা ।
অপারিজাতে পারিজাত বনে পূর্ণ হৈলা ॥ মন্দারস বৃক্ষ আর
বহুদার নাম । সম্ভানক সম্ভাদ তালক অনুপাম ॥ শ্রীহরি চন্দন
নাম গোবিন্দ শরীর । যাহার চন্দন ব্যাপ্ত স্নিগ্ধ যার লীল ॥
মহাদাতা বৃক্ষগণ বেষ্টিত হইয়া । কম্পলতা উঠিয়াছে শুন মন
দিয়া ॥ মাধবী মল্লিকা আর হেমঘৃথী লতা । জাতী যুথী আর
নব আলতী শোভিতা ॥ মল্লিকা অপরাঞ্জিতা আর গুঞ্জালতা ।
বিহ্বলতা কুজা আদি আছে বহুমতা ॥ লবঙ্গ অশোক কুন্দ

আমলতাগণ । দ্রাক্ষা নাগবল্লী আর বনজানুপম ॥ বৃক্ষলতা
 গণ সব কম্পবৃক্ষ সম । কৃষ্ণ গোপীগণের সে অভীষ্ট পুরণ ॥
 পুষ্পবতী অমালিনী সংদৃষ্টি রজস ॥ সুকুমারী প্রসবতা মুগ্ধ যে
 সরস ॥ রাত্রিদিনে কৃষ্ণসনে গোপাঙ্গনা গণ । বিহার করিতে
 হৈলা শ্যামল বরণ ॥ শ্যামলতা ছলে তারা রহে স্তব্ধ হৈয়া ।
 স্থাবর হইলা এবে জঙ্গম হইয়া ॥ কৃষ্ণ আলোকনে সহচরী দাসী
 গণ । স্তব্ধ কণ্ঠকিতা গুলুললতা মনোরম ॥ শ্রীশক্তি ভূশক্তি লীলা
 শক্তি আর । কৃষ্ণ সেবা লাগি লোভ বাটিল অপার ॥ বহু পুণ্যে
 স্থাবরতা বৃন্দাবনে হৈলা । জাতি ধাত্রী তুলসীতে আত্ম প্রকা
 শিলা ॥ সরস্বতী দুর্গা আদি গোবিন্দ দর্শনে । অতি তৃষ্ণা
 হৈল তারা রহে বৃন্দাবনে ॥ সোনবল্লী হরীতকী ছলেত রহি
 লা । পরম আনন্দে সবে স্থাবর তৈ গেল ॥ অনেক পান্থিনী
 গণ কৃষ্ণ সুখ দিতে । জলে স্থলে রহে সবে স্থির বহুমতে ॥
 কৃষ্ণপক্ষে শুক্লপক্ষে এদিন রজনী । প্রফুল্লতা হৈয়া রহে
 স্থাবরতা জানি ॥ শরালী আছয়ে জলে স্থলে বহুতর । ঋষিগণ
 জলেস্থলে হরে স্থিরচর ॥ কৃষ্ণ তুষ্টি লাগি কুঞ্জে কমলা পূজিত
 কমলা আছয়ে তীরে কমলা বেষ্টিত ॥ রক্তাক্ষ রহিত প্রাণী
 বহুত আছয় । রক্তাক্ষ রক্তাক্ষ আছে রক্তাক্ষ নিচয় ॥ কলিতা
 হীন বৃক্ষ আর কলিতা পূরিত । ভয়ঙ্কর প্রাণী হীন সদা প্রাণী
 ভীত ॥ বিহীন খজুর আর পলাশ প্রবীণ । কি অপূর্ব শোভা
 সেই কনকের চিহ্ন ॥ কনকে রচিত ভূমি কনক কনকে । কনক
 কনক আর বেষ্টিত কনকে ॥ ক্রমুক রহিত স্থান অতি মনো
 হরো ক্রমুক ক্রমুক আর ক্রমুক বিস্তারে ॥ জঙ্গম প্রিয়ক
 আর প্রিয়ক জঙ্গমো স্থাবরে প্রিয়ক আর অতি মনোরমে । জঙ্গ

মে ময়ূর আর স্বাবর ময়ূরে। বিহীন বকুল আর পূর্ণ সুবকুলে
 তমাল বিহীন আর তমাল আছে। ক্রমে বিক্রমে সব মহী
 বিস্তারয় ॥ কৃষ্ণসারা কৃষ্ণসারা কুরুভি কুরুভি। শম্বর শম্বর
 ব্যাপ্ত সর্ব চিত্তে লোভি ॥ রোহিষ রোহিষ প্রিয় স্থলে ব্যাপ্ত
 হৈল। হরিণ্ডাল তার ইন্তক শব্দে বেয়াপিল ॥ বৎসর গালব
 আর শাণ্ডিল্যাদি মূনি। সেই পক্ষ পক্ষ তার করে বেদধ্বনি ॥
 বৃক্ষমূলে চারা আর কুটিয়ার গণ। চারি কোণ ছয় কোণ কাছ
 অষ্টকোণ ॥ মণ্ডল আকার কোন কুটিয়ার গণ। বিবিধ মণি
 তে চিত্র সোপান সাজন ॥ গলা সম উচ্চ কেহ কেহ নাতি
 সন। কাছ নাতি শ্রোণী উরু কাছ জানু সন ॥ নীল রক্ত বন্ধ
 মণি কোন সুকুটিয়া। চন্দ্রকান্ত মণি চারা তাহাতে ঘটনা ॥
 কোনখানে চন্দ্রকান্ত মণির কুটিয়া। নীল রক্ত মণি চারা তাহা
 অনুপমা ॥ হেমরঞ্জে নীলমণি লতিকা উঠয়। নীলমণি বৃক্ষে
 হেমলতা বিলসয় ॥ ফাটিক মণির লতা প্রবাল তরুতে।
 ফাটিকের বৃক্ষে পদ্ম রাগের ত্রতেতে ॥ মরকত বৃক্ষে লতা
 চন্দ্রকান্ত মণি। প্রফুল্লিত বৃক্ষলতা সুন্দর সাজনী ॥ ইন্দ্র নীল
 মণি ভূমে হেম বৃক্ষ হয়। প্রবালের বৃক্ষ ভূমি ফাটিকে আছয় ॥
 স্বর্ণভূমে ফাটিকের বৃক্ষ মনোহর। নীলমণি বৃক্ষাক্ষণ ধরার
 উপর ॥ মরকত মণি ভূমে পদ্মরাগ মণি। বৃক্ষ মনোহর অতি
 শাখার সাজনি ॥ বৃক্ষগণে হেমস্কন্ধ ডাল শ্বেতমণি। উপডাল
 গণ তাতে সাজে নীলমণি ॥ মরকত মণি পত্র পদ্মরাগ প্রবাল।
 ফাটিক কুণ্ডল ফুল মুক্তা ফল মাল ॥ অন্য বৃক্ষগণ এই উলটা
 ঘটনা। বিস্তার করিতে গ্রহ বাহুল্য রচনা ॥ সেই বৃক্ষগণ ফলে
 সর্ব বাঞ্ছা পূরে। আশ্চর্য ফলের কথা সম্পূট আকারে ॥ কৃষ্ণ
 আর শ্রীকৃষ্ণের রমণী নিচয়। বহু অলংকার গন্ধ পূর্ণ তাতে

হয় ॥ সহজ স্বভাব তার পুষ্প যত হয় । মালাকৃতি পুষ্প সব
মনোহর নয় ॥ কলন বহরে কুম্ভাণ্ড ভূমির সমান । কৃষ্ণ
লীলোচিত বস্ত্র রহে মধ্যস্থান ॥ কুঞ্জগণ শোভা হয়ে অতি
মনোহরে । অষ্টদিগে বৃক্ষশাখা প্রশাখা উপরে ॥ শাখা
মিলি হৈল মণ্ডপ আকার । চতুর্দিগে লতা হয় ভিত্তিমনো-
হর ॥ অত্যন্ত নিবিড় লতা কুসুম পূরিত । ভ্রমর ঝঞ্ঝারে তথা
কোকিলের গীত ॥ অতি ঘন পত্র বৃক্ষ শাখার উপরে । পত্র
পুষ্প ফল চিত্র আচ্ছাদন করে ॥ তাহার উপরে ভূমি মণি
বিরচিত । তাহাতে কুসুম শয্যা সুগন্ধি পূরিত ॥ উপরেত
চন্দ্রাতপ নানা চিত্র তাতে । অভরণগণ আছে রতন রচিত ॥
উপধান মধুপাত্র তাম্বূল ভাজন । জলপাত্র গন্ধপাত্র মুকুর ব্যা-
জন ॥ সিন্দূর অঞ্জন পাত্র সমস্ত আছয় । মণিময় গেহ তুল্য
কুঞ্জগণ হয় ॥ হিন্দোলিকা আছে নানা মণিতে রচিত ॥ চিত্র
বস্ত্র চিত্র পুষ্প তাহাতে নির্মিতে ॥ কম্পবৃক্ষ শাখা শাখা একত্র
মিলন । কৃষ্ণ তাতে কেলি করে লৈয়া প্রিয়াগণ ॥ কপোত
পারাবত কোকিলাদিগণ । হরিতাল পিঞ্জল আর টিটিভানু
পক্ষ ॥ যম্বুর চকোর আর চাতক পূরিত । চন্দ্রপক্ষ নারাপক্ষ
বার্তক সহিত ॥ শুক শারী পক্ষ আর চাতকাদি যত । কলিঙ্গ
তিব্বির পদাযুধ আদি কত ॥ কোকব্যাড ব্যাঘ্রাটভ আদি
পক্ষগণ । সুশঙ্ক বিলাস করে অতিমনোরম ॥ তার মধ্যে হেম
স্থলী অতি পরিসর ॥ চতুর্দিগে কম্পবৃক্ষ নিকুঞ্জ মণ্ডল ॥ তার
মধ্যে চিত্রমণি মন্দির আছয় । কম্পবৃক্ষ কোণে মণি কুটিয়া
নিচয় ॥ মন্দির চৌপাশে শোভে শোণ ললিত । চারি কোণে
কম্পবৃক্ষ সফল পুষ্পিত ॥ মন্দিরের মাঝে হেম সিংহাসন
আছে । তাতে সিংহগণ চিত্র ভাল সাজিয়াছে ॥ সিংহ অঙ্গ

কান্তি যেন পাথার নিচয় । পাছে দুই পায়ে সব অঙ্গ ভার
 হয় ॥ পাছে দুই পদ আছে ক্রুঞ্চন করিয়া । সূর্য্যকান্তি অঙ্গ
 নে মাণিক্যে রচিয়া ॥ উদ্ধকর্ণ উদ্ধতে পুচ্ছ শটাতিক পিষ ।
 রত্ন সিংহাসন দেই গোবিন্দে হরিষ ॥ আকাশে উড়িয়া যাবে
 ঐশ্বৰ্য্য দেখিয়ে । চারি কোণে সিংহাসন আশ্চর্য্য শোভয়ে ॥
 অষ্ট পদ পদ্ম তুল্য সেই সিংহাসন । চতুর্দিকে মণি শোভে
 কেশরের সম ॥ কর্ণিকার হয়ে রত্ন খটার আকার । সুচেল
 তুলিতে তাহা রচিয়াছে ভাল ॥ মন্দিরের কাছে ছোট রত্নালয়
 আছে । অষ্ট কম্পবৃক্ষ লতা তাতে বেটি আছে ॥ এইকম অষ্ট
 দিগে মন্দির বেষ্টিত । কহনে না যায় শোভা উপমা রহিত ॥
 লতায়ুক্ত কম্পবৃক্ষ তাহার বাহিরে । কুঞ্জগণ আছে যেন মণ্ডলী
 প্রাকারে ॥ এইরূপে শ্রীমন্দির বেড়িয়া বেড়িয়া । কুঞ্জের মণ্ডলী
 আছে দ্বিগুণ করিয়া ॥ দ্বিগুণিত সংখ্যা চারি মণ্ডলী আছয় ।
 অপূৰ্ণ তাহার শোভা কহিলে না হয় ॥ তাহার বাহিরে হেম
 স্থলী মনোরম । শূন্যস্থলময় সেই দীপ্ত অনুপম ॥ মৃগপক্ষ গণ
 রত্ন চিত্রিত তাহাতে । শ্রীপুরুষ ভাব উদ্দীপনা হয় যাতে ॥
 তাহার বাহিরে হয় কদলীর বন । মণ্ডলী বন্ধনে স্থল করে আব
 রণ ॥ সফল শীতল পত্র নানা জাতি হয় । সমূল বকুলে সব
 কম্পূরাদি ময় ॥ তাহার বাহিরে বেড়া পুষ্পোদ্যান আর । ভিন্ন
 ভিন্ন পুষ্প বাড়ী বড়ই বিস্তার ॥ তাহার বাহিরে বেড়া উপ
 বন হয় । পুষ্প ফল ভরে সেই নম্র হৈয়া রয় ॥ তার মধ্যে
 বৃন্দাদেবী কুঞ্জ দাসীগণ । সেবা গেহ বহু তাহা নানোপক
 রণ ॥ বাহিরে ক্রমে লতা দিবেষ্টিত । বৃক্ষতলে ভিন্ন চারা
 যে রচিত ॥ গুবাক মণ্ডলী বন তাহার বাহিরে । হস্ত প্রাপ্য
 নব ফল গুচ্ছ মনোহরে ॥ হরিদ্বর্ণ রক্তবর্ণ ফল মনোরম । বৃক্ষ

কণ্ঠে ফল শোভে সুমণ্ডলী ক্রম ॥ তাহার বাহিরে আছে
 নারিকেল বন । দেখিতে তাহার শোভা অতি মনোরম ॥
 রক্তের কপোলে যেন চারা বান্ধা গেল । এইরূপে ফলগুচ্ছ
 শোভিত হইল ॥ কণ্ঠদেশে কেহ যেন ভূষণ পরয়ে । এইমত
 রক্তে নারিকেল ফল হয়ে ॥ যমুনার তট হয় তাহার বাহিরে
 চাঁপার নিকুঞ্জ আছে তাহার উপরে ॥ অশোক কদম্ব আম্র
 পুন্নাগ বকুল । এই আদি করি কুঞ্জে আছে প্রচুর ॥ প্রফুল্ল
 মাধবীলতা শাখা নমু হৈয়া । তীরে নীরে আছে বহু আবৃত
 হইয়া ॥ মঞ্জল বঞ্জল কুঞ্জ আছে বেষ্টিত । বিবিধ কুসুম কুঞ্জে
 চৌপাশে শোভিত ॥ শ্রীরত্ন মন্দির হৈতে যমুনার কূল । চারি
 দিগে চারি পথ সর্ব শোভা মূল ॥ রত্ন পদ্মপথ সব তার দুই
 পাশে । প্রফুল্ল বকুলাবলী আচ্ছাদিয়া আছে ॥ মন্দির ঈশান
 কোণে সদাশিবালয় । গোপেশ্বর নাম করি যার খ্যাতি হয় ॥
 তাহার উত্তর দিগে যমুনার তট । তথাই আছে যার নাম
 বংশীবট ॥ মণির কুটিমা আছে কৃষ্ণ বাহে রহি । আকর্ষয়ে
 গোপ নারী মুরলী বাজাই ॥ যমুনাতে জানু উরুদম্ব কটি জল ।
 স্নানান্তি হৃদয় কণ্ঠ সমাধির স্থল ॥ কোথাহ অগাধ জল গোবিন্দ
 আপনে । জলকেলি সুখ করে গোপাঙ্গনা সনে ॥ কঙ্কার
 রক্তোৎপল কৈরবাদিগণ । পুণ্ডরীক ইন্দীবর অম্বরহ বন ॥ ক
 ঙ্কার সুবর্ণ পদ্ম প্রফুল্ল হইল । পরাগ কুসুম গন্ধে সে জল ভরিল
 মধুকরগণ গান তাহাতে করয় । মনোজ্ঞ সরসী জল সুশীতল
 হয় ॥ চক্রবাক চক্রবাকী মঙ্গু পক্ষগণ । শরালিকো যাকি আদি
 সারস উত্তম ॥ হংস হংসীগণ আর খঞ্জর নিচয় । শব্দ সুবি
 লাস তীর নীরেতে করয় ॥ সুগোকর্ন রোহিষক আর কৃষ্ণসার ।
 অম্বর হরিণী বহু বিবিধ প্রকার ॥ গন্ধর্ব রোহিত আদি যত

মৃগীগণে । তীরে বিলসয়ে যাহা নিবিড় কাননে ॥ সেখানে আ
 ছয়ে কৃষ্ণের রাসলীলা স্থল । যাহা বিলসয়ে লঞা রমণী সকল
 একদিগে যমুনার জলাবৃত হয় । অন্যদিগে মুক্তকুঞ্জ শতেক
 বেষ্টিত ॥ আরদিগে উপবন কুসুম আবৃত । পূর্ণচন্দ্র প্রায় স্থল
 অতি সুললিত ॥ কম্পুরের চূর্ণ মদ নিন্দা যে করয় । এছন
 বালুকা পূর্ণ সুধাময় হয় ॥ দ্বিগুণ উজ্জ্বল স্থল গোবিন্দ
 আপনে । গোপাঙ্গনা সনে নৃত্য চিহ্নিত ভুবনে ॥ উত্তরে যমু
 না তার রম্য তীর হয় । নিখার পুলিন তার চৌদিগে আছয় ॥
 অর্ধদিগে বৃক্ষ লতা আগুল সহিতে । পুষ্পিত হইলা আলি
 করয়ে বাক্ষতে ॥ পিক পিকী শব্দ করে তার স্বর করি । নাচয়ে
 আনন্দ ভরে ময়ূর ময়ূরী ॥ কোটিচন্দ্র দীপ্ত প্রায় স্থানমনো
 হরে । রত্নের মন্দির আছে কম্পবৃক্ষতলে ॥ গোপাল সিংহাসন
 আছে সিংহপীঠ তাতে । আগমাদি শাস্ত্রে কহে পূর্ণলীলা
 যাতে ॥ প্রিয়াগণ লয়ে কেলি করে সর্বকাল । কহিল না হয়
 স্থল মহিমা অপার ॥ এইমত স্থল রাজ অতি পরিসরে । দেখি
 য়া রাধিকা সুখ বাঢ়য়ে অন্তরে ॥ কন্দর্প লীলার যোগ্য আন
 ন্দ মন্দিরে । গোবিন্দ স্মারক সদা নিজ গুণ ধরে ॥ এথা বৃন্দা
 দেবী নিজ সখী বৃন্দ লৈয়া । সামগ্রী রচনা করে আনন্দ পাই
 য়া ॥ বিভূষণ আদি যত কুঞ্জ সেবা হয় । রচনা করয়ে কুঞ্জ
 উপচার চয় ॥ রাধাকৃষ্ণ আগমন পথে নেত্র ধরে । অকস্মাৎ
 রাই তথা দেখে হেনকালে ॥ অভ্যুত্থান করি বৃন্দা তৎকাল
 আইলা । হৃদক উত্তংস দুই আনন্দে সঁপিল ॥ বনকুঞ্জ মঞ্চে
 শোভা দেখাবার মনে । লঞা গেলা শ্রীকুঞ্জ শ্রীরাজ সদনে ॥
 বন শোভা তাতে চন্দ্র কিরণ রঞ্জিত । উদ্দীপনা দেখি রাই
 হেলা বিভাবিত ॥ কৃষ্ণ প্রাপ্তি লাগি চিত্ত চঞ্চল হইলা । অতি

যত্ন করি স্থির করিতে নারিল। বনশোভা উদ্দীপনা উৎ-
কণ্ঠা ধনী মন । উচ্চালিত কৈল চিত্ত ভাব বায়ুগণ ॥ কৃষ্ণ
প্রাপ্তি আশা লাগি পড়ে উৎকণ্ঠাতে । পথে তুল্য পড়ে বায়ু
চালয়ে যেমতে ॥ প্রবেশ করয়ে রাই কুঞ্জের ভিতরে । নানা
চিত্র দেখি পুনঃ আইসে বাহিরে ॥ পত্রের উপরে পত্র পড়য়ে
যখন । কৃষ্ণ আইলা করি রাই মানয়ে তখন ॥ বৃন্দাকে পুছয়ে
কৃষ্ণ আগমন কথা । এইমত শ্রীরাধিকা হয়ে উৎকণ্ঠিতা ॥
সঙ্কল্প করেন মনে কৃষ্ণের বিলাস । কৃষ্ণ প্রাপ্তে বিক-
ল্পাদি করেন প্রকাশ ॥ সংজ্ঞা করয়ে নানা বিস্তার করিয়া ।
নিজ অঙ্গ বেশ করে হরিষ পাইয়া ॥ কখন তেজয়ে ধনী ভূষা
আদি গণ । কখন করয়ে ধনী শয্যার রচন ॥ নিজ অঙ্গ কাঙ্ক্ষি
দেখি কভু নিজ হিয়ে । অকারণে ধনী কভু অনেক হাসয়ে ॥
অঙ্গকালে বহু মানে গোবিন্দ লাগিয়া । সব ভাবচয় আসি
ধরে ধনী হিয়া ॥ কৃষ্ণ পাব করি ইচ্ছা বাড়ি গেল মনে । নানা
বেশ নানা কথা কহে নানা ভনে ॥ অথা ব্রজেশ্বরী কৃষ্ণে শয়ন
করাএল । ব্রজেশ্বর পাশে সুখে সুস্থিলা আসিয়া ॥ দাসগণ
এথা কৃষ্ণ সেবা স্নেহে করে । তাহা সবাকারে কৃষ্ণ পাঠাইলা
ঘরে ॥ শয়ন হইতে তবে উঠিলা গোবিন্দ । সম্মুখ ছয়ারে
খিল দিল কুরি ছন্দ ॥ কুঞ্জ গমনে অতি উৎকণ্ঠিত মন । পঙ্ক-
দ্বার দিয়া শীঘ্র হইলা নির্গম ॥ পূর্ব দ্বারে অনাচ্ছন চন্দ্রের
কিরণে । লোক জন পথে করে গমনাগমনে ॥ এইত কারণে
কৃষ্ণ সে পথ ছাড়িয়া । বৃক্ষাবৃত পথে চলে বিচার করিয়া ॥
গমন উদ্যমে পদদ্বয় যবে ধরে । তবে ব্রজভূমি ধরে হৃদয় ক-
মলে ॥ মনোবেগ চন্দ্রার্ণিত রথে আরোহিলা । কুঞ্জালয়ে নাগ-
রেন্দ্র তৎকাল চলিলা ॥ জ্যোৎস্না পূর্ণস্থান তূর্ণ লংঘন করিয়া ।

যত্নে রূপ ছায়া পথ লভিলা যাইয়া ॥ তবে মনে বিচারয়ে কি
 কর্ম হইল । রাধিকা গমন তত্ব ভালে না জানিল ॥ ত । সবার
 আগমন হয় কি না হয় । বিচারিতে কৃষ্ণ চিন্তে উৎকণ্ঠা বাড়য় ॥
 এথা ত্রিরাধিকা কৃষ্ণ লাগি উৎকণ্ঠিতা । আচম্বিতে দেখে ধনী
 তমালের পাতা ॥ পবনে দোলায় জ্যোৎস্না তাহাতে পুরিল ।
 তাহা দেখি রাই মনে কৃষ্ণ জ্ঞান হৈল ॥ জ্যোৎস্না মানে হেম
 বাস তমাল শরীর । কৃষ্ণ আগমন লাগি হইলা অস্থির ॥ হাস্য
 করিবারে মনে কৌতুক হইলা । রত্নালয় মাঝে ধনী যাঞা
 লুকাইলা ॥ সুবর্ণের ভিত্তি লগ্ন প্রতিমার মাঝে । রত্ন প্রদীপা
 দি গণ তাতে ভাল সাজে ॥ সেই প্রতিমার মাঝে রাধা সুবদনী
 লুকাঞা রহিল । কৃষ্ণ আগমন জানি ॥ এইত সময়ে কৃষ্ণ রূপ
 চন্দ্র পথে । আসি উপস্থিত হৈলা সঙ্কেত কুঞ্জেতে ॥ দেখি রূপ
 দেখি আইলা । হরষিত হএস । কর্ণিকার দিলা অবতংসের লাগি
 য়া ॥ মাধব উদয় হৈলা মাধবী দেখিয়া । পুলক মৃকুল জাল
 ভরে অলি লঞা ॥ বাম্প মকরন্দ কম্প মলয় বাতাসে । হাস্য
 পুষ্প শ্বেত অঙ্গ পরম হরিষে ॥ ভ্রমরের ধ্বনি হয় গদগদ বচন ।
 অতি প্রীতি পাইলা প্রিয় আইলা হেন মন ॥ এমনি রাধিকা
 নিজ সঙ্গীগণ সঙ্গে । গোবিন্দ দর্শনে হয় ভাবের তরঙ্গে ॥ মা
 ধবী লতিকা দেখি গোবিন্দ মানসে । আনন্দ উদ্ধৃত্য ভাব
 অঙ্গে পরকাশে ॥ কান্তাবলোকন লাগি নয়ন মানসে । চঞ্চল
 হইলা কৃষ্ণ অত্যন্ত হরিষে ॥ সখীগণ দেখি প্রণ করিতে লা
 গিলা । তোমার সঙ্গিনী রাই কহ কোথা গেলা ॥ তারা সব
 কহে তিহোঁ গৃহেত রহিলা । কৃষ্ণ কহে তারে ছাড়ি সবে কেন
 আইলা ॥ তারা সব কহে নিম্ন পূজার কারণে । কুসুম তুলিতে
 এখাইল আগমনে ॥ কৃষ্ণ কহে তবে কেনে তার অঙ্গ গন্ধ ।

সৌরভয়ে দেখ এই সকল দিগন্ত ॥ তারা সব কহে তার অঙ্গের
সহিতে । মো'সবার অঙ্গ হৈল সৌরভ পুরিতে ॥ সেই গন্ধ
লাগে এবে তোমার নাসাতে । কৃষ্ণ কহে এই কথা মিথ্যা
প্রতারিতে ॥ ভারা কহে মিথ্যা যদি ভালই হইল । দেখ কোন
স্থানে তবে রাধিকা আইল ॥ কৃষ্ণ কহে তাহা বিদু তোমা
সবাকার । আগমন সম্ভাবননা হয় বিচার ॥ চন্দ্র মূর্তি বিনা
কভু আকাশ উপরে । কিরণের গণ কিয়ে উদয় আচরে ॥
সখীগণ কহে এই চন্দ্রাবলী নহে । স্বভাবজার শ্রীউদয় করয়ে
একদেশে রহি চন্দ্রাবলী ম্লান করে । তোমাকেই দীপ্ত করে
অন্য কোন স্থলে ॥ এইরূপে সখীগণ পরিহাস করে । অথা
বৃন্দাদেবী নেত্রে ইঙ্গিত আচরে ॥ বৃন্দার ইঙ্গিতে কৃষ্ণ জানি
য়া তখনে সুবর্ণ মন্দিরে গেলা প্রিয়া দ্রশনে ॥ মন্দিরে প্র
বেশ করি দেখেন মুরারি । সুবর্ণের কান্ত্যে সব আছে গেহ ভরি
রাধিকাজ্জ কান্তি সর্ব কান্তি সঙ্গে মিলি । সুবর্ণ অদ্বৈত কান্তি
হৈল গৃহস্থ লী ॥ তাহাতে শ্যামাজ্জ কান্তি বিশাল হইল । মর-
কত মণি কান্তি সব উছলিল ॥ প্রতিমা নিকটে কৃষ্ণ অন্ত্র ক
রয়ে । প্রিয়া দেখিবারে চিত্ত অতি লোভ হয়ে ॥ কৃষ্ণ দেখি
রাধিকার হর্ব ভাব হৈল । স্তব্ধ হৈয়া প্রতিমার সঙ্গেই রহিল ॥
রাধিকা দেখিয়া কৃষ্ণ প্রতিমা মানয়ে । প্রতিমা দেখিয়া মনে
রাই অনুলয়ে ॥ কৃষ্ণ সঙ্গ সঙ্গে রাই লালসাদি হয় । তৎকাল
বামতা সখী আসি আকর্ষয় ॥ পরম আনন্দে বাছ চালে সুব
দনী । সেইকালে বামভাগে আসি রোধে ধনী ॥ রাধিকা পর
শে কৃষ্ণ ইচ্ছা যবে হৈল ; অত্যন্ত হরিষ আসি স্তব্ধতা করিল
তবেত লালসা হৈল নিবার্য না হয় । প্রিয়া হস্ত উগ্রতাতে
আসিয়া ধরয় ॥ গোবিন্দ পরশে রাই অঙ্গ পুলকিতা । প্রতি

অঙ্গে কম্প জল নয়ন পুরিতা ॥ বৈবৰ্ণ্য প্রস্বেদ জল । নয়ন চঞ্চল
বক্র দৃষ্টি ভুরুলতা কুটিল প্রবল ॥ এইরূপে কৃষ্ণ কর হৈতে
নিজ করে । আকর্ষণ করি ধনী লইল সত্বরে ॥ রাধিকার হাস্য
মুখ নেত্রান্ত অরুণা । কুটিল নয়ন অঙ্গ কলাপক্ষ্য সীমা ॥ হেলা
উল্লাস আর চাপল্যাদি গণ । মন্দ স্মিত আদ্র ধনী যুগল নয়ন
কণ্ঠেতে খঞ্জন ধ্বনি ছকারের সঙ্গে । ভৎসন করয়ে বহু হর
ষিত রঙ্গে ॥ রাধা চন্দ্রমুখী মুখ একপ দেখিয়া । গোবিন্দ হই
লা সুখী পূর্ণানন্দ হিয়া ॥ নানা কর্ণ নেত্র জিহ্বা শরীরাদি করি
নিজ নিজ লাভে সবে বহু লোভে ভরি ॥ রাধাকৃষ্ণ অন্যান্যে
লুটে বহুরঙ্গে । ছলকরি লুটে রাজ্য আনন্দিত রঙ্গে ॥ কামা-
কুশ অস্ত্র কৃষ্ণ হস্ত চোরবরে । প্রবেশ করিলা রাই কঙ্কুকা
ভিতরে ॥ সর্পগতি হয়ে হেমঘট দুই ধরে । ধরিয়া লইতে রাই
করে কর বারে ॥ এইমত সুমধুর লীলানন্দ সিন্ধু । নিমগন
হৈল চিত্তে লুকা ব্রজইন্দ্র ॥ রাধিকার চিত্ত তনু শিথিল হইল
সখী আসি দেখে করি দাম্য উপজিল ॥ হর্ষ দাম্য ভাবে ধনী
কুটুম্বানন্দিরে । প্রবিষ্ট হইলা সখীগণের ভিতরে ॥ রসের
তরঙ্গে কৃষ্ণ ভাসিয়া ২ । রাই কাছে গেলা রাই রহে লুকাইয়া ॥
সখির মিশালে ধনী লুকাইলা যবে । সখী মধ্যে রাই কৃষ্ণ অন্তে
যয়ে তবে ॥ প্রণয়ে কোটিল্য নেত্র করে সখীগণ । অন্তরে আন
ন্দ করে বাহিরে ভৎসন ॥ এইরূপে ছলে কৃষ্ণ রাই অন্তে
বিত্তে । সখির তাক্ণ্য ধন লুটে ভালমতে ॥ যদ্যপিহ সখীগণ
প্রণয়েষ্যা করি । রোধয়ে গোবিন্দ হস্ত বাম্য আগ্রহরি ॥ ত-
থাপিহ কৃষ্ণ সুখ আনন্দ বাঢ়য়ে । অঙ্গনার বাম্য সুখসিন্ধু
বিস্তারয়ে ॥ এইত কহিল রাধাকৃষ্ণের মিলন । ইহা যেই শুনে
পায় কৃষ্ণ প্রেমধন ॥ গোবিন্দ লীলামৃতে আছে ইহার বিস্তার

যে কিছু লিখিয়ে মাত্র সেই অনুসার ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত
সমুদ্র গভীর । সদাই বিহরে ইথে ভক্ত মহাধীর ॥ ঠাকুর
বৈষ্ণব ইহা করিবে শোধন । নিজ গুণে না দেখিবা মোর দোষ
গণ ॥ গোবিন্দ চরিতামৃত সদা যেই গায় । লোটাইয়া ধর মুঞি
তাঁর ছুই পায় ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে । এষু
নন্দন কহে সায়কু বিলাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে সায়কু লীলা বর্ণনে শ্রীরাধা-
কৃষ্ণ মিলনং নাম একবিংশতি স্বর্গঃ ॥ ২১ ॥

তথাহি । তাবুৎকৌলকসঙ্গে বহু পরিচরণৈব বৃন্দসারাদ্যা-
মানৌ, গানৈনর্নগ্রহেলীলপনসুনটনৈ রাসলাস্যাদিরঙ্গৈঃ ।
প্রেক্ষালীভলসিন্তৌ রতিগতমনসৌ মৃষ্টমাদ্বীকপানৌ, ক্রীড়া
চার্যৌ নিকুঞ্জে বিবিধরতিরগোদ্ধৃত্য বিস্তারিতান্তৌ ॥ ১০ ॥
তাবুৎলৈগন্ধমাল্যৈর্যজ্ঞন হিমপয়ঃ পাদসম্বাহনাত্তৈঃ প্রে-
মাসংসেব্যমানৌ প্রণয় সহচরীমণয়েনাপ্তশান্তৌ । বাচা-
কান্তেরণাভিনিভূতরতিরসৈঃ কুঞ্জসুপ্তালিসংযৌ, রাধাকৃষ্ণৌ
নিশায়াং সুকুসুমশয়নে প্রাপ্তনিদ্রৌ স্মরামি ॥ ১১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ । জরাদ্বৈতচন্দ্র জয়
গৌরভক্ত বৃন্দ ॥ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ । জয় শ্রীগো-
পাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ জয় জয় শ্রীজীব গোসাঞি দীননাথ
জয়২ গদাধর ভক্তগণ নাথ ॥ তবে বৃন্দাদেবী আইলা নিজ
গণ সঙ্গে । রাধাকৃষ্ণ সখীবৃন্দ লৈয়া গেলা রঙ্গে ॥ যমুনার
তটে শিম্পশালা মনোহর । পূর্ণচন্দ্র কান্তিগণ নিন্দে সেই স্থল ॥
কাঞ্চন বেদীকা আছে নিকটে তাহার । পুষ্পশয্যা সক্ষমবাসে
শোভিরাছে ভাল ॥ তাহাতে বসিলা রাধাকৃষ্ণ সখীগণ । শীত

ল সুগন্ধি মন্দ বহরে পবন ॥ চিত্র পুষ্প অভরণ তাম্বূল চন্দ
 নে । ব্যঞ্জন সুগন্ধি দিয়া কখনে সেবনে ॥ রাধিকা গোবিন্দ
 আর যত সখীগণ । সেবা করে বৃন্দাদেবী লৈয়া নিজ জন ॥
 সজ্যোৎস্না রজনী বন কুসুমে পূরিত । সুন্দর পুলিন প্রিয়াগণ
 সুবেষ্টিত ॥ দেখিয়া গোবিন্দ হৃদি আনন্দ বাটিল । রাসবিলা
 সের লাগি বাঞ্ছা বহু হৈল ॥ বৃন্দাবন বৃক্ষতলে সগান নর্তন ।
 সুচক্ৰ ভ্রমণ প্রায় অনেক ভ্রমণ ॥ হস্তিক নৃত্য হয় অতি
 মনোহর । যুগ্ম নৃত্য গান হয় প্রকার বিস্তর ॥ তাণ্ডব নৃত্য
 ত আছে বহুত প্রবন্ধ । এক জন নাচে করিলাস্য রঙ্গ ॥ সেই
 মতে গান নৃত্য নৰ্ম্ম আর । জলখেলা নৰ্ম্ম লীলা রাস অঙ্গসার ॥
 সুমন্দ পবনে বৃক্ষলতিকা কাঁপয় । পূর্ণচন্দ্র জ্যোৎস্না তাতে
 উজ্জ্বলিত হয় ॥ ময়ূর নাচয়ে গান করয়ে কোকিল । ভ্রমরা
 বজ্রার বহে সুগন্ধি সমীর ॥ দেখি কৃষ্ণ চিত্তে অতি আনন্দ
 বাটিল । বন বিহরণ লাগি বাসনা হইল ॥ নিজ বাঞ্ছা বংশী
 গানে জানায়ে গোপীরা । কৃষ্ণ নাম গানে গোপী অঙ্গীকার
 করে ॥ কৃষ্ণ বংশী গানে কহে শুন প্রিয়াগণ । চন্দ্রের ক্রিরণে
 ভরে সব বৃন্দাবন ॥ বিহার লাগিয়া চিত্ত বাসনা করয়ে । তাহা
 শুনি কৃষ্ণ নাম গানে তারা কহে ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ
 কৃষ্ণ কান্ত হে । বিহরিতে বৃন্দাবন সর্ব চিত্ত উৎকর্ষে ॥ তাহা
 শুনি কৃষ্ণ নিজ প্রিয়াগণ লঞা । উঠিলেন বৃন্দাবন বিহার লা
 গিয়া ॥ সঙ্গে চলে বৃন্দা দেবী অনুগত হঞা । নিজ শিক্ষা সু
 কৌশল বন দেখাইয়া ॥ প্রতি বৃক্ষ প্রতিলতা প্রতি কুঞ্জতলে ।
 নৃদগান শিখাইয়া ভ্রমিৎ ফিরে ॥ সুমন্দ মলয়ানিলে তরুপত্র
 চয় । কাঁপে সেই ছলে সব অরণ্য নাচয় ॥ সুমধুর ধ্বনি কলা
 পিক কুল গান । ভ্রমর বজ্ররে মত্ত ময়ূর নর্তন ॥ নিজ প্রিয়া
 সমগুণ দেখি বৃন্দাবন । কৃষ্ণ চিত্তে বাঞ্ছা বাঢ়ে করিতে রমণ ॥

বৃন্দাবনে মৃগপক্ষ ভৃঙ্গ তরুলতা । মচ্ছাঁ হৈতে উঠে যেন হইল
 বিলতা ॥ মাধুর্য্য অমৃত রসে সিনান করিলা । কৃষ্ণকৈলি দেখি
 বারি আনন্দিত ভেলা ॥ পক্ষমৃগ চঞ্চরিক আগেত করিয়া ॥ বৃন্দা
 বন স্থান কৃষ্ণে মান্য করে গিয়া ॥ চন্দ্রের কিরণে অঙ্গ বলিত ক
 রিয়া । কৃষ্ণ আগে শীঘ্র আইলা বায়ু গতি হৈয়া ॥ চন্দ্রকান্ত্যে বৃ
 ন্দাবন গৌরবর্ণ হৈলা ॥ গোঁড়াঙ্গীর অঙ্গ কান্তি তাতে মিশাইলা
 স্বর্ণ জলে স্বর্ণ যেন প্রফালন কৈল । এইমতি বনে ব্রজাঙ্গনা
 অঙ্গ হৈল ॥ রাধিকার অঙ্গ ছাতি বৃন্দের সহিতে । মিলিলা
 গোবিন্দ অঙ্গ সুমধুর দূতে ॥ চঞ্চল তমাল বৃক্ষ পত্রগণ যেন ।
 আলমল করে পূর্ণচন্দ্রের কিরণ ॥ তবে কৃষ্ণ প্রীত করি সবারে
 পুছয়ে । সুখে আছ পক্ষগণ কহত নিশ্চয়ে ॥ বৃক্ষলতা মৃগমৃগী
 মধুকর গগ্ন । কুশলে আছহ সবে কহত কখন ॥ গোবিন্দ দে
 খিয়া বৃন্দাবন নৃত্য করে । পবনে চালায় পত্র পুষ্প আদি
 ছলে ॥ কোকিল ভ্রমরা ছলে করে মঞ্জু গান । নর্তকীর প্রায়
 নাচে গায় বৃন্দাবন ॥ গোবিন্দ সংহতি যায় ভৃঙ্গ পুঞ্জগণে ।
 অতিশ্রান্ত হৈল ভৃঙ্গ গমনাগমনে ॥ দেখিয়া মাধবীলতা নিজ
 মধুপানে । কিংশলয় বায়ু চলে করেন আস্থানে ॥ নিজ কুল
 ধর্ম্ম গোপীগণ তেয়াগিয়া । গোবিন্দে আনন্দ দেন শিক্ষার
 লাগিয়া ॥ আলতীর গন্ধে ভৃঙ্গ উন্মত্ত হইয়া । প্রণাম করয়ে
 রঞ্জে সে সব কহিয়া ॥ মল্লিলতা ফুলে বৈসে চপলা ভ্রমর ।
 অনিলে চালয়ে তার পত্র মনোহর ॥ যেন কৃষ্ণভাস্য দেখি
 কটাক্ষের সঞ্জে । পরম আনন্দ ভরে কাঁপে সব অঞ্জে ॥ আপন
 নিকটে কৃষ্ণ দেখি লতাগণ । নৃত্য করে ছল করি মলয় পবন
 পক্ষগণ শব্দ স্তুতি করয়ে বিস্তর ॥ দেখিয়া আনন্দ পায় গোবি
 ন্দ অন্তর ॥ গুঞ্জাবলী কুঞ্জে পুষ্প বিচিত্র অপার । নবদল

তপ্পে বৈসে অলি পরিবার ॥ শব্দ ছলে তারা বহু স্তবন কর
য়ে । দেখি রাধাকৃষ্ণ সুখ অধিক বাঢ়য়ে ॥ কৃষ্ণ মেঘ আলিঙ্গি
তে, রাই বিদ্যুজ্জ্বলা । অমৃত বরিশে মন্দ ধ্বনির সঙ্গত্যা ॥ দে
খিয়া ময়ূর আর ময়ূরীর গণে । কেকা শব্দ করি নাচে পিচ্ছ
প্রসারণে ॥ পক্ষগণ শব্দ করে ভ্রমরা বাক্তি । পুষ্পফলে পূর্ণ
বনপরিমলে অতি ॥ চন্দ্র জ্যোৎস্না ভরে মন্দ পবনে চলয়ে । বন
শোভা দেখি কৃষ্ণ আনন্দে ভাসয়ে ॥ অশোকলতার পুষ্প
অপ্প বিকসিলা । বৃষভানু সুতা তাহা ত্রোটন করিলা ॥ স্তবক
যুগল কৃষ্ণ শ্রবণে ধরিলা । সুসখ্যতা প্রেমে হস্ত কাঁপিতে লা
গিলা ॥ আর দুই পুষ্প গুচ্ছ হস্তেত ধরিয়া, মন্দ মন্দ হয়ে
যান হরষিতা হৈয়া ॥ প্রণয়জ সুকলহ সদা কৃষ্ণ সঙ্গে । তার
হস্ত পুষ্প গুচ্ছ হরে কৃষ্ণ রঞ্জে ॥ সেই গুচ্ছ লঞা, রাই শ্রবণ
যুগলে । হাসিয়া ধরিলা কৃষ্ণ ধনী বাঞ্ছা পূরে ॥ সিংহ বধ্য
গণ কণ্ঠধ্বনি সুমধুর । গায় নিরমল গুণ সরস প্রচুর ॥ স্তবক অ
র্পণ ছলে কৃষ্ণঙ্গ পরশে । অতি উৎকণ্ঠিতা ভেল নিভৃত বিলা
সে ॥ কিলকিঞ্চি তাহি ভাব বিষ্ণোক বিলাসে । ললিতালঙ্কার
কৃষ্ণ পরাণ হরিশে ॥ ভ্রমর সকল ধ্বনি ছল উঠাইয়া । রাধাকৃষ্ণ
গুণ গান পুষ্প পরশিয়া ॥ চন্দ্র আর লতা তরু গুণের সংযো
গে । কৃষ্ণচন্দ্র গুণ গায় সখী অনুরাগে ॥ বর্ণ অর্থ বিপর্যয়
রাধাকৃষ্ণ শোভা । পরম হরিশে সখীগণ চিত্ত লোভা ॥

যথা রাগঃ । উদয় করিলা শশী, শোভে অতি জ্যোৎস্না
রাশি, জগত আছাদশীল সার । প্রেমোদা হৃদয়ে কাম, বাঢ়া
ইতে সুধা ধাম, রাধা অনুরাধা সুধাসার ॥ সখীহে রাই কানু
বিলাসয়ে রাসে । প্রতি তরুলতা তলে, রাসের হিল্লোলে বুলে
গান নৃত্য পরিহাস রসে ॥ ধ্রু ॥ গোবিন্দ সুশীল অতি, আছাদ

দেও বন ততি, বাঢ়য়ে যুবতী হৃদি কাম । রাধিকা ললিতা
 সঞ্জে, বিলাস করয়ে রঞ্জে, সুশোভা অধিক কান্তি ধাম ॥ প্রফুল্ল
 মাধবীলতা, পুষ্পাগেন সুবেষ্টিতা, বিরাজয়ে গহনের মাঝে
 সজ্জ্যাংমা রজনী অতি, বিরাজয়ে কান্তি ততি, তাতে বৃক্ষ
 লতা পুষ্প সাজে ॥ বন মাঝে কৃষ্ণচন্দ্র, সঞ্জনিতস্থিনী বৃন্দ,
 বিলসয়ে সজ্জ্যাংমা রজনী । বসন্ত মাধবীলতা, সঞ্জে হৈল
 প্রফুল্লিতা, বিশ্ব চিত্তে আনন্দ বন্ধিনী ॥ মাধবের আলিঙ্গনে,
 মাধবী আনন্দ মনে, তাহাতে মাধব হরষিত । দেখিয়া দোহার
 শোভা, মদন অন্তরে লোভা, বিশ্ব নেত্র করে আনন্দিত ॥
 প্রফুল্ল মাধবী মাল্য, কাঞ্চন যথিকা ভাল, প্রফুল্ল হইয়া বেড়ে
 তায় । দেখিয়া সুন্দর শোভা, পরিমলে হইয়া লোভা, অধরী
 ঝঙ্কতি হঞা ধায় ॥ প্রফুল্ল গোবিন্দ অঙ্গ, রাধিকা প্রফুল্ল সঙ্গ,
 শোভা দেখি সব সখীগণ । আনন্দে মগন মন, গুণ গায় সখী
 গণ, সমর্পণ করে কায় মন ॥ নব পদ্মগণ সঞ্জে, ভ্রমরা বিলাসে
 রঞ্জে, গান করে মদন নিদেশে । মধুপানে মত্ত হঞা, হৃদয় মদ
 ন লৈয়া, এইকপে রজনী বিলাসে ॥ গোবিন্দ পদ্মিনী লৈয়া
 মদন পূরিত হিয়া, রঞ্জে বিলসয়ে সব রাতি । করে নানাবিধ
 গান; মনমথ ঝুরুছান, আনন্দে ভরয়ে সব মতি ॥ রজনী রমণী
 বর, সব অঙ্গকার হর, দেখি পদ্ম কুমুদ বিকাশে । গগন অসি
 ত ঘন, সিত জ্যোৎস্না সম্পূর্ণ, পরিমলে ভরি অলি ভাসে ॥
 দেখি বন শোভা চন্দ, সঞ্জে করিকান্তা বৃন্দ, ভ্রমরা বেষ্টিত
 চারি পাশে । নানামত গান করি, একপে বিহরে হরি, আনন্দ
 সমুদ্রে সদা ভাসে ॥ প্রতি বৃক্ষতলে, ভ্রমণ করিয়া বুলে, তবে
 কৃষ্ণ যমুনার তীরে । গেলা বংশীবট তলে, মণির কাটিমান্তরে.
 গায় যুছনন্দন বিরলে ॥

কৃষ্ণ দেখি যমুনার আনন্দ বাটিল। নিজ গোভা দেখাইয়া।
 কৃষ্ণ সুখদিল ॥ তরঙ্গ হইল ফণা সেই হাস্য মানি। পক্ষ
 গণ ধ্বনি ছলে গান প্রকাশিনী ॥ যমুনার সর্বোদ্ভ্রিয় উৎকণ্ঠা
 বাটিল। সরস উৎসবে উন্মি হস্ত প্রসারিল ॥ লোল পদ্মগণ
 ছলে বদন চঞ্চল। নয়ন চঞ্চল ফুল্ল মালা উৎপল ॥ কুস্তীরের
 মুখ হয় উচ্চ নাসা সম। গর্ভগণ যত হয় কর্ণ অনুপম ॥ যমুনা
 পুলিন কৃষ্ণ দেখি আনন্দিত। রমণ কারণে ভূষণ বাটি গেল
 চিত্ত ॥ যমুনার পার হৈতে বাসনা হইল। প্রিয়া বৃন্দ সঙ্গে
 কৃষ্ণ উঠিয়া চলিল ॥ জলের উপরে কৃষ্ণ পাদপদ্ম দিতে। যমু
 না প্রণাম করে তরঙ্গ হস্তেতে ॥ পদ্মগণ আনি দেন কৃষ্ণ পদ
 যুগে। পুনঃ পুনঃ পরশিয়া বন্দে অনুরাগে ॥ কৃষ্ণ নিজ প্রিয়া
 গণ সঙ্গে পার হৈতে। গমন শিকার লাগি আইল হংস তটে
 হংসীগণ সঙ্গে হংস তট কাছে আসি। মঞ্জীরের ধ্বনি স্থানে
 ধ্বনিসে অভ্যাসি ॥ যমুনার সুখ হৈল কৃষ্ণ আগমনে। জলের
 সম্মুখে হয় গমন স্থলনে ॥ কৃষ্ণ সুখ লাগি জলে উদ্ধত গমন।
 ক্ষীণতা করিল অতি হরষিত মন ॥ জানু সম জল হৈল সকল
 যমুনা। শুভকদম্ব জল বহে নির্ঝর পুলিনা ॥ পার হয়ে সুখে
 কৃষ্ণ পুলিনে উঠিল। কৃষ্ণ প্রিয়াগণ সঙ্গে রমণেচ্ছা হৈল ॥
 নয়নে মেলা আকৃতির সঙ্গে। হাস্যমুখে কত পরিহাস করে
 রঙ্গে ॥ আলিঙ্গন করি মুখে চুম্বন করয়ে। বদন পিয়াসে কুচ
 যুগে নথার্পয়ে ॥ দোঁহে দোঁহা অঙ্গে অঙ্গ পরশাইতে। অনঙ্গ
 বিলাস ভূষণ বাটি গেল চিত্তে ॥ তবে কৃষ্ণ প্রিয়াগণ সঙ্গেত
 করিয়া। রাসচক্র পুলিনেত আইল স্বর্গ হইয়া ॥ সেচক্র উপরে
 কৃষ্ণ রমণ লাগিয়া। আরোহণ কৈল কৃষ্ণ প্রিয়াগণ লৈয়া ॥
 উদ্ধ হস্ত উচ্চ মৌলি চক্রে উপরে। রাধিকার সঙ্গে কৃষ্ণ নানা

লীলা করে ॥ দোঁহা মধ্যে করি অরি যত সখীগণ । ত্রিমুখ
 হয়ে বাহে ক্রমে আচরণ ॥ তমাল তরুতে যেন স্বর্ণলতা বেড়া
 বান্ধিয়াছে মূলে যেন সুবর্ণের চারা ॥ অংশে অংশে দিল দুই
 ভুজলতা । নৃত্য করে সখী বৃন্দ প্রধান ললিতা ॥ নৃত্য করে
 নিভস্বিনী পদের চালনা । নানান বৈদ্য গতি নাহিক তুলনা
 জ্যোতিষচক্র যৈছে ভ্রমে কভু শীঘ্রগতি । কভু মধ্য গতি চলে
 কভু মন্দ গতি ॥ এহে হর্লিসক নৃত্য করে কৃষ্ণপ্রিয়া । সব সখী
 গণ মেলি ভুজে বন্ধ হৈয়া ॥ কভু কৃষ্ণ ললিতা বিশাখা মধ্যে
 যাঞা । অংশে বাহু অর্পি নাচে আনন্দ পাইয়া ॥ গান করে
 কৃষ্ণ আর গাওয়ায়ে সবারে । আপনি নাচয়ে আর নাচায়ৈ প্রি
 য়ারে ॥ অতি শীঘ্রগতি হয় পদের চালনে । দুই মধ্যে কৃষ্ণ
 এইকপে ভ্রমে ॥ বহু স্বর্ণলতা মাঝে নাচয়ে তমাল । এইকপে
 দেখে কৃষ্ণ সঙ্গ গোপীজাল ॥ আলাত চক্রের প্রায় গমন মূ-
 রারি । সবে জানে কৃষ্ণ আছে নিকটে আয়ারি ॥ বহু বিস্তারিত এক
 মণ্ডলী করিয়া । তার মাঝে নাচে কৃষ্ণ চক্রভ্রমী হইয়া ॥ আপ
 নার নিজ শক্তি তাহা প্রকাশিল ॥ দুই গোপাঙ্গনা মাঝে
 নৃত্য কৈলা ॥ সর্ব গোপাঙ্গনা গণ দুই মিলনে । নাশ্বিনেন
 চক্রে হৈতে বিলাসান্যমনে ॥ নাশ্বিয়া আইলা পুনঃ মণ্ডলী বন্ধন
 অনেক করিলা চক্র ভ্রমণ নতুন ॥ তবে পুনঃ রাসলীলা বিলাস
 কারণে । আরোহণ কৈল অন্য চক্র বিহরণে ॥ যমুনা লহরী
 মৃত্যুতাতে সংস্কৃত । কুমুদ সৌরভ বারু সে হলে মজ্জিত ॥ অতি
 সুবিস্তার স্থল চন্দ্রের কিরণে । সুন্দর পুলিন কৈলা অমৃত লে
 পনে ॥ অমঙ্গ উল্লাস রঙ্গ আখ্যান তাহার । সেই স্থলে প্রিয়া
 সঙ্গ কৃষ্ণের বিহার ॥ মধ্যে কৃষ্ণ অষ্টদিগে ঔজাঙ্গনা গণ । হস্তে
 হস্তে বন্ধ সব মণ্ডলী বন্ধন ॥ চন্দ্র বেড়ি রাহে যেন সব তারাগণ

এছে কৃষ্ণ গোপাঙ্গনা মধ্য মনোরম ॥ কাম কুস্তকার কিবা
 রাসের কিরণে । হেমঘট চক্র কৈল ব্রজাঙ্গনা গণে ॥ কৃষ্ণ দণ্ড
 দিয়া তাহা চালায়ে সঘন । গড়াইতে চাহে রাস লীলা মনোরম ॥
 রাসলীলা হৈল কিবা বিলাস সাগরোকন্দর্প কৈবর্ত সুখ বার্চায়ে
 অন্তরে ॥ শ্রীকৃষ্ণের মন মহামান বাক্ষিবারে ॥ গোপাঙ্গনা গণ হেম
 জাল তাতে পেলেন ॥ উরোজ উন্নত হেম তুম্বিক ফল বন্দে । ভাসে
 রাসলীলা জলে রসের তরঙ্গে ॥ অন্যান্য বন্ধ কর যত প্রিয়া
 গণে । কভু কৃষ্ণ যায় দুই মধ্যস্থানে ॥ প্রিয়া অংগে নিজ ভুজ
 যুগল অর্পিয়া । নানা গীত নৃত্য করে আনন্দ পাইয়া ॥ প্রিয়া
 ভুজ শিরে দিগ্না নাচে কৃষ্ণচন্দ্র । নাচে তাহা কি কহিব বহুল
 প্রবন্ধ ॥ জলদের জাল মাঝে সুস্থির চপলা । 'চক্রবায়ু আসি
 যেন তাহা চালাইলা ॥ কভু কৃষ্ণ একলেই করেন নর্তন । অতি
 শীঘ্রগতি সেই আলাত চক্র সম ॥ সর্ব গোপাঙ্গনা গণ জানে
 এই স্থানে । গোবিন্দ আছয়ে মোর প্রীতের কারণে ॥ কৃষ্ণ
 কৃষ্ণ প্রিয়া গণ বংশী কণ্ঠ ধ্বনি । বলয়া নৃপুৰ কাঞ্চী একত্রে ঘট
 নি ॥ নটন গতির সঙ্গে পদ ভলে তাল । একত্র তুমুল ধ্বনি হইল
 নিশাল ॥ সে ধ্বনি হইল দশদিগে বেয়াপিত । সকল জগত
 যাতে হইল বিম্বৃত ॥ অতঃপর গান সবে আরম্ভ করি
 ল । অনিবন্ধ নিবন্ধ দুই বিধানে গাইলা ॥ সা রি গ ম প ধ
 নাঙ্ক স্বর আলাপয়ে । পৃথক নানা সঞ্চার করয়ে ॥ এক সুবি
 ক্রিত জাতি ভেদ দ্বিধাগণ । সপ্ত সুক্ক একাদশ বিকৃত আখ্যান
 সপ্তম প্রকার শ্রুতি গান প্রকাশিলা । বাইশ প্রকার স্বর আলা
 পন কৈলা ॥ সুতাল বরিনা উপপঞ্চাশ প্রকার । একুইশ প্রকা
 র মূচ্ছা করিলা সঞ্চার ॥ গমক প্রকাশে পঞ্চদশ মত আর ।
 চালা আদি বস্ত্র ভেদ গানো সঞ্চার ॥ রূপকাদি কৈল শুদ্ধ

শালগাদি করি । ত্রিবিধ প্রকারে কৈল সুজাত সঞ্চারি ॥ সগুস্বর
 হয় এই সম্পূর্ণ বিধান । ষট্ স্বর বাড়ব করি বলি যার নাম ॥
 পঞ্চস্বর নৌড়বাংশ ভেদ করি গানে । এইরূপে ত্রিধা হয় স্বরে
 র বিধানে ॥ মল্লার কণাট নাট সাম সুকেদার । কানোদ ঠৈভর
 বীরাগ দেশাগী গান্ধার । বসন্ত মালব রামকৈলি সগুজ্জরী ।
 গৌরী গণ্ডকিরী রাগ তুড়ি আশাবরী ॥ বেণাবলী আরহাটী
 মঙ্গল গুজ্জরী । দেশবরাড়ী আর সুপঠমঞ্জরী ॥ মাগধী কোশি
 কীপালী ললিত সিন্ধুড়া । এইত রাগিনী গান করে মনোহরা ॥
 সুশীরতা তাল ঘনা লুঙ্ক বাদ্যগণে । বৃন্দা আসি ক্রমে দেন বা
 জন সংক্রমে ॥ মুরুজ ডমরু ডম্ব মডডু ধুখমকা । মন্দিরা মুর
 লী বংশী সুন্দরপালিকা ॥ বিশঙ্ক মহতী বীণা সুকর তালিকা
 কচ্ছপী সুন্দর আর শুক বিলাসিকা ॥ রুদ্র বীণা তম্বুর আর
 সুস্বর মণ্ডলী । বাজান সকল যন্ত্র কৃষ্ণ প্রিয়া গৈলি ॥ হস্তক
 করয়ে দেখি অতি বিলক্ষণ । যাহা দেখি মুরছিত হয় ত্রিভুবন
 পতাকা ত্রিপতাকাদি আর হংসমুখ । মৃগশির সম আর
 কাতারির মুখ ॥ শুক মুখ সাঁড়াসি খটকামুখ আর । সুরিমুখ
 অর্দ্ধচন্দ্র পদ্মকোষাকার ॥ সর্প মুখ আদি করি হস্তক প্রকার
 নর্তনে দেখায় করি আলনে মঞ্চাব ॥ বহুবিধ তাল প্রবলক্ষ
 ণাদিগণ । মঞ্জু লক্ষণক অনেক অতি বিলক্ষণ ॥ গ্রহাদি ত্রিবিধ
 হয় অতি অনুপম । সনা গো পুচ্ছিকা শ্রোত বহু মনোরম ॥
 ত্রিবিধ নব এব গাত দ্রুত মধ্য শেষ । নিঃশব্দ শব্দ দ্বিধারব
 সুবিশেষ ॥ মান দুই শত হয় বদ্ধ নাহি মান । এইরূপে কৃষ্ণ
 সঙ্গে প্রিয়াগণ গান ॥ তচ্চতুর্পুট চাটপুট কপকাদি গণ । গজ
 লীলা একতাল সিংহ নন্দন ॥ নিশাক্রপণ আদি করি তাল
 বিলক্ষণ । কতেক লিখিব ইহা না যায় লিখন ॥ অজড় কপা

আদিমণ্ড আর সম্পত্তি পুটিকে । পিকবর সুলন কুবর সুপু
টিকে ॥ উদ্ভটি উদ্ভট আর দর্পরাজ নাম । কোলাহল শচী
প্রিয় রঙ্গবিদ্যা ধাম ॥ বাদকানুকূল সব কঙ্কণ বিধান । রঙ্গা
ক্ষ কন্দর্প আর সর্পি তানন্দন ॥ পার্শ্বী লোচন রাজ চুড়া মণি
জয় । কতেক কহিব যত গান বাদ্য হয় ॥ সকল করয়ে কৃষ্ণ
সঙ্গে প্রিয়াগণ । আনন্দ সমুদ্র মাঝে করিয়ে মজ্জন ॥ শ্রীগো
বিন্দ লীলামৃত অর্থের সাগর । সতত সাঁতারে যার যত আছে
বল ॥ ঠাকুর বৈষ্ণব ইহা করিবে শোধন । তোমার চরণে
মোর একান্ত শরণ ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে । এ
যত্ননন্দন কহে শ্রীরাসবিম্বাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে শ্রীরাস লীলা বর্ণনে
দ্বাবিংশতিতমঃ স্বর্গঃ ॥ ২২ ॥

তথাহি । অথ প্রবন্ধ গানং সনাতনাতলৈঃ পৃথগ্গিঃ ।
কর্তু মারভতেতাভি বিদ্যাক্তি স নর্তনঃ ।

জয় জয় গৌরচন্দ্র ব্রজেন্দ্র নন্দন । জয় জয় শচীসুত ভুবন
পাবন ॥ জয় শ্যামদেহ কান্তি গৌরবর্ণাবত । জয় রাবাকান্তি
ভাব বিলাসাদি কত ॥ জয় সনাতন প্রিয় জয় কপ প্রাণ । জয়
রঘুনাথ দাস কোটি প্রাণ সম ॥ জয় রঘুনাথ ভট্ট পরম দয়াল ।
জয় জয় জীব তুল্য করণাবতার ॥ রূপাকর দীনবন্ধু লইল
শরণ । যাতে হৈতে পাই প্রভু তুয়া প্রেমধন ॥ এবে কহোঁ
গোবিন্দের বিলাসানুকূল । যাহা শুনি সুখী হয় ব্রজবাসীগণ ॥
অতঃপর কৃষ্ণ নিজ প্রিয়াগণ লৈয়া । গান তাল নৃত্য করে
কম্পনা করিয়া ॥ রাই নিত্যম্বিনী যবে নর্তন করয়ে । শ্রীকৃষ্ণ
ললিতা লয়ে গান আচরয়ে ॥ চিত্রা আদি করি যত যত সুখী

গণ । তাল ধরে তাতে সবে অতি বিলক্ষণ ॥ বৃন্দা আদি গণ
সবে দর্শন করয়ে । সর্বেজ্জিয়গণ পূর্ণানন্দেতে ভরয়ে ॥ কৃষ্ণ
যবে একা নৃত্য করেন হরিষে । রাধা সুধামুখী গান করেন
হরিষে ॥ অত্যন্ত দুকহ তালগণ ধরে যবে । আশ্চর্য্য নাচেন
কৃষ্ণ অতিশয় তবে ॥ রঙ্গস্থলে নৃত্য তবে করি পুনরার । বাদ্য
ধারী অন্তঃপটে প্রবেশ তাহার ॥ তত ঘন সুশীরা দি কণ্ঠস্থরে
ঝেলা ॥ নানাবিধ গতি নৃত্য গান এক ভেলা ॥ গোপাঙ্গনাগণ
পদ চালে ভঙ্গী করি । কিবা সেই ভুরু করি চালন মাধুরী ॥
কিবা সেই অঙ্গ ভঙ্গী গমন ভঙ্গিমা ॥ কিবা সেই নেত্রগতি বি
জুরী উপমা ॥ তরে কৃষ্ণ নৃত্য রঙ্গে প্রবেশ করিল । তালক্রম
রসে পদযুগ চালাইল ॥ কিবা সে অঙ্গের গতি পদের চালনি ।
নানা তালে নানা গতি ভুবন মোহিনী ॥ কিবা সেই হস্ত পদ
যুগের কাঁপনী । নৃত্য গিত ক্রমে আইসে প্রিয় মধ্য জানি ॥
আনন্দে কহয়ে এই মধু রস বাণী । কিবা সেই তাল গতি
কথার গাঁথনি ॥

তত্তা তত্তা তথৈখা দৃগতি দৃক্ তথৈখা । খোদিক্ দাং
দাং কিটকিটকুণু কোঁথোক্ খো দিক্কুআরে । কোঁদ্রাং
কোঁদ্রাং কিড়িগিড়ি কিড়িধাং কোঁক্কু কোঁক্কু কোঁক্কু
খোদিক্ দ্রাং দ্রাং দ্রমিদ্ৰমিদ্ৰমিধাং কাঙ্কুকে কাঙ্কু-
কোঁদ্রা মাগত্বেবং নটতি সহচরিন্ চাকুপাট প্রবন্ধং ॥

তবে রাধাকৃষ্ণ দুজ একত্র নাচয়ে । নূপুর কিঙ্কণী পদ
কটক বাজয়ে ॥ কিবা সে দোহার হস্ত চালন ভঙ্গিমা । কিবা
সে কঙ্কণধূনি অতি মনোরুমা ॥ যেন নব জলধর সঙ্গে সৌদা
মিনী । হরিষে নাচয়ে কিবা নাশ্বিয়া অবনী ॥ নৃত্য করি তাল
ধরিবার কালে । অমৃত গাঁথনি কথা তাল ধরি বলে ॥

তথৈতথৈ তথৈতথৈ তথৈথা । দাধাদুক্ দুক্ চঙ চঙ
 নিঙানঙনিঙানিঙানাং । তত্তক তুং তুং কুডুঙডু
 ওড়ুদাং জাং ওড়ুজাং ওড়ুজাং । ধেক্ধেক্ ধোধাং
 কিরিট কিরিটং দিম্বিদিং দামাগঅবং মুহুরিহ সন্না
 শ্রীমদীশান নর্ত্ত ।

সুধা সুধামুখী করে একলে নর্ত্তন । করযুগ চালে ধনী
 স্রুতি অনুপম ॥ এইত সময়ে তাঁহা ললিতা আইলা । আসিয়া
 রাধিকা সঙ্গে নাচিতে লাগিলা ॥ কিবা সেই হস্তের গতি পদের
 চালনী । কিবা সেই অঙ্গ ভঙ্গী ভুরু ধুনায়নী ॥ কিবা সেই নয়
 নের গমন চাপনী । কিবা সেই হাস্য সুধা মদন বৈকলী ॥
 কিবা সে কঙ্কণ ধ্বনি নুপুর বাজনী । কিবা সে কিঙ্কণী ধ্বনি
 বলয় বাজনী ॥ এইকপে কহে তাল ধরিবার কালে । সে কণ্ঠের
 ধ্বনি শুনি কোকিল বিকলে ॥

তৈতৈ থোথো দ্বিগতিত্বিগতৈতৈ তৈতৈ তৈতৈথা ।
 দ্বিমিদ্বিমিদ্বি ধোবোধো মদঙ্গাদি বাটোঃ কণ কণ কণ
 বীণাশব্দ মিশ্রবিশাখা । লুচতি বনন বৎকাযলঙ্কার
 আলাদগতি দৃগতি দৃগতৈতৈ তথোথোত্রবাণা । ইতি ।

এইকপে বিশাখিকা কৈল নৃত্য রঙ্গ । এই তাল ধরি নাচে
 নানা অঙ্গ ভঙ্গ ॥ আর কোন সখি নৃত্যে নাশ্বিলা তখন ।
 কিঙ্কণী নুপুর আর বাজায় কঙ্কণ ॥ হস্তের ছলন আর পদের
 চালন । করিয়া কহয়ে এই তাল বিলক্ষণ ॥

তৈয়্যা তৈয়্যা তথৈত তৈতৈতা ।

তার নৃত্য অবসানে আর কেহ নাচে । পদের চালনি হস্ত
 যুগ চালে পাছে ॥ নুপুর কিঙ্কণী সহ কঙ্কণের ধ্বনি । তালের
 উত্থানে কহে সুমধুর বাণী ॥

তৈতৈতৈতৈতৈ তৈতৈতৈ তৈতৈ তৈতৈথা ।

তার নৃত্য দেখি অন্য সখী সুখ পাঞা । নৃত্য করে এই
সব তাল উচ্চারিয়া ॥

ধৈআ ধৈআ তথতথধৈআ ধৈধৈধৈয়াতি গড়তিধৈয়া ।

তবে কোন সখী নৃত্য করিতে লাগিল । তার নৃত্য দেখি
কৃষ্ণ হরষিত হৈলা ॥ তবে কৃষ্ণ গান করে নটন সঞ্চারে । কিবা
সে গানের গতি কিবা কণ্ঠধ্বরে ॥

আআইআতি আআতি আইঅতি আআআতি আআ
তিআআ । আআআআআআআআ ২ নটদিবপুলিন ২
রাধিকে পশু আরে । আ আই আতি আআ নটতিচ
বিপিন ২ মন্দবাতেরিত ২ আ । আআ আএতিকৃষ্ণঃ
পুনরিহনিগদনশালগাঙ্গ ২ ন নর্ত্ত ॥

কৃষ্ণ কহে পূর্ণ জ্যোৎস্না পুলিনে ভরিল । দেখ রাধে যেন
নৃত্য আশ্রিত করিল ॥ আর দেখ বন সব নৃত্য করে রঞ্জে । পব
নে চালায় নাচে আলগণ সঙ্গে ॥ তবে রাই হাসি কহে নাচিতে
নাচিতে । অতি মনোহর কথা গান রস রীতে ॥ দেখ কৃষ্ণ তুম্বা
হাস) চন্দ্রকুণ্ড জিনি । হংসি ক্ষীর হীর গর্ভ করয়ে হরিণী ॥

আই অআ ইঅতি প্রিয়হাস্যশ্চন্দ্রতিকুন্দতি হংসতি
আরে । ক্ষীরতি হীরতি হারতি আরে আই অআই-
অতি নৃত্যতি রাধা ॥

রাস মধ্যে বাজে বহু যুরুজেরগণ । অধিক ২ ধ্বনি করয়ে
সঘন ॥ রাসে বহু সুখ পাঞা এসব বচনে । নিন্দা করে যত
সব সুরাঙ্গনাগণে ॥ বীণাবাদক যন্ত্র তালধারিগণ । অন্যো
ন্যো নাচে তাল ধরে অন্য জন ॥ সকল অঙ্গনাগণ নাচে নৃত্য
রসে । আবিষ্ট হইলা নীবি কঞ্চু কাদি খসে ॥ তাহা দেখি কৃষ্ণ
সেই নৃত্য মাকে যাঞা । নীবি বেণু কঞ্চু কাদি বাক্সে সুখ
পাঞা ॥ নানা শব্দে বক্সে গান সৃজন করয়ে । শরিগম পধনা

দ্বি স্বর আলাপয়ে ॥ শুদ্ধ স্বর আর যত সংকীর্ণাদি করি । সহ
 স্র প্রকার গান বলিতে না পারি ॥ গীত পথ উপদেশী ভেদ
 বহুতর । কে কহিতে পারে তার বিস্তার বিস্তর ॥ তত সুশীঘ্র
 বাদি শব্দ পরচূর । কঙ্কণ কিঙ্কণী আর বলয় নুশুর ॥ আর চারি
 বাদ্য ভেল তা গর্তে মিশাল । পঞ্চম হইল ধনি তুমুল বিশাল ॥
 সুখে গান করে সব ব্রজাঙ্গনাগণে । আর অভিনয় করে হস্তের
 চালনে ॥ পদাক্ষ যুগলে তাল ধরে মনোহরে । গ্রীবা কটি বিধু
 নন তাল মত করে ॥ তা দেখি গোবিন্দ চিত্ত অতিবিক্র হৈল ।
 মনসিজ সুখ রসে আরতি বাঢ়িল ॥ নয়ন দোলন গতি দক্ষিণ
 বামে । তারকা কটাক্ষ গতি অতি মনোরমে ॥ সে সব অঙ্গের
 শোভা সে হাস্য মাধুরী । নাচে কৃষ্ণ মুখপদ্মে কটাক্ষাদি ধরি
 তাহা দেখি কৃষ্ণ চিত্ত অধিক বিক্র হৈল । মনসিজ সুখ রসে
 আরতি বাঢ়িল ॥ শ্রুতি অতি গমকাদি আর মচ্ছা গণ । পঞ্চ
 স্বরে এক হঞা করেন গায়ন ॥ অংশ মিশ্র জাতি শ্রুতি গম
 কাদি যত । কেহ স্বর আলাপয়ে কত কত মত ॥ তাহা শুনি
 কৃষ্ণ অতি সাধু বলে তাহা শুনি অন্যজন তৈছন আচরে ॥ কৃষ্ণ
 তারে তৈছে কৈল সম্মান বহুত । এইরূপে গান গায় করিয়া
 আকৃত ॥ ছালিকাদি নৃত্য তবে রাধা আরম্ভিল । সে নৃত্য
 দেখিয়া কৃষ্ণ অতি তুষ্ট হৈল ॥ তৎকাল যাইয়া তারে আলি
 ঙ্গন কৈল । সেই ছলে নিজ অঙ্গ তারে সমর্পিল ॥ প্রিয়া গান
 করে বংশী বাজান মুরারি । দেখয়ে রাধিকা মুখ কটাক্ষ আচ
 রি ॥ গান করে নানা নন্দ্য বিস্তার করিয়া । তাহা শুনি আওলা
 ইল প্রিয়াগণ হিয়া ॥ তালের স্থলন হবে এমন সময়ে । নাগ
 রেন্দ্র নেত্র পথে দেখান তাহায়ে ॥ স্থলন সময়ে তাল সম্ভালন
 কৈল । দেখিয়া গোবিন্দ চিত্তে আনন্দ বাঢ়িল ॥ যবে কৃষ্ণ

নৃত্যকরে তবে নিতম্বিনী । সুস্বর করিয়া করে মহতীর ধ্বনি ॥
 তৈছে কৃষ্ণ তাল ভঙ্গ হইবার কালে । রাই নেত্রপথে তাল
 করেন সান্ত্বালে ॥ রাধাকৃষ্ণ অন্যান্যে গান নৃত্য রসে । সহায়
 করেন সদা আনন্দ বিশেষে ॥ তৈছন সহায় অন্য সখী হৈতে
 নহে । দৌহার বৈদকী গুণ দৌহাতেই রহে ॥ তাল অবসানে
 কৃষ্ণ হস্ত পদ্ম দিয়া । প্রিয় বক্ষস্থলে ধরে আনন্দ পাওয়া ॥
 রাধিকাহো তুষ্ট হৈয়া নিজ বামকরে । প্রণয় সরোষে কৃষ্ণ
 হস্ত করে দূরে ॥ জানুদ্বয় মহীতলে আলম্ব করিয়া । শূন্যে
 রহে নিজ বাহুদ্বয় প্রসারিয়া ॥ ঘুরয়ে অত্যন্ত বেগে অতি
 ননোহরে । কন্দর্প কাঞ্চন চাকী যেন যেন ঘুরে ॥ লীলাতে
 করেন তবে গমনাগমন । কভু বাহু প্রসারয়ে কভু বা ক্রুঞ্চন ॥
 অন্যান্য অঙ্গ হস্তে সদা পরশয়ে । এইত ছুফর নৃত্য অনেক
 করয়ে ॥ কেহ এক হস্তে মহী ধরিয়া ২ । উলটি পড়য়ে নিজ
 অঙ্গ ফিরাইয়া ॥ তাহা দেখি কেহ কেহ বিনাবলম্বনে । শূন্যে
 অঙ্গ ফিরাইয়া করেন নর্তনে ॥ তাহা দেখি কেহ কেহ উত্তা
 নিত হৈয়া । পৃষ্ঠদেশে বাহু পদে অঙ্গ ভার দিয়া ॥ স্বর্ণলতা
 ধনু যেন চড়ার সহিতে । ক্ষীণমধ্যা নৃত্যকরে ক্ষণেক এই
 মতে ॥ কেহ নৃত্যকরে তাল ধরে গানকরে । মঞ্জীর কলাই
 মাত্র একটি বাজয়ে ॥ কভু দুই বাজে আর কভু বাজে তিন ।
 যখন যৈছন তাল তৈছে শব্দ চিহ্ন ॥ কভু বা নিঃশব্দে রহে
 শব্দ নাহি করে । ঐছে তাল রসে পদ চালন আচরে ॥ তাহা
 দেখি সুখি হৈলা সব গুণীচর । সাধু বলে সবে তাহারে পূজয়
 গীত বাদ্য নৃত্য আদি যতেক আছয় । ব্রহ্মা শিব আদি গণে
 সাক্ষাতে যে হয় ॥ অনন্ত বৈকুণ্ঠ লোকে বিষ্ণুকপ গণ । তাহা

র বিদিত যত সগান নর্তন ॥ ত্রজের ললনাগণ নৃত্যকী হই
 তে। সে সব দেখিলা কৃষ্ণ রাসমণ্ডলীতে ॥ গান নৃত্য বাদ্য
 গণ জন্ম ত্রজস্থলে। অঙ্গ অংশ যথা যেন তেন তথা পূরে ॥
 রাসরস সাগরে গোবিন্দ বিলসয়। ত্রজাঙ্গনাবৃন্দ পাশে
 নাচিয়া বুলয় ॥ এক যুবতী দেখি আরে চুয় দেয়। অকূতে মি
 পয়ে আঁখি আঁখিতে মিলায় ॥ কার ওষ্ঠাধর পান করেন
 হরিষে। কর কূচে নখাপর্শে আনন্দ বিশেষে ॥ অতর্কিতে
 কার কূচ করে আকর্ষণ। এইরূপে নাগুরেন্দ্র করেন ভ্রমণ ॥
 আপনি করেন গান গাওয়ায়ে অন্যরে। আপনি নাচেন কৃষ্ণ
 নাচান প্রিয়ারে ॥ প্রিয়াবৃন্দ গান নৃত্য শ্লাঘা করি মানে।
 প্রিয়াগণে শ্লাঘ্য দেন নিজ নৃত্য গানে ॥ আপনি বাজায় যন্ত্র
 সুখি করে প্রিয়া। প্রিয়া যন্ত্রবাদ্যে সুখ পায় নিজ হিয়া ॥
 কার অংশে বাহু দিয়া কৃষ্ণ আকর্ষণে। সুগন্ধি চন্দন অঙ্গ
 সঙ্গত লেপয়ে ॥ পুনঃ আলিঙ্গিয়া তারে চুম্বন করয়ে। স্থির
 সৌদামিনী যেন জলধরে রহে ॥ তার অঙ্গে পুলকাক্ষ কম্প
 উপজিল। তাহাতে গোবিন্দ মনে মহাসুখ হৈল ॥ নর্তন
 করিতে শ্রম হৈয়াছে তাহার। ঘর্ম্মের অক্ষুর ভাল কপোলে
 সঞ্চার ॥ কৃষ্ণ স্নেহে সেই সব শ্রম দূরে গেল। ভাবময় ভূষা
 সব অঙ্গে পরাইল ॥ রাস নৃত্য অবসানে রাধাক্ষ মাধুরী।
 দেখিয়া গোবিন্দ আঁখি পুলক না ছাড়ি ॥ শিথিল হইল বাস
 কেশ বেণী খসে। শ্রম জলকণা ভাল কপোল বিশেষে ॥
 শ্বাসে নাচে কুচযুগ আতি মনোহর। অলস ভরল অঙ্গে তাহাতে
 সুন্দর ॥ ক্রমে যে জন্মিল রুচি দেখিয়া গোবিন্দ। সে মাধুরী
 হেরে অতি পাইয়া আনন্দ ॥ পদ্ম গর্ভ খর্ব্ব করে গোবিন্দ
 নয়ন। মকর কুণ্ডল কর্ণে করয়ে নর্তন ॥ চর্কিত তাম্বূল নিজ

বদন হইতে । রাস নৃত্যসুখে দিলা মুখে মুখার্পিতে ॥ নিজাক্ষ
 পরশ দিয়া প্রিয়ার শরীরে । অন্যান্য পরশে অঙ্গ পুলকাদি
 ভরে ॥ স্বেদাদি হইল সুখ নোহ অন্তমানি । এইকপে সর শ্রম
 পলায় আপনি ॥ কোটি চন্দ্র সুশীতল কৃষ্ণ করতলে । সে হস্ত
 পরশে শ্রম তাপ গেল দূরে ॥ তথাপিহ পুনঃ কৃষ্ণ নিজ করে
 প্রিয়া মুখ মাজে দয়া ভরল অন্তরে ॥ প্রিয়া শ্রম গেলা সুখ
 হইলা দ্বিগুণে । এই কপে কৃষ্ণ দয়া সমুদ্র মগনে ॥ তেঁহ নিজ
 সুসখ্যতা বাচান আনন্দে । নিজ পটাক্ষলে মাজে কৃষ্ণ মুখ
 চাঁন্দে ॥ কৃষ্ণ তৈছে নিজ পট বস্ত্রাঞ্চল লৈয়া । রাই মুখ মাজে
 সুসখ্যতা প্রকাশিয়া ॥ কৃষ্ণ অঙ্গ সঙ্গ হয় বিলাস সাগর । আন
 ন্দ তরঙ্গ তাতে বহয়ে বিস্তর ॥ তজ্জন্য অলসে রাই গমন হই
 লা । কেশ পাশ মালা খসে তাহা না জানিলা ॥ এই কপে সব
 রাস নৃত্যাদি বিলাস । তাহা সব সনে হৈলা কৃষ্ণ রসোল্লাস ॥
 অন্য জন স্নিগ্ধ নহে এ রাসবিলাস । ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে মাত্র করেন
 বিলাস ॥ তবে কৃষ্ণ তা সবার সঙ্গে রতিলীলা । করিতে
 বাসনা হৈলা বৃন্দা তা জানিলা ॥ পক ফল সব আর পুষ্প
 মধুগণ । কত মণিপাত্র তাতে করিলা পূরণ ॥ মণিপাত্রে ভরি
 তাহা বৃন্দাদেবী আনে । দিলা লৈয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণদয়িতার স্থানে ॥
 তাঁহা নিজ শক্তি কৃষ্ণ প্রকাশ করিলা । প্রত্যঙ্গনা দ্বয় মণ্ডে
 বিস্কৃতি হইলা ॥ আপন অধরাগুতে মধু বাসাইলা । হাসি
 পান করি তারে পিয়াইলা ॥ কন্দর্প মাধ্বীক মদে যত ব্রজনারী
 ব্যাকলা হইলা অঙ্গ ধরিতে না পারি ॥ কন্দর্প মাধ্বীক মদে অল্প
 শিষ্ট হৈলা । পুলিনান্ত কুঞ্জে রাধাকৃষ্ণ প্রবেশিলা ॥ কন্দর্প মা
 ধ্বীক মদে তৈছে সখীগণ । বিহ্বল হইলা ঘূর্ণা ভরিল নয়ন ॥
 ভিন্ন কুঞ্জে বৃন্দা সখীবৃন্দ লৈয়া । শোয়াইল পুষ্পশয্যা উপরে

আনিয়া ॥ অথা রাধাকৃষ্ণ লীলা কৈল বহু মতে । স্বাধীন ভর্তৃকা
 বহু রাই পাইলা যাতে ॥ বিলাস করিলা কৃষ্ণ প্রিয়া সঙ্গে
 করি । কুঞ্জের বাহিরে আইলা মনোরথ ভরি ॥ তবে সুধামুখী
 কহে ব্যাক্ত কৃষ্ণ প্রতি । যাইবারে কহে যথা সখী আছে সুতি ॥
 তবে কৃষ্ণ সখী সঙ্গে প্রতি কুঞ্জে যাঞা । বিলাস করিলা মনো
 রথ পুরাইয়া ॥ স্বাধীন ভর্তৃকা রাধা সখীগণ পাইলা । অল
 ক্ষিতে কৃষ্ণ কুঞ্জ বাহিরে আইলা ॥ হাস্যমুখে আসি রাই সঙ্গে
 তে রহিল । পাছে সখীগণ কুঞ্জ বাহিরে আইলা ॥ হাসিতে
 সবে অঙ্গ আচ্ছাদিয়া । রাইর নিকটে রহে লজ্জিত হইয়া ॥
 তাহা দেখি ধনী ছলে নম্রমুখ করি । কহিতে লাগিলা কিছু
 লোলনেত্রে হেরি ॥ যেন তনায়ক তেঁহ আছেন এখানে । তোমা
 সবা সঙ্গে কেন রক্তি চিহ্নগণে ॥ বৃন্দা আমি কৃষ্ণ এথা আছি
 য়ে কোঁতুকে । মিথ্যা নহে এই কথা পুছহ বৃন্দাকে ॥ তাহা শুনি
 কৃষ্ণ হাসি কহিতে লাগিলা । প্রতি কুঞ্জে মূর্তি মোর আছে য়ে
 উজ্জ্বল ॥ রতি নৃত্য রসের নায়ক সেই হয় । সবারে শিখায়
 রতি কৃষ্ণ রসময় ॥ রাধাকৃষ্ণ ভঙ্গী কথা শুনি সখীগণ । প্রণয়
 জঁষাতে কহে প্রবোধ বচন ॥ কৃষ্ণ প্রতি আগে কহে অতিহর্ষ
 চিতে । তুমি অন্য গুরু কর নতুন শিখিতে ॥ শিষ্য হয়ে বাঞ্ছা
 কর শিষ্যাঙ্গি করিতে । হেন ক্রপে শিষ্য কভু না হয় উচিত ॥
 যার যার বেই গুরু বাসনা যে হয়ে । সেই তার স্থানে যাঞা উ
 পদেশ লয়ে ॥ বাঞ্ছা নাহি আর কেহ বলে শিষ্য করে । শাস্ত্রে
 কহে সেই শিষ্য হয়ে ত বিফলে ॥ ছলে এইমতে কৃষ্ণ কহে
 সখীগণ । তারে কহি রাই প্রতি কহয়ে তখন ॥ কুলাঙ্গনা ধর্ম
 গণ তুমি কি না জান । অতি শুদ্ধমতি হয় যত সতীগণ ॥ তথা
 পি আপন ভোগ ভুজঙ্গে করিয়া । নিজ সম করে সবা তারে

পাঠাইয়া ॥ এইরূপে নগ্ন সব কথা সব সঙ্গ । করিয়া চলেন
 কৃষ্ণ অতিশয় রঙ্গে ॥ গোপাঙ্গনা সঙ্গ করি জলকেলি রঙ্গে ।
 কৃষ্ণ মূর্ত্তি করি প্রিয়া করিগীর সঙ্গ ॥ সকল বিহার শ্রম দূর
 করিবারে । সবেই নাঞ্চিল গিয়া যমুনার জলে ॥ উরুদ্বয় জল
 কাহাঁ কাহাঁ নীতি জল । কাহাঁ বক্ষদ্বয় জল অতি নিরমল ॥
 কৃষ্ণ সব আকর্ষিয়া সেই সেই জলে । প্রিয়াগণ জলসেচে
 গোবিন্দ উপরে ॥ একাএকি যুদ্ধ কাহাঁ কাহাঁ পক্ষ মেলি ।
 কাহাঁ মগ্ন গোপাঙ্গনা কৃষ্ণ জলকেলি ॥ নানা লীলাগণ তাহাঁ
 বিস্তার করিলা । অন্যান্য চিত্তে বহু আনন্দ বাঢ়িল ॥ কৃষ্ণ
 কহে রজনীতে চক্রবাক গণ । প্রফুল্ল পদ্মেতে রহে ভ্রমর নি
 কর ॥ কৃষ্ণ ভঙ্গী কথা শুনি গোপাঙ্গনাগণ । নিজ বাহু দিয়া
 বক্ষ করে আবরণ ॥ সশঙ্কিত হৈরা নিজ বস্ত্রাঞ্চল দিয়া ।
 তৎকাল বাঁপয়ে মুখ জ্বলন্ত হাসিয়া ॥ রম্যিকা নয়ন জিনে
 সফরী যুগল । দেখি কৃষ্ণচন্দ্র হৈলা অত্যন্ত তরল ॥ যাঞা
 কৃষ্ণ রাই লৈয়া কৈলা আলিঙ্গন । প্রকাণ্ডে সখ্যতা দোহঁ নয়নে
 নয়ন ॥ কমলে কমল যুদ্ধ করে সখীগণ । নিজ কর কমলেত
 ধরি পদ্মগণ ॥ দূবে হৈতে কৃষ্ণ তাহাঁ কবে বিলোকন । জিনি
 য়া লইলা সবে গোবিন্দ বদন ॥ দুই তিন পক্ষ হয় মগ্ন অষ্ট
 জনে । সব লৈয়া কৃষ্ণ হৈলা মগ্নলা বন্ধনে ॥ জলমগ্ন ক বাদ্য
 বায় সবে কর তলে । এইরূপে কৃষ্ণ জল বিহারাদি করে ॥ অঙ্গ
 বিলেপন যত চন্দনাদ হয় । সব ধোয়া গেল স্তন কুঙ্ক
 মাদিময় ॥ নেত্র নিঃশ্রব হৈল বসন খসিল । হার মাল্য
 মগ্ন নীবিগুণ স্নেহ হৈল ॥ ঘন রসে নগ্ন সবে কিছুই না
 জানে । বাস সূচ্য স্নেহ আর যত অলিপনে ॥ সূক্ষ্মবাস
 তিতি সব লাগিয়াছে গায় । তাতে সব অঙ্গ যেন অনারত

হয় ॥ গোপাঙ্গনা অঙ্গশোভাগণ উছলিল। দেখিয়া গোবিন্দ
 চিত্তে বহু লোভ হৈল। ॥ অঙ্গনার বক্ষে শ্বেত চন্দনেরচয় । যমু
 নার জলে তার ধারা সদা বয় ॥ গঙ্গা আসি যেন যমুনাতে
 প্রবেশিল। ভিন্ন ধারা হয়ে যেন পৃথক চলিল। ॥ নানাকেলী
 নৌভাগ্যতালঘন কারণে। গঙ্গা আইলা অনুমানি কৃষ্ণ পর
 শনে ॥ এইরূপে কৃষ্ণ কৈলা জলেতে বিহার । উপরে লইয়া
 আইলা শ্রিয়া পরিবার ॥ সখীগণ মীঝে কেশ অঙ্গ মনোহরে ।
 সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিল। সকলে ॥ তবে বৃন্দাদেবী সবা সঙ্গে
 কৃষ্ণ লৈয়া । হেম মণ্ডপে আইলা আনন্দ পাইয়া ॥ তার পূর্বে
 আছে মণিকুটিমা সুন্দর । তাহা লৈয়া গেলা পুষ্পশয্যার
 উপর ॥ সেখানে আছয়ে মণি সম্পূট অনেক । যার যে সম্পূ
 ট তার নাম পরতেক ॥ নিজ নিজ নাম দেখি সম্পূট লইলা ।
 সম্পূট খালিয়া বেশ করিতে লাগিল। ॥ কম্প রুদ্ধ গানে সেই
 সম্পূট জনমে । বৃন্দা আনি দিলা সেই রত্ন অভরণে ॥ চিত্র
 বস্ত্র অভরণ গন্ধ সুচন্দনে । তাম্বূল কপূর নানা বর্ণক অঞ্জনে
 রাধাকৃষ্ণ নামাঙ্কিত রত্নের পেটারি। তাতে যত অভরণ আগে
 আনি ধরি ॥ গোবিন্দ উজ্জ্বল রসমূর্তি মনোহর । রতি পরিণ
 ত মূর্তি রাধাদি সকল ॥ এক আত্মা দেহ মাত্র ভিন্ন ভিন্ন হয় ।
 সম রূপ সম গুণ সম কলাময় ॥ দোহেঁ দোহঁ প্রতি স্নেহ
 অঙ্গে উদ্বর্তন । তারুণ্য অমৃতে স্নান করে ছুই জন ॥ লাবণ্য
 রসেতে ভেল উজ্জ্বল বরণ । দোহে দোহা প্রতি প্রেম সৌন্দর্য্য
 করণ ॥ অষ্ট সাহসিকৈত দোহে অঙ্গ সুচিত্রিত । স্তম্ভ আদি করি
 ভাব বর্ণক নির্ম্মিত ॥ কিলকিঞ্চিৎ আদি ভাব বিংশতি প্রকার ।
 মৌখ্য চকিত ভাব দোহেঁ মত আর ॥ নানীভাব অলঙ্কারে
 ভূষণ পরয় । তার আগে কিবা মানি ভূষণেরচয় ॥ মধ্যে

অন্তঃপট দিয়া সবে ভূষা পরে । সখীগণ সবে অন্যে অন্যে
 তে বেশ করে ॥ এইরূপ রাধাকৃষ্ণ সখীগণ সঙ্গে । ভূষণ পরি
 ল। সবে নিজ নিজ অঙ্গে ॥ অনঙ্গ গুটিকা আর অমৃত বিলাস
 দৃষ্ণ লড্ডুকাদি আনি ধরে কৃষ্ণপাশ ॥ এসব সামগ্রীগৃহে
 হৈতে রাই আনে । তাহা যে আছিল রূপ মঞ্জরীর স্থানে ॥
 রাধিকা ইঙ্গিতে তাহা আনি তেঁহ দিলা । বৃন্দাদেবী রস ফল
 নিয়া যোগাইলা ॥ প্রিয়া সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র ভোজন করলা ॥ ভো
 জন করিয়া তাহা আচমন কৈলা ॥ তবে প্রবেশিলা কেনি ম
 ন্দির ভিতরে । চারিদ্বার মুক্ত বহে যমুনা অনিলে ॥ কোটিচন্দ্র
 জিনি স্থল অতি সুশীতল । কোটি সূর্যাংশু রত্ন পরম উজ্জ্বল ॥
 কন্দর্পের কেলিরসে পরম আলয় । অনুরূ ধূমাতে বহে সৌ
 র ভ্যাতিশয় ॥ রত্নের পালক তাতে হংস তুলি সাজে । বৃন্তহীন
 পুষ্প তাতে উপরে বিরাজে ॥ পুনঃ সূক্ষ্ম শুক্লাবাসে আবৃত ক
 রিলা । সুচিত্র বালিশ দোহে উপরে ধরিলা ॥ তাতে আসি
 রাধাকৃষ্ণ শয়ন করিলা । কে কহিতে পারে তাহা যে শোভা হ
 ইলা ॥ তার দুই পাশে রত্নখটা দুই হয় । ললিতা বিশাখা
 আসি তাহাতে বৈসয় ॥ কৃষ্ণ নিজ মুখপদ্ম তাম্বুল চর্কিত ।
 রাধিকা বদনে দেন ক্রীমুখ মিলিত ॥ ললিতা বিশাখা দুহু
 তাম্বুল পুরিতা । দুহু মুখ দরশনে অতি প্রফুল্লিতা ॥ ক্রীকূপ
 মঞ্জরী করে পাদ সম্বাহন । কোন ধন্যাগণ করে সপ্রেমে বীজন
 ললিতা বিশাখা দেন তাম্বুল বদনে ॥ এইরূপে ক্রণ এক করেন
 শয়নে ॥ তবে তাহা হৈতে তারা বাহিরে আইলা । নিজ নিজ
 পুষ্প সেজে শয়ন করিলা ॥ কম্পরুকলতা কুঞ্জে আর যতজন
 সবেই যাইয়া তাঁহা করেন শয়ন ॥ ক্রীকূপমঞ্জরী মুখ্য সেবা
 পরা সখী । শয়ন করিলা কুঞ্জে সেজে হয়ে সুখী ॥ সেই লীলা

গেহ বাহ্যে কুটিয়া আছয় । তাহাতে শয়ন কৈলা লয়ে সখী
চয় ॥ রাধাকৃষ্ণ লীলামৃত ফল মনোহর । ভক্তে আশ্বাদয়ে
ব্রজের কি বিষয় ফল ॥ এই ফল সখীভাব বিনু নাহি মিলে ।
সখীবিনু কার ইহা নাহি অধিকারে ॥

যথারোগঃ । বৃন্দাবনে রাধা সঙ্গে, গোবিন্দ বিলাসে রঞ্জে, ম
বর অনন্ত লীলাগণে । লবং ফণেং, সুবল নেত্র মনে, কৈল
মাত্র দিগন্তরমণে ॥ শ্রীকৃষ্ণ সিংহিত দিশা, দশ গ্লোকে অহ
র্নিশা, রাধাকৃষ্ণ কেলি মনোহর । তাহা আমি বিস্তারিল, চিত্তে
বাহা উপজিল, বিস্তারিতে লীলাবহুতর ॥ রাগাধুসাধকজনে
সেবাযোগ্য বপু মনে, শুনি ইহা করিবে স্মরণে । স্মরণে আনন্দ
মনে, বপু কর্ণ রসায়নে, অতিলোভে মিলয়ে সেবনে ॥ শ্রীকৃষ্ণ
শ্রীরঘুনাথ, পাদপদ্ম ভৃঙ্গনাথ, কৃষ্ণদাস সেই মধু আশ । গো
বিন্দ লীলামৃত সার, গ্রন্থ কৈল সুবিস্তার, সুসামর্থ্য অমৃত নি
রাশ ॥ এসুখা যে করে পান, হৃদি তৃষ্ণা অবিরাম, পুনঃ পুনঃ,
বাড়য়ে আরতি । ব্রহ্মাদি দুর্লভ ভজে, রাধাকৃষ্ণ লীলা সে যে
দরশনে ধরিবে শক্তি । বৃন্দাবন বিলাসিনী, কুমদিনী বৃন্দ
লনি, বস্তু তারে করুণা করিয়া । তার মন বাঞ্ছা যত, পূর্ণকরু
অবিরত, এ লীলা যে কান্দয়ে শুনিয়া ॥ শ্রীকৃষ্ণ উচ্চৈশ্বর্য পদ,
অরবিন্দমধুসূদন, শ্রীকৃষ্ণ মধুপ সেবা ফলে । শ্রীরঘুনাথ দাস,
আদেশের পরকাশ, শ্রীজীব গোস্বামী সঙ্গবলে ॥ শ্রীরঘুনাথ
ভট্টবারে, গ্রন্থঃ ভেল সুবিস্তারে, গোবিন্দ লীলামৃত কাব্য সার
ব্রয়োবিংশতি স্বর্গে, সম্পূর্ণ হইল পারে, বিস্তারিতে অবন্ত
অপার ॥ কবি নহে পণ্ডিত নহে, তবু কৃষ্ণলীলা গাও, হৃদসি
বেন বৈষ্ণব ঠাকুর । সেই হাস্য মোর ব্রজ, যতই সপিয়াছ
প্রাণ, ভয় লজ্জা সব গেল দূর ॥ শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতঃ অমৃত

হৈতে পরামৃত, যে ই ইহা সদা করে পান। তাহার চরণ ধূলী,
আপন মস্তকে করি, তার পদজল করি পান ॥ চৈতন্য দাসে
র দাঁস, ঠাকুর শ্রীশ্রীনিবাস, অচার্য্যজা শ্রীল হেমলতা।
তার পাদপদ্ম আশ, এষহু নন্দন দাস, অমৃতে প্রাকৃতে করে
কথা ॥

জয়২ রাধাকৃষ্ণ জয় ব্রজানন্দ। জয় জয় ব্রজানন্দ গোকুল
আনন্দ। শ্রীরাধামাধব জয় রাধা দামোদর। জয় গাঙ্গক্সিকা
জয় রাধাগিরিধর ॥ জয় রান বিলাসী ব্রজ ললনা নাগর।
জয় রাস বিলাসিনী রসিকাশেখর ॥ জয় নন্দসুত জয় রুঘভানু
সুতা। জয় ব্রজাঙ্গনা গণ জয় শ্রীললিতা ॥ জয় বিশাখিকা জয়
রাধা সখীরুন্দ। শ্রীমদন গোপাল জয় শ্রীরাধা গোবিন্দ ॥ জয়
রুন্দাবন জয় ব্রজবাসী গণ। শ্রীগোপীনাথ জয় ব্রজেন্দ্র নন্দন
রাধিকা মাধব জয় নিত্য সুখানন্দ। জয় রাধাকৃষ্ণ লীলা স
র্বানন্দ কন্দ ॥ শ্রীকৃপা শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিয়া। লিখিল গো
বিন্দ লীলা আনন্দিত হৈয়া ॥ এইত কহি ৩ লীলা গোবিন্দ
বিলাস। নিতিনব নব লীলা সর্ব সুখাবাস ॥ রজনী দিবসে
এই লীলার সাগরে। মগন আছেন কৃষ্ণ আনন্দ অস্তরে। শ্রীকৃষ্ণ
দাস গোসাই কবিরাজ দয়াবান। কৃপাকরি লীলা প্রকাশিল
অনুপাম ॥ চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ প্রকাশিয়া। জীব উদ্ধা
রিলে অতি করুণা করিয়া ॥ শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত নিগূঢ় ভা
ণ্ডার। তাহা উঘাড়িয়া দিলে কি কৃপা তোমার ॥ কৃষ্ণ কর্ণামৃত
ব্যাখ্যা কেবা তাহা জানে। তাহার নিগূঢ় কথা কৈলা প্রক
টনে। তিন অমৃতে ভাসাইল এতিন ভুবন। তোমার চরণে
তেই করিয়ে স্তবন ॥ তোমার চরণে করে দণ্ডবৎ নতি। মোর
অপরাধনা লইবে শুদ্ধমতি ॥ নাবুঝি তোমার মর্ম্ম কি, লিখি

কথা । পাছে তাতে মোর হবে কোন দোষমতা ॥ তোমার গ
ভীর বুদ্ধি সমুদ্র অপার । মুই তার কি জানিব অতি তুচ্ছ ছার
সেই গ্রন্থ আগে করি লেখ কৃষ্ণলীলা । তাহাই লিখিলু যাহ
চিত্তে উপজিলা ॥ শুন শুন ওয়ে গোঁসাই কবিরাজ ঠাকুর ।
কিবল তোমার আমি উচ্ছ্রিত কুকুর ॥ দোষ না লইহ মোর
আপনার গুণে । আমার লিখন যেন শুকের পঠনে ॥ জয়
জয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোঁসাই । তোমার রূপাতে এবে কৃষ্ণ
লীলা গাই ॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাবে । এ যত্ন
নন্দন কহে গোবিন্দ বিলাসে ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে সায়রু লীলাবর্ণনং নাম
ত্রয়োবিংশতি স্বর্গঃ ॥ ২৩ ॥

সমাপ্তশ্চয়ং শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতঃ ।

এই গ্রন্থ যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হয় তিনি ৭ট তলার উত্তরাংশ
৯ নং দোকানে অথবা আহিরীজোলা ৯ নং
বাটিতে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন ।

